ঢাকা বোর্ড–২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ৩০ মিনিট

পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. মুসলিম মনীষীগণ শরিয়তের বিষয়বস্তুকে প্রধানত কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?
ক) ৬ খ) ৫ গ) ৪ ঘ) ৩

২. সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন কে?
ক) হযরত ওসমান (রা.) খ) হযরত আবু বকর (রা.)
গ) হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) ঘ) হযরত উমর (রা.)

৩. কোন যুদ্ধে বহুসংখ্যক কুরআনের হাফিজ সাহাবি শাহাদাতবরণ করেন?
ক) সিফফিন খ) ইয়ামামার গ) তাবুক ঘ) বদর

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
তামজীদ সাহেব নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিতে উদ্ভাসিত করতে চান। তিনি অন্তরকেও পরিশুদ্ধ করতে চান।

৪. তামজীদ সাহেবের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কোন গ্রন্থ পাঠ করতে হবে?
ক) আল কুরআন খ) বুখারি শরিফ গ) মুসলিম শরিফ ঘ) তিরমিযি শরিফ

৫. এর ফলে তামজীদ সাহেব লাভ করবেন–
i. সম্মান ও মর্যাদা ii. ধন ও সম্পদ
iii. দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬. প্রধান ওহি লেখক হলেন–
ক) হযরত আবু বকর (রা.) খ) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)
গ) হযরত আলী (রা.) ঘ) হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)

৭. মাক্কি সূরার সংখ্যা কতটি?
ক) ৮২টি খ) ৮৮টি গ) ৮৬টি ঘ) ২৮টি

৮. হযরত উমর (রা.) ছিলেন–
i. প্রজাবৎসল ii. ন্যায়পরায়ণ iii. স্বার্থপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯. "জিন ও মানব জাতিকে আমি (আল্লাহ) আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি"। আয়াতটি কোন সূরায়?
ক) আয্‌-যারিয়াত খ) আল বাইয়্যিনা গ) আল-বাকারা ঘ) আল মারইয়াম

১০. কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম হিসেব নিবেন–
ক) হজ খ) যাকাত গ) সালাত ঘ) সাওম

১১. "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় রমযান মাসে রোজা রাখে, আল্লাহ তায়ালা তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করে দেন"। হাদিসটি কোন হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ আছে?
ক) বুখারি খ) নাসাঈ গ) মুসলিম ঘ) তিরমিযি

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব 'ক' একজন সম্পদশালী ব্যক্তি, তিনি নিয়মিত সালাত ও সাওম পালন করলেও হজ পালন করতে অস্বীকার করেন। তিনি মনে করেন হজ করে শুধু টাকা খরচ করা হয় মাত্র।

১২. হজের ব্যাপারে জনাব 'ক' এর মনোভাব কীসের শামিল?
ক) শিরক খ) নিফাক গ) ফিসক ঘ) কুফর

১৩. হজ পালন না করার কারণে জনাব 'ক' বঞ্চিত হচ্ছেন–
i. মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা থেকে
ii. ফরজ বিধান পালন করা থেকে iii. অপচয় করা থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৪. হজের ফরজ কয়টি?
ক) ৩ খ) ৫ গ) ৬ ঘ) ৭

১৫. মানব জীবনের মৌলিক গুণ ও জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো–
ক) জ্ঞান খ) সময়
গ) আখলাকে হামিদাহ ঘ) সম্পদ

১৬. কীসের দ্বারা সমাজে সকল অন্যায় অত্যাচারের দরজা খুলে যায়?
ক) হিংসা খ) গিবত গ) প্রতারণা ঘ) ফিতনা-ফাসাদ

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব 'ক' মধুতে চিনির শিরা মিশিয়ে প্রতিদিন বাজারে বিক্রি করে বেশি টাকা আয় করে।

১৭. 'ক' এর এরূপ কাজে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক) প্রতারণা খ) খিয়ানত গ) চালাকি ঘ) কুফর

১৮. উক্ত কাজের ফলে সমাজে–
i. শত্রুতা ও অবিশ্বাস বাড়ে ii. আস্থা ও বিশ্বাস বাড়ে
iii. উক্ত ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা কমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) iii ঘ) i ও iii

১৯. হযরত খাদিজা (রাঃ) ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর গুণাবলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য কাকে পাঠান?
ক) আয়েশা খ) রাহেলা গ) মাইসারা ঘ) হালিমা

২০. মহানবি (সঃ)-এর বিদায় হজের ভাষণে প্রধান উক্তি কয়টি?
ক) ১২টি খ) ১০টি গ) ৯টি ঘ) ৮টি

২১. হযরত আবু বকর (রাঃ) বর্তমান যুগের প্রশাসনকার্যের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ কারণ–
i. রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয়ে তিনি সাবধানতা অবলম্বন করেন
ii. তিনি সুস্বজ্ঞান সংরক্ষণ করেন
iii. তিনি দৃঢ়তার সাথে সমস্যা মোকাবেলা করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২২. 'আল-কানুন ফিত-তিব' বইটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলেন কে?
ক) আল কিন্দি খ) ডঃ ওসলার
গ) যাবির ইবনে হাইয়ান ঘ) ইবনে রুশদ

২৩. সিটি মেয়র গভীর রাত্রে মানুষের দুঃখ-বেদনা দেখার জন্য ঘুরে বেড়ান। তার এরূপ কাজ ইসলামের কোন খলিফার কাজের সাথে মিল পাওয়া যায়?
ক) হযরত আবু বকর (রা.) খ) হযরত উমর (রা.)
গ) হযরত ওসমান (রা.) ঘ) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)

২৪. যিনি ইসলাম অনুসারে জীবন পরিচালনা করেন তাকে বলা হয়–
ক) মুমিন খ) মুসলিহীন
গ) মুত্তাকী ঘ) মুসলিম

২৫. ইসলামের সকল শিক্ষা ও আদর্শ কীসের উপর প্রতিষ্ঠিত?
ক) তাওহিদের খ) রিসালাতের
গ) আসমানি কিতাবের ঘ) আখিরাতের

২৬. "তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গোপন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।"– এটি কোন সূরার আয়াত?
ক) আল বাকারা খ) আল হাদিদ গ) আলে ইমরান ঘ) আল মায়িদাহ

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আঃ রহিম তার বন্ধু আঃ করিমকে আসরের সালাতের জন্য ডাকল। কিন্তু আঃ করিম তাকে অগ্রাহ্য করে খেলায় মগ্ন থাকে।

২৭. আঃ করিম কার বিধান লঙ্ঘন করল?
ক) সমাজের খ) বিদ্যালয়ের গ) আল্লাহর ঘ) রাসুলের

২৮. আঃ করিম তার কাজের ফলে বঞ্চিত হবে–
i. আল্লাহর নৈকট্য লাভ থেকে ii. ইমানকে মজবুত করা থেকে
iii. আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৯. পৃথিবীর সকল প্রকার জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় জুলুম কোনটি?
ক) নিফাক খ) শিরক গ) কুফর ঘ) ফিসক

৩০. কীসে বিশ্বাস মানুষকে সৎকাজে উৎসাহিত করে?
i. তাওহিদে ii. তাকদিরে iii. আখিরাতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড–২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। জনাব শরীফ একজন সমাজ সেবক। তিনি নিজ এলাকায় ফলদ-বনজ, ঔষধিসহ নানা ধরনের বৃক্ষরোপণ করেন। তিনি মনে করেন এসব বৃক্ষ যেমন জীবন বাঁচানোর জন্য অক্সিজেন সরবরাহ করবে; তেমনি এসবের ফুল-ফল ও কাঠ থেকেও মানুষ উপকৃত হবে। তার বন্ধু কেয়ামত আলী একজন ব্যবসায়ী। তিনি পণ্যের মান সম্পর্কে ক্রেতাকে জানান না এবং দাম নিয়ে বিভিন্ন ছল চাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ক. সুন্নাহ কী? ১
খ. কর্মে নিয়তের বিশুদ্ধতা প্রয়োজন কেন? ২
গ. জনাব শরীফের কর্মে মহানবির (সঃ) কোন হাদিসের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কেরামত আলীর আচরণ শনাক্তপূর্বক সমাজ জীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

২। ফাতেমা ও শাহানা দুই বান্ধবী। ফাতিমা কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছুতেই মার্জিত ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখে। তাই বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী তাকে ভালোবাসে। বিষয়টি শাহানার পছন্দ হয়নি। তাই সে ফাতিমা সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করে এবং তার নিন্দা করে বেড়ায়। বিষয়টি জানতে পেরে শ্রেণি শিক্ষক আকলিমা বেগম শাহানাকে ডেকে বলেন "আচরণের পরিবর্তন না করলে তোমাকে পরকালে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে।"

ক. হিংসা কী? ১
খ. "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ফাতিমার আচরণ শনাক্তপূর্বক মানব জীবনে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শাহানার কর্মটি শনাক্ত করে এর কুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। জনাব 'ক' একজন সরকারি কর্মচারী। প্রতিদিন অনেক লোক তার অফিসে সেবা গ্রহণের জন্য আবেদন করে কিন্তু তিনি কোনো সুযোগ-সুবিধা না পেলে কাউকেই সেবা প্রদান করেন না। তার বন্ধু জনাব 'খ' একজন ব্যবসায়ী। তিনি আল্লাহ তায়ালার ভয়ে যাবতীয় অন্যায়-অনাচার, পাপাচার থেকে নিজেকে বিরত রাখেন।

ক. আখলাকে হামিদাহ কী? ১
খ. আমানত রক্ষা করা কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২
গ. জনাব 'ক' এর আচরণ আখলাকে যামিমার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব 'খ' এর কর্ম শনাক্ত করে মানব জীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। আব্দুল আলীম এইচএসসি পাস করে বাবাকে বলল, আমি বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী, শল্য চিকিৎসার দিশারি হিসেবে আজও আমাদের মাঝে স্মরণীয় হয়ে আছে। তার আদর্শ অনুকরণে একজন চিকিৎসাবিদ হতে চাই। অপরদিকে তাদের গ্রামের ফরহাদ এর বাসায় একটি ইয়াতিম মেয়ে কাজ করে। সে তাকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসে এবং নিজেরা যা খায় পরে তাকেও তা খেতে দেয় ও পরতে দেয়। তার সাথে কেউই খারাপ ব্যবহার করে না।

ক. বিদায় হজ কী? ১
খ. "হিলফুল ফুযুল" গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ফরহাদ এর আচরণে মহানবি (সঃ)-এর কোন ভাষণের প্রভাব পড়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আব্দুল আলীম কাকে অনুসরণ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানী হতে চায়? তার অবদান উল্লেখ কর। ৪

৫। রিমা ও কারিমা এসএসসি পরীক্ষার্থী। রিমা বিশ্বাস করে আল্লাহ তায়ালা সকল গুণের আধার। তাই সকল প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য এবং সাহায্য প্রার্থনাও কেবল তাঁরই নিকট করতে হবে। কারিমা মনে করে মানুষের সফলতা আল্লাহর পাশাপাশি পীর মুরুব্বিদের দোয়ার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। তাই সে পরীক্ষার আগে মাজারে গিয়ে তবারক বিতরণ করে।

ক. আখিরাত কী? ১
খ. "জাহান্নামের উপর সিরাত স্থাপিত হবে"। ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রিমার বিশ্বাস কি সঠিক? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কারিমার ধারণা চিহ্নিতপূর্বক এর কুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও–

'খ'	'ক'	'গ'
	শান্তির ধর্ম	
আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই		মুখে স্বীকার অন্তরে বিশ্বাস, তদনুযায়ী আমল

ক. ইসলাম কী? ১
খ. কুফর কীভাবে হতাশার সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'গ' চিহ্নিত বিষয়টি শনাক্ত করে মানব জীবনে এর প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত বিষয় দু'টি একে অপরের পরিপূরক, তুমি কি একথার সাথে একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। রহমতুল্লাহ একজন ধনীলোক। তিনি প্রতিবছর সম্পদের হিসাব করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ দান করেন। তার বন্ধু এমন করার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন– "আমি অহেতুক এই কাজ করছি না; বরং এটি একটি ইবাদত"। অন্যদিকে জামিল মিয়া জুমার নামাজের খুতবা শুনছিলেন যেখানে ইমাম সাহেব বলেন,– "ইসলামে এমন একটি ইবাদত রয়েছে যা মানুষকে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, কাম-ক্রোধ প্রভৃতি থেকে বিরত রাখে।"

ক. মিযান কী? ১
খ. "আমাকে শাফায়াত করার অধিকার দেয়া হয়েছে" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রহমতুল্লাহ যে ইবাদত পালন করেছেন তা শনাক্তপূর্বক ইসলামে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইমাম সাহেবের বক্তৃতায় উল্লিখিত ইবাদতটি চিহ্নিতপূর্বক এর শিক্ষা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। জনাব নিজাম একটি গার্মেন্টসের মালিক। তিনি চুক্তি মোতাবেক তার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দিচ্ছেন না। কয়েকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তিনি তা রক্ষা করলেন না। এ নিয়ে মালিক শ্রমিক সম্পর্কের অবনতি ঘটল। ব্যবসায় অনেক ক্ষতি হলো। এরপর তার ছোট ভাই জনাব রাশেদ গার্মেন্টসের দায়িত্বভার নিলেন এবং মহানবি (সঃ)-এর আদর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করা শুরু করলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যে ব্যবসায় উন্নতি লাভ করলেন এবং শ্রমিকদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হলো।

ক. শরিয়ত কী? ১
খ. 'ইলম' অর্জন করতে হবে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব নিজামের চরিত্রে আখলাকে হামিদার কোন গুণটির অভাব? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব রাশেদের গার্মেন্টস পরিচালনার পদ্ধতিটি চিহ্নিতপূর্বক তার ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। আকবর আলী সবসময় ইসলামের কথাবার্তা বলে থাকেন। কিন্তু তিনি সময় মতো সালাত আদায় করেন না এবং প্রতিবেশীরা গৃহস্থালির জিনিসপত্র ধার চাইলে তা দিতে চান না। অপরদিকে নোমান মিয়া একজন নিম্ন আয়ের মানুষ। শত কষ্টের মাঝেও সে সময় পেলেই আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়। সে বিশ্বাস করে "কষ্টের সাথে অবশ্যই স্বস্তি আছে"।

ক. হজ কী? ১
খ. "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও"। ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আকবর আলীর কর্মকাণ্ড যে সূরার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তার শিক্ষা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নোমান মিয়ার কর্মকাণ্ডে কোন সূরার শিক্ষা ফুটে উঠেছে? তা চিহ্নিত করে এর শিক্ষা বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। বায়তুল মুকাররম মসজিদের খতিব সাহেব একদা তাঁর বক্তব্যে উপস্থিত মুসল্লিগণের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে; অধীনস্ত কর্মচারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না।" তিনি আরও বলেন, আমাদের মাদাতী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাহিদ সাহেব তার পরিষদে বলেন, "যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুসরণ করি, ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে এবং আমাকে সাহায্য করবে।"

ক. বুহায়রা কে? ১
খ. কীভাবে মক্কা বিজয় হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. খতিব সাহেবের বক্তব্যটি ইসলামের কোন ভাষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জায়েদ সাহেবের বক্তব্যটি কোন খলিফার চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? তা চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। **কেস-১ :** রহমতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত পরিপাটি জীবনযাপন করে। তারা নিজেদের শ্রেণিকক্ষ, বসার জায়গা, বিদ্যালয়ের মাঠসহ সমস্ত পরিবেশের যত্ন নেয় এবং যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলে না।

কেস-২ : রইচ মিয়া তার ছোট ভাইকে বলল-এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারলে তোমাকে দামি ঘড়ি কিনে দেব। পরীক্ষায় ভালো ফল করার পরে ছোট ভাই রতন পুরস্কারের কথা বললে রইচ মিয়া বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন এবং বলেন– তোমার সাথে আমার এমন কোনো কথাই হয়নি।

ক. মানব সেবা কী? ১
খ. "জিন ও মানব জাতিকে আমি (আল্লাহ) আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রহমতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কর্মে আখলাকে হামিদার যে গুণটি ফুটে উঠেছে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রইচের কর্ম শনাক্তপূর্বক মানব জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	1	N	2	L	3	L	4	K	5	L	6	N	7	M	8	K	9	K	10	M	11	K	12	N	13	K	14	K	15	M
	16	N	17	K	18	N	19	M	20	K	21	N	22	L	23	L	24	N	25	K	26	L	27	M	28	N	29	L	30	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ জনাব শরিফ একজন সমাজ সেবক। তিনি নিজ এলাকায় ফলজ-বনজ, ঔষধিসহ নানা ধরনের বৃক্ষরোপণ করেন। তিনি মনে করেন এসব বৃক্ষ যেমন জীবন বাঁচানোর জন্য অক্সিজেন সরবরাহ করবে; তেমনি এসবের ফুল-ফল ও কাঠ থেকেও মানুষ উপকৃত হবে। তার বন্ধু কেরামত আলী একজন ব্যবসায়ী। তিনি পণ্যের মান সম্পর্কে ক্রেতাকে জানান না এবং দাম নিয়ে বিভিন্ন ছল চাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ক. সুন্নাহ কী? ১
খ. কর্মে নিয়তের বিশুদ্ধতা প্রয়োজন কেন? ২
গ. জনাব শরিফের কর্মে মহানবির (সঃ) কোন হাদিসের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কেরামত আলীর আচরণ শনাক্তপূর্বক সমাজ জীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও তাঁর সমর্থিত রীতিনীতিকে সুন্নাহ বলে।

খ আল্লাহ তায়ালা পরকালে মানুষের সকল কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। সেদিন তিনি মানুষের সকল কাজের নিয়ত বা উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন। মানুষ যদি সৎ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে তার পুরস্কার লাভ করবে। নেক নিয়তে কাজ করে ব্যর্থ হলেও সে তার জন্য পুরস্কার পাবে। আর যদি মন্দ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে শাস্তি ভোগ করবে। সুতরাং আমাদের জীবনে নিয়ত সৎ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

গ জনাব শরিফের কর্মে মহানবি (সা.)-এর বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিসের প্রতিফলন ঘটেছে।

বৃক্ষরোপণ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। মানুষ এর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

উদ্দীপকের শরিফ নিজ এলাকায় ফলদ-বনজ,ঔষধিসহ নানা ধরনের বৃক্ষরোপণ করে মূলত মহানবি (সা.)-এর হাদিসের ওপর আমল করেছেন। তার এ কাজটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। ফলে তিনি নিজের অজান্তেই অনেক সওয়াব লাভ করবেন। যেমন মহানবি (সা.) বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهٗ بِهٖ صَدَقَةٌ۔

অর্থাৎ, ‘কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।’ (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং বলা যায়, জনাব শরিফের কাজে মহানবি (সা.)-এর বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিসটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে কেরামত আলী একজন অসৎ ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসায় সততা অবলম্বন করেন না। অর্থাৎ তার কাজটি প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। সমাজ জীবনে যার অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

প্রতারণা শব্দের অর্থ ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া, বিশ্বাস ভঙ্গ করা ইত্যাদি। প্রতারণার মাধ্যমে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ঠকানো হয়। এটি অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এর মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কেরামত আলী তার আচরণের মাধ্যমে এ গর্হিত কাজটি করেছেন।

উদ্দীপকের ব্যবসায়ী কেরামত আলী একজন অসৎ ব্যবসায়ী। তিনি পণ্যের মান সম্পর্কে ক্রেতাকে জানান না। আর পণ্যের দাম নিয়েও বিভিন্ন ছল-চাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ব্যবসার ক্ষেত্রে তিনি মানুষকে ঠকাচ্ছেন। আর এ বিষয়টিই হলো প্রতারণা। কারণ প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার ওপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলা হয়। এটি মিথ্যাচারের একটি বিশেষ রূপ। অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা মিথ্যা অপেক্ষাও জঘন্য। সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা আবশ্যক। কারণ এটি একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ। এর মাধ্যমে সমাজ কলুষিত হয়। পরস্পরের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়। সমাজে শত্রুতা জন্ম নেয়। প্রতারণাকারীকে সমাজের কেউ পছন্দ করে না। তার সাথে কেউ সম্পর্ক রাখতে চায় না। আর যে ব্যক্তি মানবসমাজে ঘৃণিত সে আল্লাহ তায়ালার নিকটও ঘৃণিত।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, কেরামত আলীর আচরণ প্রতারণার শামিল।

প্রশ্ন ▶ ০২ ফাতেমা ও শাহানা দুই বান্ধবী। ফাতিমা কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছুতেই মার্জিত ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখে। তাই বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী তাকে ভালোবাসে। বিষয়টি শাহানার পছন্দ হয়নি। তাই সে ফাতিমা সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করে এবং তার নিন্দা করে বেড়ায়। বিষয়টি জানতে পেরে শ্রেণি শিক্ষক আকলিমা বেগম শাহানাকে ডেকে বলেন “আচরণের পরিবর্তন না করলে তোমাকে পরকালে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে।”

ক. হিংসা কী? ১
খ. "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ফাতিমার আচরণ শনাক্তপূর্বক মানব জীবনে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শাহানার কর্মটি শনাক্ত করে এর কুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের সুখ-সম্পদ, শান্তি-সাফল্য নষ্ট করে নিজে এর মালিক হওয়ার কামনাকে হিংসা বলা হয়।

খ ফিতনা-ফাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টিকে বোঝায়।

যে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ প্রসার লাভ করে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। সমাজের ঐক্য সংহতি বিনষ্ট হয়। এরূপ সমাজে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান পালন ও উদযাপন করতে পারে না। এককথায় ফিতনা ফাসাদের ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে আসে চরম অমানিশা। এজন্যই আল্লাহ বলেন, 'ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।'

গ ফাতিমার আচরণে শালীনতা প্রকাশ পেয়েছে।

আখলাকে হামিদাহ বা উত্তম চরিত্রের অন্যতম দিক হলো শালীনতা। শালীনতা অর্থ মার্জিত, সুন্দর ও শোভন হওয়া। শালীনতার পরিধি খুবই ব্যাপক। এটি বহুগুণের সমষ্টি। ভদ্রতা, নম্রতা, সৌন্দর্য, সুরুচি, লজ্জাশীলতা, কৃষ্টি-কালচার ইত্যাদি গুণাবলির সমন্বিত রূপের মাধ্যমে শালীনতা প্রকাশ পায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ফাতিমা কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছুতেই মার্জিত ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখে। তাই বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী তাকে ভালোবাসে। প্রকৃতপক্ষে শালীনতা একজন ব্যক্তির প্রকৃত সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে। অশালীন কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ কোনো নম্র-ভদ্র মানুষ পছন্দ করে না। তাই শালীন ব্যক্তিকে সবাই ভালোবাসে, আপন করে নেয়। শালীনতা চর্চার ফলে মানুষের মান-সম্মান সুরক্ষিত থাকে, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। ফাতিমার ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ফাতিমার আচরণে শালীনতাই প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং মানবজীবনে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ঘ শাহানার কাজটি হলো হিংসা। এটি মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে মারাত্মক কুফল বয়ে আনে।

হিংসা-বিদ্বেষ বলতে অন্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা, অন্যের উন্নতি, সুখ সহ্য করতে না পারা। এটি একটি নিন্দনীয় অভ্যাস। এটি মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। শাহানার কাজে এ জঘন্য আচরণটি প্রকাশ পেয়েছে।

ফাতেমা শালীনতা অবলম্বনের মাধ্যমে সবার ভালোবাসা অর্জন করে। তবে এ বিষয়টি শাহানার পছন্দ হয় না। তাই সে ফাতেমা সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করে এবং তার নিন্দা করে বেড়ায়। তার এ কাজ হিংসা নামের ঘৃণিত আচরণটিই তুলে ধরে। কারণ অন্যের উন্নতি দেখে তাকে ঘৃণা করা, তার সুখ-সম্পদ, শান্তি-সাফল্যের ধ্বংস কামনা করাই হলো হিংসা। এ জঘন্য আচরণটি মানুষের সৎচরিত্রবান হওয়ার পথে বড় অন্তরায়। সামাজিক শান্তির জন্য প্রয়োজন সাম্য, মৈত্রী, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, পরস্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। একটি হাদিসে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'পরস্পর কল্যাণকামিতাই হলো দীন। হিংসা এসব সৎগুণ ধ্বংস করে দেয়। হিংসুক ব্যক্তি নিজের স্বার্থকে সবচেয়ে বড় করে দেখে। সে অন্যকে ঘৃণা করে, অন্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, অন্যের অনিষ্ট কামনা করে। এতে মানবসমাজে ঐক্য, সংহতি বিনষ্ট হয়, শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। হিংসা বিদ্বেষ পরকালীন জীবনেও মানুষের ক্ষতির কারণ। হিংসা মানুষের সকল নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, শাহানার কাজটি হলো হিংসা। এতে করে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

প্রশ্ন ▸ ০৩ জনাব 'ক' একজন সরকারি কর্মচারী। প্রতিদিন অনেক লোক তার অফিসে সেবা গ্রহণের জন্য আবেদন করে কিন্তু তিনি কোনো সুযোগ-সুবিধা না পেলে কাউকেই সেবা প্রদান করেন না। তার বন্ধু জনাব 'খ' একজন ব্যবসায়ী। তিনি আল্লাহ তায়ালার ভয়ে যাবতীয় অন্যায়-অনাচার, পাপাচার থেকে নিজেকে বিরত রাখেন।

ক. আখলাকে হামিদাহ কী? ১
খ. আমানত রক্ষা করা কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২
গ. জনাব 'ক' এর আচরণে আখলাকে যামিমার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব 'খ' এর কর্ম শনাক্ত করে মানব জীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব চরিত্রের সুন্দর, নির্মল ও মার্জিত গুণাবলিকে আখলাকে হামিদাহ বলে।

খ আমানত রক্ষা করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাসুল (সা.) বলেন, 'যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই' (মুসনাদে আহমাদ)। তাছাড়া আমানতের খিয়ানত করা মুনাফিকের চিহ্ন। তাই মুমিন হিসেবে টিকে থাকতে হলে আমানত রক্ষা করতে হবে।

গ জনাব 'ক' এর আচরণে আখলাকে যামিমার 'ঘুষ' গ্রহণের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

ঘুষ শব্দের অর্থ উৎকোচ। স্বাভাবিক প্রাপ্যের পরও অসদুপায়ে অতিরিক্ত সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। এটি একটি অর্থনৈতিক অপরাধ। এটি মানবসমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টিসহ নানামুখী সমস্যার সৃষ্টি করে। জনাব 'ক'-এর আচরণে এ নিন্দনীয় স্বভাবটিই প্রকাশ পেয়েছে।

জনাব 'ক' একজন সরকারি কর্মচারী। প্রতিদিন তার অফিসে সেবা গ্রহণের জন্য অনেক লোক আবেদন করে। কিন্তু তিনি কোনো সুযোগ-সুবিধা না পেলে কাউকেই সেবা প্রদান করেন না। এ বিষয়টিই ঘুষ। সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের কাজের জন্য নির্দিষ্ট বেতন-ভাতা পায়। কিন্তু তারা যদি ঐ কাজের জন্যই অন্যায়ভাবে আরও বেশি কিছু গ্রহণ করে তা হলো ঘুষ। যেমন কারও কোনো কাজ আটকে রেখে তার নিকট থেকে টাকা আদায় করা। অন্যকথায়, অধিকার নেই এমন বস্তু বা বিষয় লাভের জন্য দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে অন্যায়ভাবে কোনো সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া কিংবা নেওয়াকে ঘুষ বলে। সুতরাং বোঝা যায়, জনাব 'ক'-এর আচরণে ঘুষের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ঘ জনাব 'খ' এর কর্মে তাকওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। এর প্রভাবে মানবজীবন সফল ও সুন্দর হয়।

তাকওয়া অর্থ খোদাভীতি। শরিয়তের পরিভাষায় একমাত্র আল্লাহর ভয়ে সব ধরনের অন্যায়-অনাচার ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়। তাকওয়া মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনেই সম্মান ও সফলতা দান করে। জনাব 'খ' এর কাজে এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর কারণেই ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, শোনেন ও দেখেন। তিনি মানুষের অন্তরের গোপন খবরও জানেন, তাঁর কাছে মন্দকাজের জবাবদিহি করতে হবে। তাই সে ব্যক্তি কোনোরকম পাপ চিন্তা করতে বা পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। কারণ সে জানে, অন্য সবাইকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহ তায়ালাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যে মুমিনের অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান, সে কোনো অবস্থাতেই প্রলোভনে পড়বে না এবং নির্জন স্থানেও পাপকর্ম করবে না।

আর এ চারিত্রিক বেশিষ্ট্যের অধিকারী হলেন উদ্দীপকের জনাব 'খ'। কেননা তিনি আল্লাহ তায়ালার ভয়ে যাবতীয় অন্যায়-অনাচার, পাপাচার থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়, জনাব 'খ' তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত।

প্রশ্ন ▸ ০৪ আব্দুল আলীম এইচএসসি পাস করে বাবাকে বলল, আমি বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী, শল্যচিকিৎসার দিশারি হিসেবে আজও আমাদের মাঝে স্মরণীয় হয়ে আছে। তার আদর্শ অনুকরণে একজন চিকিৎসাবিদ হতে চাই। অপরদিকে তাদের গ্রামের ফরহাদ এর বাসায় একটি ইয়াতিম মেয়ে কাজ করে। সে তাকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসে এবং নিজেরা যা খায় পরে তাকেও তা খেতে দেয় ও পরতে দেয়। তার সাথে কেউই খারাপ ব্যবহার করে না।

ক. বিদায় হজ কী? ১

খ. "হিলফুল ফুযুল" গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ফরহাদ এর আচরণে মহানবি (সঃ)-এর কোন ভাষণের প্রভাব পড়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আব্দুল আলীম কাকে অনুসরণ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানী হতে চায়? তার অবদান উল্লেখ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাসুল (সা.) ৬৩২ খ্রি. বা দশম হিজরির যিলকদ মাসে লক্ষাধিক সাহাবি নিয়ে হজ সম্পাদন করেন যা বিদায় হজ নামে পরিচিত।

খ হিলফুল ফুযুল গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো তৎকালীন অশান্ত আরব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। মহানবি (সা.) হারবুল ফিজারের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে ভীষণ ব্যথিত হন। তাই যুদ্ধমুক্ত শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে হিলফুল ফুযুল গঠন করেন। এ সংঘের উদ্দেশ্য ছিল– ১. আর্তের সেবা করা, ২. অত্যাচারীদের প্রতিরোধ করা ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা ৩. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং ৪. গোত্রে গোত্রে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখা।

গ ফরহাদ এর আচরণে মহানবি (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণের প্রভাব পড়েছে।

দশম হিজরির জিলহজ মাসের নয় তারিখ (৬৩২ খ্রি.) মহানবি (সা.) বিশ্বমানবতার জীবন পরিচালনার সার্বিক নির্দেশনাস্বরূপ মক্কার আরাফাতের ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। মহানবি (সা.)-এর জীবনের শেষ তথা একমাত্র হজ বলে তা 'বিদায় হজের ভাষণ' নামে খ্যাত। এ ভাষণে তিনি মুসলিমদের তথা মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার সার্বিক উপদেশ প্রদান করেন। অধীন বা দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা, স্ত্রীদের প্রতি সদয় আচরণ ছিল এ ভাষণের অন্যতম কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ফরহাদ এর বাসায় একটি ইয়াতিম মেয়ে কাজ করে। সে তাকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসে এবং নিজেরা যা খায় পরে তাকেও তা খেতে দেয় ও পরতে দেয়। তার সাথে কেউই খারাপ ব্যবহার করে না। তার এ ধরনের আচরণ মহানবি (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণের আদর্শের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মহানবি (সা.) বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন, 'দাস-দাসীদের সাথে সদয় ব্যবহার কর। তাদের উপর কোনোরূপ অত্যাচার করবে না। তোমরা যা খাবে, তাদেরও তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে, তাদেরও তাই পরাবে। তারা যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে, তবুও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। সব মুসলিম একে অন্যের ভাই এবং তোমরা একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।' তিনি আরও বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।' এ ভাষণে তিনি আরও ঘোষণা দেন, 'ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না; আগের অনেক জাতি এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে।'

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (সা.) মানবজাতির জীবন পরিচালনার সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সুতরাং মহানবি (সা.)-এর জীবনের বিদায় হজের ভাষণের আলোকে ফরহাদের আচরণ যথার্থ।

ঘ আব্দুল আলীম চিকিৎসাবিজ্ঞানী আল-রাযিকে অনুসরণ করে একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী হতে চায়। চিকিৎসাশাস্ত্রে তার অবদান অপরিসীম।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির মূলে রয়েছে মুসলমানদের অবদান। চিকিৎসাশাস্ত্রকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে যেসব মনীষী অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে আল-রাযি অন্যতম। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও শল্যচিকিৎসাবিদ ছিলেন। যা আব্দুল আলীমের বক্তব্যে প্রকাশিত।

আব্দুল আলীম যার আদর্শ অনুকরণে চিকিৎসাবিদ হতে চায়, তিনি মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি শল্যচিকিৎসার দিশারি হিসেবে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ কথাগুলো চিকিৎসাবিজ্ঞানী আল রাযির ক্ষেত্রেই সঠিক। কারণ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম চিকিৎসাবিদ। শল্যচিকিৎসাবিদ হিসেবেও তার সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। শল্যচিকিৎসায় আল রাযি ছিলেন তৎকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর অস্ত্রোপচার পদ্ধতি ছিল গ্রিকদের থেকেও উন্নত। তিনি মোট দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে শতাধিক হলো চিকিৎসাবিষয়ক। তিনি বসন্ত ও হাম রোগের উপর 'আল জুদাইরি ওয়াল হাসবাহ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মৌলিকত্ব দেখে চিকিৎসাবিজ্ঞানের লোকেরা খুব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তাঁর আরেকটি গ্রন্থের নাম হলো আল মানসুরি। এটি ১০ খণ্ডে রচিত। এ গ্রন্থ দুটি আল রাযিকে চিকিৎসাশাস্ত্রে অমর করে

রেখেছে। তিনি হাম, শিশু চিকিৎসা, নিউরোসাইকিয়াট্রিক ইত্যাদি চিকিৎসা সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। আল মানসুরি গ্রন্থে তিনি এনাটমি, ফিজিওলজি, ঔষধ, স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি, চর্মরোগ ও প্রসাধন দ্রব্য, শল্যচিকিৎসা, বিষ, জ্বর ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আব্দুল আলীম আল রাযিকে অনুসরণ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানী হতে চেয়েছিল। যার চিকিৎসাবিজ্ঞানে অবদান অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৫ রিমা ও কারিমা এসএসসি পরীক্ষার্থী। রিমা বিশ্বাস করে আল্লাহ তায়ালা সকল গুণের আধার। তাই সকল প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য এবং সাহায্য প্রার্থনাও কেবল তাঁরই নিকট করতে হবে। কারিমা মনে করে মানুষের সফলতা আল্লাহর পাশাপাশি পীর মুরুব্বিদের দোয়ার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। তাই সে পরীক্ষার আগে মাজারে গিয়ে তবারক বিতরণ করে।

ক. আখিরাত কী? ১
খ. "জাহান্নামের উপর সিরাত স্থাপিত হবে"। ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রিমার বিশ্বাস কি সঠিক? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কারিমার ধারণা চিহ্নিতপূর্বক এর কুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়।

খ সিরাত এর শাব্দিক অর্থ পথ, রাস্তা, পুল, সেতু ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের ভাষায় সিরাত হলো হাশরের ময়দান হতে জান্নাত পর্যন্ত জাহান্নামের উপর দিয়ে চলমান একটি উড়াল সেতু। (তিরমিযি)। এ সেতু পার হয়ে নেক আমলকারী বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আখিরাতে সকল মানুষকেই এ সেতুতে আরোহণ করে তা অতিক্রম করতে হবে। সিরাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" (সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৭১)
এ সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেন –

يوضع الصراط بين ظهرى جهنم

অর্থ : "জাহান্নামের উপর সিরাত স্থাপিত হবে।" (মুসনাদে আহমাদ)

গ উদ্দীপকে রিমার বিশ্বাস সঠিক বা যথার্থ। কেননা রিমার বিশ্বাসে ইমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বা তাওহিদ প্রতিফলিত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। তিনি সকল গুণের আধার। তাঁর সত্তা ও গুণাবলি তুলনাহীন। সমস্ত প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত। বিপদে-আপদে তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী। আল্লাহ তায়ালার প্রতি এরূপ বিশ্বাস স্থাপনই হলো তাওহিদ যা রিমার বিশ্বাসে প্রকাশিত হয়েছে।

রিমা সকল কাজে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে। কারণ সে মনে করে সব প্রশংসা ও ইবাদত আল্লাহ তায়ালার প্রাপ্য। তিনি সকল গুণের আধার। আল্লাহ তায়ালা আমাদের রব, সৃষ্টিকর্তা, সাহায্যকারী, জন্ম ও মৃত্যুর মালিক। এ পৃথিবী এবং এর মধ্যকার সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা মহান আল্লাহ। সব সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী। তাই মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, ইবাদত ও প্রশংসা পাওয়ার একমাত্র অধিকারী হিসেবে মেনে নিয়ে সবসময় তাঁর সাহায্য কামনা করা এবং নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর এ চেতনাই হলো ইমানের মূল বিষয়, যা উদ্দীপকে রিমার বিশ্বাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ কারিমার মনোভাবে শিরক প্রকাশ পেয়েছে। যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্বজগতের একমাত্র অধিপতি ও মালিক। তিনি একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি অনন্য ও অতুলনীয়। আর এ বিশ্বাসটিকে অস্বীকার করে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করলে কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করলে সেটি হয় শিরক। শিরককারীর জন্য আল্লাহ তায়ালা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন।

কারিমা মনে করে মানুষের সফলতা আল্লাহর পাশাপাশি পীর মুরুব্বিদের দোয়ার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। তার এ ধারণা আল্লাহর সাথে অংশীদার করা তথা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। শিরক আল্লাহর সাথে চরম জুলুম করার নামান্তর। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম।' (সূরা লুকমান : আয়াত-৪) আল্লাহ তায়ালা শিরককারীদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি অপার ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াময় হওয়া সত্ত্বেও শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৪৮)

প্রকৃতপক্ষে শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা নিজেই শিরকের অপরাধ ক্ষমা না করার এবং তাদের জন্য জান্নাত হারাম করার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা শিরককারীর ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করে বলেন– 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।' (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-৭২)

প্রশ্ন ▶ ০৬ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও–

'খ'	'ক' শান্তির ধর্ম	'গ'
আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই		মুখে স্বীকার অন্তরে বিশ্বাস, তদনুযায়ী আমল

ক. ইসলাম কী? ১
খ. কুফর কীভাবে হতাশার সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'গ' চিহ্নিত বিষয়টি শনাক্ত করে মানব জীবনে এর প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত বিষয় দু'টি একে অপরের পরিপূরক, তুমি কি একথার সাথে একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলাম হলো মহান আল্লাহর মনোনীত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

খ কুফরে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তকদিরে বিশ্বাস না থাকায় যেকোনো ব্যর্থতায় সে চরম হতাশ হয়ে পড়ে।

আল্লাহকে অস্বীকার করে বলে কাফির ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে ধৈর্যধারণ করতে পারে না। ফলে তার জীবন চরম হতাশায় অতিবাহিত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ ও তকদিরে অবিশ্বাস সৃষ্টি করায় কুফর মানুষের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করে।

গ 'গ' চিহ্নিত বিষয়টিতে ইমান প্রকাশ পেয়েছে।

ইমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাসকেই সাধারণত ইমান বলা হয়। অপরদিকে মানবিক বলতে মানব সম্বন্ধীয় বুঝায়। অর্থাৎ যেসব বিষয় একমাত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি হওয়ার যোগ্য তাই মানবিক মূল্যবোধ।

ইমান মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালনা করে, নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই মানবিকতা ও নৈতিকতার ধারক হয়। ইমান মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে। মন্দ অভ্যাস ও অশ্লীল কার্যাবলি থেকে বিরত রাখে। ইমান মানুষকে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহির ব্যাপারে সতর্ক করে।

মানবিক মূল্যবোধ ও ইমান পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইসলামের মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ব্যক্তি মুমিন হয়ে ওঠে। জীবনযাপনে সে নিজ খেয়ালখুশির পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনার অনুসারী হয়। ফলে সে সব ধরনের অন্যায়, অবিচার ও অনৈতিকতা বাদ দিয়ে সুন্দর ও উত্তম আদর্শের অনুশীলন করে থাকে। এভাবে ইমান মানুষের মধ্যে মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। সুতরাং মানব জীবনে ইমানের প্রভাব অপরিসীম।

ঘ 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত বিষয় দু'টি একে অপরের পরিপূরক। আমি এ কথার সাথে একমত।

ইসলাম ও ইমানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর আনুগত্য করাকে ইসলাম বলে। আর ইসলামি শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে। ইসলাম ও ইমান একটি অপরটির পরিপূরক। একটি ছাড়া অন্যটি কল্পনা করা যায় না। ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক গাছের মূল ও শাখা-প্রশাখার মতো। ইমান হলো গাছের শিকড় বা মূল, আর ইসলাম তার শাখা-প্রশাখা। মূল না থাকলে যেমন শাখা-প্রশাখা হয় না। আবার শাখা-প্রশাখা না থাকলে মূল বা শিকড় মূল্যহীন। তেমনি ইমান ছাড়া ইসলাম কল্পনা করা যায় না। ইমানদার ব্যক্তিই ইসলামের বিধানগুলো ধারণ ও বাস্তবায়ন করে। ইসলাম হলো বাহ্যিক বিষয় আর ইমান হলো অভ্যন্তরীণ বিষয়। ইসলাম হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ। ইসলামের যেমন পাঁচটি স্তম্ভ তথা মূল বিষয় রয়েছে, ইমানেরও তেমন সাতটি মূল বিষয় রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৭ রহমতুল্লাহ একজন ধনীলোক। তিনি প্রতিবছর সম্পদের হিসাব করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ দান করেন। তার বন্ধু এমন করার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন– "আমি অহেতুক এই কাজ করছি না; বরং এটি একটি ইবাদত"। অন্যদিকে জামিল মিয়া জুমার নামাজের খুতবা শুনছিলেন যেখানে ইমাম সাহেব বলেন,– "ইসলামে এমন একটি ইবাদত রয়েছে যা মানুষকে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, কাম-ক্রোধ প্রভৃতি থেকে বিরত রাখে।"

ক. মিযান কী? ১

খ. "আমাকে শাফায়াত করার অধিকার দেয়া হয়েছে" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রহমতুল্লাহ যে ইবাদত পালন করেছেন তা শনাক্তপূর্বক ইসলামে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইমাম সাহেবের বক্তৃতায় উল্লিখিত ইবাদতটি চিহ্নিতপূর্বক এর শিক্ষা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাশরের ময়দানে মানুষের আমলসমূহ ওজন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা যে পাল্লা প্রতিষ্ঠা করবেন তাকে মিযান বলা হয়।

খ কিয়ামতের দিন পাপীদের ক্ষমা ও পুন্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফাআত করা হবে। নবি-রাসুল, ফেরেশতা, শহিদ, আলেম, হাফিযও শাফাআতের সুযোগ পাবেন। আল-কুরআন ও সিয়াম (রোযা) কিয়ামতের দিন শাফাআত করবে বলেও হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তায়ালা এসব শাফাআত কবুল করবেন এবং বহু মানুষকে জান্নাত দান করবেন। তবে শাফাআতের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা থাকবে আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অধিকারে। তিনি নিজেই বলেছেন – اعطيت الشفاعة।

অর্থ : "আমাকে শাফাআত (করার অধিকার) দেওয়া হয়েছে।" (সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম)

অন্য একটি হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন– "পৃথিবীতে যত ইট ও পাথর আছে, আমি তার চেয়েও বেশি লোকের জন্য কিয়ামতের দিন শাফাআত করব।" (মুসনাদে আহমাদ)

শাফাআত একটি বিরাট নিয়ামত। মহানবি (সা.)-এর শাফাআত ব্যতীত কিয়ামতের দিন সফলতা, কল্যাণ ও জান্নাত লাভ করা সম্ভব হবে না।

অতএব, আমরা শাফাআতে বিশ্বাস স্থাপন করব। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-কে ভালোবাসব। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করব। তাহলে পরকালে আমরা প্রিয়নবি (সা.)-এর শাফাআত লাভে ধন্য হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব।

গ উদ্দীপকে রহমতুল্লাহ যে ইবাদত পালন করেছেন তা অন্যতম ফরজ ইবাদত যাকাত হিসেবে গণ্য। ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব অনেক বেশি। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ ভাগ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে।

রহমাতুল্লাহ একজন ধনিলোক। তিনি প্রতি বছর সম্পদের হিসাব করে নির্দিষ্ট পরিমাণ দান করেন। আমরা জানি, নিসাব হলো ন্যূনতম সম্পদ, যা থাকলে যাকাত ফরজ হয়। ইসলামে যাকাত গরিবের প্রতি ধনীর দয়া নয়; বরং এটি তাদের প্রাপ্য অধিকার। যাকাত হলো এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তির সম্পদ পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হয় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়। যা ধনী-গরিবের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। তাই যাকাতকে ইসলামের সেতুবন্ধ বলা হয়। যেমন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন– اَلزَّكٰوةُ قَنْطَرَةُ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ, যাকাত হলো ইসলামের সেতুবন্ধন। (বায়হাকি)

সুতরাং ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ ইমাম সাহেবের বক্তৃতায় উল্লিখিত ইবাদতটি ইসলামের অন্যতম ইবাদত সাওমকে বুঝানো হয়েছে।

সাওম একটি ফরজ ইবাদত। মানব জীবনে সাওমের গুরুত্ব অত্যধিক। সাওমের অনেক শিক্ষণীয় দিক রয়েছে, যেমন – সাওম পালনের মাধ্যমে ক্ষুধার দুঃসহ মর্মজ্বালা দরিদ্রদের মতো ধনীরাও অনুভব করে। রমযান মাসে আমির-ফকির, ছোটো-বড় সকলে একসাথে তারাবিহের নামাজ আদায় করে এবং ইফতার ও সাহরি খায়। এতে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রোযা রাখার মাধ্যমে একজন বিত্তশালী একজন বুভুক্ষের ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করে। এতে অসহায় দরিদ্রদের প্রতি তার সহানুভূতিবোধ জাগ্রত হয়। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'রোযাদারের সাথে কেউ ঝগড়া করতে আসলে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযাদার।'

তাই সাওম পালনকারী নিজেকে সংঘর্ষ, সংঘাত থেকে সংযত রাখে। ফলে সমাজ থেকে মারামারি, ঝগড়া, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি দূর হয়। সাওম লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্ষোভ সবকিছুর অবসান ঘটায়। ফলে সামাজিক জীবনে কলুষতামুক্ত ও পরিচ্ছন্ন জীবনে উত্তম চরিত্র গঠনের প্রতিশ্রুতি লাভ করা যায়। রোযাদার নির্দিষ্ট সময়ে সাহরি, ইফতার, তারাবিহ নামাজ আদায়ের দ্বারা মানুষ নিয়মানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ পায়। সিয়াম পালনকারী সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রীসংসর্গ ও যাবতীয় খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। এতে আত্মসংযম ও ধৈর্যশক্তি বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, সাওম আমাদেরকে বিভিন্নভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকে, যা অত্যন্ত তাৎপর্যের দাবিদার।

প্রশ্ন ▶ ০৮ জনাব নিজাম একটি গার্মেন্টসের মালিক। তিনি চুক্তি মোতাবেক তার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দিচ্ছেন না। কয়েকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তিনি তা রক্ষা করলেন না। এ নিয়ে মালিক শ্রমিক সম্পর্কের অবনতি ঘটল। ব্যবসায় অনেক ক্ষতি হলো। এরপর তার ছোট ভাই জনাব রাশেদ গার্মেন্টসের দায়িত্বভার নিলেন এবং মহানবি (সঃ)-এর আদর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করা শুরু করলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যে ব্যবসায় উন্নতি লাভ করলেন এবং শ্রমিকদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হলো।

ক. শরিয়ত কী? ১

খ. 'ইলম' অর্জন করতে হবে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব নিজামের চরিত্রে আখলাকে হামিদার কোন গুণটির অভাব? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব রাশেদের গার্মেন্টস পরিচালনার পদ্ধতিটি চিহ্নিতপূর্বক তার ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়ত হলো ইসলামি কার্যনীতি বা জীবনপদ্ধতি।

খ ইসলাম শব্দের অর্থ হলো আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। তাই প্রতিটি মুসলিমকে জানতে হবে– সে কার আনুগত্য করবে, কী আনুগত্য করবে, কার কাছে কীভাবে আত্মসমর্পণ করবে। আর এ জানার জন্য জ্ঞানার্জন আবশ্যক। তাছাড়া ইসলামের মূল দুটি উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। এ দুটো লিখিত আকারে রয়েছে। এ দুটোকে বুঝতে হলেও জ্ঞানের দরকার। এ কারণেই ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে জনাব নিজামের চরিত্রে আখলাকে হামিদার 'ওয়াদা পালন' গুণটির অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ওয়াদাকে আরবি ভাষায় বলা হয় আল-আহদু (اَلْعَهْدُ)। আল-আহদু-এর শাব্দিক অর্থ– ওয়াদা, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, চুক্তি, কাউকে কোনো কথা দেওয়া বা কোনো কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলে। মানবজীবনের জন্য এ বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জনাব নিজামের চরিত্রে এ বিষয়টি অনুপস্থিত রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব নিজাম চুক্তি মোতাবেক তার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দিচ্ছেন না। কয়েকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তিনি তা রক্ষা করলেন না, যা মূলত ওয়াদা ভঙ্গের শামিল। ওয়াদা পালন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। সৎ ও নৈতিক গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তিগণ সর্বদা ওয়াদা রক্ষা করে থাকেন। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন ও দ্বীনদার হতে পারে না। একটি হাদিসে মহানবি (সা.) বলেছেন– لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীন নেই।' (মুসনাদে আহমাদ)

অথচ নিজামের কাজে আল্লাহর এ নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে। তিনি কথা অনুযায়ী কাজ করেননি। তাই বলা যায়, তার মধ্যে আখলাকে হামিদাহর ওয়াদা পালন গুণটির অভাব রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে জনাব রাশেদের গার্মেন্টস পরিচালনার পদ্ধতিতে মহানবি (সা.)-এর আদর্শ পরিলক্ষিত হয়।

মালিক ও শ্রমিক আমাদের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিভাগ। মালিক শ্রেণির ওপর শ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট কিছু অধিকার রয়েছে এবং শ্রমিকদেরও মালিকের ব্যাপারে দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। এগুলো সঠিকভাবে মেনে ব্যবসা করলেই ব্যবসার সর্বক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করা সম্ভব। জনাব রাশেদ ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

জনাব রাশেদ মহানবি (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী গার্মেন্টস পরিচালনা করেছেন। শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'তারা (যারা তোমাদের কাজ করে) তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন। সে (মালিক) যা খায়, তার অধীনস্তদেরও যেন তা খাওয়ায়। সে (মালিক) যা পরে, তাদেরকে যেন তা পরতে দেয়। আর তাকে এমন কর্মভার দেবে না যা তার ক্ষমতার বাইরে। এমন কাজ (ক্ষমতার বাইরের) হলে তাকে (শ্রমিককে) যেন সাহায্য করে।' (বুখারি ও মুসলিম) খুব দ্রুত শ্রমিকের পারিশ্রমিক আদায়ের ব্যাপারে ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন– "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" (ইবনে মাজাহ)

উদ্দীপকে জনাব রাশেদ গার্মেন্টসের দায়িত্বভার নিয়ে মহানবির (সা.) আদর্শ মতো পরিচালনা শুরু করলে অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসায় উন্নতি হতে থাকে। অতএব জনাব রাশেদের মহানবি (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী গার্মেন্টস পরিচালনার ফলাফল অত্যন্ত প্রশংসাজনক।

প্রশ্ন ▶ ০৯ আকবর আলী সবসময় ইসলামের কথাবার্তা বলে থাকেন। কিন্তু তিনি সময়মতো সালাত আদায় করেন না এবং প্রতিবেশীরা গৃহস্থালির জিনিসপত্র ধার চাইলে তা দিতে চান না। অপরদিকে নোমান মিয়া একজন নিম্ন আয়ের মানুষ। শত কষ্টের মাঝেও সে সময় পেলেই আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়। সে বিশ্বাস করে "কষ্টের সাথে অবশ্যই স্বস্তি আছে"।

ক. হজ কী? ১

খ. "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও"। ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আকবর আলীর কর্মকাণ্ড যে সূরার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তার শিক্ষা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নোমান মিয়ার কর্মকাণ্ডে কোন সূরার শিক্ষা ফুটে উঠেছে? তা চিহ্নিত করে এর শিক্ষা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে।

খ শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিতে বিলম্ব করা সমীচীন নয়।

রাসুল (সা.) বলেছেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও' (ইবনে মাজাহ)। শ্রমিকরা তাদের পারিশ্রমিক দিয়েই নিত্য দিনের প্রয়োজন মেটায়। তাদের হাতে কোনো অর্থ জমা থাকে না। তাই পারিশ্রমিক পেতে দেরি হলে তাদের অর্থ সংকটে পড়তে হয়। সময়মতো পারিশ্রমিক পেলে তারা উৎসাহের সাথে কাজ করবে, তাতে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।

গ উদ্দীপকে আকবর আলীর কর্মকান্ড সুরা আল-মাউন এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এখানে সূরার শিক্ষা লঙ্ঘিত হয়েছে। আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা আল-মাউনে আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো– বিচার দিবসকে অস্বীকার করা খুবই জঘন্য কাজ; ইয়াতীম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়; বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। ইয়াতীম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে; কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে। সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস; কিন্তু উদ্দীপকে দেখা যায়, আকবর আলী সময়মতো সালাত আদায় করেন না এবং প্রতিবেশীরা গৃহস্থালীর জিনিসপত্র ধার চাইলে তা দিতে চান না। এ আচরণ থেকে বিরত থাকা সূরা আল মাউন এর শিক্ষা।

ঘ উদ্দীপকে নোমান মিয়ার কর্মকাণ্ডে 'সূরা আল-ইনশিরাহ' এর শিক্ষা ফুটে উঠেছে।

সূরা আল-ইনশিরাহ রাসুল (সা.)-এর মক্কায় কষ্টময় দিনগুলোতে অবতীর্ণ একটি সূরা। এ সূরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা মহানবি (সা.)-এর প্রতি তাঁর নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করেছেন। যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালাই মানুষের কষ্ট-যাতনা দূর করেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে যে চেষ্টা করে আল্লাহ তার সহায় হন। পরবর্তী আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানবজীবনে সুখ-দুঃখ থাকবেই। সুতরাং দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না। বরং ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে। অবসর সময়ে আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করতে হবে।

উদ্দীপকে নোমান মিয়া একজন নিম্ন আয়ের মানুষ। শত কষ্টের মাঝেও সে সময় পেলেই আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়। সে বিশ্বাস করে "কষ্টের সাথে অবশ্যই স্বস্তি আছে"। যা সূরা আল ইনশিরার বাস্তব প্রতিফলন। সুতরাং বলা যায়, নোমান মিয়ার কর্মকাণ্ডে সূরা আল ইনশিরার শিক্ষা ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▸ ১০ বায়তুল মুকাররম মসজিদের খতিব সাহেব একদা তাঁর বক্তব্যে উপস্থিত মুসল্লিগণের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে; অধীনস্ত কর্মচারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না।" তিনি আরও বলেন, আমাদের মাদাতী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাহিদ সাহেব তার পরিষদে বলেন, "যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুসরণ করি, ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে এবং আমাকে সাহায্য করবে।"

ক. বুহায়রা কে? ১
খ. কীভাবে মক্কা বিজয় হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. খতিব সাহেবের বক্তব্যটি ইসলামের কোন ভাষণের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ? তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জায়েদ সাহেবের বক্তব্যটি কোন খলিফার চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? তা চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বুহায়রা হচ্ছেন একজন খ্রিষ্টান পাদ্রী যার সাথে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সিরিয়া যাওয়ার পথে সাক্ষাৎ হয়।

খ হিজরি অষ্টম বছরের রমযান মাসে দশ হাজার সাহাবি নিয়ে মহানবি (সা.) মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। মহানবি (সা.) মক্কার অদূরে তাঁবু স্থাপন করেন। কুরাইশরা মুসলিমদের এই বাহিনী দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হলো। তারা কোনো প্রকার বাধা দেওয়ার সাহস করল না। বিনা রক্তপাতে ও বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনী মক্কা বিজয় করেন।

গ খতিব সাহেবের বক্তব্যটি ইসলামের যুগান্তকারী ভাষণ বিদায় হজের ভাষণের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ।

দশম হিজরির জিলহজ মাসের নয় তারিখ (৬৩২ খ্রি.) মহানবি (সা.) বিশ্বমানবতার জীবন পরিচালনার সার্বিক নির্দেশনাস্বরূপ মক্কার আরাফাতের ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। মহানবি (সা.)-এর জীবনের শেষ তথা একমাত্র হজ বলে তা 'বিদায় হজের ভাষণ' নামে খ্যাত। এ ভাষণে তিনি মুসলিমদের তথা মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার সার্বিক উপদেশ প্রদান করেন। অধীন বা দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা, স্ত্রীদের প্রতি সদয় আচরণ ছিল এ ভাষণের অন্যতম কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি এ উপদেশগুলোরই বাস্তব প্রতিফলন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইমাম সাহেব তার বক্তব্যতে স্ত্রীদের সাথে এবং অধীনস্ত কর্মচারীদের সাথে সদয় ব্যবহার করা এবং ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার ঘোষণা দেন। তার এ ধরনের মনোভাব মহানবি (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ। মহানবি (সা.) বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন, 'দাস-দাসীদের সাথে সদয় ব্যবহার কর। তাদের উপর কোনোরূপ অত্যাচার করবে না। তোমরা যা খাবে, তাদেরও তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে, তাদেরও তাই পরাবে। তারা যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে, তবুও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। সব মুসলিম একে অন্যের ভাই এবং তোমরা একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।' তিনি আরও বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।' এ ভাষণে তিনি আরও ঘোষণা দেন, 'ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না; আগের অনেক জাতি এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে।'

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (সা.) মানবজাতির জীবন পরিচালনার সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ ভাষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক ইমাম সাহেবের বক্তব্যে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং মহানবি (সা.)-এর জীবনের বিদায় হজের ভাষণের আলোকে ইমাম সাহেবের বক্তব্য যথার্থ।

ঘ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জায়েদ সাহেবের বক্তব্যটি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

হযরত আবু বকর (রা) বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক। রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পূর্বে তিনি সার্বক্ষণিক তাঁর এবং ইসলামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। কুরআন এবং সুন্নাহকে তিনি জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পর (৬৩২ খ্রি.) তিনিই খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ এবং রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ মোতাবেক তিনি খিলাফত পরিচালনা করার শপথ গ্রহণ করেন। জায়েদ সাহেবের মধ্যে তার এ আদর্শরই প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাদাতী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জায়েদ সাহেব তার পরিষদে বলেন, "যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুসরণ করি, ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে এবং আমাকে সাহায্য করবে। হযরত আবু বকর (রা)-ও মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর অনুসরণ করি, ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে এবং আমাকে সাহায্য করবে। আর ভুল পথে চললে তোমরা আমাকে সাথে সাথে সংশোধন করে দেবে।' তার এ বক্তব্যে আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ, গণতন্ত্র তথা জনগণের মতামতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং বলা যায়, চেয়ারম্যান জায়েদ সাহেব সর্বকালের অনুকরণীয় শাসক হযরত আবু বকর (রা)-এর বৈশিষ্ট্যকেই লালন করেছেন।

প্রশ্ন ▸ ১১ **কেস-১ :** রহমতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত পরিপাটি জীবনযাপন করে। তারা নিজেদের শ্রেণিকক্ষ, বসার জায়গা, বিদ্যালয়ের মাঠসহ সমস্ত পরিবেশের যত্ন নেয় এবং যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলে না।

কেস-২ : রইচ মিয়া তার ছোট ভাইকে বলল-এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারলে তোমাকে দামি ঘড়ি কিনে দেব। পরীক্ষায় ভালো ফল করার পরে ছোট ভাই রতন পুরস্কারের কথা বললে রইচ মিয়া বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন এবং বলেন– তোমার সাথে আমার এমন কোনো কথাই হয়নি।

ক. মানব সেবা কী? ১

খ. "জিন ও মানব জাতিকে আমি (আল্লাহ) আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রহমতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কর্মে আখলাকে হামিদার যে গুণটি ফুটে উঠেছে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রইচের কর্ম শনাক্তপূর্বক মানব জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করাই হলো মানবসেবা।

খ মহান আল্লাহ মানুষ ও জিন জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি নজিল করেছেন।

আমরা আল্লাহ তায়ালার বান্দা। তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কারণ আল্লাহ মানুষ ও জিন জাতিকে কেবল তাঁর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আমরা পৃথিবীতে যত ইবাদতই করি না কেন, সব ইবাদতেরই মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এ ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য না হলে আল্লাহ তা কবুল করবেন না। সর্বোপরি, আমরা যেহেতু আল্লাহর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি হয়েছি। তাই আমাদের তাঁরই ইবাদত করতে হবে।

গ রহমতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কর্মে আখলাকে হামিদার পরিচ্ছন্নতা গুণটি ফুটে উঠেছে। যার গুরুত্ব অপরিসীম।

মানবজীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার গুরুত্ব অনেক। পরিচ্ছন্ন থাকা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। নোংরা, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকা ইমানদারদের স্বভাব নয়; বরং মুমিন সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকেন। রাসুল (সা.) বলেন, 'পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক।' (মুসলিম)

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিকে সবাই ভালোবাসেন। আল্লাহ তায়ালাও তাদের পছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকেন তাদেরও ভালোবাসেন' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২২২)। ইসলামি শরিয়তে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য ওযু, গোসল ও তায়াম্মুমের বিধান রয়েছে।

উদ্দীপকে রহমতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত পরিপাটি জীবন-যাপন করে। তারা নিজেদের শ্রেণিকক্ষ, বসার জায়গা, বিদ্যালয়ের মাঠসহ পরিবেশের যত্ন নেয় এবং যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলে না। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ইসলামে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ রইচের কর্মে ওয়াদা পালন লঙ্ঘিত হয়েছে। তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করে মুনাফিকি করেছেন। মানবজীবনে ওয়াদার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ওয়াদু শব্দটি আল-আহদু থেকে এসেছে। এর অর্থ অঙ্গীকার। কাউকে কোনো কথা দিয়ে বা কারও সাথে প্রতিজ্ঞা করে তা রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলা হয়। এটি আখলাকে হামিদাহর (সচ্চরিত্র) একটি অন্যতম গুণ। মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ওয়াদা পালনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ওয়াদা পালনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর' (সূরা মায়িদা : আয়াত-১)।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রইচ মিয়া ছোট ভাইকে পরীক্ষার ভালো ফলাফল করলে দামি ঘড়ি কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে সে তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। একজন মুসলিম হিসেবে তার এ আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ওয়াদা পালন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীন (ধর্ম) নেই' (মুসনাদে আহমাদ)। তাছাড়া প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।' (সূরা বনি ইসরাইল : আয়াত-৩৪) প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে কিয়ামতের মাঠে জবাবদিহি করতে হবে। যারা দুনিয়াতে ওয়াদা পালন বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, তারা আখিরাতে শাস্তি পাবে। তাছাড়া ওয়াদা পালন না করা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য, আর মুনাফিকরা পরকালে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে।

পরিশেষে বলা যায়, ওয়াদা পালন করা আল্লাহর নির্দেশ। আর মানবজীবনে এর অপরিসীম গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়।

রাজশাহী বোর্ড–২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. শরিয়তের তৃতীয় উৎস কোনটি?
ক কুরআন খ ইজমা গ সুন্নাহ ঘ কিয়াস

২. কাকে জামিউল কুরআন বলা হয়?
ক হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে খ হযরত উসমান (রাঃ)-কে
গ হযরত উমর (রাঃ)-কে ঘ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে

৩. 'ক' তার সহকর্মীদের অনুপস্থিতিতে তাদের ত্রুটির কথা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে। 'ক' এর কাজটি কী?
ক মিথ্যা বলা খ ফিতনা ফ্যাসাদ
গ হিংসা ঘ গিবত

৪. সাওমকে ঢাল বলা হয়েছে কেন?
ক মন্দ কাজে বাধা দেয় বলে
খ পানাহার থেকে বিরত রাখে বলে
গ আত্মিক প্রশান্তি অর্জিত হয় বলে
ঘ ক্ষুধার্তের কষ্ট বুঝা যায় বলে

৫. যাকাতকে সেতু বন্ধন বলা হয়। কারণ এটি–
i. ধনী গরিবের মাঝে সুসম্পর্ক তৈরি করে
ii. ধনী-গরিবের মাঝে আর্থিক সমতা বিধান করে
iii. যাকাত দাতার সম্পদকে পবিত্র করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সাদিক সাহেব একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। তিনি কারো কাছ থেকে কোনো অতিরিক্ত উৎকোচ নেন না। তিনি বলেন, সবকিছু আল্লাহ তায়ালা দেখতে পান, সব বিষয়ে তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

৬. সাদিক সাহেব ইসলামের কোন বিষয়টি অনুসরণ করেছেন?
ক সত্যবাদিতা খ তাকওয়া গ শালীনতা ঘ আমানত

৭. সাদিক সাহেব এ কাজের ফলে–
i. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবেন ii. পদোন্নতি পাবেন
iii. জান্নাত লাভ করবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. তায়ফা হজের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলেন। তিনি হজের কোন আহকামটি পালন করলেন?
ক সুন্নত খ নফল গ ওয়াজিব ঘ ফরজ

৯. ধর্মীয় শিক্ষক শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের বলেন, "সর্বদা অন্যের আমানত রক্ষা করবে।" শিক্ষকের এ বক্তব্য মহানবি (সাঃ)-এর কোন ভাষণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক মদিনা সনদ খ মক্কা বিজয়ের ভাষণ
গ বিদায় হজের ভাষণ ঘ হুদাইবিয়ার সন্ধির ভাষণ

১০. আরবি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কোনটি?
ক আস-সাবউল মুআল্লাকাত খ আল মুফাচ্ছাল
গ আল জুদাইরি ওয়াল হাসবাহ ঘ আল আছারুল বাকিয়্যাহ

১১. কে আল-কুরআন সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে সংকলন করেন?
ক হযরত আবু বকর (রাঃ) খ হযরত উসমান (রাঃ)
গ হযরত উমর (রাঃ) ঘ হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রাঃ)

১২. মুস্তাহাব শব্দের অর্থ কোনটি?
ক পছন্দনীয় খ অপরিহার্য
গ রীতি ঘ অবশ্য পালনীয়

১৩. যাকাতের শতকরা হার কত?
ক ২.৫০ টাকা খ ২৫ টাকা গ চল্লিশ ভাগ ঘ ১০০ টাকা

১৪. সূরা ইনশিরাহ এর অন্যতম শিক্ষা হলো–
ক মানবজীবনে হাসি কান্না থাকবেই
খ সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য মহাধ্বংস
গ মানুষই সৃষ্টির সেরা
ঘ সালাতে অবহেলা করা যাবে না

১৫. মিনায় তিনটি স্থানে কয়টি করে কংকর নিক্ষেপ করতে হয়?
ক ১টি খ ৩টি গ ৭টি ঘ ২১টি

১৬. হযরত হালিমা কোন গোত্রের লোক ছিলেন?
ক বনু সাদ খ তায়িম গ আদি ঘ কুরাইশ

১৭. তাওহিদ প্রচার করতে গিয়ে কোন নবি অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন?
ক হযরত ইবরাহিম (আঃ) খ হযরত আদম (আঃ)
গ হযরত ঈসা (আঃ) ঘ হযরত মুসা (আঃ)

১৮. হাশর শব্দের অর্থ কী?
ক দাঁড়িপাল্লা খ অনুরোধ করা গ রাস্তা ঘ মহাসমাবেশ

১৯. হাদিসের রাবি পরম্পরাকে কী বলে?
ক মতন খ সনদ গ কাওলি ঘ তাকরিরি

২০. "কোনো কিছু তার সদৃশ নয়"– বাণীটি দ্বারা কীসের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে?
ক ইমানের খ ইসলামের গ রিসালাতের ঘ তাওহিদের

২১. "আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে, সুস্পষ্টভাবে"।– আয়াতটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?
ক সুন্দরভাবে তিলাওয়াত খ সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত
গ তাজবিদ সহকারে তিলাওয়াত ঘ থেমে থেমে তিলাওয়াত

২২. হাদিসের মূল বক্তব্যকে কী বলে?
ক সনদ খ মতন গ রাবি ঘ সুন্নাহ

২৩. ইসলাম হলো–
i. অঞ্চল বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ ধর্ম
ii. শান্তির ধর্ম iii. সার্বজনীন ধর্ম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শরীফাদের বাড়িতে তাদের প্রতিবেশী মা-বাবা হারানো একজন শিশু একটু খাবার চাইলে তার মা কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়।

২৪. শরীফার মায়ের কাজটি কোন সূরার শিক্ষার পরিপন্থি?
ক সূরা ইখলাস খ সূরা মাউন গ সূরা ইনশিরাহ ঘ সূরা তীন

২৫. তার এই কাজটি–
i. দ্বীনকে অস্বীকারের শামিল ii. কাফির মুনাফিকদের কাজ
iii. ইয়াতীমদের প্রতি অবহেলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. "তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।"– বাণীটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?
ক রুকু করতে বলা হয়েছে খ নামাজ কায়েম করতে বলা হয়েছে
গ একসাথে চলতে বলা হয়েছে ঘ মসজিদে আসতে বলা হয়েছে

২৭. জ্ঞান চর্চা অপরিহার্য কেন?
ক হালাল উপার্জনের জন্য খ চাকুরি পাওয়ার জন্য
গ মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য ঘ সামাজিক সম্মানের জন্য

২৮. ফিতনা দ্বারা বুঝায়–
i. সুশৃঙ্খল অবস্থা ii. বিশৃঙ্খল অবস্থা iii. অরাজক পরিস্থিতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মাইমুনার বাবা এই বছর এমন একটি ইবাদত সম্পন্ন করার নিয়ত করেছেন যে ইবাদতটি সম্পন্ন করতে অর্থ ও শারীরিক সামর্থ্য দুটিই প্রয়োজন হয়।

২৯. মাইমুনার বাবা কোন ইবাদতটি পালন করার নিয়ত করেছেন?
ক সালাত খ সাওম গ যাকাত ঘ হজ

৩০. উক্ত ইবাদতের ফলে তিনি–
i. সম্প্রীতি ও সৌহার্দবোধে উদ্বুদ্ধ হতে পারবেন
ii. ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য রোধে ভূমিকা রাখতে পারবেন
iii. বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড–২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল) বিষয় কোড : 1 1 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে দেশে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের অভাব দেখা দিলে জনাব 'ক' ভেজাল কেমিক্যাল মিশিয়ে নকল হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুত করে দেশে বাজারজাত করে। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসলে তার প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে নকল মালামাল জব্দ করে এবং ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় তার প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার জনাব 'খ' জনৈক কর্মকর্তাকে গোপনে কিছু টাকা প্রদানের প্রস্তাব করে জরিমানা মওকুফের চেষ্টা করে।
ক. 'তাকওয়া' কী? ১
খ. 'সুন্দর চরিত্রই পুণ্য'– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. জনাব 'খ' এর কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমাহ্'র কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ড আখলাকে যামিমাহ্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২। জনাব আদনান মেয়র নির্বাচিত হয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। একদিন তিনি জানতে পারেন, তাঁর বড় ছেলে আফনান এলাকার বখাটে ছেলেদের সাথে মিশে মদ পান করছে। সাথে সাথে তিনি নিজের ছেলেকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনেন। অন্যদিকে তাঁর ছোট ছেলে আতিক এ বছর কৃতিত্বের সাথে এইচএসসি পাস করলে তার বাবা তাকে ভবিষ্যতে কী হতে চায় জিজ্ঞেস করলে উত্তরে সে বলে, "আমি মধ্যযুগে বিজ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণকারী বিখ্যাত চিকিৎসকের মতো চিকিৎসক হতে চাই। যাকে শল্যচিকিৎসার দিশারি বলে বিবেচনা করা হয়।"
ক. 'হাক্কুল ইবাদ' কী? ১
খ. 'হিলফুল ফুযুল জাতিসংঘের পথনির্দেশক'– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কোন বিখ্যাত মনীষীর অর্জন আতিককে অনুপ্রাণিত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব আদনানের কর্মকাণ্ড তোমার পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট খলিফার জীবনীর আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৩। নওশাদ একজন তরুণ সমাজ সেবক। তিনি একদা তাঁর এলাকায় একটি পাঠাগার স্থাপনকে কেন্দ্র করে দু' পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যাওয়ার উপক্রম হলে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান দিয়ে অনিবার্য সংঘর্ষ থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষা করেন। সমাজ সেবায় এরূপ ভূমিকা রাখায় এলাকাবাসী তাঁকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি জনগণকে রাসুল (সঃ)-এর একটি ঐতিহাসিক ভাষণের মর্মবাণী ধারণ করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, এ ভাষণে রয়েছে বিশ্বমানবতার সার্বিক দিক নির্দেশনা।
ক. 'মদিনা সনদ' কী? ১
খ. 'মক্কা বিজয় মহানবি (সঃ)-এর ক্ষমার এক অনন্য উদাহরণ'– উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. পাঠাগার স্থাপনে নওশাদের ভূমিকায় মহানবি (সঃ)-এর জীবনাদর্শের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনগণের উদ্দেশ্যে নওশাদের পরামর্শের যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৪। আমিনা দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। সে কথা-বার্তায়, চাল-চলনে ও পোশাক-পরিচ্ছদে অত্যন্ত ভদ্র, নম্র ও সভ্য। তার আচরণে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাই মুগ্ধ। সবাই তাকে পছন্দ করে এবং ভালোবাসে। এতে তার বান্ধবী রোমানা খুবই অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত। তাই আমিনার অনুপস্থিতিতে সে প্রায় সময় অন্য বান্ধবীদের নিকট তার শারীরিক গঠন, পোশাক ও পরিবারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। বিষয়টি বুঝতে পেরে তাদের শ্রেণি শিক্ষক বললেন, "রোমানা তুমি এমনটি করো না। এটি ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক"।
ক. 'হারবুল ফিজার' কী? ১
খ. ইসলামি জীবন দর্শনে ওয়াদা পালন আবশ্যক কেন? ২
গ. আমিনার আচরণে আখলাকে হামিদাহ এর কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রোমানার আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণি শিক্ষকের উপদেশটি মূল্যায়ন করো। ৪

৫। জনাব রাফি একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। তিনি তার বাসার দারোয়ান, গাড়ীর ড্রাইভার ও গৃহকর্মীর সাথে প্রায়ই খারাপ ব্যবহার করেন। তাদের পারিশ্রমিক যথাসময়ে পরিশোধ করেন না। নির্ধারিত কাজের অতিরিক্ত কাজ করালেও সহযোগিতা করেন না। বিষয়টি দীর্ঘদিন লক্ষ করে তাঁর স্ত্রী রাবেয়া বললেন, "মহান আল্লাহ মানুষ ছাড়াও, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা তথা সকল সৃষ্টির প্রতি সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এতে মহান আল্লাহ খুবই খুশি হন।"
ক. 'সাওম' কী? ১
খ. বর্জনীয় জ্ঞান বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব রাফির কর্মকাণ্ডে কাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাবেয়ার বক্তব্যটি সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। জনাব 'ক' বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা ধার নেন এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে কিছু বাড়তি টাকাসহ তা আবার ফেরত দেন। তার বাবা কাজটি হারাম হবে বলতে গেলে তিনি বাধা দিয়ে বলেন, "সমাজে এভাবে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান চলছে তাই বিষয়টি অবশ্যই হালাল।" মা তাকে বলল, "এসব খারাপ কাজের হিসাব একদিন আল্লাহর কাছে দিতেই হবে। তোমার বাবার এ বিশ্বাস আছে বলেই পুরো জীবনটা সততার মধ্যে অতিবাহিত করেছেন।"
ক. 'ইমান' কী? ১
খ. ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'ক' এর মনোভাবে আকাইদের কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'ক' এর বাবার সম্পর্কে তার মায়ের মূল্যায়ন কতটুকু যৌক্তিক? মতামত দাও। ৪

৭। দরিদ্র কৃষক পরিবারে মিজানের জন্ম। চরম কষ্ট ও দরিদ্রতার মধ্য দিয়ে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেন। পরবর্তীতে পত্রিকা বিক্রি করে পড়ালেখার খরচ চালিয়ে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে বর্তমানে বিসিএস কর্মকর্তা। তাঁর জীবনে এখন সুখ আর সুখ। তিনি অফিসের প্রথম দিনে সহকর্মীদের পরিপাটি দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেন, এরূপ পরিপাটি ও শারীরিক সৌন্দর্যের সাথে সাথে আমাদের কাজগুলোও সুন্দর হতে হবে। কারণ আমাদের সৎকাজ যেমন আমাদেরকে সম্মানিত করে তেমনি মন্দ কাজ আমাদেরকে নিচু পর্যায়ে নামিয়ে অপমানিতও করতে পারে।
ক. 'সুন্নাহ' কী? ১
খ. "মানব জীবনে ইসলামি শরিয়তের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম"– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মিজানের জীবনে কোন সূরার মর্মার্থের প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মিজানের সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তব্যটি সংশ্লিষ্ট সূরার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮। সাদিক সাহেব আজ সকালে উঠে এমন কিছু সূরা তিলাওয়াত করলেন যেখানে সালাত, যাকাত ও হজ এর নানা বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে তার সহকর্মী আবিদ অন্য একটি সূরা তিলাওয়াত করে উপলব্ধি করতে পেরেছে পিতৃহারাদের প্রতি সদাচরণ করা আল্লাহর নির্দেশ। তাই তিনি তার মৃত বড় ভাইয়ের সন্তানদের যথেষ্ট সহায়তা করেন। এমনকি প্রয়োজনীয় ছোট খাট বিষয়াদির প্রতিও খেয়াল রাখেন।
ক. 'মারুফ হাদিস' কাকে বলে? ১
খ. "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমি এর সংরক্ষক"– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সাদিক সাহেব কোন প্রকারের সূরা তিলাওয়াত করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আবিদের উপলব্ধির যথার্থতা সংশ্লিষ্ট সূরার আলোকে নিরূপণ করো। ৪

৯। রায়হান সাহেব সর্বদা সম্মিলিতভাবে আদায় করা একটি ইবাদতের প্রতি বিশেষ যত্নশীল। কারণ তিনি জানতে পারেন উক্ত ইবাদতের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হিসেব নেয়া হবে। অপরদিকে তার বড় ভাই রাফসান নির্দিষ্ট মাসের ভিন্ন ভিন্ন তারিখে নির্ধারিত কয়েকটি স্থানে কিছু কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে আরেকটি ইবাদত পালন করেন। কিন্তু তিনি, একটি ওয়াজিব কাজ আদায় করতে ভুলে যান। তার সহযাত্রী জনৈক ব্যক্তি তাঁকে তা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ অতিরিক্ত একটি কুরবানি দেয়ার ব্যবস্থা করেন।
ক. 'যাকাত' কাকে বলে? ১
খ. "জিন্ন ও মানবজাতিকে আমি (আল্লাহ) আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি"– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রায়হানের কর্মকাণ্ডে কোন ইবাদতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাফসানের পালনকৃত ইবাদতটি কতটুকু সঠিক? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। বিদ্যালয়ের বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে বিশেষ অতিথি একটি ইবাদতের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট একটি মাসে সকল সৎকাজের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। অপরদিকে প্রধান অতিথি অন্য একটি ইবাদতের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, বিত্তশালীদের সম্পদে নিঃস্বদের জন্য আল্লাহ তাআলা একটি অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এটা তাদের প্রতি কোনো দয়া নয়।
ক. 'হাক্কুল্লাহ' কী? ১
খ. "ইলম ও নৈতিকতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।" ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কোন ইবাদতের তাৎপর্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. প্রধান অতিথির বক্তব্যটি সংশ্লিষ্ট ইবাদতের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১১। মুনির তার বন্ধুদের সাথে মিলে একটি ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা করে। এতে মাহিকে যোগ দিতে বললে মাহি বলে, আল্লাহ আমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড দেখছেন, তাঁকে আমাদের পক্ষে ফাকি দেওয়া সম্ভব নয়। একথা শুনে মুনিরের মনে ভয় চলে আসে এবং এই নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে। পরে মাহিকে সব বন্ধু মিলে কথা দেয় তারা আর মন্দকাজে লিপ্ত হবে না। কথা অনুযায়ী তারা এখন সৎ জীবন যাপন করছে। কিন্তু রাহি নামে তাদের অন্য আর এক বন্ধুর কাছে তাদের কিছু টাকা গচ্ছিত ছিল। সে না জানিয়ে তা নিজের প্রয়োজনে খরচ করে ফেলে।
ক. 'আখলাকে হামিদা' কী? ১
খ. 'সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে'– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মুনির এর উপলব্ধিতে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আখলাকে হামিদাহ'র সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে মাহির এর বন্ধুদের আচরণ কতটুকু সংগতিপূর্ণ? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	1	L	2	L	3	N	4	K	5	N	6	L	7	L	8	N	9	M	10	K	11	N	12	K	13	K	14	K	15	M
	16	K	17	K	18	N	19	L	20	N	21	M	22	L	23	M	24	L	25	M	26	L	27	M	28	M	29	N	30	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে দেশে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের অভাব দেখা দিলে জনাব 'ক' ভেজাল কেমিক্যাল মিশিয়ে নকল হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুত করে দেশে বাজারজাত করে। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসলে তার প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে নকল মালামাল জব্দ করে এবং ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় তার প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার জনাব 'খ' জনৈক কর্মকর্তাকে গোপনে কিছু টাকা প্রদানের প্রস্তাব করে জরিমানা মওকুফের চেষ্টা করে।

ক. 'তাকওয়া' কী? ১

খ. 'সুন্দর চরিত্রই পুণ্য'– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জনাব 'খ' এর কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমাহ্'র কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ড আখলাকে যামিমাহ্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাকওয়া হলো সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা।

খ সৎচরিত্র ও সুন্দর ব্যবহার পরকালীন জীবনেও মানুষের কল্যাণের হাতিয়ার, মুক্তির উপায় হবে। উত্তম আচার-আচরণ মানুষকে পুণ্য বা সাওয়াব দান করে। এজন্য মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন, 'সুন্দর চরিত্রই পুণ্য' (মুসলিম)। প্রশংসনীয় আচরণ ও স্বভাব কিয়ামতের দিন মুমিনের আমলের পাল্লা ভারি করবে। অন্য একটি হাদিসে মহানবি (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই (কিয়ামতের দিন) মিযানে সুন্দর চরিত্র অপেক্ষা ভারী বস্তু আর কিছুই থাকবে না।' (তিরমিযি)

গ জনাব 'খ'-এর কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমার 'ঘুষ' সংক্রান্ত বিষয়টি ফুটে উঠেছে। কেননা স্বাভাবিক প্রাপ্যের পরও অসদুপায় এর মাধ্যমে অতিরিক্ত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। যা উদ্দীপকে 'খ' এর কাজে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে জনাব 'ক'-এর প্রতিষ্ঠানে প্রশাসন অভিযান চালিয়ে সকল মালামাল জব্দ করে এবং তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে। তখন তার ম্যানেজার জনাব 'খ' জনৈক কর্মকর্তাকে গোপনে কিছু টাকা প্রদানের প্রস্তাব করে জরিমানা মওকুফের চেষ্টা করে। তার এ কর্মকাণ্ডে ঘুষ-এর বিষয়টি লক্ষ করা যায়। ঘুষ মানবসমাজে অশান্তি ডেকে আনে। ঘুষখোর নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করে এবং আমানতের খেয়ানত করে। নিজ ক্ষমতা ও দায়িত্বের অপব্যবহার করে। ঘুষদাতা ও ঘুষখোর অন্যের অধিকার হরণ করে। ফলে অধিকার বঞ্চিতদের সাথে তাদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়। সমাজে মারামারি-হানাহানির সূত্রপাত হয়। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীকে অভিসম্পাত করেছেন। নবি করিম (সা.) বলেছেন, 'ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ের উপরই আল্লাহর অভিসম্পাত' (বুখারি ও মুসলিম)। ঘুষখোরদের পরিণতি প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেন, 'ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়ই জাহান্নামি।' (তাবারানি)

পরিশেষে বলা যায়, ঘুষ লেনদেন অত্যন্ত গর্হিত কাজ। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এরূপ কাজ কখনই করতে পারে না। তাই আমাদের সকলের সুদ ও ঘুষের লেনদেন থেকে বিরত থাকা উচিত।

ঘ জনাব 'ক'-এর কর্মকাণ্ড আখলাকে যামিমার 'প্রতারণা' এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে অধিক লাভের আশায় হ্যান্ড স্যানিটাইজারের অভাব দেখা দিলে ভেজাল কেমিক্যাল মিশিয়ে নকল হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুত করে দেশে বাজারজাত করে। এসবই প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে দেশে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের অভাব দেখা দিলে জনাব 'ক' ভেজাল কেমিক্যাল মিশিয়ে নকল হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুত করে দেশে বাজারজাত করে। তার এরূপ কর্মকান্ড প্রতারণাকে নির্দেশ করে। কেননা পণ্যের দোষ গোপন করা, পণ্যে ভেজাল মেশানো প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। ইসলামি শরিয়তে প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-ব্যবহার ও আর্থ-সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে কোনো অবস্থাতেই প্রতারণা বৈধ নয়। কোনো কাজেই প্রতারণা করা যাবে না, সত্য মিথ্যার মিশ্রণ করা যাবে না এবং সত্য ও প্রকৃত অবস্থা গোপন করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ, 'তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ কর না এবং জেনে, শুনে সত্য গোপন কর না।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৪২)

প্রতারণা একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ। এজন্য প্রতারণাকারীকে কেউ পছন্দ করে না। সে মানবসমাজে যেমন ঘৃণিত তেমনি আল্লাহ তায়ালার নিকটও ঘৃণিত। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দোষযুক্ত পণ্য বিক্রি করে এবং ক্রেতাকে দোষের কথা জানায় না, এমন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট ঘৃণিত। ফেরেশতাগণ সর্বদা তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।' (ইবনে মাজাহ)

পরিশেষে বলা যায়, প্রতারণা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এটি মিথ্যাচারের শামিল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা মিথ্যা অপেক্ষাও জঘন্য। কেননা প্রতারণা করার দ্বারা দুটো পাপ হয়। একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। সুতরাং সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ০২ জনাব আদনান মেয়র নির্বাচিত হয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। একদিন তিনি জানতে পারেন, তাঁর বড় ছেলে আফনান এলাকার বখাটে ছেলেদের সাথে মিশে মদ পান করছে। সাথে সাথে তিনি নিজের ছেলেকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনেন। অন্যদিকে তাঁর ছোট ছেলে আতিক এ বছর কৃতিত্বের সাথে এইচএসসি পাস করলে তার বাবা তাকে ভবিষ্যতে কী হতে চায় জিজ্ঞেস করলে উত্তরে সে বলে, "আমি মধ্যযুগে বিজ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণকারী বিখ্যাত চিকিৎসকের মতো চিকিৎসক হতে চাই। যাকে শল্যচিকিৎসার দিশারি বলে বিবেচনা করা হয়।"

ক. 'হাক্কুল ইবাদ' কী? ১

খ. 'হিলফুল ফুযুল জাতিসংঘের পথনির্দেশক'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কোন বিখ্যাত মনীষীর অর্জন আতিককে অনুপ্রাণিত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব আদনানের কর্মকাণ্ড তোমার পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট খলিফার জীবনীর আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বান্দার হককে হাক্কুল ইবাদ বলা হয়।

খ হিলফুল ফুযুলের উদ্দেশ্য ছিল আর্তের সেবা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে গোত্রে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রাখা। বর্তমান আধুনিক বিশ্বের জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শান্তিসংঘ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐ হিলফুল ফুযুলের কাছে অনেকাংশে ঋণী। তারাও হিলফুল ফুযুলের মতো যুদ্ধ বন্ধ করে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট।

গ বিখ্যাত মনীষী ইবনে সিনার অর্জন আতিককে অনুপ্রাণিত করেছে। ইবনে সিনা ছিলেন দার্শনিক, চিকিৎসক, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ এবং মুসলিম জগতের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী। চিকিৎসায় তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসা প্রণালি এবং শল্যচিকিৎসার দিশারি মনে করা হয়। যা আতিকের অনুপ্রাণিত হওয়া ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের জনাব আদনান তার ছোট ছেলে আতিককে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী জিজ্ঞেস করেন। তখন তার ছেলে আতিক তার পিতাকে বলে, আমি মধ্যযুগে বিজ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণকারী বিখ্যাত চিকিৎসকের মতো চিকিৎসক হতে চাই। যাকে শল্যচিকিৎসার দিশারি বলে বিবেচনা করা হয়। তার এরূপ চিন্তা-চেতনা ইবনে সিনাকে নির্দেশ করে। কারণ তিনি দার্শনিক, চিকিৎসক, গণিতজ্ঞ, জ্যাতির্বিদ এবং মুসলিম জগতের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে 'আল-কানুন ফিত-তিবব' একটি অমর গ্রন্থ। ড. ওসলার এ গ্রন্থটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলে উল্লেখ করেন। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের আশ্চর্য রকম সমাবেশ থাকার কারণে গ্রন্থটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বৃহৎ সংগ্রহ বলা চলে। সুতরাং বলা যায়, চিকিৎসাক্ষেত্রে ইবনে সিনার অবদান অপরিসীম এবং ইবনে সিনার এই অর্জন আতিককে অনুপ্রাণিত করেছে।

ঘ জনাব আদনানের কর্মকাণ্ড খলিফা ওমরের জীবনীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) ছিলেন ন্যায় এবং ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি আপন-পর কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তার চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সত্য ও ন্যায়ের জন্য তিনি যেমন কঠোরতা অবলম্বন করতেন, তেমনি মানবতার জন্য তিনি কষ্ট অনুভব করতেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাকে পীড়া দিত। তাই তাদের দুঃখ মোচনে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। উদ্দীপকে জনাব আদনান তার এ মহান আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন।

উদ্দীপকে জনাব আদনান একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করেন। তাই নিজ ছেলের অপরাধে তিনি তাকে শাস্তি প্রদান করেন। একই বৈশিষ্ট্য হযরত ওমরের চরিত্রে বিদ্যমান ছিল।

হযরত ওমর ন্যায়বিচারক এবং নিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। তাই নিজ পুত্র আবু শাহমাকে মদপানের অপরাধে কঠোর শাস্তি দেন। এছাড়াও একজন প্রজাবৎসল শাসক হিসেবে তিনি গভীর রাতে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে প্রজাদের সার্বিক অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করেন। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা তাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। তিনি নিজ স্ত্রীকে নিয়ে যান প্রসব বেদনায় কাতর বেদুইন নারীকে সাহায্য করার জন্য।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত উমর (রা) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। ন্যায় ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রজাকল্যাণ সাধন করে তিনি আদর্শ শাসক হিসেবে ইতিহাসে অনুকরণীয় হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▸ ০৩ নওশাদ একজন তরুণ সমাজ সেবক। তিনি একদা তাঁর এলাকায় একটি পাঠাগার স্থাপনকে কেন্দ্র করে দু' পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যাওয়ার উপক্রম হলে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান দিয়ে অনিবার্য সংঘর্ষ থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষা করেন। সমাজ সেবায় এরূপ ভূমিকা রাখায় এলাকাবাসী তাঁকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি জনগণকে রাসুল (সঃ)-এর একটি ঐতিহাসিক ভাষণের মর্মবাণী ধারণ করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, এ ভাষণে রয়েছে বিশ্বমানবতার সার্বিক দিক নির্দেশনা।

ক. 'মদিনা সনদ' কী? ১

খ. 'মক্কা বিজয় মহানবি (সঃ)-এর ক্ষমার এক অনন্য উদাহরণ'– উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. পাঠাগার স্থাপনে নওশাদের ভূমিকায় মহানবি (সঃ)-এর জীবনাদর্শের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনগণের উদ্দেশ্যে নওশাদের পরামর্শের যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.) একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিলেন এবং মদিনার সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত।

খ প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা মহানবি (সা.)-এর ক্ষমার এক বিরল দৃষ্টান্তের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মহানবি (সা.) ইসলামের প্রচার শুরু করার পর মক্কাবাসী চরম অত্যাচার-নির্যাতন করলে তিনি মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মক্কা বিজয় করে মক্কার একচ্ছত্র অধিপতি হন। এ সময় তিনি সুযোগ পেয়েও কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। বরং মক্কাবাসীদের তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এ কারণেই মহানবি (সা.) ছিলেন ক্ষমার আদর্শ।

গ পাঠাগার স্থাপনে নওশাদের ভূমিকায় মহানবি (সা.)-এর জীবনাদর্শের হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

মহানবি (সা.) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের ধারক ও বাহক। তার ন্যায়পরায়ণতা, বিচক্ষণতা, নিরপেক্ষতা ও চারিত্রিক গুণাবলি সর্বকালে সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। তার যৌবন বয়সে বিচারকার্যে বিচক্ষণতা, সত্যবাদিতা ও নিরপেক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো পবিত্র কাবা শরিফে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন। যার অনুরূপ দৃষ্টান্ত উদ্দীপকের নওশাদের কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে নওশাদ তার এলাকায় একটি পাঠাগার স্থাপনকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যাওয়ার উপক্রম হলে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান করে অনিবার্য সংঘর্ষ থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষা করেন। যা রাসুল (সা.)-এর হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ মহানবি (সা.)-এর বয়স যখন পঁচিশ বছর তখন পবিত্র কাবা শরিফে হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) স্থাপন নিয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রে বিরোধ দেখা যায়। সবাই হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের গৌরব অর্জন করতে চায়। তাতে কেউ ছাড় দিতে রাজি নয়। ফলে গোত্রে-গোত্রে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়। অতঃপর সকলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, পরের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কাবাঘরে প্রবেশ করবে তার ফয়সালা মেনে নেওয়া হবে। দেখা গেল পরের দিন সকলের আগে হযরত মুহাম্মদ কাবাঘরে প্রবেশ করলেন। সবাই এক বাক্যে বলে উঠল, এই আল-আমিন এসেছেন, আমরা তার প্রতি আস্থাশীল ও সন্তুষ্ট। হযরত মুহাম্মদ অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতার সাথে ফয়সালা

দিলেন। মহানবি (সা.) একটি চাদরের ওপর পাথরটি তাদেরকে ধরতে বললেন, সব গোত্র থেকে একজন করে এসে চাদর ধরে পাথাটিকে কাবাঘরে স্থাপন করলেন। মহানবি (সা.)-এর এ নিরপেক্ষ ও বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের জন্য তারা অনিবার্য রক্তপাত থেকে বেঁচে গেল।

উপরের আলোচনায় দেখা যায়, পাঠাগার স্থাপনের বিষয়ে নওশাদের সিদ্ধান্তটি মহানবি (সা.)-এর যৌবন বয়সে কাবাঘরে হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে জনগণের উদ্দেশ্যে নওশাদের পরামর্শের যথার্থতা মহানবি (সা.)-এর জীবনের বিদায় হজের ভাষণের এক বাস্তব রূপ।

দশম হিজরির জিলহজ মাসের নয় তারিখ (৬৩২ খ্রি.) মহানবি (সা.) বিশ্বমানবতার জীবন পরিচালনার সার্বিক নির্দেশনাস্বরূপ মক্কার আরাফাতের ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। মহানবি (সা.)-এর জীবনের শেষ তথা একমাত্র হজ বলে তা 'বিদায় হজের ভাষণ' নামে খ্যাত। এ ভাষণে তিনি মুসলিমদের তথা মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার সার্বিক উপদেশ প্রদান করেন। অধীন বা দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা, স্ত্রীদের প্রতি সদয় আচরণ ছিল এ ভাষণের অন্যতম কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। যে বিষয়টি নওশাদের দেয়া পরামর্শেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের নওশাদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর উদ্বোধনী ভাষণে জনগণকে রাসুল (সা.)-এর একটি ঐতিহাসিক ভাষণের মর্মবাণী ধারণ করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, এ ভাষণে রয়েছে বিশ্বমানবতার সার্বিক দিক নির্দেশনা। যা বিদায় হজের ভাষণকে নির্দেশ করে। মহানবি (সা.) বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন, 'দাস-দাসীদের সাথে সদয় ব্যবহার কর। তাদের উপর কোনোরূপ অত্যাচার করবে না। তোমরা যা খাবে, তাদেরও তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে, তাদেরও তাই পরাবে। তারা যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে, তবুও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। সব মুসলিম একে অন্যের ভাই এবং তোমরা একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।' তিনি আরও বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।' এ ভাষণে তিনি আরও ঘোষণা দেন, 'ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না; আগের অনেক জাতি এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে।'

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা হয় যে, বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (সা.) মানবজাতির জীবন পরিচালনার সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সুতরাং মহানবি (সা.)-এর জীবনের বিদায় হজের ভাষণ সম্পর্কে নওশাদের পরামর্শ যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৪ আমিনা দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। সে কথা-বার্তায়, চাল-চলনে ও পোশাক-পরিচ্ছদে অত্যন্ত ভদ্র, নম্র ও সভ্য। তার আচরণে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাই মুগ্ধ। সবাই তাকে পছন্দ করে এবং ভালোবাসে। এতে তার বান্ধবী রোমানা খুবই অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত। তাই আমিনার অনুপস্থিতিতে সে প্রায় সময় অন্য বান্ধবীদের নিকট তার শারীরিক গঠন, পোশাক ও পরিবারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। বিষয়টি বুঝতে পেরে তাদের শ্রেণি শিক্ষক বললেন, "রোমানা তুমি এমনটি করো না। এটি ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক"।

ক. 'হারবুল ফিজার' কী? ১
খ. ইসলামি জীবন দর্শনে ওয়াদা পালন আবশ্যক কেন? ২
গ. আমিনার আচরণে আখলাকে হামিদাহ এর কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রোমানার আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণি শিক্ষকের উপদেশটি মূল্যায়ন করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিষিদ্ধ মাসে কায়েস গোত্র কর্তৃক কুরাইশদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধকে হারবুল ফিজার বা অন্যায় যুদ্ধ বলে।

খ ওয়াদা পালন করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন। ওয়াদা পালন করা ইসলামি জীবন দর্শনে অত্যন্ত জরুরি। কারণ আল্লাহ বলেন—

১. 'হে ইমানদারগণ! তোমরা ওয়াদাসমূহ পূর্ণ কর।' (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-১)
২. 'তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।' (সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত-৩৪)

রাসুল (সা.) বলেন—

১. 'মুমিন ব্যক্তি সেই, যে ওয়াদা করে এবং তা পূর্ণ করে।'
২. 'যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীন নেই।'

গ আমিনার আচরণে আখলাকে হামিদাহ এর শালীনতা দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

আখলাকে হামিদাহ বা উত্তম চরিত্রের অন্যতম দিক হলো শালীনতা। শালীনতা অর্থ মার্জিত, সুন্দর ও শোভন হওয়া। শালীনতার পরিধি খুবই ব্যাপক। এটি বহুগুণের সমষ্টি। ভদ্রতা, নম্রতা, সৌন্দর্য, সুরুচি, লজ্জাশীলতা, কৃষ্টি-কালচার ইত্যাদি গুণাবলির সমন্বিত রূপের মাধ্যমে শালীনতা প্রকাশ পায়। যেমনটি আমিনার ক্ষেত্রে ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আমিনা কথাবার্তায়, চাল-চলনে ও পোশাক-পরিচ্ছদে অত্যন্ত ভদ্র, নম্র ও সভ্য। তাই তার আচরণে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাই মুগ্ধ। সবাই তাকে পছন্দ করে এবং ভালোবাসে। প্রকৃতপক্ষে শালীনতা একজন ব্যক্তির প্রকৃত সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে। অশালীন কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ কোনো নম্র-ভদ্র মানুষ পছন্দ করে না। তাই শালীন ব্যক্তিকে সবাই ভালোবাসে, আপন করে নেয়। শালীনতা চর্চার ফলে মানুষের মান-সম্মান সুরক্ষিত থাকে, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। আমিনার ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আমিনার আচরণে শালীনতাই প্রস্ফুটিত হয়েছে।

ঘ রোমানার আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণি শিক্ষকের উপদেশটি গিবত হিসেবে গণ্য। যা একটি জঘন্য অপরাধ। গিবতের পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ।

গিবত শব্দের অর্থ পরনিন্দা, পরচর্চা, অসাক্ষাতে দুর্নাম করা, সমালোচনা করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা, কুৎসা রটনা করা ইত্যাদি। এটি মানব চরিত্রের একটি গর্হিত বৈশিষ্ট্য। এটি ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক। যা শ্রেণি শিক্ষকের উপদেশে লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের রোমানা তার বান্ধবী আমিনার ওপর বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট। আমিনার অনুপস্থিতিতে প্রায় সময় অন্য বান্ধবীদের নিকট তার শারীরিক গঠন, পোশাক ও পরিবারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। বিষয়টি বুঝতে পেরে তাদের শ্রেণি শিক্ষক বললেন, রোমানা, তুমি এমনটি করো না। এটি ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক। গিবত সম্পর্কে শ্রেণি শিক্ষকের বক্তব্যটি যথার্থ। গিবত অত্যন্ত ভয়াবহ একটি অপরাধ। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'গিবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক।'

আল্লাহ গিবত করা সম্পর্কে কঠোর বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'তোমরা একে অন্যের গিবত কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে ভালোবাস? না, তোমরা তা অপছন্দ কর।' অর্থাৎ মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার ন্যায় জঘন্য অপরাধ হচ্ছে গিবত করা। গিবতের কারণে সমাজের মানুষের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়। সামাজিকভাবে ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদি সকলের মধ্যে ভুল

বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বান্দা যখন গিবত করে তখন তার অনেক নেক আমল ধ্বংস হতে থাকে। ফলে তার পরকালীন জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী গিবতকারীর ইবাদত কবুল হয় না। এটি কবীরা গুনাহ। তাওবা ব্যতীত গিবতের গুনাহ মাফ হয় না। গিবতের অনিবার্য পরিণতি হলো জাহান্নাম।

উদ্দীপকে শ্রেণি শিক্ষকের উপদেশটি যথার্থ। সুতরাং বলা যায়, গিবত একটি জঘন্য অপরাধ। গিবতের এই ভয়াবহ পরিণাম থেকে আমাদের বেঁচে থাকা উচিত।

প্রশ্ন ▸ ০৫ জনাব রাফি একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। তিনি তার বাসার দারোয়ান, গাড়ীর ড্রাইভার ও গৃহকর্মীর সাথে প্রায়ই খারাপ ব্যবহার করেন। তাদের পারিশ্রমিক যথাসময়ে পরিশোধ করেন না। নির্ধারিত কাজের অতিরিক্ত কাজ করালেও সহযোগিতা করেন না। বিষয়টি দীর্ঘদিন লক্ষ করে তাঁর স্ত্রী রাবেয়া বললেন, "মহান আল্লাহ মানুষ ছাড়াও, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা তথা সকল সৃষ্টির প্রতি সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এতে মহান আল্লাহ খুবই খুশি হন।"

ক. 'সাওম' কী? ১

খ. বর্জনীয় জ্ঞান বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব রাফির কর্মকান্ডে কাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাবেয়ার বক্তব্যটি সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে।

খ যে জ্ঞান মানুষের কোনো কল্যাণে আসে না সেটিকে বর্জনীয় জ্ঞান বলে। বর্জনীয় জ্ঞান হলো– যে জ্ঞান মানুষের কোনো কল্যাণে আসে না; বরং যার দ্বারা ইহকাল ও পরকালে অকল্যাণ সাধিত হয়। যেমন : অনৈতিক জ্ঞান, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান।

গ জনাব রাফির কর্মকান্ডে শ্রমিকদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে।

জীবন ধারণের জন্য প্রত্যেক মানুষকেই একে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। মালিক-শ্রমিকের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি সত্য। তাই তাদের মধ্যকার সম্পর্ক হওয়া উচিত পারস্পরিক সহানুভূতিপূর্ণ ও দায়িত্বশীল। জনাব রাফির কর্মকাণ্ডে এ বিষয়টি অনুপস্থিত।

উদ্দীপকে জনাব রাফি তার বাসার দারোয়ান, গাড়ির ড্রাইভার ও গৃহকর্মীর পারিশ্রমিক যথাসময়ে পরিশোধ করেন না। নির্ধারিত কাজের অতিরিক্ত কাজ করলেও সহযোগিতা করেন না। তার এরূপ কর্মকাণ্ডে শ্রমিকের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। অথচ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।' (ইবনে মাজাহ)। হাদিস দ্বারা শ্রমিকের পাওনা যত দ্রুত সম্ভব পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা শ্রমিকরা সাধারণত গরিব ও নিঃস্ব শ্রেণির হয়ে থাকে। তারা তাদের শ্রমের মজুরি দিয়ে চাল, ডাল, তরিতরকারি ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে জীবনধারণ করে। তাই তার পাওনা পেতে দেরি হলে শ্রমিক ও তার পরিবার অভুক্ত থেকে কষ্ট পাবে। ফলে শ্রমিকের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিবে এবং এ অসন্তোষ থেকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি উৎপাদন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর যদি শ্রমিক তার ন্যায্য পাওনা যথাসময়ে পায়, তাহলে তার মনে আনন্দ থাকবে এবং সে উৎসাহের সাথে কাজ করবে। ফলে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

উদ্দীপকের জনাব রাফি মুসলিম হয়েও নবি (সা.)-এর আদেশ লঙ্ঘন করেছেন। তার এ কাজ দ্বারা হাক্কুল ইবাদ বিঘ্নিত হয়েছে। শ্রমিকের পাওনা সঠিকভাবে দেওয়া উচিত। সুতরাং শ্রমিকদের পাওনা হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার। হাক্কুল ইবাদ পালনে আল্লাহ তায়ালা কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব জনাব রাফির উক্ত আচরণের সংশোধন হওয়া অপরিহার্য।

ঘ রাবেয়ার বক্তব্যে মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কিত হাদিসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি হলেন খালিক। তিনি ব্যতীত যা কিছু আছে সবই তাঁরই সৃষ্টি বা মাখলুক। মানুষ যেমন তাঁর সৃষ্টি তেমনি কীটপতঙ্গও তাঁর মাখলুক। আর এদের প্রতি অনুগ্রহ করলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন, যা রাবেয়ার বক্তব্যেও পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাবেয়া বলেন, মহান আল্লাহ মানুষ ছাড়াও পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা সকল সৃষ্টির প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে আল্লাহ খুশি হন। তার এ বক্তব্যে মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন–

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلَى عِيَالِهٖ

অর্থাৎ, 'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। সুতরাং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে।' (বায়হাকি)

এই হাদিসের শিক্ষা হলো সকল সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার পরিজনস্বরূপ। সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও সদাচরণ করা ইসলামের আদর্শ। জীবজন্তু, পশুপাখির প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করার দ্বারা মানুষ মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হতে পারে।

অতএব, হাদিস অনুযায়ী মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৬ জনাব 'ক' বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা ধার নেন এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে কিছু বাড়তি টাকাসহ তা আবার ফেরত দেন। তার বাবা কাজটি হারাম হবে বলতে গেলে তিনি বাধা দিয়ে বলেন, "সমাজে এভাবে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান চলছে তাই বিষয়টি অবশ্যই হালাল।" মা তাকে বলল, "এসব খারাপ কাজের হিসাব একদিন আল্লাহর কাছে দিতেই হবে। তোমার বাবার এ বিশ্বাস আছে বলেই পুরো জীবনটা সততার মধ্যে অতিবাহিত করেছেন।"

ক. 'ইমান' কী? ১

খ. ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' এর মনোভাবে আকাইদের কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' এর বাবার সম্পর্কে তার মায়ের মূল্যায়ন কতটুকু যৌক্তিক? মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে।

খ ইমান ও ইসলাম গাছের মূল ও শাখা-প্রশাখার মতো। ইমান হলো গাছের শিকড় বা মূল আর ইসলাম তার শাখা-প্রশাখা। মূল না থাকলে শাখা-প্রশাখা হয় না। আর শাখা-প্রশাখা ছাড়া মূল বা শিকড় মূল্যহীন। ইসলাম হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ। ইমান হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। আর ইসলাম বাহ্যিক আচার-আচরণ ও কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত। তাই ইমান ও ইসলাম একে অন্যের পরিপূরক।

গ 'ক'-এর মনোভাবে কুফুরি বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

কুফর শব্দের অর্থ– অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকেই কুফর বলা হয়। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে– আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও গুণাবলিকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা, ইমানের সাতটি বিষয়কে অস্বীকার করা, ইসলামের মৌলিক ইবাদতকে অস্বীকার করা, হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা, ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের অনুকরণ করা, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা প্রভৃতি। ক-এর মনোভাবে হারাম বিষয়টি হালাল হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে 'ক' টাকা ধার নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ান্তে কিছু বাড়তি টাকাসহ তা ফেরত দেন। এতে তার বাবা বাধা দিলে তিনি বলেন সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান এভাবেই চলছে। অতএব, বিষয়টি অবশ্যই হালাল। তার এরূপ মনোভাব কুফরের সমতুল্য। কেননা তার এ কাজটি হলো সুদি লেনদেন। আর আল্লাহ তায়ালা মদপান, সুদ-ঘুষ হারাম করেছেন। হারামকে হালাল মনে করার কারণে মানুষ কুফরি করে এবং কাফিরে পরিণত হয়। আর মানবজীবনে কুফরের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কুফরের ফলে শুধু দুনিয়াতেই নয়; বরং আখিরাতেও তাদেরকে শোচনীয় পরিণতি বরণ করতে হবে। পরকালে তারা জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে। এ ধরনের মনোভাব নিঃসন্দেহে কুফুরির শামিল।

ঘ উদ্দীপকে 'ক'-এর বাবার সম্পর্কে তার মায়ের মন্তব্য সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়। আখিরাত অনন্তকালের জীবন। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। এটি মানুষের চিরস্থায়ী আবাস। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পুণ্য কাজ করতে উৎসাহ যোগায়, যা জনাব 'ক'-এর বাবার কর্মকাণ্ডে পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে মা ছেলেকে বলল – সুদি লেনদেনের হিসাব একদিন আল্লাহর নিকট অবশ্যই দিতে হবে। তোমার বাবার এ বিশ্বাস আছে বলেই পুরো জীবন সততার মধ্যে অতিবাহিত করেছেন অর্থাৎ সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন। কেননা সুদের কুফল খুবই ভয়াবহ। ঘুষ অত্যন্ত জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধ। এর কুফল ও অপকারিতা অত্যন্ত ভয়াবহ। সুদ মানবসমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। ধনী আরও ধনী হয়। গরিব আরও গরিব হয়। ফলে সমাজের মধ্যে শ্রেণিভেদ গড়ে উঠে। পারস্পরিক মায়া-মমতা, ভালোবাসা ও সহযোগিতার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুদের কারণে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। লোকেরা বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না; বরং সম্পদ অনুৎপাদনশীলভাবে সুদি কারবারে লাগায়। ফলে দেশের বিনিয়োগ কমে যায়, জাতীয় উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়।

আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সুদ ও ঘুষের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। ধর্মীয় দিক থেকেও এর কুফল অত্যন্ত ব্যাপক। সুদ-ঘুষের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম বা অবৈধ। আর হারাম কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। যার শরীর হারাম খাদ্যে গঠিত, যার পোশাক পরিচ্ছদ হারাম টাকায় অর্জিত এরূপ ব্যক্তির কোনো ইবাদত কবুল হয় না, এমনকি তার কোনো দোয়াও আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারী যেমন মানুষের নিকট ঘৃণিত তেমনি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর নিকটও ঘৃণিত। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীকে অভিসম্পাত করেন, লানত দেন।

সুতরাং বলা যায়, সুদ ও ঘুষ উভয়ই জঘন্যতম সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধ এবং এটি আল্লাহর কাছে অমার্জনীয়। তাই সকলের এগুলো থেকে বেঁচে থাকা উচিত। অতএব, 'ক'-এর বাবার সম্পর্কে তার মায়ের মূল্যায়ন সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▸ ০৭ দরিদ্র কৃষক পরিবারে মিজানের জন্ম। চরম কষ্ট ও দরিদ্রতার মধ্য দিয়ে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেন। পরবর্তীতে পত্রিকা বিক্রি করে পড়ালেখার খচর চালিয়ে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে বর্তমানে বিসিএস কর্মকর্তা। তাঁর জীবনে এখন সুখ আর সুখ। তিনি অফিসের প্রথম দিনে সহকর্মীদের পরিপাটি দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেন, এরূপ পরিপাটি ও শারীরিক সৌন্দর্যের সাথে সাথে আমাদের কাজগুলোও সুন্দর হতে হবে। কারণ আমাদের সৎকাজ যেমন আমাদেরকে সম্মানিত করে তেমনি মন্দ কাজ আমাদেরকে নিচু পর্যায়ে নামিয়ে অপমানিতও করতে পারে।

ক. 'সুন্নাহ' কী? ১

খ. "মানব জীবনে ইসলামি শরিয়তের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম"– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মিজানের জীবনে কোন সূরার মর্মার্থের প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিজানের সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তব্যটি সংশ্লিষ্ট সূরার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও তাঁর সমর্থিত রীতিনীতিকে সুন্নাহ বলে।

খ মানুষের সার্বিক জীবনাচরণে শরিয়তের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শরিয়ত আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ও নিয়মকানুন শিক্ষা দেয়। সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি কীভাবে, কোথায়, কোন সময়ে আদায় করতে হয় তাও শরিয়তের বর্ণনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের উপায়, পারিবারিক ও সামাজিক সম্প্রীতি ইত্যাদিও শরিয়তের আওতাভুক্ত। অতএব, মানুষের সার্বিক জীবনাচরণে শরিয়তের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ মিজানের জীবনে সূরা আল ইনশিরাহ এর মর্মার্থের প্রতিফলন দেখা যায়।

সূরা আল-ইনশিরাহ রাসুল (সা.)-এর মক্কায় কষ্টময় দিনগুলোতে অবতীর্ণ একটি সূরা। এ সূরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা মহানবি (সা.)-এর প্রতি তাঁর নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করেছেন। এরপর মহানবি (সা.)-এর করণীয় বিষয়েও নির্দেশনা প্রদান করেছেন। যার প্রতিফলন মিজানের জীবনে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে জনাব মিজান চরম কষ্ট ও দরিদ্রতার মধ্য দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেন। বর্তমানে তিনি বিসিএস কর্মকর্তা। এখন তার সুখ আর সুখ। যা সূরা ইনশিরার শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন। যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালাই মানুষের কষ্ট-যাতনা দূর করেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে যে চেষ্টা করে আল্লাহ তার সহায় হন। পরবর্তী আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানবজীবনে সুখ-দুঃখ থাকবেই। সুতরাং দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না। বরং ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে। অবসর সময়ে আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করতে হবে। সুতরাং বলা যায়, জনাব মিজানের জীবনে সূরা ইনশিরার মর্মার্থের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ মিজানের সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তব্যটি সূরা আত-তীনের আলোকে যথার্থ।

মক্কায় নাজিল হওয়া সূরা আত-তীন পবিত্র কুরআনের ৯৫ তম সূরা। এই সূরায় সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি মন্দ কাজ বা অসৎ কাজ এবং এর ফলাফল সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। যা মিজানের কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের বিসিএস কর্মকর্তা মিজান অফিসের প্রথম দিনে সহকর্মীদের পরিপাটি দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেন, এরূপ পরিপাটি ও শারীরিক সৌন্দর্যের সাথে সাথে আমাদের কাজগুলোও সুন্দর হতে হবে। কারণ আমাদের সৎকাজ যেমন আমাদেরকে সম্মানিত করে, তেমনি মন্দ কাজ আমাদেরকে নিচু পর্যায়ে নামিয়ে অপমানিতও করতে পারে। তার এ বক্তব্যটি সূরা আত-তীনকে নির্দেশ করে। কেননা সূরা আত-তীনের প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শপথ করে মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর সৃষ্টি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষের আকৃতিই সবচেয়ে সুন্দর। তবে মানুষ যদি ভালো কাজ না করে অসৎ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। তাকে শাস্তি প্রদান করবেন।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, মানুষ সৃষ্টির সেরা হওয়ায় তার জন্য এমন কাজ করা উচিত নয় যার জন্য আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন। বরং সুন্দর সৃষ্টি হিসেবে আমাদের কাজগুলোও সুন্দর হতে হবে। তাই সূরা আত-তীনের আলোকে মিজানের বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০৮ সাদিক সাহেব আজ সকালে উঠে এমন কিছু সূরা তিলাওয়াত করলেন যেখানে সালাত, যাকাত ও হজ এর নানা বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে তার সহকর্মী আবিদ অন্য একটি সূরা তিলাওয়াত করে উপলব্ধি করতে পেরেছে পিতৃহারাদের প্রতি সদাচরণ করা আল্লাহর নির্দেশ। তাই তিনি তার মৃত বড় ভাইয়ের সন্তানদের যথেষ্ট সহায়তা করেন। এমনকি প্রয়োজনীয় ছোটোখাটো বিষয়াদির প্রতিও খেয়াল রাখেন।

ক. 'মারুফ হাদিস' কাকে বলে? ১
খ. "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমি এর সংরক্ষক"– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সাদিক সাহেব কোন প্রকারের সূরা তিলাওয়াত করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আবিদের উপলব্ধির যথার্থতা সংশ্লিষ্ট সূরার আলোকে নিরূপণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হাদিসের সনদ রাসুলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফু হাদিস বলা হয়।

খ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের সার্বিক জীবনবিধান ও দিকনির্দেশনা এতে বিদ্যমান। সুতরাং এর সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ স্বয়ং এর সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন –

اَنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ-

অর্থ : "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।" (সূরা আল-হিজর, আয়াত : ৯)

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আল-কুরআনের সংরক্ষক। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ কিতাব সংরক্ষণ করেন। এজন্যই আজ পর্যন্ত এ কিতাবের একটি হরফ (অক্ষর), হরকত বা নুকতারও পরিবর্তন হয়নি। এটি যেভাবে নাজিল হয়েছিল আজও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান। আর কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

গ সাদিক সাহেব আল-কুরআনের মাদানি সূরা তিলাওয়াত করেছেন।

পবিত্রকুরআন সর্বমোট ৩০টি খণ্ডে বিভক্ত। এতে রয়েছে ১১৪টি সূরা। অবতরণের দিক থেকে এর সূরাসমূহ ২ ভাগে বিভক্ত। যথা মক্কি সূরা ও মাদানি সূরা। মদিনাতে যেসব সূরা নাজিল হয় তাকে মাদানি সূরা বলা হয়। মাদানি সূরাতে আল্লাহ তায়ালা ইবাদতের রীতিনীতি, সালাত, যাকাত, হজ, সাওম, শরিয়তের বিধি-বিধান, ফরজ, ওয়াজিব ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। যা সাদিক সাহেবের তিলাওয়াতকৃত সূরাসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের সাদিক সাহেব সকালে উঠে এমন কিছু সূরা তিলাওয়াত করেন যেখানে সালাত, যাকাত ও হজ এর নানা বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। এখানে মূলত মাদানি সূরা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা এসকল সূরায় ইবাদতের রীতিনীতি, সালাত, যাকাত, হজ, সাওম ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হয়েছে। শরিয়তের বিধি-বিধান, ফরজ, ওয়াজিব, হালাল-হারাম ইত্যাদির বিষয় সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া এ সূরায় নিফাকের পরিচয় ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের কথাও উল্লেখ আছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি পারস্পরিক লেনদেন, উত্তরাধিকার আইন, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিধান বর্ণিত হয়েছে। বিচার-ব্যবস্থা, দণ্ডবিধি, জিহাদ, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। তাই বলা যায়, সাদিক সাহেব যে প্রকার সূরা তিলাওয়াত করেছেন তা হলো মাদানি সূরা।

ঘ আবিদের উপলব্ধি সূরা আল মাউন এর অন্তর্ভুক্ত।

আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা আল-মাউনে আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো– বিচার দিবসকে অস্বীকার করা খুবই জঘন্য কাজ; ইয়াতীম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। ইয়াতীম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে; কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে। সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস; উদ্দীপকে আবিদ একটি সূরা থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছে পিতৃহারাদের প্রতি সদাচরণ করা আল্লাহর নির্দেশ। তাই তিনি তার মৃত বড় ভাইয়ের সন্তানদের যথেষ্ট সহায়তা করেন। এমনকি প্রয়োজনীয় ছোটখানো বিষয়াদির প্রতিও খেয়াল রাখেন। যা সূরা মাউন এর আলোকে যথার্থ। সুতরাং আবিদ এর উপলব্ধী নিঃসন্দেহে যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০৯ রায়হান সাহেব সর্বদা সম্মিলিতভাবে আদায় করা একটি ইবাদতের প্রতি বিশেষ যত্নশীল। কারণ তিনি জানতে পারেন উক্ত ইবাদতের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হিসেব নেয়া হবে। অপরদিকে তার বড় ভাই রাফসান নির্দিষ্ট মাসের ভিন্ন ভিন্ন তারিখে নির্ধারিত কয়েকটি স্থানে কিছু কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে আরেকটি ইবাদত পালন করেন। কিন্তু তিনি, একটি ওয়াজিব কাজ আদায় করতে ভুলে যান। তার সহযাত্রী জনৈক ব্যক্তি তাঁকে তা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ অতিরিক্ত একটি কুরবানি দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

ক. 'যাকাত' কাকে বলে? ১
খ. "জ্বিন ও মানবজাতিকে আমি (আল্লাহ) আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি"– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রায়হানের কর্মকাণ্ডে কোন ইবাদতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাফসানের পালনকৃত ইবাদতটি কতটুকু সঠিক? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে।

খ আমরা আল্লাহর বান্দা। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেছেন –

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ-

অর্থ : "জিন ও মানবজাতিকে আমি (আল্লাহ) আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয্-যারিয়াত, আয়াত : ৫৬)

আমরা পৃথিবীতে যত ইবাদতই করি না কেন, সকল ইবদাতের মূল উদ্দেশ্যই হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এ ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য না হলে আল্লাহ তা কবুল করবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন– "তারাতো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে।" (সূরা আল-বাইয়্যিনা, আয়াত : ০৫)

গ রায়হানের কর্মকান্ডে সালাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

সালাত আরবি শব্দ। এর ফারসি শব্দ হলো নামাজ। এর অর্থ দোয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা ও রহমত কামনা করা। যেহেতু সালাতের মাধ্যমে বান্দা প্রভুর নিকট দোয়া করে, দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে তাই একে সালাত বলা হয়। প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির উপর দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায় করা ফরজ বা বাধ্যতামূলক। উদ্দীপকের জনাব রায়হান সাহেব যে ইবাদতের প্রতি বিশেষ যত্নশীল।

উদ্দীপকের জনাব রায়হান সাহেব সর্বদা সম্মিলিতভাবে আদায় করা একটি ইবাদতের প্রতি বিশেষ যত্নশীল। যা ফরজ ইবাদত সালাতকে নির্দেশ করে। ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে সালাত অন্যতম। আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায় করা ফরজ। সালাতের মাধ্যমে বান্দা মহান প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে, ইমান মজবুত হয়, আত্মা পরিশুদ্ধি লাভ করে। মানুষের জীবনে সালাতের গুরুত্ব অত্যধিক। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৪৩)। মহানবি (সা.) সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, 'সালাত হলো ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী।'

পরিশেষে বলা যায়, রায়হান সাহেব এর কর্মকাণ্ডে সালাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যে ইবাদতের প্রতি তিনি সর্বদা যত্নশীল।

ঘ রাফসানের পালনকৃত ইবাদতটি পুরোপুরি সঠিক। এটি হলো ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ পবিত্র হজ।

হজ এর আভিধানিক অর্থ হলো– সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। ইসলামের পরিভাষায়– আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে। উদ্দীপকে হালিম সাহেবের পালনকৃত ইবাদতে যেসব বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তা হজের পালনীয় কাজগুলোকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, হালিম সাহেব হজ পালন করেছেন। শর্তসাপেক্ষে মুমিনের জন্য হজ করা জীবনে একবার ফরজ।

মহান আল্লাহ বলেন, 'মানুষের মধ্যে যার আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য আছে, তার উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওই ঘরের হজ করা অবশ্য কর্তব্য' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৯৭)। অন্যত্র তিনি এরশাদ করেন, 'একমাত্র আল্লাহর জন্য হজ ও উমরাহ পরিপূর্ণভাবে আঞ্জাম দাও' (সূরা আল বাকারা : আয়াত-১৯৬)। রাসুল (সা.) বলেন, 'যার উপর হজ ফরজ হয়েছে অথচ সে যদি হজ না করে, তবে আমি বলতে পারি না সে ইসলামের আদর্শের উপর মৃত্যুবরণ করল কি না' (বুখারি)। মহানবি (সা.) আরও বলেন, 'আল্লাহ যাকে হজ পালনের সামর্থ্য দিয়েছেন, যদি সে হজ না করে ওই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক আগুনে পতিত হবে।'

সুতরাং বলা যায়, হজ একটি ফরজ ইবাদত। হজ অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যাবে। উদ্দীপকে রাফসান যেহেতু ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণে কুরবানির মাধ্যমে দম দিয়েছেন, সেহেতু তার ইবাদত পুরোপুরি সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ১০ বিদ্যালয়ের বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে বিশেষ অতিথি একটি ইবাদতের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট একটি মাসে সকল সৎকাজের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। অপরদিকে প্রধান অতিথি অন্য একটি ইবাদতের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, বিত্তশালীদের সম্পদে নিঃস্বদের জন্য আল্লাহ তাআলা একটি অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এটা তাদের প্রতি কোনো দয়া নয়।

ক. 'হাক্কুল্লাহ' কী? ১

খ. "ইলম ও নৈতিকতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।" ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কোন ইবাদতের তাৎপর্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রধান অতিথির বক্তব্যটি সংশ্লিষ্ট ইবাদতের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল্লাহ বলে।

খ : নৈতিকতা হলো ব্যক্তির মৌলিক মানবীয় গুণ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা অর্জন করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া। তাই শিক্ষা ও নৈতিকতা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

গ বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সাওমের তাৎপর্য ফুটে উঠেছে।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সাওম একটি। প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক নারী-পুরুষের ওপর রমযান মাসের একমাস সাওম পালন করা ফরজ। এটি তাকওয়া অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ধর্মীয় দিক থেকেও সাওমের গুরুত্ব অপরিসীম। রমযান মাসে আল্লাহ তায়ালা সকল সৎকাজের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবেন, যা বিশেষ অতিথির বক্তব্যেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের কোনো একটি বিদ্যালয়ের বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে বিশেষ অতিথি একটি ইবাদতের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্ট একটি মাসে সকল সৎকাজের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। তার বক্তব্যটি সাওমকে নির্দেশ করে। কারণ রমযান মাসের প্রতিটি নেক কাজে অন্যান্য মাসের তুলনায় সত্তর গুণ বেশি সওয়াব দেওয়া হবে। এ মাসের প্রতিটি নফলের মর্যাদা ফরজের ন্যায় এবং ফরজের মর্যাদা সত্তরটি ফরজের ন্যায়। সকল সৎকাজের প্রতিদান আল্লাহ দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবেন; কিন্তু সাওমের প্রতিদান হবে স্পেশাল। সাওমের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ হাদিসে কুদসিতে বলেন– اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِه অর্থাৎ, 'সাওম আমার জন্য, আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব' (বুখারি)। হাদিসে আরও আছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে আল্লাহ তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন' (বুখারি)। অতএব, সাওমের তাৎপর্য অপরিসীম।

ঘ প্রধান অতিথির বক্তব্যে যাকাতের সংশ্লিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে।

যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত, যা ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম। ধনী-গরিবদের মধ্যে আর্থিক সমন্বয় সাধনের জন্য আল্লাহ তায়ালা যাকাতের বিধান দিয়েছেন। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের ওপর যাকাত ফরজ। আর ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত গরিবের প্রতি ধর্মীয় দয়া নয়; বরং এটা গরিবের অধিকার। যা প্রধান অতিথির বক্তব্যেও পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের বার্ষিক মিলাদ মাহফিলের প্রধান অতিথি একটি ইবাদতের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন। তিনি বলেন, বিত্তশালীদের সম্পদে নিঃস্বদের জন্য আল্লাহ তায়ালা একটি অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এটি তাদের প্রতি কোনো দয়া নয়। তিনি এ বক্তব্য দ্বারা যাকাতের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। যাকাত ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার উৎসগুলোর অন্যতম। এর উপর ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্পসমূহের সাফল্য নির্ভরশীল। এতে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়, এটা সম্পদের অপচয় রোধ করতে শেখায়। যাকাত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো যাতে সম্পদ ধনী লোকের কাছে পুঞ্জিভূত না হয় এবং অর্থনৈতিক সাম্য সৃষ্টি হয়। ধনী-গরিবের ব্যবধান লাঘব হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।' (সূরা আল-হাশর : আয়াত-৭) সুতরাং উদ্দীপকের প্রধান অতিথির বক্তব্য যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ মুনির তার বন্ধুদের সাথে মিলে একটি ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা করে। এতে মাহিকে যোগ দিতে বললে মাহি বলে, আল্লাহ আমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড দেখছেন, তাঁকে আমাদের পক্ষে ফাকি দেওয়া সম্ভব নয়। একথা শুনে মুনিরের মনে ভয় চলে আসে এবং এই নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে। পরে মাহিকে সব বন্ধু মিলে কথা দেয় তারা আর মন্দকাজে লিপ্ত হবে না। কথা অনুযায়ী তারা এখন সৎ জীবন যাপন করছে। কিন্তু রাহি নামে তাদের অন্য আর এক বন্ধুর কাছে তাদের কিছু টাকা গচ্ছিত ছিল। সে না জানিয়ে তা নিজের প্রয়োজনে খরচ করে ফেলে।

ক. 'আখলাকে হামিদা' কী? ১

খ. 'সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মুনির এর উপলব্ধিতে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আখলাকে হামিদাহ'র সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে মাহির এর বন্ধুদের আচরণ কতটুকু সংগতিপূর্ণ? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

<u>১১নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক মানব চরিত্রের সুন্দর, নির্মল ও মার্জিত গুণাবলিকে আখলাকে হামিদাহ বলে।

খ 'সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়'– এটি বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ।

সত্যবাদিতা একটি মহৎগুণ। সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ আস-সিদক। বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা বা বিষয় প্রকাশ করাকে সিদক বা সত্যবাদিতা বলা হয়। সত্যবাদিতার ফলে মানুষ দুনিয়াতে সম্মানিত ও মর্যাদাবান হয় এবং আখিরাতে সহজে জান্নাত লাভ করতে পারে। এ কারণেই বলা হয়, সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়।

অপরদিকে, মিথ্যা এমন একটি বিষয় যা মানুষের জীবনের চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। মিথ্যা সকল পাপের মূল। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে সে ভাবে তার কোনো অপকর্ম জনসমাজে প্রকাশ পাবে না। এজন্য সে সব ধরনের অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ে। আর এরকম পাপীরা আল্লাহ ও মানুষের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। জীবনের সর্বস্তরে বিফল হয়। মোটকথা তার জীবন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে যায়। তাই বলা যায়, 'মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে'।

গ মুনির এর উপলব্ধিতে আখলাকে হামিদার তাকওয়া বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

তাকওয়া অর্থ খোদাভীতি। শরিয়তের পরিভাষায় একমাত্র আল্লাহর ভয়ে সব ধরনের অন্যায়-অনাচার ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়। যা মুনিরের উপলব্ধিতে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকের মুনির তার বন্ধুদের সাথে মিলে একটি ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা করে। এতে মাহিকে যোগ দিতে বললে মাহি বলে, আল্লাহ আমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড দেখছেন, তাঁকে আমাদের পক্ষে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। একথা শুনে মুনিরের মনে ভয় চলে আসে এবং এই নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে। তার এ উপলব্ধিতে কাজ করেছে তাকওয়ার প্রতি বিশ্বাস। কেননা, মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, শোনেন ও দেখেন। তিনি মানুষের অন্তরের গোপন খবরও জানেন, তাঁর কাছে মন্দকাজের জবাবদিহি করতে হবে। তাই সে ব্যক্তি কোনোরকম পাপ চিন্তা করতে বা পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। কারণ সে জানে, অন্য সবাইকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহ তায়ালাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যে মুমিনের অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান, সে কোনো অবস্থাতেই প্রলোভনে পড়বে না এবং নির্জন স্থানেও পাপকর্ম করবে না।

আর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেন উদ্দীপকের মুনির। কেননা মাহির কথা শুনে মুনিরের মনে ভয় চলে আসে এবং নিন্দনীয় কাজ থেকে সে বিরত থাকে। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মুনির তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত।

ঘ আখলাকে হামিদাহর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মাহির এক বন্ধু রাহির দ্বারা আমানতের খিয়ানত হওয়ায় তা অসঙ্গাতিপূর্ণ। আবার তার অন্য বন্ধুরা তাকওয়ার কারণে পাপ কাজ থেকে দূরে থাকায় তা সঙ্গাতিপূর্ণ।

তাকওয়া আরবি শব্দ। এর অর্থ খোদাভীতি। সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাই হলো তাকওয়া। অপরদিকে কারও নিকট কোনো অর্থ-সম্পদ, কথা গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। আমানতকৃত দ্রব্য বা বিষয় যথাযথভাবে প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে না দিয়ে আত্মসাৎ করাকে খিয়ানত বলে। আর উদ্দীপকে মাহির বন্ধুদের মধ্যে এই দুইটি বিষয়ই বিদ্যমান।

উদ্দীপকে মাহি তার বন্ধুদের তাকওয়ার বিষয়টি জানালে তারা সবাই তাকে কথা দেয় যে, তারা আর মন্দ কাজে লিপ্ত হবে না। কথা অনুযায়ী তারা এখন সৎ জীবনযাপন করছে। কিন্তু রাহি নামে তাদের অন্য আর এক বন্ধুর কাছে তাদের কিছু টাকা গচ্ছিত ছিল। সে না জানিয়ে তা নিজের প্রয়োজনে খরচ করে ফেলে। এখানে মাহির প্রথম শ্রেণির বন্ধুরা তাকওয়ার কারণে মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকলেও তার অপর বন্ধু রাহি আমানতের খেয়ানত করে। তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানবজীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাকওয়া মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবকেই সম্মান-মর্যাদা ও সফলতা দান করে। অপরদিকে আমানতের খিয়ানত করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বা হারাম। খিয়ানত মানুষের পার্থিব জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। এটা মুনাফিকদের অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা খিয়ানতকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-আনফাল, আয়াত ৫৮)

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মাহির কিছু বন্ধুরা তাকওয়ার কারণে অন্যায় থেকে ফিরে আসায় তাদের এ আচরণ সঙ্গাতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে তার অন্য বন্ধু রাহি আমানতের খিয়ানত করায় তা অসঙ্গাতিপূর্ণ। তাই আমাদের সর্বাবস্থায় তাকওয়া অবলম্বন করা ও আমানত রক্ষা করা উচিত।

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. ইমানের মূল বিষয় কয়টি?
ক) পাঁচটি খ) ছয়টি গ) সাতটি ঘ) আটটি

২. "নিশ্চয় শিরক চরম জুলুম" বলেছেন কে?
ক) আল্লাহ তায়ালা খ) মুহাম্মদ (সঃ)
গ) হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘ) হযরত উমর (রাঃ)

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রনি সাহেব মনে করেন, "আল্লাহ পাক ফিরিস্তাদের সাহায্য নিয়ে এ পৃথিবী পরিচালনা করেন"।

৩. 'রনি' সাহেবের এ ধরনের বিশ্বাসের জন্য তিনি হবেন–
ক) কাফির খ) মুশরিক গ) মুনাফিক ঘ) মুমিন

৪. এমতাবস্থায় রনি সাহেবের করণীয়–
i. পুনরায় ইমান গ্রহণ করা
ii. আর কখনো এরূপ না করার শপথ নেয়া
iii. খাটি অন্তরে তওবা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫. 'তাওহিদ' এর বিপরীত–
ক) কুফর খ) রিসালাত গ) শিরক ঘ) নিফাক

৬. আল্লাহর সাথে শিরক কয় ধরনের হতে পারে?
ক) চার খ) পাঁচ গ) ছয় ঘ) সাত

৭. "রাসুল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক"। এই আয়াত দ্বারা কীসের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে?
ক) তাওহিদের খ) শরিয়তের গ) আমানতের ঘ) ইমানের

৮. 'বায়তুল ইয্যাহ' নামক স্থানটি কোথায় অবস্থিত?
ক) মক্কায় খ) সপ্তম আসমানে
গ) চতুর্থ আসমানে ঘ) প্রথম আসমানে

৯. "হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বলো।" আয়াতটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে–
ক) আমানতের গুরুত্ব খ) শালীনতার গুরুত্ব
গ) সত্যবাদিতার গুরুত্ব ঘ) পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

১০. জামাত শুরু হওয়ার জন্য ইকামত দেওয়ার বিধানটি হচ্ছে–
ক) ফরজে আইন খ) ফরজে কিফায়াহ
গ) সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ঘ) সুন্নতে যায়িদাহ

১১. রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানোর বিধানটি হচ্ছে–
ক) ফরজ খ) ওয়াজিব গ) সুন্নত ঘ) মুস্তাহাব

১২. কবরে যে সকল ফেরেশতা মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করবেন তাদেরকে বলা হয়–
ক) কিরামান-কাতিবিন খ) জিবরাইল-ইসরাফিল
গ) মুনকার-নাকির ঘ) ইসরাফিল-মিকাইল

১৩. কোন কোন আমল কিয়ামতের দিন শাফায়াত করবে?
i. আল কুরআন ii. সিয়াম iii. যাকাত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৪. হযরত উমর (রাঃ) এর শাহাদাতের পর পবিত্র কুরআনের মূল পান্ডুলিপিটি কার কাছে সংরক্ষিত ছিল?
ক) হযরত আয়েশা (রাঃ) খ) হযরত ফাতিমা (রাঃ)
গ) হযরত সাওদা (রাঃ) ঘ) হযরত হাফসা (রাঃ)

১৫. মহানবি (সঃ) হিজরতের পূর্বে মদিনায় কুরআন শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করেন–
i. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কে
ii. হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ) কে
iii. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাক্তুমকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৬. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে কয়টি পন্থা বিশেষভাবে অবলম্বন করেন?
ক) ৩ খ) ৪ গ) ৫ ঘ) ৬

১৭. নিম্নের কোন চিকিৎসাবিজ্ঞানী মাত্র দশ বৎসর বয়সে পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণ মুখস্থ করেছিলেন?
ক) আবু বকর আল রাযি
খ) আবু আলি আল হুসাইন ইবনে সিনা
গ) আবু ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে রুশদ
ঘ) আল বিরুনি

১৮. মহানবি (সঃ) কত খ্রিষ্টাব্দে বিদায় হজ করেন?
ক) ৬৩১ খ) ৬৩২ গ) ৬৩৩ ঘ) ৬৩৪

১৯. হযরত উমর (রাঃ) সেনাবাহিনীকে সুশৃঙ্খল করার জন্য কত মাস পর পর বাধ্যতামূলক ছুটির ব্যবস্থা করেন?
ক) চার মাস খ) ছয় মাস গ) এক বছর ঘ) দুই বছর

২০. অর্থ : "নিশ্চয় সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে" এটি কার বাণী?
ক) আল্লাহ তা'য়ালার খ) রাসুল (সাঃ)
গ) সাহাবীদের ঘ) ইমামগণের

২১. কাদের উপর আল্লাহ পাক অভিসম্পাত করেছেন?
ক) ঘুষ প্রদানকারী ও গ্রহণকারীদের উপর
খ) কর্মবিমুখদের উপর
গ) হিংসুকদের উপর
ঘ) ফিতনা ফাসাদকারীদের উপর

২২. "আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন"– আয়াতটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে–
ক) দৈহিক পরিচ্ছন্নতা খ) পরিবেশ পচ্ছিন্নতা
গ) পোশাক পরিচ্ছন্নতা ঘ) মানসিক পরিচ্ছন্নতা

২৩. ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয়–
ক) তাওহিদ খ) রিসালাত গ) আখিরাত ঘ) ইবাদত

২৪. মহানবি (সঃ) এর দুধমাতা হালিমা (রাঃ) কোন বংশের লোক ছিলেন?
ক) কুরাইশ খ) বনু সাদ গ) বনু খুযাআ ঘ) বনু বকর

২৫. ইসলামের কোন স্তম্ভের নামে পবিত্র কুরআনে একটি সূরা রয়েছে?
ক) সালাত খ) যাকাত গ) সাওম ঘ) হজ

২৬. 'ওহি লেখক' সাহাবীদের সংখ্যা কত?
ক) ৩১৩ জন খ) ৪২ জন গ) ১১৪ জন ঘ) ৮৬ জন

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব 'ক' একজন ফল বিক্রেতা। তিনি উপরে ভালো ফল সাজিয়ে রাখেন এবং নিচে পঁচা ফল রেখে ক্রেতাদের কাছে ভালো ফলের দামে বিক্রি করেন।

২৭. জনাব 'ক' এর এ কাজে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক) চতুরতা খ) কুফর গ) শিরক ঘ) প্রতারণা

২৮. জনাব 'ক' এর কাজে কোন কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে–
i. মিথ্যাচারের অপরাধ ii. বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ
iii. সামাজিক অপরাধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৯. আল্লাহর বাণী "নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে" ইহা কোন সূরার আয়াত?
ক) আল বাকারা খ) আল আহযাব
গ) আল মায়িদাহ ঘ) আল আনকাবুত

৩০. ঘুষখোর ব্যক্তি–
i. নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করে ii. আমানতের খিয়ানত করে
iii. নিজ দায়িত্বে অবহেলা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। আতিক ও নাদিম দুই বন্ধু। আতিক তাওহীদে বিশ্বাসী। সে বিশ্বাস করে পরকালে শান্তির আবাস লাভ করতে হলে অবশ্যই আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও মহানবি (স.) এর সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে।
পক্ষান্তরে নাদিম দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়। সে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলতে চায় না। সে সর্বত্রই ইসলামের বিরোধিতা ও সীমালঙ্ঘন করে। তার অবস্থা দেখে তার পিতা তাকে বলেন, তোমার কর্মকান্ডের ফলে তুমি পরকালে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করবে।
ক. ইসলাম কাকে বলে? ১
খ. আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. আতিকের বিশ্বাস অনুযায়ী শান্তির আবাসস্থলের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. নাদিমের পিতার দৃষ্টিতে নাদিম কোন আবাস্থল লাভ করবে বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা কর। ৪

২। **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব 'ক' বলেন– আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সৃষ্টি জগতের সুন্দরতম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই তার সম্মান ও মর্যাদা ঈমান আনা এবং সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল।
দৃশ্যকল্প-২ : জনাব 'খ' সালাত আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন। তিনি এতিমদের প্রতি রূঢ় আচরণ করেন। এমনকি কোনো ভিক্ষুক বা মিসকিন কোনো কিছু চাইলে তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে দেন।
ক. 'শরিয়ত' কাকে বলে? ১
খ. পবিত্র কুরআন দীর্ঘ ২৩ বছরে অবতীর্ণ হলো কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'ক' এর বর্ণনায় পবিত্র আল কুরআনের কোন সূরার শিক্ষা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব 'খ' এর আচরণ ও স্বভাবে কোন সূরার শিক্ষার অভাব রয়েছে? তা চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। **প্রেক্ষাপট-১ :** জনাব 'সুমন' একজন ধনী লোক। তিনি ১৫% লাভে মানুষকে ঋণ দেন। অতিরিক্ত লাভ গ্রহণ জায়েয নয় বললে তিনি বলেন, অভাবীকে তার বিপদের সময় টাকা ঋণ দিলাম– এতে তার বিপদ কাটলো আর আমারও লাভ হলো– নাজায়েযের কিছু দেখি না।
প্রেক্ষাপট-২ : জনাব 'সুজন' অফিসের বড় কর্মকর্তা। তিনি অধীনস্ত কর্মচারী নিয়োগের সময় জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে ১ লাখ টাকা গ্রহণ করে নিয়োগ দিয়েছেন।
ক. 'তাকওয়া' কাকে বলে? ১
খ. আখলাকে যামিমাহ বর্জনীয় কেন? বুঝিয়ে লিখ। ২
গ. সুমন সাহেবের কার্যকলাপে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুজন সাহেবের কর্মকান্ডের পরিণতি ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। **প্রেক্ষাপট-১ :** বিউটির সহপাঠী সুইটি খুবই সুন্দরী, মেধাবী ও পরিশ্রমী। সে নিয়মিত পড়াশোনা করে, তাই পরীক্ষায় সব সময় প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু বিউটি তাকে খুবই ঘৃণা করে, তার সফলতা সহ্য করতে পারে না। সে তার অনিষ্ট করার চেষ্টা করে।
প্রেক্ষাপট-২ : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক ব্যবহার করে অনেকেই পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে। জাত বংশ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। এমনকি কারও চরিত্র নিয়েও সমালোচনা করে।
ক. আখলাকে যামিমাহ কাকে বলে? ১
খ. ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বিউটির আচরণ ও কার্যকলাপে কী প্রকাশ পেয়েছে? এর কুফল ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রেক্ষাপট ২ এ যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে, তা চিহ্নিতপূর্বক এ বিষয়ে ইসলামি বিধান বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। জনাব হাদী একজন আল্লাহভীরু মানুষ। তিনি প্রকাশ্যে ও গোপনে সকল প্রকার পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন এবং সকল কাজ করার সময় অন্তরে আল্লাহর উপস্থিতি কল্পনা করেন। অপরদিকে তারই বন্ধু নুমান সাহেব একজন সরকারি চাকুরিজীবী। তিনি একদা বন্ধুর কাছ থেকে এক সপ্তাহের জন্য ৫০০০/- টাকা ধার নেন এবং সময়মতো তা পরিশোধ করে দেন।
ক. 'হাদিসে কুদসি' কাকে বলা হয়? ১
খ. 'সিহাহ সিত্তাহ' বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব হাদীর কাজে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নুমান সাহেবের কাজে যে সৎ গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা চিহ্নিতপূর্বক তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে উহার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

৬। জনাব করিম একজন ধনী লোক। তিনি প্রতি বছরের ন্যায় এবারও একটি ইবাদত পালনের উদ্দেশ্যে তার সম্পদের হিসেব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে নির্দিষ্ট খাতসমূহে বিতরণ করেন।
অপরদিকে জনাব রহিমের উপর হজ সম্পাদন করা ফরজ হলে তিনি হজে যাওয়া-আসা বাবদ খরচ হিসেব করে উক্ত টাকা গরিব-মিসকিনকে দান করেছেন।
ক. 'ফরজে আইন' কী? ১
খ. সাওম ঢালস্বরূপ– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব করিম সাহেবের পালনকৃত ইবাদতটির সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব রহিমের হজ পালন করা হয়েছে কি? তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

৭। জনাব 'ক' এবং 'খ' দুই বন্ধু। 'ক' প্রতি বছর বৃক্ষমেলা থেকে বনজ ও ফলজ গাছ ক্রয় করে রাস্তার দু'পাশে রোপণ ও তার পরিচর্যা করেন। তার গাছের ফলাদি পশুপাখি খেলেও তিনি সন্তুষ্ট থাকেন।
অপরদিকে 'খ' একজন প্রত্যন্ত এলাকার নাগরিক। এবারের বন্যায় এলাকার সকল রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি তার ব্যক্তিগত তহবিল হতে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে গ্রামের মেঠো পথ সংস্কার করে দেন।
ক. 'সুন্নাহ' কী? ১
খ. ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাদিস লিখে রাখা নিষিদ্ধ ছিল কেন? ২
গ. জনাব 'ক' এর কাজটি তোমার পাঠ্যবইয়ের হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব 'খ' এর কাজটি চিহ্নিতপূর্বক ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৮। নূর সাহেব এমন একটি ইবাদত পালন করেন, যার গুরুত্ব ইসলামে সর্বাধিক। ইবাদতটি মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্যকারী। তাছাড়া এ ইবাদত কিয়ামতের দিন আদায়কারীর জন্য নূর হিসেবে পরিগণিত হবে।
অপরদিকে মামুন সাহেব প্রতি বছর দিনের বেলায় এমন এক ইবাদত পালন করেন, যার ফল আল্লাহ নিজ হাতে দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। উক্ত ইবাদত পালন করে তিনি অসহায় মানুষের ক্ষুধার জ্বালাও উপলব্ধি করতে পেরেছেন।
ক. 'ইমান' কাকে বলে? ১
খ. ইমান ও ইসলাম পরস্পর পরিপূরক– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নূর সাহেবের পালনকৃত ইবাদতটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মামুন সাহেবের পালনকৃত ইবাদতটি চিহ্নিতপূর্বক এর সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। **প্রেক্ষাপট-১ :** পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্রে দেখা যায়– অনেক মানুষ মহানবি (স.) কে নিয়ে কাল্পনিক ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে এবং আল-কুরআনে অনেক ভুলভ্রান্তি আছে বলেও মত প্রকাশ করে।
প্রেক্ষাপট-২ : জনাব জেড নিজেকে একজন মুসলিম হিসেবে দাবি করেন। তিনি এর পাশাপাশি হযরত ঈসা (আ.) কে আল্লাহর পুত্র এবং হযরত মরিয়ম (আঃ)-কে আল্লাহর স্ত্রী বলে বিশ্বাস করেন।
ক. 'শিরক' কী? ১
খ. হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পূর্ব যুগকে 'আইয়্যামে জাহিলিয়্যা' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রেক্ষাপট-১ এর বিষয়টিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. প্রেক্ষাপট-২ এ জনাব জেড এর বিশ্বাসটি হিহ্নিতপূর্বক ইসলামের দৃষ্টিতে এর কুফল ও পরিণতি ব্যাখ্যা কর। ৪

১০। **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব হারুন সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম,এ পাশ করে নিজ গ্রামে গিয়ে দেখলেন এলাকায় মানুষের মধ্যে মারামারি, গোত্রে-গোত্রে বিরোধ, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার অহরহ চলছে। তিনি কতিপয় শান্তিকামী বন্ধুদের নিয়ে 'আলোর পথ' নামক একটি শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।
দৃশ্যকল্প-২ : খোলাফায়ে রাশেদিনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, যিনি সিদ্দিক উপাধি লাভ করেছিলেন। তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়। তিনি সকল রাষ্ট্রপ্রধানদের আদর্শ শাসক।
ক. 'মদিনার সনদ' কাকে বলে? ১
খ. ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. জনাব হারুন সাহেবের পদক্ষেপটি মহানবি (স.) এর কোন পদক্ষেপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ কোন খলিফার কথা তুলে ধরা হয়েছে? ইসলামে তাঁর অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

১১। **দৃশ্যকল্প-১ :** আধুনিক চিকিৎসার উন্নতির মূলে মুসলমানদের অনেক অবদান রয়েছে। শৈল্য চিকিৎসায় আল-রাযি ছিলেন তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।
দৃশ্যকল্প-২ : জনাব বশির একজন মহান নেতা। তিনি নিজে যা আহার করেন, তা তার অধীনস্তদেরকেও খাওয়ান। তাদের সাথে তিনি সদ্ব্যবহার করেন। তিনি সবসময় বলেন– ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না। কেননা এজন্য পূর্বে বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে।
ক. 'আল বিরুনি' এর পূর্ণনাম কী? ১
খ. হযরত ওমর (রা.)-কে কেন মহানবি (স.) 'ফারুক' উপাধি দিয়েছিলেন? বুঝিয়ে লিখ। ২
গ. শৈল্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে দৃশ্যকল্প-১ এ বিবৃত মনীষীর অবদান পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ জনাব বশির এর কাজে মহানবি (স.)-এর কোন ভাষণের তাৎপর্য প্রতিফলিত হয়েছে? তা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	1	M	2	K	3	L	4	N	5	M	6	K	7	L	8	N	9	M	10	M	11	L	12	M	13	K	14	N	15	M
	16	L	17	L	18	L	19	K	20	K	21	K	22	M	23	K	24	L	25	N	26	L	27	N	28	N	29	L	30	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ আতিক ও নাদিম দুই বন্ধু। আতিক তাওহীদে বিশ্বাসী। সে বিশ্বাস করে পরকালে শান্তির আবাস লাভ করতে হলে অবশ্যই আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও মহানবি (স.) এর সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে।

পক্ষান্তরে নাদিম দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়। সে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলতে চায় না। সে সর্বত্রই ইসলামের বিরোধিতা ও সীমালঙ্ঘন করে। তার অবস্থা দেখে তার পিতা তাকে বলেন, তোমার কর্মকাণ্ডের ফলে তুমি পরকালে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করবে।

ক. ইসলাম কাকে বলে? ১

খ. আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. আতিকের বিশ্বাস অনুযায়ী শান্তির আবাসস্থলের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. নাদিমের পিতার দৃষ্টিতে নাদিম কোন আবাসস্থল লাভ করবে বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (সা.)-এর আনুগত্য করাকে ইসলাম বলে।

খ মানবজীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে জীবন পরিচালনায় নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে সে প্রত্যহ তার প্রতিটি কাজের হিসাব নিজেই নিয়ে থাকে। এভাবে দৈনন্দিন আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষ তার ভুল-ত্রুটি শোধরিয়ে নিয়ে সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠে। সুতরাং মানবজীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের বিকল্প নেই।

গ উদ্দীপকে আতিকের বিশ্বাসের মধ্যে শান্তির আবাসস্থল জান্নাতের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

জান্নাত শব্দের অর্থ উদ্যান, বাগান, সুশোভিত কানন। ইসলামি পরিভাষায় পরকালীন জীবনে পুণ্যবানদের জন্য পুরস্কারস্বরূপ যে আরামদায়ক স্থান তৈরি করে রাখা হয়েছে তাকে বলা হয় জান্নাত। জান্নাতে সব ধরনের নিয়ামত বিদ্যমান। মুমিনগণ সেখানে চিরকাল অবস্থান করবেন। তারা সেখানে যা চাইবেন সাথে সাথে তাই পেয়ে যাবেন। আতিকের বিশ্বাসে এই আবাসস্থলেরই বর্ণনা প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে আতিক তাওহিদে বিশ্বাসী। সে বিশ্বাস করে পরকালে শান্তির আবাসস্থল লাভ করতে হলে অবশ্যই আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও মহানবি (সা.)-এর সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং তদনুযায়ী আমল করবে তারা লাভ করবে জান্নাত। জান্নাত পরম সুখ-শান্তির স্থান। সেখানে কোনো অশান্তি নেই। জান্নাতে থাকবে স্বর্ণখচিত আসন, রেশমের আস্তরবিশিষ্ট ফরাশ, বিভিন্ন ধরনের ফল, সম্প্রসারিত ছায়া, স্বচ্ছ পানির স্রোতধারা, সুস্বাদু দুধের প্রবাহ, বিশুদ্ধ মধুর নহরসমূহ এবং সর্বপ্রকার আনন্দ উপভোগের বস্তু।

সুতরাং বলা যায়, আখিরাতের বিশ্বাস মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

ঘ নাদিমের পিতার দৃষ্টিতে নাদিম চির অশান্তির আবাসস্থল জাহান্নাম লাভ করবে।

যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। আখিরাতে অবিশ্বাসী মানুষ লাভ করবে জাহান্নাম। জাহান্নাম বড়ই কষ্টের স্থান। সেখানে প্রজ্বলিত আগুন রয়েছে, যা শরীরের মাংস হাড় থেকে পৃথক করে দেবে। আবার সৃষ্টি হবে নতুন মাংস ও চামড়া। এভাবে অনন্তকাল শাস্তি হতে থাকবে। জাহান্নামে অসংখ্য বিষাক্ত সাপ ও বিষধর বিচ্ছু থাকবে যা জাহান্নামিদের দংশন করবে। জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে কখনও রেহাই পাওয়া যাবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۔ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۔ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى অর্থাৎ, 'অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় জাহান্নামই হবে তার আবাস।' (সূরা আন-নাযিআত : আয়াত ৩৭-৩৯)

জাহান্নামের আগুনের দাহন ক্ষমতা দুনিয়ার আগুনের সত্তর গুণ বেশি হবে। জাহান্নামিদের কাঁটাযুক্ত দুর্গন্ধময় ফল খেতে দেওয়া হবে। পান করার জন্য দেওয়া হবে পুঁজযুক্ত খুব গরম পানি। উদ্দীপকে নাদিম দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়। সে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলতে চায় না। সে সর্বত্রই ইসলামের বিরোধিতা ও সীমালঙ্ঘন করে। যা তার জাহান্নাম লাভের ক্ষেত্রে যথার্থ।

সুতরাং বলা যায়, আখিরাতের অবিশ্বাসীদের জন্য বয়ে আনে ভয়াবহ দুর্ভোগ ও মহাধ্বংস।

প্রশ্ন ▶ ০২ **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব 'ক' বলেন– আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সৃষ্টি জগতের সুন্দরতম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই তার সম্মান ও মর্যাদা ঈমান আনা এবং সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব 'খ' সালাত আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন। তিনি এতিমদের প্রতি রূঢ় আচরণ করেন। এমনকি কোনো ভিক্ষুক বা মিসকিন কোনো কিছু চাইলে তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে দেন।

ক. 'শরিয়ত' কাকে বলে? ১

খ. পবিত্র কুরআন দীর্ঘ ২৩ বছরে অবতীর্ণ হলো কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ক' এর বর্ণনায় পবিত্র আল কুরআনের কোন সূরার শিক্ষা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব 'খ' এর আচরণ ও স্বভাবে কোন সূরার শিক্ষার অভাব রয়েছে? তা চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি কার্যনীতি বা জীবনপদ্ধতিকে শরিয়ত বলা হয়।

খ বিভিন্ন সময় ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মহানবি (সা.)-এর প্রতি কুরআন নাজিল হয়। এভাবে মহানবি (সা.)-এর জীবদ্দশায় মোট ২৩ বছরে সম্পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়। এটি একসাথে নাজিল হয়নি। বরং অল্প অল্প করে প্রয়োজনানুসারে নাজিল হতো। কখনো ৫ আয়াত, কখনো ১০ আয়াত, কখনো আয়াতের অংশবিশেষ, আবার কখনো একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা একসাথে নাজিল হতো। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন –

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا-

অর্থ : "আর আমি খন্ড-খন্ডভাবে কুরআন নাজিল করেছি যাতে আপনি তা মানুষের নিকট ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পারেন আর আমি তা ক্রমশ নাজিল করেছি।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১০৬)

গ জনাব 'ক' এর বর্ণনায় পবিত্র আল কুরআনের সূরা আত-তীনের শিক্ষা ফুটে উঠেছে।

সূরা আত-তীনে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরা থেকে আমরা জানতে পারি, মানুষ সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম সৃষ্টি। মানুষকে পৃথিবীর সকল কিছুর উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। আর এ শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে হলে মানুষকে অবশ্যই সৎকর্মশীল হতে হবে, যা জনাব 'ক'-এর বক্তব্যেও ফুটে ওঠে।

উদ্দীপকে মানব জাতিকে সৃষ্টি জগতের সুন্দরতম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। সাথে সাথে বলা হয়েছে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা ইমান আনা ও সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল। এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শপথ করে মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর সৃষ্টি হিসেবে ঘোষণা করেন। সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষের আকৃতিই সবচেয়ে সুন্দর। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি।' তবে মানুষ যদি ভালো কাজ না করে অসৎকাজে লিপ্ত হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেন। তাকে শাস্তি প্রদান করেন। তখন সেই সৃষ্টির নিম্নতম স্তরে নেমে যায়। আল্লাহ তায়ালা তাই পঞ্চম আয়াতে বলেন, 'এরপর আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি সর্বনিম্ন স্তরে।'

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে 'ক'-এর বর্ণনায় পবিত্র আল কুরআনের সূরা আত তীনের শিক্ষা ফুটে উঠেছে।

ঘ জনাব 'খ'-এর আচরণ ও স্বভাবে সূরা আল মাউন এর শিক্ষার অভাব রয়েছে।

সূরা আল মাউন আল কুরআনের ১০৭তম সূরা। এ সূরায় সালাতের প্রতি উদাসীন না হওয়া, ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, গৃহস্থালির উপকরণ অন্যদের দান করা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জনাব 'খ'-এর মধ্যে এ শিক্ষার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব 'খ' সালাত আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন। তিনি ইয়াতিমদের প্রতি রূঢ় আচরণ করেন। এমনকি কোন ভিক্ষুক বা মিসকিন কোনোকিছু চাইলে তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। যাতে সূরা আল মাউন এর শিক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হয়। আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা আল-মাউনে আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো– বিচার দিবসকে অস্বীকার করা খুবই জঘন্য কাজ; ইয়াতিম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। ইয়াতীম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে; কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে। সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

সুতরাং জনাব 'খ'-এর আচরণ ও স্বভাবে সূরা আল মাউন এর শিক্ষার অভাব রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৩ **প্রেক্ষাপট-১ :** জনাব 'সুমন' একজন ধনী লোক। তিনি ১৫% লাভে মানুষকে ঋণ দেন। অতিরিক্ত লাভ গ্রহণ জায়েয নয় বললে তিনি বলেন, অভাবীকে তার বিপদের সময় টাকা ঋণ দিলাম– এতে তার বিপদ কাটলো আর আমারও লাভ হলো– নাজায়েযের কিছু দেখি না।

প্রেক্ষাপট-২ : জনাব 'সুজন' অফিসের বড় কর্মকর্তা। তিনি অধীনস্ত কর্মচারী নিয়োগের সময় জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে ১ লাখ টাকা গ্রহণ করে নিয়োগ দিয়েছেন।

ক. 'তাকওয়া' কাকে বলে? ১
খ. আখলাকে যামিমাহ বর্জনীয় কেন? বুঝিয়ে লিখ। ২
গ. সুমন সাহেবের কার্যকলাপে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুজন সাহেবের কর্মকাণ্ডের পরিণতি ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহ তায়ালার ভয়ে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়।

খ আখলাকে যামিমাহ হলো মানুষের চরিত্রের নিন্দনীয় দিকগুলোর সমষ্টি। এই দোষগুলো মানুষকে সমাজে অপমানিত করে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং নানাবিধ অপরাধের জন্ম দেয়। আবার পরকালে এই দোষের জন্য কঠিন আযাব পেতে হবে। আখলাকে যামিমাহর কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। তাই আখলাকে যামিমাহ পরিত্যাজ্য।

গ সুমন সাহেবের কার্যকলাপে সুদ প্রকাশ পেয়েছে।

সুদ ফারসি শব্দ। এর আরবি প্রতিশব্দ রিবা (اَلرِّبٰوا)। কাউকে প্রদত্ত ঋণের মূল পরিমাণের উপর অতিরিক্ত আদায় করাকে রিবা (اَلرِّبٰوا) বা সুদ বলা হয়। ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতা থেকে মূলধনের অতিরিক্ত কোনো লাভ নেওয়াই হলো সুদ। যেমন কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ১০০ টাকা এ শর্তে ঋণ দিল যে গ্রহীতা ১১০ টাকা পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে ১০০ টাকার অতিরিক্ত ১০ টাকা হলো সুদ। কেননা এর কোনো বিনিময় মূল্য নেই। জনাব সুমনের কর্মকাণ্ডে অনুরূপ অবস্থা বিদ্যমান।

উদ্দীপকে জনাব সুমন ১৫% লাভে মানুষকে ঋণ দেয়। অতিরিক্ত লাভ গ্রহণ জায়েয নয় বললে তিনি বলেন, অভাবীকে তার বিপদের সময় টাকা ঋণ দিলাম। এতে তার বিপদ কাটল আর আমারও লাভ হলো– নাজায়েজের কিছু দেখি না। এটা নিতান্তই সুদ হিসেবে গণ্য হবে। ইসলামে সুদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড হারাম। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 'আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২৭৫)। আর সুদের শেষ পরিণাম হলো ধ্বংস।

ঘ সুজন সাহেবের কর্মকান্ড ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

মানব চরিত্রের একটি নিন্দনীয় স্বভাব ঘুষ লেনদেন। স্বাভাবিক প্রাপ্যের পরও অসদুপায়ে অতিরিক্ত সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। এটি একটি অনৈতিক কাজ এবং অর্থনৈতিক অপরাধ। সুজন সাহেবের কাজে এটিই প্রকাশ পেয়েছে, যার জন্য তাকে কঠোর পরিণতি ভোগ করতে হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুজন অধীনস্ত কর্মচারী নিয়োগের সময় ১ লাখ টাকা গ্রহণ করার বিনিময়ে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। যা ঘুষের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ। ঘুষ মানব সমাজে অশান্তি ডেকে আনে। ঘুষখোর ব্যক্তি দায়িত্ব কর্তব্যে অবহেলা করে। আমানতের খিয়ানত করে। নিজ ক্ষমতা ও দায়িত্বের অপব্যবহার করে। ঘুষদাতা ও ঘুষখোর অন্য লোকের অধিকার হরণ করে। ফলে অধিকার বঞ্চিতদের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। সমাজে মারামারি হানাহানির সূত্রপাত ঘটে। মহানবি (সা.) বলেন, 'ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ের উপরই আল্লাহর অভিসম্পাত।' (বুখারি ও মুসলিম)

পরিশেষে বলা যায়, এ আচরণ থেকে আমাদের বেঁচে থাকা উচিত।

প্রশ্ন ▸ ০৪ **প্রেক্ষাপট-১ :** বিউটির সহপাঠী সুইটি খুবই সুন্দরী, মেধাবী ও পরিশ্রমী। সে নিয়মিত পড়াশোনা করে, তাই পরীক্ষায় সব সময় প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু বিউটি তাকে খুবই ঘৃণা করে, তার সফলতা সহ্য করতে পারে না। সে তার অনিষ্ট করার চেষ্টা করে।

প্রেক্ষাপট-২ : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক ব্যবহার করে অনেকেই পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে। জাত বংশ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। এমনকি কারও চরিত্র নিয়েও সমালোচনা করে।

ক. আখলাকে যামিমাহ কাকে বলে? ১
খ. ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বিউটির আচরণ ও কার্যকলাপে কী প্রকাশ পেয়েছে? এর কুফল ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রেক্ষাপট ২ এ যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে, তা চিহ্নিতপূর্বক এ বিষয়ে ইসলামি বিধান বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব চরিত্রের মন্দ ও নিন্দনীয় স্বভাবগুলোকে আখলাকে যামিমাহ বলা হয়।

খ ফিতনা-ফাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি বোঝায়।

যে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ প্রসার লাভ করে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। সমাজের ঐক্য সংহতি বিনষ্ট হয়। এরূপ সমাজে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান পালন ও উদ্‌যাপন করতে পারে না। এককথায় ফিতনা ফাসাদের ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে আসে চরম অমানিশা। এজন্যই আল্লাহ বলেন, 'ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-১৯১)

গ বিউটির আচরণ ও কার্যকলাপে হিংসা প্রকাশ পেয়েছে। এর কুফল বা পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

হিংসা মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। হিংসা হিংসুকের মনে অন্তঃজ্বালা সৃষ্টি করে। ফলে অন্যের অনিষ্ট করতে ওঠেপড়ে লাগে। এতে মানবসমাজে ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়, শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। এ নিন্দনীয় স্বভাবেরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় বিউটির চরিত্রে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিউটি তার সহপাঠী সুইটির ভালো গুণের কারণে তাকে ঘৃণা করে। তার সফলতা সহ্য করতে পারে না। সে তার অনিষ্ট করার জন্য চেষ্টা করে। যা হিংসার অন্তর্ভুক্ত। হিংসা-বিদ্বেষ জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও উন্নতির পথে অন্তরায়। এর ফলে জাতির মধ্যে বিভেদ বৈষম্য দেখা দেয়, শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। এতে মুসলিম জাতির ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মুন্ডনকারী (ধ্বংসকারী) রোগ ঘৃণা ও হিংসা তোমাদের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। আমি চুল মুন্ডনের কথা বলছি না; বরং তা হলো দ্বীনের মুন্ডনকারী' (তিরমিযি)। হিংসা-বিদ্বেষ পরকালীন জীবনেও মানুষের ক্ষতির কারণ। হিংসা মানুষের সকল নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। যেমন মহানবি (সা.) বলেন–

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ-

অর্থাৎ, 'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে (পুড়িয়ে দেয়), হিংসাও তেমনি মানুষের সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে (নষ্ট করে দেয়)' (আবু দাউদ)। অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তিন ব্যক্তির গুনাহ মাফ হয় না। তন্মধ্যে একজন হচ্ছে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী।' (আদাবুল মুফরাদ)

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, হিংসা শুধু তাৎক্ষণিক ক্ষতিই করে না বরং ধ্বংসলীলা স্থায়িভাবে নিত্য বিরাজ করার জন্য সর্বদা কাজ করে থাকে।

ঘ প্রেক্ষাপট-২ এ যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা গিবতের অন্তর্ভুক্ত। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। কেননা এটি একটি জঘন্য অপরাধ।

প্রেক্ষাপট-২-এ ফেইসবুক ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেখানে মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে, জাত-বংশ নিয়ে বিদ্রুপ করে। এমনকি কারো চরিত্র নিয়েও সমালোচনা করে। আর কুৎসা রটনা করা, সমালোচনা করা ইত্যাদি কাজসমূহ গিবতেরই নামান্তর। ইসলামি শরিয়তে গিবত সম্পূর্ণ হারাম। এটি মারাত্মক পাপের কাজ। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'গিবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক।'

আল্লাহ গিবত করা সম্পর্কে কঠোর বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'তোমরা একে অন্যের গিবত কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে ভালোবাস? না, তোমরা তা অপছন্দ কর।' অর্থাৎ মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার ন্যায় জঘন্য অপরাধ হচ্ছে গিবত করা। গিবতের কারণে সমাজের মানুষের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়। সামাজিকভাবে ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদি সকলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বান্দা যখন গিবত করে তখন তার অনেক নেক আমল ধ্বংস হতে থাকে। ফলে তার পরকালীন জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী গিবতকারীর ইবাদত কবুল হয় না। এটি কবীরা গুনাহ। তাওবা ব্যতীত গিবতের গুনাহ মাফ হয় না। গিবতের অনিবার্য পরিণতি হলো জাহান্নাম।

পরিশেষে বলা যায়, গিবত একটি জঘন্য অপরাধ। আমাদের ইহকাল ও পরকালের স্বার্থে গিবত পরিহার করা উচিত।

প্রশ্ন ▸ ০৫ জনাব হাদী একজন আল্লাহভীরু মানুষ। তিনি প্রকাশ্যে ও গোপনে সকল প্রকার পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন এবং সকল কাজ করার সময় অন্তরে আল্লাহর উপস্থিতি কল্পনা করেন। অপরদিকে তারই বন্ধু নুমান সাহেব একজন সরকারি চাকুরিজীবী। তিনি একদা বন্ধুর কাছ থেকে এক সপ্তাহের জন্য ৫০০০/- টাকা ধার নেন এবং সময়মতো তা পরিশোধ করে দেন।

ক. 'হাদিসে কুদসি' কাকে বলা হয়? ১

খ. 'সিহাহ সিত্তাহ' বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব হাদীর কাজে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নুমান সাহেবের কাজে যে সৎ গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা চিহ্নিতপূর্বক তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে উহার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হাদিসের শব্দ ও ভাষা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিজস্ব; কিন্তু তার অর্থ, ভাব ও মূলকথা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত, তাকে হাদিসে কুদসি বলে।

খ হাদিসের বিশুদ্ধ ছয়খানা গ্রন্থকে সিহাহ সিত্তাহ বলা হয়। সিহাহ সিত্তাহ-এর সংকলকগণ হলেন−

১. সহিহ বুখারি-আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি (র)। ২. সহিহ মুসলিম-আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (র)। ৩. সুনানে নাসাই-আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইবনে শুআইব আন-নাসাই (র)। ৪. সুনানে আবু দাউদ-আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআস (র)। ৫. জামি তিরমিযি-আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযি (র) ৬. সুনানে ইবনে মাজাহ-আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাজাহ (র)।

গ জনাব হাদির কাজে আখলাকে হামিদার তাকওয়া গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।

তাকওয়া অর্থ খোদাভীতি। শরিয়তের পরিভাষায় একমাত্র আল্লাহর ভয়ে সব ধরনের অন্যায়-অনাচার ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়। জনাব হাদির মধ্যে এ ধরনের গুণটিই লক্ষ করা যায়।

তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর কারণেই ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, শোনেন ও দেখেন। তিনি মানুষের অন্তরের গোপন খবরও জানেন, তাঁর কাছে মন্দকাজের জবাবদিহি করতে হবে। তাই সে ব্যক্তি কোনোরকম পাপ চিন্তা করতে বা পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। কারণ সে জানে, অন্য সবাইকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহ তায়ালাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যে মুমিনের অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান, সে কোনো অবস্থাতেই প্রলোভনে পড়বে না এবং নির্জন স্থানেও পাপকর্ম করবে না।

আর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেন উদ্দীপকের জনাব হাদি। কেননা তিনি একজন আল্লাহ ভীরু মানুষ। তিনি প্রকাশ্যে ও গোপনে সকল প্রকার পাপকাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন এবং সকল কাজ করার সময় অন্তরে আল্লাহর উপস্থিতি কল্পনা করেন। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জনাব হাদি তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত।

ঘ নুমান সাহেবের কাজে যে সৎ গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা 'ওয়াদা পালন' এর অন্তর্ভুক্ত। যার গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলে। মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে সবাই তাকে ভালোবাসে। তার প্রতি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে। সমাজে সে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করে। নুমান সাহেবের মধ্যে এ গুণটিই প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে নুমান সাহেব তার বন্ধুর কাছ থেকে এক সপ্তাহের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ধার নেন এবং সময়মতো পরিশোধ করেন। তার এ কাজে ওয়াদা পালনের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। ইসলামি শরিয়তে ওয়াদা পালনের গুরুত্ব অত্যধিক। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন− يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর' (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-১)। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন− 'তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে' (সূরা বনি ইসরাইল : আয়াত-৩৪)। হাশরের ময়দানে প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ওয়াদা পালন করে না, আখিরাতে সে শাস্তি ভোগ করবে। এই ভয়েই নাবিল কারও কাছে কোনো কথা দিলে তা পূর্ণ করার চেষ্টা করে। সে এটাকে দ্বীনের অংশ মনে করে। কারণ যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন ও দ্বীনদার হতে পারে না। একটি হাদিসে মহানবি (সা.) বলেন− لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীন নেই'। (মুসনাদে আহমাদ)

সুতরাং ইসলামে ওয়াদা পালনের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▸ ০৬ জনাব করিম একজন ধনী লোক। তিনি প্রতি বছরের ন্যায় এবারও একটি ইবাদত পালনের উদ্দেশ্যে তার সম্পদের হিসেব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে নির্দিষ্ট খাতসমূহে বিতরণ করেন। অপরদিকে জনাব রহিমের উপর হজ সম্পাদন করা ফরজ হলে তিনি হজে যাওয়া-আসাবাবদ খরচ হিসেব করে উক্ত টাকা গরিব-মিসকিনকে দান করেছেন।

ক. 'ফরজে আইন' কী? ১

খ. সাওম ঢালস্বরূপ− ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব করিম সাহেবের পালনকৃত ইবাদতটির সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব রহিমের হজ পালন করা হয়েছে কি? তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল ফরজ বিধান সকলের উপর পালন করা আবশ্যক তাকে ফরজে আইন বলে।

খ সাওমের গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম। যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে অশেষ পুণ্যের অধিকারী হয়। সাওমকে নবি করিম (সা.) ঢালের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ রোযাদার সাওম পালনের দ্বারা নিজের সকল প্রকার কুরিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, 'সাওম (রোযা) ঢালস্বরূপ।' (বুখারি ও মুসলিম)

গ জনাব করিম সাহেবের পালনকৃত ইবাদতটি যাকাত এর অন্তর্ভুক্ত। যার গুরুত্ব অত্যধিক।

যাকাত আরবি শব্দ। যার অর্থ পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা ও বৃদ্ধি পাওয়া। ইসলামি পরিভাষায় কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট আটটি খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। জনাব করিম সাহেবের কাজে এ ইবাদতেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে জনাব করিম তার সম্পদের হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে নির্দিষ্ট খাতসমূহে বিতরণ করেন। যা যাকাত হিসেবে গণ্য। যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব হলো, যাকাত সামাজিক নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি সমাজের মানুষের মধ্যকার সম্পদের বৈষম্য দূর করে। সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। যাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি। যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ফলে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়। সম্পদের ভারসাম্য বজায় থাকে। ধনী-গরিব বৈষম্য দূর হয়। যাকাতব্যবস্থার ফলে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয়ে দরিদ্র লোকদের হাতে যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ, যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশীলদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। (সূরা আল-হাশর : আয়াত-৭)

সুতরাং বলা যায়, যাকাত প্রদান করা দরিদ্রের প্রতি ধনী লোকের কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়; বরং যাকাত হলো দরিদ্র লোকের প্রাপ্য অধিকার। অতএব প্রত্যেক সম্পদশালী মুসলিম ব্যক্তির উচিত স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করা এবং অসহায় লোকদের অভাব মোচনে ভূমিকা রাখা।

পরিশেষে বলা যায়, যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব অনেক। যা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের আমল করা উচিত।

ঘ জনাব রহিমের হজ পালন করা হয়নি। কেননা হজ নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়।

হজ যিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বাইতুল্লাহ ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এ ইবাদতটি সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর ফরজ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যার আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে তার উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ করা আবশ্যক (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৯৭)। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, মাকবুল (আল্লাহর নিকট গ্রহণীয়) হজের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নেই' (বুখারি ও মুসলিম)। হজ মুসলমানদের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ একটি ইবাদত। ধন-সম্পদ, বর্ণ-গোত্র ও জাতীয়তার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও হজ এসব ভেদাভেদ ভুলিয়ে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে শেখায়। হজ মুসলমানদের আদর্শিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে রাজা-প্রজা, মালিক-ভৃত্য সকলকে সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করায়। একই উদ্দেশ্যে মহান প্রভুর দরবারে উপস্থিত করে সাম্যের প্রশিক্ষণ দেয়। হজ মানুষকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দিয়ে সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলে। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ শেখায়। সুতরাং আমাদের মাঝে সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিমের উচিত হজ ফরজ হলে যথাযথভাবে তা পালন করা।

উদ্দীপকে জনাব রহিমের উপর হজ সম্পাদন করা ফরজ হলে তিনি হজে যাওয়া আসাবাবদ খরচ হিসাব করে উক্ত টাকা গরিব মিসকিনকে দান করেছেন। এতে হজ সম্পাদনের নিয়ম সম্পূর্ণ লঙ্ঘিত হয়েছে। অতএব, বলা যায়, জনাব রহিমের হজ পালন করা হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ০৭ জনাব 'ক' এবং 'খ' দুই বন্ধু। 'ক' প্রতি বছর বৃক্ষমেলা থেকে বনজ ও ফলজ গাছ ক্রয় করে রাস্তার দু'পাশে রোপণ ও তার পরিচর্যা করেন। তার গাছের ফলাদি পশুপাখি খেলেও তিনি সন্তুষ্ট থাকেন।

অপরদিকে 'খ' একজন প্রত্যন্ত এলাকার নাগরিক। এবারের বন্যায় এলাকার সকল রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি তার ব্যক্তিগত তহবিল হতে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে গ্রামের মেঠো পথ সংস্কার করে দেন।

ক. 'সুন্নাহ' কী? ১

খ. ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাদিস লিখে রাখা নিষিদ্ধ ছিল কেন? ২

গ. জনাব 'ক' এর কাজটি তোমার পাঠ্যবইয়ের হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব 'খ' এর কাজটি চিহ্নিতপূর্বক ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও তাঁর সমর্থিত রীতিনীতিকে সুন্নাহ বলে।

খ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে সাধারণভাবে হাদিস বলা হয়। সুতরাং রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেই হাদিসের উৎপত্তি। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় আল-কুরআন নাজিল হচ্ছিল। এ অবস্থায় মহানবি (সা.)-এর হাদিস লিখে রাখলে তা আল-কুরআনের বাণীর সাথে সংমিশ্রণের আশঙ্কা ছিল। তাই হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল।

গ জনাব 'ক'-এর কাজটি বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত হাদিসের অন্তর্ভুক্ত।

বৃক্ষরোপণ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। মানুষ এর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

উদ্দীপকে জনাব 'ক' প্রতিবছর বৃক্ষমেলা থেকে বনজ ও ফলজ গাছ ক্রয় করে রাস্তার দু'পাশে রোপণ ও তার পরিচর্যা করেন। তার গাছের ফলাদি পশুপাখি খেলেও তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। এর মাধ্যমে মূলত তিনি রাসূল (সা.) এর হাদিসের উপর আমল করেছেন। তার এ কাজটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। ফলে তিনি অনেক সওয়াব লাভ করবেন। যেমন : মহানবি (সা.) বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهٗ بِهٖ صَدَقَةٌ۔

অর্থাৎ, 'কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং বলা যায়, হাদিসের আলোকে 'ক'-এর কাজটি সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ জনাব 'খ'-এর কাজটি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে 'মানবসেবা'–এর অন্তর্ভুক্ত।

মানবসেবা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম বিষয়। মানবসেবা মানুষের উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি মানুষের সেবা করেন, তিনি মহৎপ্রাণ। সমাজে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালাও এরূপ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। যিনি মানুষের সেবা, সাহায্য-সহযোগিতা করেন, আল্লাহ তায়ালাও তাকে সাহায্য ও দয়া করেন। মহানবি (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।' (বুখারি)। অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' (তিরমিযি)

উদ্দীপকে দেখা যায়, বন্যায় এলাকার সকল রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়ে যায়। এতে 'খ' তার ব্যক্তিগত তহবিল হতে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে গ্রামের মেঠো পথ সংস্কার করে দেন। এটি মানবসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত।

মানবসেবা করা মুমিনের অন্যতম গুণ। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই অন্য মানুষের খেদমতে নিয়োজিত থাকে। মহানবি (সা.) এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, রুগ্ণ ব্যক্তির সেবা কর, বন্দীকে মুক্ত কর এবং ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্ত কর।' (বুখারি)

পরিশেষে বলা যায় যে, সকল মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা করা রাসুল (সা.)-এর আদর্শ। আমাদের তিনি এজন্য অনুপ্রাণিত করে গেছেন। সুতরাং আমাদের যথাসম্ভব সব মানুষের সেবা করা উচিত।

প্রশ্ন ▸ ০৮ নূর সাহেব এমন একটি ইবাদত পালন করেন, যার গুরুত্ব ইসলামে সর্বাধিক। ইবাদতটি মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্যকারী। তাছাড়া এ ইবাদত কিয়ামতের দিন আদায়কারীর জন্য নূর হিসেবে পরিগণিত হবে।

অপরদিকে মামুন সাহেব প্রতি বছর দিনের বেলায় এমন এক ইবাদত পালন করেন, যার ফল আল্লাহ নিজ হাতে দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। উক্ত ইবাদত পালন করে তিনি অসহায় মানুষের ক্ষুধার জ্বালাও উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

ক. 'ইমান' কাকে বলে? ১
খ. ইমান ও ইসলাম পরস্পর পরিপূরক– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নূর সাহেবের পালনকৃত ইবাদতটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মামুন সাহেবের পালনকৃত ইবাদতটি চিহ্নিতপূর্বক এর সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে।

খ ইমান ও ইসলাম গাছের মূল ও শাখা-প্রশাখার মতো। ইমান হলো গাছের শিকড় বা মূল আর ইসলাম তার শাখা-প্রশাখা। মূল না থাকলে শাখা-প্রশাখা হয় না। আর শাখা-প্রশাখা ছাড়া মূল বা শিকড় মূল্যহীন। ইসলাম হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ। ইমান হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। আর ইসলাম বাহ্যিক আচার-আচরণ ও কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত। তাই ইমান ও ইসলাম একে অন্যের পরিপূরক।

গ নুর সাহেবের পালনকৃত ইবাদতটি সালাতের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামের মূলভিত্তি ৫টি। সালাত তন্মধ্যে দ্বিতীয়। মহানবি (সা.) বলেন, সালাত দ্বীনের ভিত্তি। অন্যত্র তিনি বলেন, সালাত জান্নাতের চাবি। সালাত আদায় করতে গিয়ে বান্দা দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা হাসিল করে আল্লাহর সান্নিধ্যে যায়। এতে তার ইমান বৃদ্ধি পায়। কুফর ও ইমানের মাঝে সালাত পার্থক্য সৃষ্টি করে। কারণ যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে সে ইমানদার। আর যে নামাজ পরিত্যাগ করে তার ইমান নেই। ইমানহীন ব্যক্তি কাফির। মহানবি (সা.) বলেন, 'সলাত হলো ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী' (তিরমিযি)। সালাত মানুষকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে' (সূরা আল-আনকাবূত : আয়াত-৪৫)। সালাতের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন পাঁচবার একত্রে সালাত আদায় করার ফলে মুসলমানদের মধ্যে হৃদ্যতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মুসলমানদের জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক।

ঘ মামুন সাহেবের পালনকৃত ইবাদতটি সাওমের অন্তর্ভুক্ত। যার সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

রমযান মাসে সাওম পালন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের জন্য ফরজ। এ ইবাদতের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করা যায়। আর তাকওয়া অর্জিত হলে পাপ কাজ হতে বিরত থাকা যায়। রমযান মাসেই মুমিনগণ বেশি বেশি দান-সাদকা করেন।

সাওমের সামাজিক গুরুত্ব অত্যধিক। সাওম পালনের মাধ্যমে একজন লোক ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারে। সমাজের নিরন্ন ও অভাবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারে। সাওম (রোযা) পালনকারী ব্যক্তি অন্যায়-অশ্লীল কথাবার্তা পরিহার করে চলে। হানাহানি থেকে দূরে থাকে। ফলে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। অধিক সওয়াব পাওয়ার আশায় একে অপরকে সেহরি ও ইফতার করায় এবং অভাবীকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে। এতে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক বন্ধন আরও মজবুত ও শক্তিশালী হয়। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় এবং সাওমের সামাজিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে আমাদের সাওম পালন করা উচিত। অতএব আমরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সাওম পালন করব।

প্রশ্ন ▸ ০৯ **প্রেক্ষাপট-১ :** পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্রে দেখা যায়– অনেক মানুষ মহানবি (স.) কে নিয়ে কাল্পনিক ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে এবং আল-কুরআনে অনেক ভুলভ্রান্তি আছে বলেও মত প্রকাশ করে।

প্রেক্ষাপট-২ : জনাব জেড নিজেকে একজন মুসলিম হিসেবে দাবি করেন। তিনি এর পাশাপাশি হযরত ঈসা (আ.) কে আল্লাহর পুত্র এবং হযরত মরিয়ম (আঃ)-কে আল্লাহর স্ত্রী বলে বিশ্বাস করেন।

ক. 'শিরক' কী? ১
খ. হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পূর্ব যুগকে 'আইয়্যামে জাহিলিয়্যা' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রেক্ষাপট-১ এর বিষয়টিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. প্রেক্ষাপট-২ এ জনাব জেড এর বিশ্বাসটি চিহ্নিতপূর্বক ইসলামের দৃষ্টিতে এর কুফল ও পরিণতি ব্যাখ্যা কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়।

খ মহানবি (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের লোকেরা নবি ও রাসুল এর শিক্ষা ভুলে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের আচার ব্যবহার ও চালচলন ছিল বর্বর ও মানবতাবিরোধী। তাই সে যুগকে 'আইয়্যামে জাহিলিয়্যা' বা অজ্ঞতার যুগ বলা হয়। সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। মানুষের জান, মাল, ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। নরহত্যা, রাহাজানি, খুন-খারাবি, ডাকাতি, মারামারি, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া, জুয়াখেলা, মদ্যপান, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার ছিল তখনকার প্রচলিত ব্যাপার। তৎকালীন সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। এজন্য মহানবি (সা.) এর আগমনের পূর্ব যুগকে আইয়্যামে জাহেলিয়া বলা হয়।

গ প্রেক্ষাপট-১ এর বিষয়টিতে কুফুরি প্রকাশ পেয়েছে।

কুফর শব্দের অর্থ– অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকেই কুফর বলা হয়। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে– আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও গুণাবলিকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা, ইমানের সাতটি বিষয়কে অস্বীকার করা, ইসলামের মৌলিক ইবাদতকে অস্বীকার করা, হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা, ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের অনুকরণ করা, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পৃথিবীতে অনেক মানুষ মহানবি (সা.)-কে নিয়ে অনেক কাল্পনিক ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে এবং আল কুরআনে অনেক ভুলভ্রান্তি আছে বলেও মতপ্রকাশ করে। নিঃসন্দেহে এটা কুফুরির অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং বলা যায়, প্রেক্ষাপট-১-এ নির্দেশিত বিষয়টি হলো কুফর।

ঘ প্রেক্ষাপট-২ এ জনাব জেড এর বিশ্বাসটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এর পরিণতি হিসেবে মহান আল্লাহ কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্বজগতের একমাত্র অধিপতি ও মালিক। তিনি একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি অনন্য ও অতুলনীয়। আর এ বিশ্বাসটিকে অস্বীকার করে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করলে কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করলে সেটি হয় শিরক। শিরককারীর জন্য আল্লাহ তায়ালা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। জনাব জেড-এর বিশ্বাসে এ জঘন্য অপরাধের চিত্রই ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে জনাব জেড নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করার পাশাপাশি হযরত ইসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র এবং মরিয়ম (আ.)-কে আল্লাহর স্ত্রী বলে বিশ্বাস করেন। তার এ দুটি বিশ্বাসই আল্লাহর সাথে অংশীদার করা তথা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। শিরক আল্লাহর সাথে চরম জুলুম করার নামান্তর। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম।' (সূরা লুকমান : আয়াত-৪) আল্লাহ তায়ালা শিরককারীদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি অপার ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াময় হওয়া সত্ত্বেও শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৪৮)

প্রকৃতপক্ষে শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা নিজেই শিরকের অপরাধ ক্ষমা না করার এবং তাদের জন্য জান্নাত হারাম করার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহর এ ঘোষণা মাহমুদ সাহেবের বিশ্বাসকে ভয়াবহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রমাণ করে। আল্লাহ তায়ালা শিরককারীর ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করে বলেন– 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।' (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-৭২)

অতএব, শিরকের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এটা থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

প্রশ্ন ▸ ১০ **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব হারুন সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম,এ পাশ করে নিজ গ্রামে গিয়ে দেখলেন এলাকায় মানুষের মধ্যে মারামারি, গোত্রে-গোত্রে বিরোধ, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার অহরহ চলছে। তিনি কতিপয় শান্তিকামী বন্ধুদের নিয়ে 'আলোর পথ' নামক একটি শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : খোলাফায়ে রাশেদিনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, যিনি সিদ্দিক উপাধি লাভ করেছিলেন। তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়। তিনি সকল রাষ্ট্রপ্রধানদের আদর্শ শাসক।

ক. 'মদিনার সনদ' কাকে বলে? ১

খ. ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জনাব হারুন সাহেবের পদক্ষেপটি মহানবি (স.) এর কোন পদক্ষেপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ কোন খলিফার কথা তুলে ধরা হয়েছে? ইসলামে তাঁর অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.) একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিলেন এবং মদিনার সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত।

খ ইসলামে এ বিশ্বজগতের সৃষ্টি, ধ্বংস সম্পর্কিত বর্ণনা এবং মানুষের জীবন পরিচালনার যাবতীয় দিকনির্দেশনা রয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন। মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যা ইসলামে আলোচিত হয়নি। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও সমাধান রয়েছে ইসলামে। তাই এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।

গ জনাব হারুন সাহেবের পদক্ষেপটি মহানবি (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শান্তিকামী সংগঠন 'হিলফুল ফুযুল' গঠন পদক্ষেপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

রাসুল (সা.)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন তিনি 'হিলফুল ফুযুল' গঠন করেন। এটি গঠনের প্রত্যক্ষ কারণ হলো– ফিজার যুদ্ধের বিভীষিকা তাঁর কোমল মনকে আন্দোলিত করে। তাই তিনি শান্তির লক্ষ্যে ৫টি উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে এ শান্তিসংঘ গঠন করেন। ৫টি উদ্দেশ্য হলো– ১. আর্তের সেবা করা, ২. অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা, ৩. অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, ৪. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং ৫. গোত্রে গোত্রে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখা।

উদ্দীপকে জনাব হারুন সাহেব দেখলেন এলাকায় মানুষের মধ্যে মারামারি, গোত্রে-গোত্রে বিরোধ, দুর্বরের প্রতি সবলের অত্যাচার অহরহ চলছে। তিনি কতিপয় শান্তিকামী বন্ধুদের নিয়ে 'আলোর পথ' নামক একটি শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। যা রাসূল (সা.)-এর হিলফুল ফুযুল-এর অনুরূপ।

সুতরাং বলা যায়, রাসুল (সা.)-এর হিলফুল ফুযুলের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জনাব হারুন শান্তি সংঘ গঠন করেন। সাংগঠনিক কাঠামো ও উদ্দেশ্যের সাথে উভয়েরই মিল রয়েছে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর কথা তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামে যার অবদান অপরিসীম।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর খলিফা নির্বাচন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর দাফন ও রাসুলের উত্তরাধিকারীর বিষয়ে তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা সমাধা হয়। ফলে মুসলমানগণ এক অবশ্যম্ভাবী বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পান।

দৃশ্যকল্প-২-এ খুলাফায়ে রাশেদিনের একজন শাসককে নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি সিদ্দিক উপাধি লাভ করেন এবং শাসক হিসেবে সকল রাষ্ট্রপ্রধানদের আদর্শ। তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তাও বলা হয়। দৃশ্যকল্প-২-এর এ বর্ণনায় আবু বকর (রা)-কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর শাসন সর্বকালের শাসকদের জন্য আদর্শ। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম রাষ্ট্রে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। কেউ কেউ মিথ্যা নবুয়তের দাবি করে, কতিপয় লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করে, আবার কতিপয় লোক ইসলাম ত্যাগ করে। হযরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব মোকাবিলা করেন, ইসলাম ও মুসলমানদের বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেন। আমাদেরও উচিত হযরত আবু বকর (রা)-এর মতো অত্যন্ত দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার সাথে শাসনকাজ পরিচালনা করে দেশ ও জাতিকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা করা।

ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিয শাহাদাতবরণ করেন। এতে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিলে তিনি পবিত্র কুরআনকে একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করার কারণে তাঁকে ইসলামের 'ত্রাণকর্তা' বলা হয়।

প্রশ্ন ▸ ১১ **দৃশ্যকল্প-১ :** আধুনিক চিকিৎসার উন্নতির মূলে মুসলমানদের অনেক অবদান রয়েছে। শৈল্য চিকিৎসায় আল-রাযি ছিলেন তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব বশির একজন মহান নেতা। তিনি নিজে যা আহার করেন, তা তার অধীনস্তদেরকেও খাওয়ান। তাদের সাথে তিনি সদ্ব্যবহার করেন। তিনি সবসময় বলেন– ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না। কেননা এজন্য পূর্বে বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে।

ক. 'আল বিরুনি' এর পূর্ণনাম কী? ১

খ. হযরত ওমর (রা.)-কে কেন মহানবি (স.) 'ফারুক' উপাধি দিয়েছিলেন? বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. শৈল্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে দৃশ্যকল্প-১ এ বিবৃত মনীষীর অবদান পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ জনাব বশির এর কাজে মহানবি (স.)-এর কোন ভাষণের তাৎপর্য প্রতিফলিত হয়েছে? তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আল বিরুনি' এর পূর্ণনাম হলো বুরহানুল হক আবু রায়হান মুহাম্মাদ বিন আহমাদ।

খ হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পর মহানবি (সা.)-কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ইসলাম যদি সত্য হয় তাহলে আর গোপন নয়, এখন থেকে আমরা প্রকাশ্যে কাবার সামনে সালাত আদায় করব। মহানবি (সা.) তাতে খুশি হয়ে তাঁকে 'ফারুক' (সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী) উপাধি দেন। তাই তাঁকে ফারুক বলা হয়।

গ শৈল্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে দৃশ্যকল্প-১ এ বিবৃত মনীষী হলেন আল রাযি। শৈল্য চিকিৎসায় যার অবদান অপরিসীম।

চিকৎসাশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির মূলে রয়েছে মুসলমানদের অবদান। যাদের অবদানের কারণে চিকিৎসাশাস্ত্র উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তাদের মধ্যে আবু বকর আল রাযি উল্লেখযোগ্য। শল্যচিকিৎসা এবং ইউনানি শাস্ত্রে তার অবদান ছিল অপরিসীম। দৃশ্যকল্প-১-এর বর্ণনায়ও এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

শল্যচিকিৎসায় আল রাযি ছিলেন তৎকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর অস্ত্রোপচার পদ্ধতি ছিল গ্রিকদের থেকেও উন্নত। তিনি মোট দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে শতাধিক হলো চিকিৎসা বিষয়ক। তিনি বসন্ত ও হাম রোগের উপর 'আল্ জুদাইরি ওয়াল হাসবাহ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মৌলিকত্ব দেখে চিকিৎসাবিজ্ঞানের লোকেরা খুব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তাঁর আরেকটি গ্রন্থের নাম হলো আর মানসুরি। এটি ১০ খণ্ডে রচিত। এ গ্রন্থ দুটি আল রাযিকে চিকিৎসাশাস্ত্রে অমর করে রেখেছে। তিনি হাম, শিশু চিকিৎসা, নিউরোসাইকিয়াট্রিক ইত্যাদি চিকিৎসা সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। আল মানসুরি গ্রন্থে তিনি এনাটমি, ফিজিওলজি, ঔষধ, স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি, চর্মরোগ ও প্রসাধন দ্রব্য, শল্যচিকিৎসা, বিষ, জ্বর ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি ৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। অতএব, শৈল্য চিকিঃসাবিজ্ঞানী হিসেবে আল রাযির অবদান অপরিসীম।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ জনাব বশির এর কাজে মহানবি (সা.) এর বিদায় হজের ভাষণের তাৎপর্য প্রতিফলিত হয়েছে।

দশম হিজরির জিলহজ মাসের নয় তারিখ (৬৩২ খ্রি.) মহানবি (সা.) বিশ্বমানবতার জীবন পরিচালনার সার্বিক নির্দেশনাস্বরূপ মক্কার আরাফাতের ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। মহানবি (সা.)-এর জীবনের শেষ তথা একমাত্র হজ বলে তা 'বিদায় হজের ভাষণ' নামে খ্যাত। এ ভাষণে তিনি মুসলিমদের তথা মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার সার্বিক উপদেশ প্রদান করেন। অধীন বা দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা, স্ত্রীদের প্রতি সদয় আচরণ ছিল এ ভাষণের অন্যতম কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। জনাব বশির সাহেবের কর্মকাণ্ড এ উপদেশগুলোরই বাস্তব প্রতিফলন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব বশির নিজে যা আহার করেন তা অধীনস্তদেরও আহার করান। তাদের সাথে তিনি সৎ ব্যবহার করেন। তিনি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার কথা বলেন। কেননা এজন্য পূর্বে বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে। তার এ ধরনের মনোভাব মহানবি (সা.) এর বিদায় হজের ভাষণের আদর্শের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। মহানবি (সা.) বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন, 'দাস-দাসীদের সাথে সদয় ব্যবহার কর। তাদের উপর কোনোরূপ অত্যাচার করবে না। তোমরা যা খাবে, তাদেরও তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে, তাদেরও তাই পরাবে। তারা যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে, তবুও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। সব মুসলিম একে অন্যের ভাই এবং তোমরা একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।' তিনি আরও বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।' এ ভাষণে তিনি আরও ঘোষণা দেন, 'ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না; আগের অনেক জাতি এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে।'

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (সা.) মানবজাতির জীবন পরিচালনার সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ ভাষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক জনাব বশির সাহেবের বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং বিদায় হজের ভাষণের দৃষ্টিকোণ থেকে জনাব বশির সাহেবের বক্তব্য যথার্থ।

যশোর বোর্ড-২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়- ৩০ মিনিট

পূর্ণমান- ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. শরিয়তের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ কী?
ক ইমান খ ইসলাম গ কালিমা ঘ সালাত

২. কোন ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে?
ক সুদখোর খ প্রতারক গ কাফির ঘ মিথ্যাবাদী

৩. মহান আল্লাহর প্রতি ইবাদতের শামিল–
i. তাঁর ভালোবাসা ও রহমত ii. ইখলাস ও ছবর
iii. শোকর ও তাওয়াক্কুল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. কোন খলিফা যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন?
ক আবু বকর (রাঃ) খ হযরত ওমর (রাঃ)
গ ওসমান (রাঃ) ঘ আলি (রাঃ)

৫. ইসলামের সৌন্দর্য নিজের জীবনে ফুটিয়ে তোলার জন্য তুমি কোন গুণটি অর্জন করবে?
ক পরিচ্ছন্নতা খ পবিত্রতা গ সৎচরিত্র ঘ আত্মশুদ্ধি

৬. শিরক এর বিপরীত কী?
ক ইমান খ তাওহিদ গ ইসলাম ঘ আখিরাত

৭. সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কিত হাদিসটি উল্লেখ আছে–
i. বুখারি শরিফে ii. তিরমিযি শরিফে iii. মুসলিম শরিফে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ ii ও iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৮. 'আল কানুন ফিত-তিব্ব' গ্রন্থটি রচয়িতার নাম কী?
ক ইবনে সিনা খ আল বিরুনি
গ ইবনে রুশদ ঘ আল কিন্দি

৯. পরিবেশের অন্যতম উপাদান, যা আল্লাহর সৃষ্টি–
ক ভাত, কাপড় ও বাসস্থান খ আলো, বাতাস ও পানি
গ দালান ও রাস্তা ঘ বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা

☐ **নিচের তথ্যের আলোকে ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব আব্দুর রহমানের কাছে বিভিন্ন খরচবাবদ জমা ছিলো ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা থেকে নির্দিষ্ট একটি অংশ অসহায় ও নিঃস্বদের মাঝে বিতরণ করে দিলেন।

১০. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজটি নিশ্চিত করবে জনাব আব্দুর রহমানের–
i. সম্পদের পরিচ্ছন্নতা ii. সম্পদের পবিত্রতা ও বৃদ্ধি
iii. নৈতিক উন্নতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. জনাব আব্দুর রহমান কত টাকা বিতরণ করলেন?
ক ১২,৫০০ টাকা খ ৩৭,৬৪০,৬০ টাকা
গ ৩৭,৬৪৫,৫০ টাকা ঘ ৩৭,৬৫০,৫০ টাকা

১২. মানব সমাজে অনৈতিকতার প্রসার ঘটায়–
ক মুনাফিকগণ খ মুশরিকগণ গ কাফিরগণ ঘ ফাসেকগণ

১৩. মাক্কি সূরার বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক শিরক ও কুফর খ বিচার ব্যবস্থা
গ হালাল ও হারাম ঘ শিক্ষা ও সংস্কৃতি

১৪. বুখারি ও মুসলিম শরিফে কোন বিষয়টির কথা বলা হয়েছে?
ক সাওম ঢালস্বরূপ খ সাওমের প্রতিদান আমিই দিব
গ এ মাস সহানুভূতির মাস ঘ সাওমের প্রতিদান ক্ষমা

১৫. জনাব 'ক' সুযোগ থাকার পরও অন্যায় কাজ করল না। এজন্য মহান আল্লাহ তাকে–
i. সর্বদা সাহায্য করবেন
ii. বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করবেন
iii. বরকতময় রিজিক দান করবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. জনাব সাইফুদ্দিন জনগণের ভোটে ইউপি সদস্য নির্বাচিত হলেন। তিনি তার কর্মকান্ডে আদর্শ শাসক হতে চান। এখন তার গ্রহণ করা উচিত–
ক প্রজাদের মতামত খ সাধারণ জনগণের খোঁজ-খবর নেয়া
গ জবাব দিহিতার আইন বাস্তবায়ন ঘ নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা

১৭. "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী" উক্তিটি কোন সূরা হতে নেওয়া হয়েছে?
ক সূরা আল-লোকমান খ সূরা আল-কালাম
গ সূরা ওয়াকিয়া ঘ সূরা আল-হাদিদ

১৮. ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি কী?
ক পরোপকার খ শালীনতা গ সত্যবাদিতা ঘ আত্মশুদ্ধি

১৯. আত্-তীন শব্দের অর্থ কী?
ক প্রতিদান খ সর্বউচ্চ
গ অঞ্জির বা ডুমুর ফল ঘ খেজুর ও আনারস

২০. "আমি শেষ নবি, আমার পর কোনো নবি আসবে না" উক্তিটি কোথায় এবং কখন করা হয়েছে?
ক জাবালে নূর দশম হিজরি খ জাবালে রহমত দশম হিজরি
গ জাবালে সাফা দশম হিজরি ঘ জাবালে উহুদ দশম হিজরি

২১. "পরস্পর কল্যাণ কামনাই হলো দীন" এর বিপরীত কামনা করা কী?
ক গিবত খ প্রতারণা গ হিংসা ঘ ফিতনা-ফাসাদ

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব 'X' একজন মুসলিম হওয়ার পরও সালাত আদায় করে না। রমযানের রোজা পালন করে না। তার পরিবারের নারীরা পর্দা করে চললে নিষেধ করেন।

২২. জনাব 'X' এর কার্যক্রমকে বলা হয়–
ক কুফরি খ ফাসিকি গ শিরকি ঘ নিফাকি

২৩. জনাব 'X' এর চিন্তাচেতনার কারণে–
i. পাপ ও অনৈতিকতার উপস্থিত থাকতে পারে
ii. অধৈর্য লক্ষ্য করা যেতে পারে
iii. আল্লাহর সাথে শিরকের সম্ভাবনা ঘটতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. কোন ব্যক্তি যদি সৎ কাজ করে, তাহলে তার প্রাপ্তি হবে–
ক পরকালে জান্নাত খ অকল্যাণ গ ধনসম্পদ ঘ নিজ স্বার্থলাভ

২৫. আব্দুল মান্নান একজন মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করবে। এটি সে কীসের মাধ্যমে বুঝতে পারবে?
ক হজের খ আত্মশুদ্ধির গ সালাতের ঘ ইলমের

২৬. জনাব 'ক' ইউপি সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর এলাকার কিছু লোকের ঠাট্টা-বিদ্রুপে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের পরও মহানবি (সঃ) এর আদর্শের উপর অটল ছিলেন। সেগুলো হলো–
i. আত্মত্যাগ ii. ধৈর্য iii. সহিষ্ণুতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. আল কুরআনের ৯৫ তম সূরা কোনটি?
ক সূরা আল ইনশিরাহ খ সূরা আত্-তীন
গ সূরা আল-মাউন ঘ সূরা আদ দোহা

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আশিকুর রহমান বাড়িতে আসার সময় সদরঘাট থেকে কিছু ফল কিনলেন। দোকানদার তাড়াহুড়া করে ফলগুলো প্যাকেট করে দিয়ে দিলেন। বাড়িতে এসে প্যাকেট খুলে দেখে অনেকটাই নষ্ট।

২৮. দোকানদারের কার্যকলাপে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক সতর্কতা খ প্রতারণা গ সততা ঘ কৌশল

২৯. দোকানদারের কর্মের দ্বারা কলুষিত হয়েছে তার–
i. পেশা ii. আখলাক iii. চতুরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. আর্থিক ও দৈহিক ইবাদত কোনটি?
ক সালাত আদায় খ সাওম পালন গ যাকাত আদায় ঘ হজ পালন করা

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড–২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল) বিষয় কোড : 1 1 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। মারুফ ও আব্দুল্লাহ দুই ভাই। মারুফ নিয়মিত সালাত আদায় করে। রমজানের সাওম পালন করে। পক্ষান্তরে আব্দুল্লাহ সালাত আদায় করে না এবং সাওমও পালন করে না। এমনকি আব্দুল্লাহর মাঝে মানবিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আব্দুল্লাহ মনে করে, পরকাল বলতে কিছুই নেই। মারুফ আব্দুল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলে, মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক. কাফির অর্থ কী? ১
খ. মানবিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আব্দুল্লাহর ধারণা কীসের শামিল? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. মারুফের উক্তির যথার্থতা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

২। সজিব ও ঈসা দুইজন সহপাঠী। বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে সজিব ঈসাকে ১টি প্রশ্ন করে, এ পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে সবকিছুই সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্টভাবে কে পরিচালনা করছেন? প্রশ্নের জবাবে ঈসা বলে নিশ্চয়ই আল্লাহ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সাথে সাথে সজিবও বলে, এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কোনোকিছুই তার সদৃশ নয়। তবে ফেরেস্তাদের সাহায্য ছাড়া এসব পরিচালনা করা আল্লাহর পক্ষে সম্ভব নয়।

ক. মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে কীসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ? ১
খ. তাওহীদে বিশ্বাস মানুষকে কী করে তোলে? ২
গ. মহান আল্লাহ সম্পর্কে ঈসার বক্তব্য বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. সজিবের শেষের উক্তিটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। জনাব কাওছার একজন ধনী ব্যক্তি। তার কারখানায় শতাধিক শ্রমিক কাজ করেন। তিনি শ্রমিকদের ঠিকমতো বেতন পরিশোধ করেন না। তার কারখানায় মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক সন্তোষজনক নয়। ফলে শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে কারখানা ভাঙচুর করে। অপরদিকে জনাব বশির তার অধীনস্ত কর্মচারীদের সাথে সম্পর্কও ভালো রাখেন ও যথাসময়ে বেতন পরিশোধ করেন এবং একটি বিশেষ মাসে সম্পদের সমুদয় হিসাব করে একটি অংশ গরিব শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ করেন।

ক. অধীনস্ত কর্মচারীদের দৈনিক কতবার ক্ষমা করা যেতে পারে? ১
খ. জ্ঞান আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কেন? বুঝিয়ে লিখ। ২
গ. জনাব কাওছারের আচরণে কী লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব বশিরের শেষ কাজটি চিহ্নিত করে তার সামাজিক গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। কামালের সৎ ও সুন্দর গুণে পাড়া-পড়শি মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট। তিনি সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করেন। পাড়ার অন্য ছেলেদের মিথ্যা, অশ্লীল ও অশালীন কথা ও কাজে তাকে খুবই ব্যথিত ও হতাশ করে। প্রতিবেশী জামাল কামালের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং সমালোচনা করে।

ক. সত্যবাদিতা কী? ১
খ. ইসলামি পরিভাষায় শালীনতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. কামালের আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জামালের কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৫। জনাব জয়নাল তার পুত্র মফিজকে বললেন বিনা বাধায় বিনা রক্তপাতে মুসলিম বাহিনী মক্কা বিজয় করল। মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (স.) ঘোষণা করলেন, "আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।" মহানবি (স.) অন্য বক্তব্যে বললেন আমিই শেষ নবি। আমার পর কোনো নবি আসবে না।

ক. হিলফুল ফুযুল কী? ১
খ. হযরত খাদিজা (রা.) এর বিশ্বস্ত কর্মচারী 'মাইসারা'কে কেন মুহাম্মদ (স.) এর সাথে সিরিয়া পাঠান? ২
গ. উদ্দীপকে মহানবি (স.) এর কোন গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মহানবি (স.) শেষের বক্তব্যটি যে ভাষণের অংশ সে ভাষণের তাৎপর্য নিরূপণ কর। ৪

৬। শুক্রবারে জুমআর খুতবায় ইমাম সাহেব মুসল্লিদেরকে মানব জাতির সফলতা লাভের দিক নির্দেশনা ও মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করা হয়েছে স্মরণ করিয়ে দেন এবং আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম বিচারক তাও বলেন। অপরদিকে মাসুদ আছর নামাজ আদায়ের পর এমন একটি সূরার বিষয়বস্তু পাঠ করলেন, যেখানে ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর আচরণ ও উদাসীনভাবে সালাত আদায়কারীদের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

ক. সূরা আত-তীন কুরআন মাজিদের কততম সূরা? ১
খ. বিচার দিবস বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ইমাম সাহেবের আলোচনার সাথে কোন সূরার বিষয়বস্তুর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মাসুদ এর পঠিত সূরা চিহ্নিতপূর্বক সেই আলোকে করণীয় বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। আবুল কাশেম একজন ব্যবসায়ী। দিনের বেলায় পানাহার ও অন্যান্য খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকেন। তিনি জানেন এমন কাজকর্মে তার প্রতিদান আল্লাহ নিজের হাতে দেন। অপরদিকে সুজন ফরাজী একজন গরিব কৃষক। সারাদিন কাজ করার পরও জামাআতে নামাজ আদায় করেন। কারণ তিনি কুরআন মাজিদের বাংলা অর্থ পড়ে জানতে পেরেছেন 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখেন'।

ক. হাক্কুল ইবাদ কী? ১
খ. আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ কী বলেছেন? ২
গ. আবুল কাশেম কোন প্রকারের ইবাদত পালন করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আয়াতটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য মূল্যায়ন কর। ৪

৮। মনির ইসলামের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে জানতে চাইলে শিক্ষক এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস উল্লেখ করেন। এই হাদিসে মহানবি (স.) ইসলামের মূলভিত্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি শুনে শিক্ষার্থীরা ইসলামের ভিত্তিগুলো সম্পর্কে অবগত হয়। শিক্ষক আরও বলেন, তোমাদের এমন কিছু করা উচিত যা থেকে পাখি, মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু উপকৃত হবে যা সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

ক. ইসলামের ভিত্তি কয়টি? ১
খ. 'সাওম'কে ঢালস্বরূপ বলার কারণ কী? ২
গ. শিক্ষক মহোদয়ের উল্লিখিত হাদিসটি থেকে শিক্ষার্থীরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারে? তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শিক্ষকের শেষের বক্তব্যটি দ্বারা কীসের গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৯। শফিক ও সজল দুজন বন্ধু। শফিক তার বন্ধু সজল এর কাছ থেকে এক সপ্তাহের জন্য কিছু টাকা ধার নেয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই টাকা ফেরত দিবে বলে সজলের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়। পনেরো দিন চলে যায় কিন্তু শফিক আর দেখা করে না। টাকা চাইলেও ফেরত দেয় না। অন্যদিকে রফিক তার বন্ধু মুমিনের কাছে কিছু টাকা গচ্ছিত রাখলে তা ফেরত চাইলে যথা সময় ফেরত দেয়।

ক. তাকওয়া কী? ১
খ. গিবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন? ২
গ. শফিকের আচরণে কোন বিষয়টি লঙ্ঘিত হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. মুমিনের আচরণ চিহ্নিত করে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। জাকির হোসেন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গামের বাড়িতে আসলে তার বন্ধুদের সাথে একত্রে আড্ডা দেয়। এর মধ্যে এক বন্ধু বলল, আসলামকে দেখছি না। তোমরা তার সম্পর্কে জান? তৎক্ষণাৎ শিহাব বলল, আরে সে তো অসৎ চরিত্রের লোক। সে মিথ্যা বলে, মানুষকে ধোকা দেয়। সে তো আমার কাছ থেকে ২৭ কেজি মাছ নিয়ে ২৫ কেজি মাছের দাম পরিশোধ করেছে। তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দাঁড়িপাল্লায় সবসময় ২০ গ্রাম কম দিয়ে ক্রেতাদের ঠকায়।

ক. হিংসা কী? ১
খ. মন্দ চরিত্রের লোক সমাজে ঘৃণিত কেন? ২
গ. শিহাবের আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আসলামের ক্রেতাদের ঠকানোর বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। রহমতপুর গ্রামের দুই এলাকার মধ্যে জমি দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে অনেক লোক আহত হয়। এ ঘটনার পর স্থানীয় ইউ.পি সদস্য ইকবাল হোসেন উভয় এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একত্র করে সবার সম্মতিতে উভয়, এলাকা থেকে সমানভাবে সদস্য নিয়ে 'যুব সংঘ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সংঘের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা দেখে রাফি অত্যন্ত খুশি হয় এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেয়। রাফির ভাই কোনো একটি অপরাধে জড়িয়ে পড়লে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়।

ক. কত খ্রিস্টাব্দে মহানবি (স.) হিজরত করেন? ১
খ. মদিনা সনদ বলতে কী বোঝায়? লিখ। ২
গ. ইকবাল হোসেনের যুব সংঘ প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স.) এর গঠিত কোন সংঘের প্রভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাফির কর্মকাণ্ড যে খলিফার সাথে সম্পর্কিত তার চরিত্র বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	1	L	2	M	3	L	4	K	5	K	6	L	7	K	8	K	9	L	10	M	11	K	12	M	13	K	14	K	15	N
	16	M	17	L	18	L	19	M	20	L	21	M	22	K	23	K	24	K	25	M	26	N	27	L	28	L	29	K	30	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ মারুফ ও আব্দুল্লাহ দুই ভাই। মারুফ নিয়মিত সালাত আদায় করে। রমজানের সাওম পালন করে। পক্ষান্তরে আব্দুল্লাহ সালাত আদায় করে না এবং সাওমও পালন করে না। এমনকি আব্দুল্লাহর মাঝে মানবিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আব্দুল্লাহ মনে করে, পরকাল বলতে কিছুই নেই। মারুফ আব্দুল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলে, মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক. কাফির অর্থ কী? ১

খ. মানবিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আব্দুল্লাহর ধারণা কীসের শামিল? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. মারুফের উক্তির যথার্থতা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাফির অর্থ অবিশ্বাসী, অস্বীকারকারী।

খ মানবিক বলতে মানব সম্বন্ধীয় বুঝায়। অর্থাৎ যেসব বিষয় একমাত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি হওয়ার যোগ্য তাই মানবিক মূল্যবোধ। অন্য কথায় যেসব কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা মানুষ ও মানব সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই মানবিক মূল্যবোধ।

গ আব্দুল্লাহর ধারণা কুফুরির শামিল। যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কুফর শব্দের অর্থ– অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকেই কুফর বলা হয়। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে– আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও গুণাবলিকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা, ইমানের সাতটি বিষয়কে অস্বীকার করা, ইসলামের মৌলিক ইবাদতকে অস্বীকার করা, হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা, ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের অনুকরণ করা, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা প্রভৃতি। আব্দুল্লাহর মনোভাবে ইসলামের মৌলিক বিষয়ের প্রতি অবিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে আব্দুল্লাহ সালাত আদায় করে না এবং সাওমও পালন করে না। এমনকি আব্দুল্লাহর মাঝে মানবিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আব্দুল্লাহ মনে করে পরকাল বলতে কিছু নেই। এ ধরনের মনোভাব নিঃসন্দেহে কুফুরির শামিল।

ঘ মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ইমানের গুরুত্ব সম্পর্কে মারুফের এ উক্তিটি যথার্থ।

আমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নিম্নে প্রমাণ করা হলো–

উদ্দীপকে মারুফ ইমানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমান নানাভাবে মানুষের মানবিকতার বিকাশ সাধনে ভূমিকা রাখে। ইমান সম্পর্কে তার এ বক্তব্যটি যথার্থ। কারণ ইমানের মূলকথা হলো–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ, 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসুল।' এ কালিমার তাৎপর্য হলো আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও মাবুদ। তিনি ব্যতীত প্রশংসা ও ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি ব্যতীত আর কারও সামনে মাথা নত করা যাবে না। এ কালিমা মানুষকে আত্মমর্যাদাশীল করে। এ কালিমায় বিশ্বাসী ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তায়ালার সামনে মাথা নত করে। পৃথিবীর অন্য কোনো সৃষ্টির সামনে মাথা নত করে না বা আত্মসমর্পণ করে না। ফলে মানুষের মর্যাদা সমুন্নত হয়, মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়।

ইমান মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালিত করে। নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই মানবিকতা ও নৈতিকতার ধারক হয়। অন্যায়-অত্যাচার ও অনৈতিক কার্যকলাপ ইমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ণাঙ্গ মুমিন ব্যক্তি কখনোই মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের বিপরীত কাজ করতে পারে না; বরং মুমিন ব্যক্তি সবসময়ই নীতি-নৈতিকতা ও মানবিকতার আদর্শ অনুসরণ করে। সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি সৎগুণাবলির চর্চা করে।

সুতরাং বলা যায়, মানবিক মূল্যবোধ ও ইমান পারস্পরিক গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। মুমিন ব্যক্তি সকল প্রকার অন্যায় ও অনৈতিকতা পরিহার করে সুন্দর ও উত্তম আদর্শের অনুশীলন করে থাকে। এভাবে ইমান মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। অতএব, উদ্দীপকের মারুফের উক্তিটি যথার্থ বলে প্রমাণিত।

প্রশ্ন ▶ ০২ সজিব ও ঈসা দুইজন সহপাঠী। বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে সজিব ঈসাকে ১টি প্রশ্ন করে, এ পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে সবকিছুই সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্টভাবে কে পরিচালনা করছেন? প্রশ্নের জবাবে ঈসা বলে নিশ্চয়ই আল্লাহ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সাথে সাথে সজিবও বলে, এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কোনোকিছুই তার সদৃশ নয়। তবে ফেরেস্তাদের সাহায্য ছাড়া এসব পরিচালনা করা আল্লাহর পক্ষে সম্ভব নয়।

ক. মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে কীসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ? ১
খ. তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে কী করে তোলে? ২
গ. মহান আল্লাহ সম্পর্কে ঈসার বক্তব্য বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. সজিবের শেষের উক্তিটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

খ তাওহিদের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবান করে তোলে।

তাওহিদে বিশ্বাসী ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট মাথা নত করে না। ফলে জগতের সৃষ্টির উপর মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। তাওহিদে বিশ্বাস মানবসমাজে এ ধারণার জন্ম দেয় যে, সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা ও সমান মর্যাদার অধিকারী।

গ মহান আল্লাহ সম্পর্কে ইসার বক্তব্য তাওহিদের অন্তর্ভুক্ত।

তাওহিদ শব্দের অর্থ– একত্ববাদ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়– আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলা হয়। যা ইসার বক্তব্যেও প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের ঈসাকে সজিব প্রশ্ন করে এ পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে সবকিছুই সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্টভাবে কে পরিচালনা করে? উত্তরে ঈসা বলে মহান আল্লাহ তায়ালা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। এ ধারণাই হলো তাওহিদে বিশ্বাস। তাওহিদের মূল কথা হলো– আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে অদ্বিতীয়। তিনিই প্রশংসা ও ইবাদতের একমাত্র মালিক। তাঁর তুলনীয় কেউ নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ অর্থাৎ, ‘কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়’ (সূরা আশ-শুরা : আয়াত-১১)। আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও ইবাদতের যোগ্য এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাসের নামই তাওহিদ। ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো তাওহিদ।

অতএব, মহান আল্লাহ সম্পর্কে ইসার বক্তব্যে তাওহিদের বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

ঘ সজিবের শেষের উক্তিতে শিরক প্রকাশ পেয়েছে। যা জঘন্য অপরাধ।

শিরক শব্দের অর্থ– অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায়– মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে বলা হয় মুশরিক। শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। যা সজিবের শেষের উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

সজিব আল্লাহর একক সত্তাকে অস্বীকার করে ফেরেশতাদেরকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। এ ধরনের কাজ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ অর্থাৎ, ‘কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়’ (সূরা আশ-শুরা : আয়াত-১১)। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে অংশীদার করা নিঃসন্দেহে শিরক। আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক চার ধরনের হতে পারে। যথা : (১) আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও অস্তিত্বে শিরক করা। যেমন : ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র মনে করা। (২) আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিতে শিরক করা। যেমন : আল্লাহ তায়ালার পাশাপাশি অন্য কাউকে পরীক্ষায় সফল করার ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করা। (৩) সৃষ্টি জগতের পরিচালনায় কাউকে আল্লাহর অংশীদার বানানো। যেমন : ফেরেশতাদের জগৎ পরিচালনাকারী হিসেবে মনে করা। (৪) ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা। যেমন : আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদাহ করা, কারও নামে পশু জবাই করা ইত্যাদি।

উদ্দীপকে সজিবের বক্তব্য হলো– ফেরেশতাদের সাহায্য ছাড়া এসব পরিচালনা করা আল্লাহর পক্ষে সম্ভব নয়। তার এ ধারণা নিঃসন্দেহে শিরক।

প্রশ্ন ▶ ০৩ জনাব কাওছার একজন ধনী ব্যক্তি। তার কারখানায় শতাধিক শ্রমিক কাজ করেন। তিনি শ্রমিকদের ঠিকমতো বেতন পরিশোধ করেন না। তার কারখানায় মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক সন্তোষজনক নয়। ফলে শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে কারখানা ভাঙচুর করে। অপরদিকে জনাব বশির তার অধীনস্ত কর্মচারীদের সাথে সম্পর্কও ভালো রাখেন ও যথাসময়ে বেতন পরিশোধ করেন এবং একটি বিশেষ মাসে সম্পদের সমুদয় হিসাব করে একটি অংশ গরিব শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ করেন।

ক. অধীনস্ত কর্মচারীদের দৈনিক কতবার ক্ষমা করা যেতে পারে? ১
খ. জ্ঞান আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. জনাব কাওছারের আচরণে কী লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব বশিরের শেষ কাজটি চিহ্নিত করে তার সামাজিক গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধীনস্ত কর্মচারীদের দৈনিক সত্তরবার ক্ষমা করা যেতে পারে।

খ ইসলামে ইলম শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। পবিত্র কুরআনের প্রথম নাজিলকৃত শব্দই হলো اِقْرَأْ তথা পড়ুন। পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন হয় বিধায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে এবং পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে জ্ঞানচর্চা অপরিহার্য। তাই ইসলাম জ্ঞানার্জনকে সকল মুসলিমের উপর ফরজ (আবশ্যক) করেছে। মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। (ইবনে মাজাহ)

গ জনাব কাওসারের আচরণে শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।

শ্রমিকের দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা মালিক শ্রেণির প্রদত্ত বেতন-ভাতার উপর নির্ভরশীল। তাই এ ব্যাপারে মহানবি (সা.) মালিক শ্রেণিকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, জনাব কাউসার সাহেবের ক্ষেত্রে যা অনুসরণের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়।

জনাব কাওছার একজন ধনী ব্যক্তি। তার কারখানায় শতাধিক শ্রমিক কাজ করে। কিন্তু তিনি নিয়মিত শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করেন না। ফলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং শ্রমিকরা তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে কারখানা আক্রমণ ও ভাংচুর করে। প্রকৃতপক্ষে তিনি শ্রমিকদের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করেছেন। ইসলামে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে– মালিকেরা যাতে শ্রমিকের প্রতি নির্দয় না হয়। তারা যেন তাদের প্রতি

জুলুম না করে যথাযথভাবে তাদের মজুরি প্রদান করে। যেমন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এ সম্পর্কে বলেন– اَعْطُوْا الْاَجِيْرَ اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهٗ অর্থাৎ, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও' (ইবনে মাজাহ)। তিনি আরও বলেন, 'মজুরের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিয়োগ কর না' (বুখারি ও মুসলিম)। কিন্তু জনাব কাওসার সাহেব এসব নির্দেশ অমান্য করে অকারণে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দিতে বিলম্ব করেছেন। জনাব কাওসার সাহেব একজন শিল্পমালিক হয়েও শ্রমিকের মজুরি ঠিকমতো প্রদান করেননি। তিনি শ্রমিকের সাথে ইসলামের বিধানসম্মত আচরণ করেননি। তিনি রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করেছেন। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের জনাব কাওছার সাহেবের আচরণে শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।

ঘ জনাব বশিরের শেষ কাজটি যাকাতের অন্তর্ভুক্ত। যার সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। এটি ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ।

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা ও বৃদ্ধি পাওয়া। নিয়মিত যাকাত প্রদানে ধনীর সম্পদ পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও বৃদ্ধি পায়। তাই একে যাকাত নামে নামকরণ করা হয়েছে। কোন মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাই হলো যাকাত। জনাব বশির এই ইবাদতটি পালন করেছেন।

জনাব বশির অধীনস্ত কর্মচারীদের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখেন এবং সম্পদের সমুদয় হিসাব করে একটি নির্দিষ্ট মাসে একটি অংশ গরিব শ্রমিকদের মাঝে বিতরণের মাধ্যমে তার ওপর অর্পিত ফরজ ইবাদত আদায় করেন। তিনি মূলত যাকাত আদায় করেছেন। আমাদের সমাজে ধনী-গরিব উভয় শ্রেণির মানুষ রয়েছে। ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয় সাধন করতে মহান আল্লাহ যাকাতের বিধান দিয়েছেন। তাই যাকাত এমনভাবে আদায় করতে হবে যাতে সমাজের দুর্বল লোকেরাও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। যাকাত সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি সমাজের মানুষের মধ্যকার সম্পদের বৈষম্য দূর করে। যাকাত আদায় করা ফরজ। অস্বীকার করা কুফরি। যাকাতের মাধ্যমে ধনীর সম্পদ কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ অর্থাৎ, 'আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বাড়িয়ে দেন।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২৭৬)

উদ্দীপকে জনাব বশির তার অধীনস্ত কর্মচারীদের সাথে সম্পর্কও ভালো রাখেন ও যথাসময়ে বেতন পরিশোধ করেন এবং একটি বিশেষ মাসে সম্পদের সমুদয় হিসাব করে একটি অংশ গরিব শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ করেন। যা যাকাত হিসেবে গণ্য। সুতরাং বলা যায় যে, যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▸ ০৪ কামালের সৎ ও সুন্দর গুণে পাড়া-পড়শি মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট। তিনি সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করেন। পাড়ার অন্য ছেলেদের মিথ্যা, অশ্লীল ও অশালীন কথা ও কাজে তাকে খুবই ব্যথিত ও হতাশ করে। প্রতিবেশী জামাল কামালের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং সমালোচনা করে।

ক. সত্যবাদিতা কী? ১
খ. ইসলামি পরিভাষায় শালীনতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. কামালের আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জামালের কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা বা বিষয় প্রকাশ করাকে সত্যবাদিতা বলে।

খ শালীনতা অর্থ মার্জিত, সুন্দর ও শোভন হওয়া। কথাবার্তা. আচার-আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলা হয়। গর্ব-অহংকার, ঔদ্ধত্য ও অশ্লীলতা ত্যাগ করে জীবনাচরণের সকল ক্ষেত্রে ইসলামি নীতি আদর্শের অনুসারী হওয়ার দ্বারা শালীনতা অর্জন করা যায়।

গ কামালের আচরণে আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ তাকওয়া প্রকাশ পেয়েছে।

তাকওয়া শব্দের অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা। মহান আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও পাপ কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাকে তাকওয়া বলে। যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তাকে মুত্তাকি বলা হয়। কামালের আচরণে এ ধরনের বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে কামাল আল্লাহ তায়ালার ভয়ে সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করেন। তার এ আচরণটি তাকওয়াকেই নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া একটি মহৎ ও অন্যতম পারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানবজীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাকওয়া মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনেই সম্মান, মর্যাদা ও সফলতা দান করে। ইসলামি জীবনাদর্শনে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি হলো মুত্তাকিগণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩) মুত্তাকি ব্যক্তি কোনোরূপ অশ্লীল ও অশালীন কথা, কাজ ও চিন্তা-ভাবনা করে না। তারা সর্বদা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবনযাপন করেন এবং আল্লাহর ভয়ে নিজেদের অন্যায় কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। সুতরাং এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়, কামালের আচরণে তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ঘ জামালের কর্মকান্ড গিবতের অন্তর্ভুক্ত। যার পরিণাম খুবই ভয়াবহ।

গিবত আরবি শব্দ; যার অর্থ পরনিন্দা, পরচর্চা, অনুপস্থিতিতে দুর্নাম করা, সমালোচনা করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায় তাকে গিবত বলে। প্রচলিত অর্থে অনুপস্থিতিতে কারও দোষ বলাকে গিবত বলে।

উদ্দীপকে প্রতিবেশী জামাল কামালের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং সমালোচনা করে। জামালের এ কাজকে ইসলামি শরিয়তে গিবত বলে, যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'গিবত

ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক।' আল্লাহ গিবত করা সম্পর্কে কঠোর বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'তোমরা একে অন্যের গিবত কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে ভালোবাস? না, তোমরা তা অপছন্দ কর।' অর্থাৎ মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার ন্যায় জঘন্য অপরাধ হচ্ছে গিবত করা। গিবতের কারণে সমাজের মানুষের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়। সামাজিকভাবে ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদি সকলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বান্দা যখন গিবত করে তখন তার অনেক নেক আমল ধ্বংস হতে থাকে। ফলে তার পরকালীন জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী গিবতকারীর ইবাদত কবুল হয় না। এটি কবীরা গুনাহ। তাওবা ব্যতীত গিবতের গুনাহ মাফ হয় না। গিবতের অনিবার্য পরিণতি হলো জাহান্নাম।

পরিশেষে বলা যায়, গিবত একটি জঘন্য অপরাধ। আমাদের ইহকাল ও পরকালের স্বার্থে গিবত পরিহার করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ০৫ জনাব জয়নাল তার পুত্র মফিজকে বললেন বিনা বাধায় বিনা রক্তপাতে মুসলিম বাহিনী মক্কা বিজয় করল। মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (স.) ঘোষণা করলেন, "আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।" মহানবি (স.) অন্য বক্তব্যে বললেন আমিই শেষ নবি। আমার পর কোনো নবি আসবে না।

ক. হিলফুল ফুযুল কী? ১

খ. হযরত খাদিজা (রা.) এর বিশ্বস্ত কর্মচারী 'মাইসারা'কে কেন মুহাম্মদ (স.) এর সাথে সিরিয়া পাঠান? ২

গ. উদ্দীপকে মহানবি (স.) এর কোন গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মহানবি (স.) শেষের বক্তব্যটি যে ভাষণের অংশ সে ভাষণের তাৎপর্য নিরূপণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'হিলফুল ফুযুল' হলো মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শান্তি সংঘ।

খ খাদিজা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর গুণাবলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী 'মাইসারা'কে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে সিরিয়া পাঠান। মাইসারা সিরিয়া থেকে ফিরে এসে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে খাদিজা (রা)-কে অবহিত করেন।

গ উদ্দীপকে মহানবি (সা.)-এর ক্ষমা গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে।

৬১০ খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত লাভের পর মহানবি (সা.) মক্কাবাসীর কাছে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। কিন্তু তারা ইসলামের সুমহান আদর্শ গ্রহণ না করে তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য তাঁর উপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। একপর্যায়ে তারা মহানবি (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে তিনি মদিনায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের সময়ে রাসুল (সা.) প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পেয়েও প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকে মহানবি (সা.) এর এ আদর্শেরই প্রতিফলন লক্ষণীয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, বিনা বাধায় বিনা রক্তপাতে মুসলিম বাহিনি মক্কা বিজয় করল। মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (সা.) ঘোষণা করলেন, "আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন। অর্থাৎ মহানবি (সা.) কুরাইশদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে হুদাইবিয়া নামক স্থানে কুরাইশদের সাথে মহানবি (সা.)-এর দশ বছর ব্যাপী যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কুরাইশরা এ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করায় রাসুল (সা.) ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে দশ হাজার মুসলিম নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেন। কুরাইশরা একসময় তাঁর উপর অত্যাচার করলেও মক্কা বিজয়ের পর তিনি তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। সে সময় তিনি ইসলামের চরম শত্রু আবু সুফিয়ানসহ সকলকে হাতের নাগালে পেয়েও যেভাবে ক্ষমা করে দিয়েছেন মানবতার ইতিহাসে তা বিরল। অতএব, উদ্দীপকে মহানবি (সা.)-এর ক্ষমার গুণটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মহানবি (সা.)-এর শেষের বক্তব্যটি মহানবি (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণের অংশবিশেষ।

দশম হিজরির (৬৩২ খ্রি.) জিলহজ মাসের ৯ তারিখ আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে মহানবি (সা.) এক যুগান্তকারী ভাষণ দেন। এ ভাষণে রাসুল (সা.) মানুষকে ন্যায় ও সত্যের পথে চলার নির্দেশনা প্রদান করেন। উদ্দীপকের শেষের বক্তব্যটিতে মহানবি (সা.) এর ভাষণের সে দিকটি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের বক্তব্যে বিদায় হজের ভাষণে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সব মানুষের সাথে অন্যায় আচরণ পরিহার করতে বলেন। বর্ণ-গোত্র, বিভেদ ও বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে সবাইকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেন। জীবন পরিচালনার জন্য মানুষকে আল্লাহর কুরআন এবং তাঁর রাসুল (সা.)-এর জীবনাদর্শ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে বলেন। মানুষকে সৎকর্মশীল হওয়ার আহ্বান জানান। মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এ ভাষণের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পরকালীন জীবনে শাস্তি থেকে মানুষের মুক্তির উপায় নির্দেশ করেন।

অতএব, বিদায় হজের ভাষণের তাৎপর্য অত্যধিক।

প্রশ্ন ▶ ০৬ শুক্রবারে জুমআর খুতবায় ইমাম সাহেব মুসল্লিদেরকে মানব জাতির সফলতা লাভের দিক নির্দেশনা ও মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করা হয়েছে স্মরণ করিয়ে দেন এবং আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম বিচারক তাও বলেন। অপরদিকে মাসুদ আছর নামাজ আদায়ের পর এমন একটি সূরার বিষয়বস্তু পাঠ করলেন, যেখানে ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর আচরণ ও উদাসীনভাবে সালাত আদায়কারীদের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

ক. সূরা আত-তীন কুরআন মাজিদের কততম সূরা? ১

খ. বিচার দিবস বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ইমাম সাহেবের আলোচনার সাথে কোন সূরার বিষয়বস্তুর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মাসুদ এর পঠিত সূরা চিহ্নিতপূর্বক সেই আলোকে করণীয় বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূরা আত-তীন কুরআন মাজিদের ৯৫তম সূরা।

খ হাশরের ময়দান হলো হিসাব নিকাশের দিন, জবাবদিহির দিন। এদিন আল্লাহ তায়ালা হবেন একমাত্র বিচারক। আল্লাহ তায়ালা বলেন– ملك يوم الدين

অর্থ : "তিনি (আল্লাহ) বিচার দিবসের মালিক।" (সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত : ৩)

সেদিন সকল মানুষের সমস্ত কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। হাশরের ময়দানে মানুষের আমলনামা দেওয়া হবে। যাঁরা পুণ্যবান তারা ডান হাতে আমলনামা লাভ করবেন। আর পাপীরা বাম হাতে আমলনামা পাবে। হাশরের ময়দান ভীষণ কষ্টের স্থান। সেদিন সূর্য মাথার উপর একেবারে নিকটে থাকবে। মানুষ প্রচণ্ড তাপে ঘামতে থাকবে। সেদিন আল্লাহ তায়ালার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।

গ ইমাম সাহেবের আলোচনায় সূরা আত-তীন এর বিষয়বস্তুর মিল রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা ও পরকালের জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এ সূরা নাজিল করেন। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শপথ করে মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন।

উদ্দীপকে পবিত্র কুরআনের সূরা আত-তীনের একটি আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আমি মানুষকে অতি উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি। সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষের আকৃতিই সবচেয়ে সুন্দর। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি।' তবে মানুষ যদি ভালো কাজ না করে অসৎকাজে লিপ্ত হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেন। তাকে শাস্তি প্রদান করেন। তখন সেই সৃষ্টির নিম্নতম স্তরে নেমে যায়। আল্লাহ তায়ালা তাই পঞ্চম আয়াতে বলেন, 'এরপর আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি সর্বনিম্ন স্তরে।' উদ্দীপকে মানুষের সুন্দর গঠনের কথা বলা হয়েছে। সাথে সাথে মানব জাতির সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম বিচারক তাও বলে দেওয়া হয়েছে। যা পুরোপুরি অত্র সূরার বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অতএব, সূরা আত-তীনের তাৎপর্য অত্যন্ত অর্থবহ।

ঘ মাসুদের পঠিত সূরা, সূরা আল-মাউন এর অন্তর্ভুক্ত।

সূরা আল-মাউনে কাফির ও মুনাফিকদের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য ও কাজের বর্ণনার মাধ্যমে এসব থেকে মানুষকে বিরত থাকার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সূরা মাউনে আমরা দেখতে পাই, ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর হওয়া এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করার পরিবর্তে রূঢ় ও নিষ্ঠুরভাবে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যা কাফির ও মুনাফিকদের কাজ। মুনাফিকদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা ঠিকমতো সালাত আদায় করে না। বরং সালাত সম্পর্কে তারা উদাসীন, যা মাসুদের পঠিত বিষয়বস্তুতেও রয়েছে।

উদ্দীপকে মাসুদ আসর নামাজ আদায়ের পর এমন একটি সূরার বিষয়বস্তু পাঠ করেছিল অর্থাৎ সূরা আল মাউন পাঠ করেছিল। যেখানে ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর আচরণ ও উদাসীনভাবে সালাত আদায়কারীদের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না; বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে। আর যারা অর্থাৎ মুনাফিকদের মতো কর্মকাণ্ড করবে তাদের পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। (সূরা আন নিসা, আয়াত ১৪৫) পরিশেষে বলা যায়, আমাদের সকলের উচিত সূরা আল মাউনের শিক্ষা আয়ত্ত করে সে অনুযায়ী আমল করা।

প্রশ্ন ▶ ০৭ আবুল কাশেম একজন ব্যবসায়ী। দিনের বেলায় পানাহার ও অন্যান্য খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকেন। তিনি জানেন এমন কাজকর্মে তার প্রতিদান আল্লাহ নিজের হাতে দেন। অপরদিকে সুজন ফরাজী একজন গরিব কৃষক। সারাদিন কাজ করার পরও জামাআতে নামাজ আদায় করেন। কারণ তিনি কুরআন মাজিদের বাংলা অর্থ পড়ে জানতে পেরেছেন 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখেন'।

ক. হাক্কুল ইবাদ কী? ১

খ. আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ কী বলেছেন? ২

গ. আবুল কাশেম কোন প্রকারের ইবাদত পালন করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আয়াতটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য মূল্যায়ন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বান্দার সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল ইবাদ বলে।

খ আমরা আল্লাহর বান্দা। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেছেন –

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ-

অর্থ : "জিন ও মানবজাতিকে আমি (আল্লাহ) আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয্-যারিয়াত, আয়াত : ৫৬)

আমরা পৃথিবীতে যত ইবাদতই করি না কেন, সকল ইবদাতের মূল উদ্দেশ্যই হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এ ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য না হলে আল্লাহ তা কবুল করবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন– "তারাতো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে।" (সূরা আল-বাইয়্যিনা, আয়াত : ০৫)

গ আবুল কাশেম সাওম ইবাদতটি পালন করেছেন।

সাওম এর উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। সাওম আরবি শব্দ। এর ফারসি প্রতিশব্দ হলো রোযা। এর আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সাওম হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা। আবুল কাশেম এ ইবাদতটিই পালন করেছেন।

উদ্দীপকে আবুল কাশেম দিনের বেলায় পানাহার ও অন্যান্য খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকেন। তিনি জানেন এমন কাজকর্ম-এ তার প্রতিদান আল্লাহ নিজ হাতে দেন। এ ইবাদতটি হলো সাওম। এর মাধ্যমে সাওম পালনকারীর আত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। সাওমের মাধ্যমে মানুষের মনে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ও আল্লাহর প্রতি

ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়েও মানুষ মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয়ে কোনো কিছুই পানাহার করে না ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে না।

যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

অর্থাৎ, 'তোমাদের উপর সাওম (রোযা) ফরজ করা হয়েছে। যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যেন তোমরা তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন করতে পার।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-১৮৩) অতএব, সাওম এর গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আয়াতটি সালাত সংশ্লিষ্ট। যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক।

ইসলামের মূলভিত্তি ৫টি। সালাত তন্মধ্যে দ্বিতীয়। মহানবি (সা.) বলেন, সালাত দ্বীনের ভিত্তি। অন্যত্র তিনি বলেন, সালাত জান্নাতের চাবি। সালাত আদায় করতে গিয়ে বান্দা দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা হাসিল করে আল্লাহর সান্নিধ্যে যায়। এতে তার ইমান বৃদ্ধি পায়। কুফর ও ইমানের মাঝে সালাত পার্থক্য সৃষ্টি করে। কারণ যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে সে ইমানদার। আর যে নামাজ পরিত্যাগ করে তার ইমান নেই। ইমানহীন ব্যক্তি কাফির। মহানবি (সা.) বলেন, 'সলাত হলো ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী' (তিরমিযি)। সালাত মানুষকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে' (সূরা আল-আনকাবূত : আয়াত-৪৫)। সালাতের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন পাঁচবার একত্রে সালাত আদায় করার ফলে মুসলমানদের মধ্যে হৃদ্যতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মুসলমানদের জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক।

অতএব, সমাজজীবনে আয়াতটির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৮ মনির ইসলামের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে জানতে চাইলে শিক্ষক এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস উল্লেখ করেন। এই হাদিসে মহানবি (স.) ইসলামের মূলভিত্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি শুনে শিক্ষার্থীরা ইসলামের ভিত্তিগুলো সম্পর্কে অবগত হয়। শিক্ষক আরও বলেন, তোমাদের এমন কিছু করা উচিত যা থেকে পাখি, মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু উপকৃত হবে যা সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

ক. ইসলামের ভিত্তি কয়টি? ১

খ. 'সাওম'কে ঢালস্বরূপ বলার কারণ কী? ২

গ. শিক্ষক মহোদয়ের উল্লিখিত হাদিসটি থেকে শিক্ষার্থীরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারে? তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শিক্ষকের শেষের বক্তব্যটি দ্বারা কীসের গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি।

খ সাওমের গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম। যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে অশেষ পুণ্যের অধিকারী হয়। সাওমকে নবি করিম (সা.) ঢালের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ রোযাদার সাওম পালনের দ্বারা নিজের সকল প্রকার কুরিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, 'সাওম (রোযা) ঢালস্বরূপ।' (বুখারি ও মুসলিম)

গ শিক্ষক মহোদয়ের উল্লিখিত হাদিসটি থেকে শিক্ষার্থীরা ইসলামের রুকনগুলো সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

শিক্ষক মহোদয়ের উল্লিখিত হাদিসটি হলো- "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত"। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল এবং সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ করা এবং রমযানের রোযা রাখা।' (বুখারি ও মুসলিম) যা শিক্ষক মহোদয়ের উল্লিখিত হাদিসটির প্রতি ইঙ্গিত করে।

এই হাদিসে মহানবি (সা.) ইসলামের পাঁচটি মূলভিত্তি একসাথে বর্ণনা করেছেন। এগুলো হলো ইমান, সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম। এ পাঁচটি বিষয়ের ওপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। এর কোনো একটিকে বাদ দিলে ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না। এই হাদিসে মহানবি (সা.) উপমার মাধ্যমে বিষয়টি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে, ইসলাম হলো একটা তাঁবু সদৃশ ঘর। ইমাম হলো তাঁবুর মধ্যস্থিত মূল খুঁটি। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ মধ্যস্থিতি খুঁটি ছাড়া তাঁবু দাঁড় করানো অসম্ভব। তাঁবুর বাকি চারটি খুঁটিও গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো– সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম। সবগুলো খুঁটি না থাকলে তাঁবু ভুলুণ্ঠিত হয়। তাই উক্ত শিক্ষাগুলো থেকে বোঝা যায়, ইসলামের পূর্ণতার জন্য পাঁচটি ভিত্তিই গুরুত্বপূর্ণ। একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলিম এ পাঁচটি বিষয়ের প্রতিই যথাযথ গুরুত্বারোপ করেন।

ঘ শিক্ষকের শেষের বক্তব্যটি দ্বারা বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। যা রাসূল (সা.)-এর হাদিস অনুযায়ী সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

মানুষ বৃক্ষের মাধ্যমে নানাভাবে উপকৃত হয়। এর মাধ্যমে মানুষ পার্থিব কল্যাণ লাভের পাশাপাশি পরকালীন সাফল্যও লাভ করতে পারে। শিক্ষার্থীরাও তাদের কাজটির দ্বারা অনুরূপ কল্যাণ লাভ করবে।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে শিক্ষকের বক্তব্য হলো– তোমাদের এমনকিছু করা উচিত যা থেকে পাখি, মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু উপকৃত হবে যা সদকা হিসেবে গণ্য হবে। যা দ্বারা বৃক্ষরোপণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা বৃক্ষরোপণ করলে মানুষ এসব গাছের ছায়ায় বসে আরাম করে এবং পাখিরা ফল খায়। ইসলামের দৃষ্টিতে তার এ কাজটি সদকা হিসেবে গণ্য। কারণ হাদিসে বলা হয়েছে– 'কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে' (বুখারি ও মুসলিম)। পশু-পাখি, জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ বৃক্ষের ফল, খেতের ফসল খেয়ে জীবনধারণ করে। এতে বৃক্ষরোপণকারী ও ফসল আবাদকারী সাওয়াব (পুণ্য) লাভ করবেন। ঐ ফল-ফসল দান করে দিলে যে সাওয়াব হতো, পশুপাখি বা মানুষের খাওয়ার ফলে আল্লাহ তায়ালা তার আমলনামায় সে পরিমাণ সাওয়াব দিয়ে দেন। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শিক্ষার্থীদের কাজটি সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ শফিক ও সজল দুজন বন্ধু। শফিক তার বন্ধু সজল এর কাছ থেকে এক সপ্তাহের জন্য কিছু টাকা ধার নেয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই টাকা ফেরত দিবে বলে সজলের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়। পনেরো দিন চলে যায় কিন্তু শফিক আর দেখা করে না। টাকা চাইলেও ফেরত দেয় না। অন্যদিকে রফিক তার বন্ধু মুমিনের কাছে কিছু টাকা গচ্ছিত রাখলে তা ফেরত চাইলে যথা সময় ফেরত দেয়।

ক. তাকওয়া কী? ১

খ. গিবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন? ২

গ. শফিকের আচরণে কোন বিষয়টি লঙ্ঘিত হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. মুমিনের আচরণ চিহ্নিত করে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাকওয়া হলো সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা।

খ ইসলামি শরিয়তে গিবত বা পরনিন্দা করা অবৈধ। মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَلَايَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط

অর্থ : "আর তোমরা একে অন্যের গিবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে ভালোবাসবে? বস্তুত তোমরা নিজেরাই তা অপছন্দ করে থাকো।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত : ১২)

গিবত করাকে আল-কুরআনে নিজ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং গিবত খুবই অপছন্দনীয় কাজ। সুস্থ বিবেকবান কোনো মানুষই এরূপ কাজ পছন্দ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালাও গিবত করা পছন্দ করেন না। পবিত্র হাদিসে মহানবি (সা.) আমাদের গিবতের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক।

গ শফিকের আচরণে 'ওয়াদা পালন' বিষয়টি লঙ্ঘিত হয়েছে।

ওয়াদা পালন আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ। মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ওয়াদা পালন সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শফিকের আচরণে ওয়াদা পালনের এ বিষয়টিই লঙ্ঘিত হয়েছে।

উদ্দীপকে শফিক এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা পরিশোধের ওয়াদা দিয়ে তা পালন করেনি। ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলে। কিন্তু উদ্দীপকে শফিক তার কর্মকাণ্ড দ্বারা ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। যা আখলাকে হামিদার পরিপন্থি।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে শফিকের চরিত্রে আখলাকে হামিদাহর 'ওয়াদা পালন' গুণটি লঙ্ঘিত হয়েছে।

ঘ মুমিনের আচরণে আখলাকে হামিদার 'আমানত' গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।

আমানত আরবি শব্দ। এর অর্থ গচ্ছিত রাখা, নিরাপদ রাখা। সাধারণত কারও নিকট কোনো অর্থ-সম্পদ, কথা গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। তবে ব্যাপকার্থে শুধু ধন-সম্পদ নয়; বরং যেকোনো জিনিস গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। একজনের জানমাল, সম্মান, কথা-প্রতিজ্ঞা সবকিছুই অন্যের নিকট আমানতস্বরূপ। যিনি গচ্ছিত সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন এবং তা প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেন তাকে বলা হয় আমিন বা আমানতদার।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মুমিন তার কাছে রাখা কিছু গচ্ছিতা টাকা ফেরত চাইলে তা যথাসময়ে সে ফেরত দেয়। তাতে সে আমানত রক্ষা করেছে। আমানত রক্ষা করা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। সচ্চরিত্র ব্যক্তির মধ্যে আমানতদারি বিশেষভাবে বিদ্যমান থাকে। আমানত রক্ষা করা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করতে' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৫৮)। আমানত রক্ষা করা মুমিনের জন্য আবশ্যক। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই আমানতের খিয়ানত করে না। যেমন মহানবি (সা.) বলেন– لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ অর্থাৎ, 'যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই।' (মুসনাদে আহমাদ)

সুতরাং বলা যায়, আমানত রক্ষা করা ইমানের অঙ্গস্বরূপ। যা উদ্দীপকের মুমিনের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ জাকির হোসেন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গ্রামের বাড়িতে আসলে তার বন্ধুদের সাথে একত্রে আড্ডা দেয়। এর মধ্যে এক বন্ধু বলল, আসলামকে দেখছি না। তোমরা তার সম্পর্কে জান? তৎক্ষণাৎ শিহাব বলল, আরে সে তো অসৎ চরিত্রের লোক। সে মিথ্যা বলে, মানুষকে ধোকা দেয়। সে তো আমার কাছ থেকে ২৭ কেজি মাছ নিয়ে ২৫ কেজি মাছের দাম পরিশোধ করেছে। তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দাঁড়িপাল্লায় সবসময় ২০ গ্রাম কম দিয়ে ক্রেতাদের ঠকায়।

ক. হিংসা কী? ১

খ. মন্দ চরিত্রের লোক সমাজে ঘৃণিত কেন? ২

গ. শিহাবের আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আসলামের ক্রেতাদের ঠকানোর বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের সুখ-সম্পদ, শান্তি-সাফল্য নষ্ট করে নিজে এর মালিক হওয়ার কামনাকে হিংসা বলা হয়।

খ মানব সমাজে আখলাকে যামিমাহর কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি যেমন ব্যক্তি জীবনে অশান্তি ডেকে আনে তেমনি সমাজ জীবনেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। অসৎচরিত্র বা চরিত্রহীন ব্যক্তি পশুর চেয়েও অধম। তার মধ্যে নীতি, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিন্দুমাত্রও পাওয়া যায় না। সে শুধু গড়ন-আকৃতিতে মানুষ, কিন্তু তার স্বভাব-চরিত্র হয় পশুর ন্যায়। নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য সে মানবিক আদর্শসমূহকে বিসর্জন দেয়। আখলাকে যামিমাহর ফলে সে সবরকমের অন্যায়, অত্যাচার ও অশালীন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এমনকি হত্যা-রাহাজানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদিতেও জড়িয়ে পড়ে। ফলে শান্তি, নিরাপত্তা, সামাজিক ঐক্য, সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। সমাজে অরাজকতা ও অশান্তি বিস্তার লাভ করে। এজন্যই মন্দ চরিত্রের লোক সমাজে ঘৃণিত।

গ শিহাবের আচরণে আখলাকে যামিমার 'গিবত' বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

গিবত একটি মানবীয় কু-প্রবৃত্তি। এটি একাধারে নৈতিক ও সামাজিক অপরাধ। গিবতচর্চা নানাভাবে আমাদের সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। শিহাবের আচরণ এই গিবতেরই ইঙ্গিত দেয়।

উদ্দীপকে আসলামের সম্পর্কে জানতে চাইলে শিহাব বলে, আসলাম অসৎ চরিত্রের লোক, যা গিবতের শামিল। কারণ কারও কোনো দোষ আলোচনা করা গিবতের সবচেয়ে পরিচিত রূপ। এছাড়াও শারীরিক দোষ-ত্রুটি, পোশাক পরিচ্ছদের সমালোচনা, জাত-বংশ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ইত্যাদি গিবতের অন্তর্ভুক্ত। গিবত বা পরন্দিা করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে হারাম। কারও গিবত করা যেমন হারাম তেমনি গিবত শোনাও হারাম। গিবতকারীকে গিবত করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। যে স্থানে গিবত করা হয় সে স্থানও এড়িয়ে চলতে হবে। গিবতের গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না। সুতরাং বলা যায়, শিহাবের আচরণে গিবতের মতো নিন্দনীয় কাজ প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ আসলামের আচরণে আখলাকে যামিমার 'প্রতারণা' বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

ইসলামি পরিভাষায় প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার উপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলে। প্রতারণা নানাভাবে হয়। যেমন : ওজনে কম দেওয়া; পণ্যদ্রব্যের দোষ গোপন করা; ভালো জিনিস দেখিয়ে বিক্রির সময় খারাপ জিনিস দিয়ে দেওয়া; পরীক্ষায় নকল করা ইত্যাদি। প্রতারণা করার দ্বারা দুটো পাপ হয়। একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। তাই সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা আবশ্যক। প্রকৃত মুমিন কখনো প্রতারণা করতে পারে না। কেননা রাসুল (সা.) বলেন– مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا অর্থাৎ, 'যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়' (তিরমিযি)। তাই আমাদের প্রতারণা থেকে দূরে থাকা দরকার। এছাড়াও প্রতারণা একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ, যা দ্বারা সমাজের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়। সমাজে শত্রুতা জন্ম নেয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতারণাকারী দুনিয়াতেও ঘৃণিত, লজ্জিত ও অপদস্থ হয়। আর আখিরাতেও তার জন্য রয়েছে দুর্ভোগ ও ধ্বংস।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আসলামের আচরণ প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত, যা তার বর্জন করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ১১ রহমতপুর গ্রামের দুই এলাকার মধ্যে জমি দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে অনেক লোক আহত হয়। এ ঘটনার পর স্থানীয় ইউ.পি সদস্য ইকবাল হোসেন উভয় এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একত্র করে সবার সম্মতিতে উভয়, এলাকা থেকে সমানভাবে সদস্য নিয়ে 'যুব সংঘ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সংঘের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা দেখে রাফি অত্যন্ত খুশি হয় এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেয়। রাফির ভাই কোনো একটি অপরাধে জড়িয়ে পড়লে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়।

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স.) হিজরত করেন? ১

খ. মদিনা সনদ বলতে কী বোঝায়? লেখ। ২

গ. ইকবাল হোসেনের যুব সংঘ প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স.) এর গঠিত কোন সংঘের প্রভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাফির কর্মকাণ্ড যে খলিফার সাথে সম্পর্কিত তার চরিত্র বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৩]

<u>১১নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (সা.) হিজরত করেন।

খ মদিনা ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোকজনের আবাস। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এই সকল জাতিকে এক করে সেখানে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত। এই সনদে মোট ৪৭টি ধারা ছিল।

গ ইকবাল হোসেনের যুব সংঘ প্রতিষ্ঠায় মহানবি (সা.) এর গঠিত 'হিলফুল ফুযুল' নামক সংঘের প্রভাব রয়েছে।

রাসুল (সা.)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন তিনি 'হিলফুল ফুযুল' গঠন করেন। এটি গঠনের প্রত্যক্ষ কারণ হলো– ফিজার যুদ্ধের বিভীষিকা তাঁর কোমল মনকে আন্দোলিত করে। তাই তিনি শান্তির লক্ষ্যে ৫টি উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে এ শান্তিসংঘ গঠন করেন। ৫টি উদ্দেশ্য হলো– ১. আর্তের সেবা করা, ২. অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা, ৩. অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, ৪. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং ৫. গোত্রে গোত্রে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখা।

উদ্দীপকে রহমতপুর গ্রামের দুই এলাকার মধ্যে জমি দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে অনেক লোক আহত হয়। এ ঘটনার পর স্থানীয় ইউ.পি সদস্য ইকবাল হোসেন উভয় এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একত্র করে সবার সম্মতিতে উভয় এলাকা থেকে সমানভাবে সদস্য নিয়ে যুব সংঘ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সংঘের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। যা রাসুল (সা.)-এর 'হিলফুল ফুযুল' এর অনুরূপ।

সুতরাং বলা যায়, রাসূল (সা.)-এর হিলফুল ফুযুল এর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ইউ.পি সদস্য ইকবাল হোসেন শান্তি সংঘ গঠন করেন। সাংগঠনিক কাঠামো ও উদ্দেশ্যের সাথে উভয়েরই মিল রয়েছে।

ঘ রাফির কর্মকাণ্ড খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর সাথে সম্পর্কিত। যিনি মানবীয় গুণাবলিতে ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) ছিলেন ন্যায় এবং ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি আপন-পর কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তার চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সত্য ও ন্যায়ের জন্য তিনি যেমন কঠোরতা অবলম্বন করতেন, তেমনি মানবতার জন্য তিনি কষ্ট অনুভব করতেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাকে পীড়া দিত। তাই তাদের দুঃখ মোচনে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। উদ্দীপকে রাফি এ মহান আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন।

উদ্দীপকে রাফি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেয়। রাফির ভাই কোনো একটি অপরাধে জড়িয়ে পড়লে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়। একই বৈশিষ্ট্য হযরত উমরের চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। হযরত ওমর ন্যায়বিচারক এবং নিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। তাই নিজ পুত্র আবু শাহমাকে মদপানের অপরাধে কঠোর শাস্তি দেন। এছাড়াও একজন প্রজাবৎসল শাসক হিসেবে তিনি গভীর রাতে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে প্রজাদের সার্বিক অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করেন। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা তাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। তিনি নিজ স্ত্রীকে নিয়ে যান প্রসব বেদনায় কাতর বেদুইন নারীকে সাহায্য করার জন্য।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত উমর (রা) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। ন্যায় ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রজাকল্যাণ সাধন করে তিনি আদর্শ শাসক হিসেবে ইতিহাসে অনুকরণীয় হয়ে আছেন। অতএব হযরত উমরের চরিত্র নিঃসন্দেহে অনুস্মরণীয়।

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ৩০ মিনিট

পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. জাহেলিয়াতের যুগে আরবদের কোন দিকটি প্রশংসার দাবি রাখে?
ⓚ সামাজিক অবস্থা ⓚ ধর্মীয় অবস্থা
ⓖ সংস্কৃতিচর্চা ⓖ অর্থনৈতিক অবস্থা

২. মহানবি (সঃ) এর দাদার নাম কী?
ⓚ ওয়াহাব ⓚ আব্দুল মুত্তালিব ⓖ আবু তালিব ⓖ ওয়ারাকা

৩. মদিনা সনদের মাধ্যমে কোন গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব নিরসন হয়েছিল?
ⓚ কুরাইশ ও উমাইয়া ⓚ আওস ও বনি সাদ
ⓖ খাযরাজ ও কুরাইশ ⓖ আওস ও খাযরাজ

৪. মহানবি (সঃ) হজের সময় ইহরাম বেঁধেছিলেন কোথায়?
ⓚ ইয়ালামলামে ⓚ যুল হুলাইফায়
ⓖ আরাফার ময়দানে ⓖ মিনা নামক স্থানে

৫. চিকিৎসাশাস্ত্র 'কুল্লিয়াৎ' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ⓚ ইবনে রুশদ ⓚ ইবনে সিনা
ⓖ আল-বিরুনি ⓖ আল-রাযি

৬. খলিফা হযরত উমর (রাঃ)-এর পক্ষে পুত্র আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, "আমি আমার অংশটুকু আমার আব্বাকে দিয়েছি।" এতে কী প্রকাশ পায়?
ⓚ পিতার প্রতি ভালোবাসা ⓚ প্রজা বাৎসল্যতার প্রমাণ
ⓖ জবাবদিহিতার অনুপম দৃষ্টান্ত ⓖ পিতার পক্ষে দায়বদ্ধতা

৭. মক্কা বিজয় হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?
ⓚ ৬২৫ ⓚ ৬৩০ ⓖ ৬৩২ ⓖ ৬৩৩

৮. ইবনে সিনার ক্ষেত্রে কোন তথ্যটি সঠিক?
i. ৯৮০ খ্রিঃ আফশানা নামক গ্রামে জন্ম
ii. দার্শনিক, চিকিৎসক এবং শল্য চিকিৎসার দিশারী
iii. আল-জুদাইরি ওয়াল হাসবাহর রচয়িতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৯. ইসলাম কীসের বহিঃপ্রকাশ?
ⓚ আখলাকের ⓚ দীনের ⓖ ইমানের ⓖ আমলের

১০. "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা"। কুরআনের কোন সূরায় বর্ণিত আছে?
ⓚ আল-মায়িদা ⓚ আন-নিসা ⓖ আলে-ইমরান ⓖ আল-বাকারাহ

১১. "কোনোকিছুই তাঁর সদৃশ নয়"। আয়াতটি কোন দিকে ইঙ্গিত করে?
ⓚ তাওহিদ ⓚ তাকদির ⓖ রিসালাত ⓖ আখিরাত

১২. সকল প্রকার জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোনটি?
ⓚ ফিসক ⓚ কুফর ⓖ নিফাক ⓖ শিরক

১৩. কুফরি কাজ বর্জনীয়। কারণ এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে জন্ম নেয়–
i. অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতার ii. অনৈতিকতার প্রসার
iii. হতাশার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৪. মহান আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনা করা হয়েছে কোন সূরায়?
ⓚ আত-তীন ⓚ আদ-দুহা ⓖ ইখলাস ⓖ আল-মাউন

১৫. শরিয়তের প্রধান উৎস কয়টি?
ⓚ ২টি ⓚ ৩টি ⓖ ৪টি ⓖ ৫টি

১৬. বায়তুল ইযযাহ কোন আসমানে অবস্থিত?
ⓚ প্রথম ⓚ দ্বিতীয় ⓖ পঞ্চম ⓖ সপ্তম

১৭. হযরত যায়িদ (রাঃ) কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কয়টি পন্থা অবলম্বন করেছিলেন?
ⓚ তিন ⓚ চার ⓖ পাঁচ ⓖ ছয়

১৮. নিম্নের কোনটি মাদানী সূরার আলোচ্য বিষয়?
ⓚ তাওহিদ ও রিসালাত ⓚ শিরক ও কুফর
ⓖ পারস্পরিক লেনদেন ও উত্তরাধিকার আইন
ⓖ শরিয়তের সাধারণ নীতিমালা

১৯. যে হাদিসের ভাষা মহানবি (সঃ) এর কিন্তু ভাব মহান আল্লাহর, এটি কোন ধরনের হাদিস?
ⓚ মারফু ⓚ মাকতু ⓖ কুদসি ⓖ মাওকুফ

২০. বৃক্ষরোপণ ও কৃষিকাজ মানবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কারণ–
i. বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরাক্ষভাবে প্রয়োজন পূরণ করে
ii. অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি করে
iii. পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২১. মহান আল্লাহ আমাদের জন্য কিছু বস্তু হালাল ও কিছু বস্তু হারাম করেছেন কেন?
ⓚ সৃষ্টির বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য ⓚ বিভিন্ন সৃষ্টির কল্যাণের জন্য
ⓖ সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ⓖ মানুষকে পরীক্ষার জন্য

☐ **নিচের উদ্দীপক পড়ে ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব নুমান হজ পালন করতে মক্কায় অবস্থান করছেন।

২২. তার হজের মাধ্যমে অর্জিত হবে–
i. জান্নাত লাভ ii. সামাজিক পরিচিতি
iii. নবজাতক শিশুরমতো নিষ্পাপ হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৩. তিনি ৯ই জিলহজ অবস্থান করবেন–
ⓚ মিনায় ⓚ মুজদালিফায় ⓖ আরাফাতে ⓖ কাবায়

২৪. বাংলাদেশ থেকে যারা হজ করতে মক্কায় যান তাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা কী?
ⓚ ফরজ ⓚ ওয়াজিব ⓖ সুন্নাত ⓖ মুস্তাহাব

২৫. ইসলামে কখন শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক দিতে বলা হয়েছে?
ⓚ ঘাম শুকাবার পর ⓚ ঘাম শুকানোর পূর্বে
ⓖ মাস শেষ হলে ⓖ ঈদের সময়

২৬. যাকাত মানুষের মনে খোদাভীতি সৃষ্টি করে। এটি যাকাতের–
ⓚ সামাজিক গুরুত্ব ⓚ ধর্মীয় গুরুত্ব
ⓖ নৈতিক গুরুত্ব ⓖ অর্থনৈতিক গুরুত্ব

২৭. মহানবি (সঃ) এর কোনো কাজের বিবরণ যে হাদিসে স্থান পেয়েছে সে হাদিসকে বলা হয়–
ⓚ মাওকুফ হাদিস ⓚ ফি'লি হাদিস
ⓖ কাওলি হাদিস ⓖ তাকরিরি হাদিস

২৮. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কার চরিত্র?
ⓚ মুশরিকের ⓚ কাফিরের ⓖ ফাসিকের ⓖ মুনাফিকের

২৯. 'নাযাফাত' কীসের আরবি প্রতিশব্দ?
ⓚ আত্মশুদ্ধি ⓚ পরিচ্ছন্নতা ⓖ কর্তব্যপরায়ণতা ⓖ মানবসেবা

৩০. যে ঋণ কোনো লাভ নিয়ে আসে তাকে কী বলে?
ⓚ ব্যবসা ⓚ মুনাফা ⓖ ঘুষ ⓖ সুদ

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল) বিষয় কোড : 1 1 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। ধর্মীয় শিক্ষক জনাব আব্দুর রহমান শ্রেণিতে ইসলামের এমন একটি বিষয় সম্পর্কে বলেন, যা অন্তরের বিশ্বাসের সাথে যুক্ত। উক্ত বিষয় সম্পাদনের জন্য মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী কাজ করা দরকার। জনাব আব্দুল জব্বার একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। নির্মাণকালে তাঁর এক বন্ধু বাড়িটি দীর্ঘদিন রক্ষার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, একমাত্র মহান আল্লাহ-ই সবকিছু রক্ষা ও ধ্বংস করার মালিক।
- ক. ইসলাম কী? ১
- খ. "দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র"- ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. জনাব আব্দুর রহমানের বক্তব্যটি চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জনাব আব্দুল জব্বারের মন্তব্যটি চিহ্নিতপূর্বক তার প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

২। জনি মনে করে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বিশ্বাস করলেই চলবে। আর অন্যান্য নবী-রাসূলকে বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই। অপরদিকে রনি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বিশ্বাস করে। কিন্তু সে মনে করে, নিজে নেক আমল করলেই নাজাত পাওয়া যাবে। হাশরের ময়দানে কারও কোনো সুপারিশ লাগবে না।
- ক. শিরক কী? ১
- খ. আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে। বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. জনির ধারণায় কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. রনির বক্তব্যে হাশরের মাঠের কোন বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে তা চিহ্নিতপূর্বক উহার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। জনাব আসলাম সাহেব সর্বদা সম্পদ সংগ্রহে নিমগ্ন থাকেন। তিনি আত্মসাৎ, পণ্যের ভেজাল মিশিয়ে বিক্রয়, অবৈধ পণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। এ ব্যাপারে তিনি ইসলামের বিধি-বিধানের তোয়াক্কা করেন না। অন্যদিকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশফাক সাহেব এলাকার অসহায় ও দুস্থ মানুষের সেবায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং পশুপাখির জন্য একটি অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন।
- ক. মাদানী সূরা কাকে বলে? ১
- খ. ফরজে আইন বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. জনাব আসলাম সাহেবের সম্পদ আহরণের পন্থাটি শরিয়তের বিষয়বস্তুর কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আশফাক সাহেবের সিদ্ধান্তটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে চিহ্নিতপূর্বক উহার সুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। দশ বছর বয়সে রোহান তার পিতাকে হারায়। তারপর থেকেই মনে পিতা হারানোর বেদনা জমাট বেঁধে আছে। কোথাও কোনো এতিমের উপর অত্যাচার-নির্যাতন হতে দেখলে সে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সে কখনও কোনো ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয় না। জনাব শফি সাহেব একজন সৎ ব্যবসায়ী। হঠাৎ করে তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে আগুন লেগে সবকিছু পুড়ে যায়। এর ফলে তার পরিবারও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করে। কিন্তু তিনি আল্লাহ্র অসীম রহমতে বিশ্বাসী। তাই তিনি কখনও বিপদে ধৈর্যহারা হননি।
- ক. ফি'লি হাদিস কাকে বলে? ১
- খ. ফজিলতপূর্ণ বাক্য কয়টি? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে রোহানের মধ্যে পবিত্র আল্-কুরআনের কোন সূরার শিক্ষা পরিলক্ষিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জনাব শফি সাহেবের বক্তব্যটি কোন সূরার শিক্ষা তা চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। জনাব ফিরোজ সাহেব পুণ্য লাভের আশায় নিজ এলাকায় ইজুরা সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি মনে করেন সৎ উদ্দেশ্যে কাজ করলে মহান আল্লাহ্ অবশ্যই তার প্রতিদান দেবেন। মসজিদের ইমাম সাহেব দু'জন মুসল্লির কাছে জিজ্ঞেস করলেন, সৃষ্টির মধ্যে গঠনের দিক দিয়ে সুন্দরতম কী? এর উত্তরে একজন বলল, মানুষ। অপরজন বলল, ফুল। তখন ইমাম সাহেব পাক কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করে বললেন, নিশ্চয়ই আমি মানুষকে অতি উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি।
- ক. সিহাহ্ সিত্তাহ্ কী? ১
- খ. মানব জীবনে শরিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. জনাব ফিরোজ সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন হাদিসের শিক্ষা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ইমাম সাহেবের উদ্বৃত্ত আয়াতটি কোন সূরার অন্তর্ভুক্ত তা উল্লেখপূর্বক উহার শিক্ষা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। জনাব ফরিদ সাহেব একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি সালাত, সাওম পালনে কোনোরূপ অনীহা প্রকাশ করেন না। আবার গত বছর হজও পালন করেছেন। নাফিসাকে তার বাবা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য হেফজখানায় ভর্তি করেছিলেন। সে এখন একজন কুরআনের হাফেজা। হেফজ করার পাশাপাশি তিনি ফিকাহ্ ও তাফসির শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেছেন।
- ক. সালাত কী? ১
- খ. তাকরিরি হাদিস বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. জনাব ফরিদ সাহেবের কার্যক্রমে কোন প্রকারের ইবাদত আদায় হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাফিসার কর্মে কোন ইলম অর্জিত হয়েছে তা চিহ্নিতপূর্বক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। জনাব জাকির সাহেব একজন ধনী ব্যবসায়ী। তার সম্পদে যে গরীবের হক আছে তা তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন না। এ ব্যাপারে তার বন্ধু শাকিল সাহেব তাকে বললেন শারীরিক ইবাদতের মতো আর্থিকও একটি ইবাদত রয়েছে। যা তোমার উপর ফরজ। জনাব মহিদুল নিয়মিত নামায রোযা করেন। শরিয়তের আহ্কাম পালন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সমাজের অসহায় মানুষের কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। তাদের কোনো খোঁজ-খবর নেন না। একদিন তার প্রতিবেশী বজলুর রহমান বেহুঁশ হয়ে পড়লে ডাক্তার ডাকার জন্য তার কাছে গেলে তিনি ভ্রুক্ষেপ করলেন না।
- ক. সাওম কাকে বলে? ১
- খ. হজের একটি শিক্ষা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে জাকির সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন ফরজ ইবাদতটি লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জনাব মহিদুল এর শেষোক্ত কর্মকাণ্ডে যে ইবাদত লঙ্ঘিত হয়েছে ইসলামের আলোকে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। দশম শ্রেণির ছাত্র মিশকাত বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে, শিক্ষকদের সম্মান করে এবং সুন্দরভাবে পড়াশুনা করে। জনাব আসিফ সাহেব একজন সৎ ব্যবসায়ী। তার সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। তাঁর স্ত্রী মাঝে-মধ্যে বিরক্ত হয়ে অতিরিক্ত মুনাফার জন্য পণ্যে ভেজাল ও ওজনে কম দেওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু আসিফ সাহেব এ ব্যাপারে রাজী হন না।
- ক. "আখলাকে হামিদাহ্" কী? ১
- খ. "লজ্জাশীলতা ইমানের একটি শাখা"- বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. মিশকাতের কাজকর্মে আখলাকে হামিদার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে জনাব আসিফ সাহেবের স্ত্রীর পরামর্শে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা বর্জনের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৯। মাসুদ সাহেব সবার সাথে কথাবার্তায়, কাজকর্ম ও আচার-আচরণে সততার নীতি অবলম্বন করেন। বর্তমানে তিনি মানুষের কাছে বিশ্বস্ত এক ব্যক্তি। মামুন সাহেব কোনো একটি কাজের জন্য অফিসে গেলে অফিসের কর্মকর্তা তাকে জানান, কেবল আসিফ ফি দিয়ে কোনো কাজ হবে না। কাজ সম্পাদন করতে গেলে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হবে।
- ক. "আখলাকে যামিমাহ" কী? ১
- খ. "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য"- ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. মাসুদ সাহেবের আচরণে আখলাকের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. অফিসের কর্মকর্তার বক্তব্য চিহ্নিতপূর্বক উহার কুফল ও পরিণতি বর্ণনা কর। ৪

১০। "কোভিড-১৯ বাংলাদেশ" শীর্ষক আলোচনায় প্রধান অতিথি চিকিৎসায় মুসলমানদের অবদান প্রসঙ্গে একজন মনীষীর জীবনী তুলে ধরেন, যাকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিশারি মনে করা হয়। অপরদিকে মেডিকেল ছাত্র অনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি গ্রন্থে হাম, শিশু-চিকিৎসা, নিউরোসাইকিয়াট্রিক ইত্যাদি চিকিৎসা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লাভ করেন। যা শুনে সবাই অভিভূত হন।
- ক. "আইয়্যামে জাহিলিয়্যা" কী? ১
- খ. 'আল বিরুনি'-কে মহামান্য শিক্ষক বলা হয় কেন? ২
- গ. প্রধান অতিথি যে মনীষীর কথা উল্লেখ করেছেন তা চিহ্নিত করে পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. অনিকের উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর লেখক কে? শল্যচিকিৎসায় তার অবদান নিরূপণ কর। ৪

১১। **প্রেক্ষাপট-১ :** জনাব কবিরের বাসায় একটি ইয়াতিম মেয়ে কাজ করে। নিজেরা খাওয়ার সময় তাকে ছেলে-মেয়েদের সাথে একসঙ্গে বসে খাওয়ায়। পরিবারের পোশাক ক্রয়ের সময় তার জন্য একই মানের পোশাক ক্রয় করেন।

প্রেক্ষাপট-২ : জনাব সগির সাহেব নিজ এলাকার চেয়ারম্যান। তাঁর এলাকার লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে কিছু স্থানীয় আইন প্রণয়ন করেন। যেমন- কেউ চুরি, সন্ত্রাসী ও মাদক চোরাচালানী কাজে জড়িত হলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ বলে গণ্য হবে। তার অপরাধের জন্য গোটা সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। এছাড়াও এলাকায় মাদক, হত্যা ও রক্তপাত ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- ক. গিবত কী? ১
- খ. হযরত উমর (রা.)-কে 'ফারুক' বলা হয় কেন? ২
- গ. প্রেক্ষাপট-১ এর সাথে মহানবি (স.)-এর জীবনের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. প্রেক্ষাপট-২, এ উল্লিখিত ঘটনাটি মহানবি (স.)-এর জীবনের কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তা চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	1	K	2	L	3	N	4	L	5	K	6	M	7	L	8	K	9	M	10	M	11	K	12	N	13	N	14	M	15	K
	16	K	17	L	18	M	19	M	20	N	21	N	22	M	23	M	24	L	25	L	26	M	27	L	28	N	29	L	30	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ ধর্মীয় শিক্ষক জনাব আব্দুর রহমান শ্রেণিতে ইসলামের এমন একটি বিষয় সম্পর্কে বলেন, যা অন্তরের বিশ্বাসের সাথে যুক্ত। উক্ত বিষয় সম্পাদনের জন্য মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী কাজ করা দরকার। জনাব আব্দুল জব্বার একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। নির্মাণকালে তাঁর এক বন্ধু বাড়িটি দীর্ঘদিন রক্ষার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, একমাত্র মহান আল্লাহ-ই সবকিছু রক্ষা ও ধ্বংস করার মালিক।

ক. ইসলাম কী? ১

খ. "দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব আব্দুর রহমানের বক্তব্যটি চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব আব্দুল জব্বারের মন্তব্যটি চিহ্নিতপূর্বক তার প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলাম হলো মহান আল্লাহর মনোনীত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

খ দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্র।

মানুষ শস্যক্ষেত্রে যেরূপ চাষাবাদ ও পরিচর্যা করে ঠিক সেরূপই ফল লাভ করে। যদি কোনো ব্যক্তি তার শস্যক্ষেত্রের পরিচর্যা না করে তবে সে ভালো ফল লাভ করে না। তদ্রূপ দুনিয়ার কাজকর্মের প্রতিদান আখিরাতে দেওয়া হবে। দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে আখিরাতে মানুষ পুরস্কৃত হবে। আর মন্দ কাজ করলে শাস্তি ভোগ করবে। তাই আখিরাত তথা পরকালীন জীবনে সফলতা লাভের জন্যই বলা হয়েছে, 'দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।'

গ জনাব আব্দুর রহমানের বক্তব্যে ইমানের মৌলিকত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাসকেই ইমান বলা হয়। প্রকৃত অর্থে আল্লাহ, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, আখিরাত ইত্যাদি মনে, প্রাণে বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়াই হলো ইমান। তবে শুধু মুখে স্বীকার করার নাম ইমান নয়। মুখে স্বীকারের সাথে সাথে তদনুযায়ী আমলও করতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষক জনাব আব্দুর রহমানের কথায় এ বিষয়টিই লক্ষণীয়।

প্রকৃতপক্ষে ইমান হলো– ক. অন্তরে বিশ্বাস করা, খ. মুখে স্বীকার করা এবং গ. তদনুসারে আমল করা। অর্থাৎ ইসলামের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী আমল করার নাম হলো ইমান। প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য এ তিনটি বিষয় থাকা জরুরি। কেউ যদি শুধু অন্তরে বিশ্বাস করে; কিন্তু মুখে স্বীকার না করে তবে সে প্রকৃতপক্ষে ইমানদার বা মুমিন হিসেবে গণ্য হয় না। আবার মুখে স্বীকার করে অন্তরে বিশ্বাস না করলেও কোনো ব্যক্তি ইমানদার হতে পারে না। একজন প্রকৃত ইমানদার ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করবেন, মুখে স্বীকার করে নেবেন এবং এ বিশ্বাস তার সব কাজে বাস্তবায়ন করবেন। সুতরাং এ আলোচনা থেকে বুঝা গেলো আব্দুর রহমানের বক্তব্য যথার্থ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব আব্দুল জব্বাবের বিশ্বাসে তাওহিদ তথা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস ফুটে উঠেছে। ইসলামে এর প্রভাব অপরিসীম।

ইসলামি পরিভাষায়– আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলা হয়। মানবজীবনে এ বিশ্বাসের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। কারণ আল্লাহ তায়ালাই আমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ এ সত্যকে স্বীকার করে নেয়, যা আব্দুল জাব্বারের বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে জনাব আব্দুল জব্বার বলেন, 'একমাত্র মহান আল্লাহই সবকিছু রক্ষা ও ধ্বংস করার মালিক;– এটি হলো তাওহিদে বিশ্বাস। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবান করে। মানুষ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারও নিকট মাথা নত করে না। ফলে জগতের সকল সৃষ্টির উপর মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। সচ্চরিত্রবান হওয়ার ক্ষেত্রেও মানবজীবনে তাওহিদের প্রভাব অপরিসীম। মানুষ আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি ও পরিচয় লাভ করে এবং সেসব গুণে গুণান্বিত হওয়ার অনুশীলন করে। মানবসমাজে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায়ও তাওহিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা তাওহিদে বিশ্বাস মানবসমাজে এ ধারণা প্রতিষ্ঠা করে যে, সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা ও সমান মর্যাদার অধিকারী। এভাবে মানুষের মধ্যে ঐক্যের চেতনা জাগ্রত হয়। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে ইবাদত ও সৎকর্মে উৎসাহিত করে। অসৎ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। ফলে মানবসমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বোপরি তাওহিদে বিশ্বাস পরকালীন জীবনে মানুষকে সফলতা দান করে।

সুতরাং, মানবজীবনে তাওহিদের উপর বিশ্বাস ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

প্রশ্ন ▶ ০২ জনি মনে করে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বিশ্বাস করলেই চলবে। আর অন্যান্য নবী-রাসুলকে বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই। অপরদিকে রনি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বিশ্বাস করে। কিন্তু সে মনে করে, নিজে নেক আমল করলেই নাজাত পাওয়া যাবে। হাশরের ময়দানে কারও কোনো সুপারিশ লাগবে না।

ক. শিরক কী? ১

খ. আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে। বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জনির ধারণায় কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রনির বক্তব্যে হাশরের মাঠের কোন বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে তা চিহ্নিতপূর্বক উহার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়।

খ আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পুণ্য কাজ করতে উৎসাহ যোগায়। কেননা আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি জানে যে, পরকালে তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, দুনিয়ার সব কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। ফলে বিশ্বাসী ব্যক্তি দুনিয়াতে সৎকাজে উৎসাহিত হয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে। এভাবে মানুষ অসৎচরিত্র বর্জন করে সৎচরিত্রবান হয়ে ওঠে। অপরদিকে আখিরাতে যে অবিশ্বাস করে সে সুযোগ পেলেই পাপাচার ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কেননা সে পরকালীন জবাবদিহিতে বিশ্বাসী নয়। এভাবে আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস মানবসমাজে অত্যাচার ও পাপাচার বৃদ্ধি করে। আখিরাতে বিশ্বাসী মানুষ কখনো পাপাচার ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতে পারে না।

গ জনির মনোভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া অন্য নবি-রাসুলগণের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশিত হওয়ায় তা কুফরের অন্তর্ভুক্ত।
ইমানের মৌলিক বিষয় সাতটি। যেমন : আল্লাহ, ফেরেশতা, নবি-রাসুল, আসমানি কিতাব, আখিরাত, তকদির এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান। এ বিষয়গুলোর উপর আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন, মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান এবং পরিপূর্ণভাবে কাজে বাস্তবায়ন করাকে ইমান বলে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই এগুলো বিশ্বাস করে তদনুযায়ী আমল করতে হবে। কেউ যদি এর ব্যতিক্রম করে তবে সে কাফির বলে পরিগণিত হবে এবং তার এ ধারণা ইমানের পরিপন্থি কুফরের অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকের জনির বিশ্বাসে ইমান পরিপন্থি ভাব পরিলক্ষিত হয়।
উদ্দীপকে জনি মনে করে, শুধু আল্লাহ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বিশ্বাস করলেই যথেষ্ট; কিন্তু তার ধারণা সঠিক নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। তারা মানুষকে সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন, মানুষকে আল্লাহর পরিচয় জানিয়েছেন। তাই তাদের প্রত্যেকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের অপরিহার্য বিষয়। কেউ যদি তাদের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে, তবে সে প্রকৃত ইমানদার নয়। সুতরাং উদ্দীপকে উল্লিখিত জনির বিশ্বাস কুফরের শামিল।

ঘ রনির বক্তব্যে হাশরের মাঠের শাফায়াত বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে।

শাফাআত আরবি শব্দ, যার অর্থ সুপারিশ করা, অনুরোধ করা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ তায়ারার নিকট নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে, যা রনি অস্বীকার করেছে।

উদ্দীপকে রনি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করলেও সে মনে করে, হাশরের ময়দানে কারও সুপারিশ লাগবে না। এর মাধ্যমে মূলত সে আখিরাতের অন্যতম স্তর শাফায়াতকে অস্বীকার করে। তার এরূপ মনোভাব কুফরির শামিল। কেননা কিয়ামতের দিন জান্নাত লাভের জন্য শাফাআতের গুরুত্ব অপরিসীম। কিয়ামতের দিন পাপীদের ক্ষমা ও পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফাআত করা হবে। নবি-রাসুল, ফেরেশতা, শহিদ, আলেম, হাফিয এ শাফাআতের সুযোগ পাবেন। আল-কুরআন ও সিয়াম (রোযা) কিয়ামতের দিন শাফাআত করবে বলেও হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা মানুষের সকল কাজকর্মের হিসাব নেবেন। তারপর আমল অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারণ করবেন। তখন মহান আল্লাহ পুণ্যবানগণকে জান্নাতে ও পাপীদের জাহান্নামে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন। নবি-রাসুল ও পুণ্যবান বান্দাগণ এ সময় আল্লাহর দরবারে শাফাআত করবেন। ফলে অনেক পাপীকে মাফ করা হবে। এরপর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। আবার অনেক পুণ্যবানও এদিন শাফাআত করবে। ফলে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। শাফাআত একটি বিরাট নিয়ামত। মহানবি (সা.)-এর শাফাআত ব্যতীত কিয়ামতের দিন সফলতা, কল্যাণ ও জান্নাত লাভ করা সম্ভব হবে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, রনির বক্তব্যে হাশরের মাঠের শাফাআত বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। আমরা শাফাআতে বিশ্বাস স্থাপন করবো। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-কে ভালোবাসবো। তাহলেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর শাফাআত লাভে ধন্য হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো।

প্রশ্ন ▶ ০৩ জনাব আসলাম সাহেব সর্বদা সম্পদ সংগ্রহে নিমগ্ন থাকেন। তিনি আত্মসাৎ, পণ্যের ভেজাল মিশিয়ে বিক্রয়, অবৈধ পণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। এ ব্যাপারে তিনি ইসলামের বিধি-বিধানের তোয়াক্কা করেন না। অন্যদিকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশফাক সাহেব এলাকার অসহায় ও দুস্থ মানুষের সেবায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং পশুপাখির জন্য একটি অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন।

ক. মাদানী সূরা কাকে বলে? ১
খ. ফরজে আইন বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আসলাম সাহেবের সম্পদ আহরণের পন্থাটিতে শরিয়তের বিষয়বস্তুর কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আশফাক সাহেবের সিদ্ধান্তটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে চিহ্নিতপূর্বক উহার সুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের পর নাজিল হওয়া সকল সূরাকে মাদানি সূরা বলা হয়।

খ যেসকল ফরজ বিধান সকলের উপর পালন করা অত্যাবশ্যক তাকে ফরজে আইন বলে। অর্থাৎ যেসব ফরজ কাজ ব্যক্তিগতভাবে সকল মুসলমানকেই আদায় করতে হয় তা-ই ফরজে আইন। যেমন : দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, রমযান মাসে রোযা রাখা, এসব কাজ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজে আদায় করতে হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব আসলাম সাহেবের সম্পদ আহরণের পন্থাটিতে ব্যবসায় সততা সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।
ব্যবসা-বাণিজ্য একটি পবিত্র পেশা। সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবেন। তাই ব্যবসায়ে অবশ্যই সঠিক পথ অনুসরণ করতে হবে। কোনোভাবেই অসৎ ও অবৈধ পন্থায় ব্যবসা করা যাবে না। এটা ইসলামি শরিয়ত বিরোধী কাজ। জনাব আসলাম সাহেবের মধ্যে এ শিক্ষার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব আসলাম একজন ব্যবসায়ী। তিনি আত্মসাৎ, পণ্যের ভেজাল মিশিয়ে বিক্রয় এবং অবৈধ পণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। যা সম্পূর্ণ ইসলামি নীতি বিরুদ্ধ। ইসলামে ব্যবসায়ীদের দুটি শর্ত পূরণ করতে হয়। প্রথমত, সততা ও সত্যবাদিতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে বিশ্বস্ত ও আমানতদার হতে হবে। স্বল্প পরিমাণে লাভ করতে হবে। রাসুল (সা.) বলেন, 'বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গে থাকবেন' (ইবনে মাজাহ)। সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করলে কিয়ামতের দিন মহাপুরস্কার লাভ করা যাবে। তাই ব্যবসার ক্ষেত্রে সকল প্রকার অন্যায়

ও খারাপ কাজ ত্যাগ করতে হবে। লোভ-লালসা পরিত্যাগ করতে হবে। ওজনে কম দেওয়া, খারাপ দ্রব্য ভালো বলে বিক্রি করা, ভেজাল মেশানো, পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা, মজুতদারি, কালোবাজারি প্রভৃতি অনৈতিক কাজ করা যাবে না। অতএব বলা যায়, জনাব আসলাম তার ব্যবসায়ে 'ব্যবসায় সততা' সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষার পরিপন্থি কাজ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব আশফাক সাহেবের সিদ্ধান্তটি মূলত আখলাকে হামিদাহর অন্তর্গত মানবসেবা বিষয়টিকে নির্দেশ করে। ইসলামে মানবসেবার সীমাহীন সুফল রয়েছে।

মানবসেবা বলতে মানুষের সেবা করা, পরিচর্যা করা, যত্ন নেওয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদিকে বোঝায়। মানবসেবা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম বিষয়, যা আশফাক সাহেবের মধ্যে লক্ষণীয়।

মানবসেবা মানুষের উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি মানুষের সেবা করেন তিনি মহৎপ্রাণ। সমাজে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালাও এরূপ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। যিনি মানুষের সেবা, সাহায্য-সহযোগিতা করেন আল্লাহ তায়ালাও তাঁকে সাহায্য ও দয়া করেন। মহানবি (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।" (বুখারি) নানাভাবে মানুষের সেবা করা যায়। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, অসহায়কে আশ্রয় দান, রোগীর সেবা করা, নিজস্ব-দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য করার মাধ্যমে মানবসেবা করা যায়। ছোট ও বৃদ্ধদের সাহায্য করা, দয়া-মায়া-মমতা প্রদর্শন করা, তাদের প্রতি ভালোবাসা দেখানো মানবসেবার অন্তর্ভুক্ত। মানবসেবার প্রতিদান সীমাহীন। আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিন মানুষের সেবাকারীকে প্রভূত পুরস্কার ও নিয়ামত দান করবেন। মহানবি (সা.) বলেন, "কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে কাপড় দান করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের পোশাক দান করবেন। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সুস্বাদু ফল দান করবেন। কোনো তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানি পান করালে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সিলমোহরকৃত পাত্র থেকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন।" (আবু দাউদ) সকল মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা করা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ। আমাদের তিনি এজন্য অনুপ্রাণিত করে গেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, জনাব আশফাক সাহেবের সিদ্ধান্তটি মানবসেবার বিষয়টি নির্দেশ করে। আমাদের উচিত সাধ্যমতো মানুষের সেবা করা।

প্রশ্ন ▶ ০৪ দশ বছর বয়সে রোহান তার পিতাকে হারায়। তারপর থেকেই মনে পিতা হারানোর বেদনা জমাট বেঁধে আছে। কোথাও কোনো এতিমের উপর অত্যাচার-নির্যাতন হতে দেখলে সে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সে কখনও কোনো ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয় না। জনাব শফি সাহেব একজন সৎ ব্যবসায়ী। হঠাৎ করে তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে আগুন লেগে সবকিছু পুড়ে যায়। এর ফলে তার পরিবারও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করে। কিন্তু তিনি আল্লাহ্র অসীম রহমতে বিশ্বাসী। তাই তিনি কখনও বিপদে ধৈর্যহারা হননি।

ক. ফি'লি হাদিস কাকে বলে? ১
খ. ফজিলতপূর্ণ বাক্য কয়টি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে রোহানের মধ্যে পবিত্র আল্-কুরআনের কোন সূরার শিক্ষা পরিলক্ষিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব শফি সাহেবের বক্তব্যটি কোন সূরার শিক্ষা তা চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফি'লি শব্দের অর্থ কাজ সম্বন্ধীয়। যে হাদিসে মহানবি (সা.)-এর কোনো কাজের বিবরণ স্থান পেয়েছে তাকে ফি'লি বা কর্মসূচক হাদিস বলা হয়।

খ মহানবি (সা.) উম্মতকে দুটি অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো হলো :
প্রথম বাক্য : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি
দ্বিতীয় বাক্য : সুবহানাল্লাহিল আযিম
রাসুলুল্লাহ (সা.) ছিলেন উম্মতের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী। এজন্য তিনি আমাদের অতীব বরকতময় এ দুটি যিকির শিক্ষা দিয়েছেন এবং এর ফজিলতও বর্ণনা করেছেন।

গ উদ্দীপকে রোহানের মধ্যে পবিত্র আল কুরআনের সূরা আদ-দুহার শিক্ষা পরিলক্ষিত হয়েছে।
সূরা আদ-দুহা আল-কুরআনের ৯৩তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ১১। এটি মক্কায় নাজিল হয়। সূরা আদ-দুহার ৯ ও ১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'সুতরাং আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না এবং প্রার্থীকে ধমক দিবেন না।' এ আয়াত দুটির শিক্ষা হলো ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উচিত গরিব-দুঃখী, ইয়াতিম ও ভিক্ষুকদের কল্যাণ করা। অভাবী, সাহায্যপ্রার্থী ও ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর হওয়া যাবে না। তাদের গালমন্দ কিংবা মারধর করা যাবে না এবং তাদের ধমকও দেওয়া যাবে না; বরং তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। এরই প্রেক্ষিতে উদ্দীপকে রোহানের সামনে এতিমের উপর অত্যাচার-নির্যাতন হলে সে প্রতিবাদী হয়ে উঠে। সে কখনও কোনো এতিমকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয় না। রোহান সাধ্যমতো চেস্টা করে। সুতরাং বলা যায়, রোহানের কর্মকাণ্ডে সূরা আদ-দুহার শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব শফি সাহেবের বক্তব্যটি আল কুরআনের সূরা আল ইনশিরাহ-এর শিক্ষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সূরা আল-ইনশিরাহ রাসুল (সা.)-এর মক্কায় কষ্টময় দিনগুলোতে অবতীর্ণ একটি সূরা। এ সূরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা মহানবি (সা.)-এর প্রতি তাঁর নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করেছেন। যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালাই মানুষের কষ্ট-যাতনা দূর করেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে যে চেষ্টা করে আল্লাহ তার সহায় হন। পরবর্তী আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানবজীবনে সুখ-দুঃখ থাকবেই। সুতরাং দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না। বরং ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে। অবসর সময়ে আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করতে হবে। এ শিক্ষাই শফি সাহেবের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে।
উদ্দীপকে জনাব শফি সাহেবের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে আগুন লেগে সবকিছু পুড়ে যায়। এর ফলে তার পরিবার নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। কিন্তু তিনি আল্লাহর অসীম রহমতে বিশ্বাসী। তাই তিনি কখনও বিপদে ধৈর্যহারা হননি। কেননা তিনি আল্লাহর অসীম রহমতে বিশ্বাসী। বিপদে এরূপ ধৈর্যধারণের শিক্ষাই সূরা আল-ইনশিরাহতে বর্ণিত হয়েছে। এ সূরায় "অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে" আয়াতটি দুইবার উল্লেখ করে মহান আল্লাহ মানুষকে ধৈর্যশীল হওয়ার শিক্ষাই দিয়েছেন। দুঃখকষ্টের পর তারা শান্তি ও স্বস্তি লাভ করবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা মহানবি (সা.)-কে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, যখনই ইসলাম প্রচার, সাথিদের প্রশিক্ষণ, পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি থেকে তিনি অবসর হন, তখনই তিনি যেন আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেন।
পরিশেষে বলা যায় যে, আমাদের সকলের উচিত পবিত্র কুরআনের এই সূরার শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সকল ধরনের বিপদে-আপদে মহান আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখা ও ধৈর্যধারণ করা।

প্রশ্ন ▶ ০৫ জনাব ফিরোজ সাহেব পুণ্য লাভের আশায় নিজ এলাকায় ইজ্বরা সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি মনে করেন সৎ উদ্দেশ্যে কাজ করলে মহান আল্লাহ্ অবশ্যই তার প্রতিদান দেবেন। মসজিদের ইমাম সাহেব দু'জন মুসল্লির কাছে জিজ্ঞেস করলেন, সৃষ্টির মধ্যে গঠনের দিক দিয়ে সুন্দরতম কী? এর উত্তরে একজন বলল, মানুষ। অপরজন বলল, ফুল। তখন ইমাম সাহেব পাক কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করে বললেন, নিশ্চয়ই আমি মানুষকে অতি উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি।

ক. সিহাহ্ সিত্তাহ্ কী? ১

খ. মানব জীবনে শরিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব ফিরোজ সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন হাদিসের শিক্ষা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইমাম সাহেবের উদ্বৃত্ত আয়াতটি কোন সূরার অন্তর্ভুক্ত তা উল্লেখপূর্বক উহার শিক্ষা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাদিসের বিশুদ্ধতম ছয়টি কিতাবকে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ বলা হয়।

খ মানুষের সার্বিক জীবনাচরণে শরিয়তের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শরিয়ত আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ও নিয়মকানুন শিক্ষা দেয়। সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি কীভাবে, কোথায়, কোন সময়ে আদায় করতে হয় তাও শরিয়তের বর্ণনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের উপায়, পারিবারিক ও সামাজিক সম্প্রীতি ইত্যাদিও শরিয়তের আওতাভুক্ত। অতএব, মানুষের সার্বিক জীবনাচরণে শরিয়তের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ জনাব ফিরোজ সাহেবের কর্মকাণ্ডে পাঠ্যবইয়ের ০১ নং হাদিস অর্থাৎ নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষা ফুটে উঠেছে।

নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসটি হচ্ছে– 'প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ এর ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল' (বুখারি)। এ হাদিস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, নিয়তের উপরেই কাজের সফলতা নির্ভর করে। মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক আমলের সাথে সাথে অন্তরের অবস্থাও লক্ষ করেন। উদ্দীপকের ফিরোজ সাহেবের উদ্দেশ্য এ হাদিসের শিক্ষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ফিরোজ সাহেব পুণ্য লাভের আশায় নিজ এলাকায় ইজ্বরা সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি মনে করেন সৎ উদ্দেশ্যে কাজ করলে মহান আল্লাহ অবশ্যই এর প্রতিদান দিবেন। এ বিষয়টি আলোচ্য হাদিসটি বিবেচনায় নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। কারণ আল্লাহ তায়ালা পরকালে মানুষের সব কাজের নিয়তের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন। মানুষ যদি সৎ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে তার পুরস্কার লাভ করবে। নেক নিয়তে কাজ করে ব্যর্থ হলেও সে তার জন্য পুরস্কার পাবে। আর মানুষ যদি মন্দ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে শাস্তি ভোগ করবে। এমনকি খারাপ উদ্দেশ্যে ইবাদত করলেও কিংবা ভালো কাজ করলেও তাতে কোনো সাওয়াব হয় না। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ফিরোজ সাহেবের সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষার পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ ইমাম সাহেবের উদ্বৃত্ত আয়াতটি পবিত্র কুরআনের সূরা আত-তীনের অন্তর্ভুক্ত।

সূরা আত্-তীনে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরা থেকে আমরা জানতে পারি, মানুষ সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম সৃষ্টি। মানুষকে পথিবীর সকল কিছুর উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। আর এ শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে হলে মানুষকে অবশ্যই সৎকর্মশীল হতে হবে। কেননা মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সৎকর্মের ওপর নির্ভরশীল। অসৎকর্ম করলে মানুষ মনুষ্যত্বের স্তর থেকে পশুত্বের স্তরে নেমে যায়, যা ইমাম সাহেবের উদ্ধৃত আয়াতটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইমাম সাহেব মুসল্লিদের জিজ্ঞেস করেছিল সৃষ্টির মধ্যে গঠনের দিক দিয়ে সুন্দরতম কী? পরে মুসল্লিরা দুই রকম উত্তর দিয়েছিল। তখন ইমাম সাহেব সূরা আত্-তীনের আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে অতি উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি।' মানবজীবনে সূরা আত্-তীনের শিক্ষা অপরিসীম। সূরা আত্-তীনের আলোকে আমরা জানতে পারি, আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি শেষ বিচারের দিন সকল মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। সৎকর্মশীলগণ পরকালে অশেষ ও অফুরন্ত পুরস্কার লাভ করবেন। অন্যদিকে যারা অসৎকাজে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সূরা আত্-তীনের শিক্ষা ও তাৎপর্য অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৬ জনাব ফরিদ সাহেব একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি সালাত, সাওম পালনে কোনোরূপ অনীহা প্রকাশ করেন না। আবার গত বছর হজও পালন করেছেন। নাফিসাকে তার বাবা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য হেফজখানায় ভর্তি করেছিলেন। সে এখন একজন কুরআনের হাফেজা। হেফজ করার পাশাপাশি তিনি ফিকাহ্ ও তাফসির শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেছেন।

ক. সালাত কী? ১

খ. তাকরিরি হাদিস বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব ফরিদ সাহেবের কার্যক্রমে কোন প্রকারের ইবাদত আদায় হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাফিসার কর্মে কোন ইলম অর্জিত হয়েছে তা চিহ্নিতপূর্বক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়ত নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহর প্রার্থনা করাকেই সালাত বলা হয়।

খ তাকরিরি অর্থ মৌন সম্মতি জ্ঞাপক। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমোদনসূচক হাদিসই হলো তাকরিরি হাদিস। অর্থাৎ সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে কোনো কথা বলেছেন কিংবা কোনো কাজ করেছেন কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) তা নিজে করেননি এবং তাতে বাধাও দেননি বরং মৌনতা অবলম্বন করে তাতে সম্মতি বা অনুমোদন দিয়েছেন। এরূপ অবস্থা বা বিষয়ের বর্ণনা যে হাদিসে এসেছে সে হাদিসকে তাকরিরি বা সম্মতিসূচক হাদিস বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব ফরিদ সাহেবের কার্যক্রমে ফরজ ইবাদত বা হাক্কুল্লাহ আদায় হয়েছে। যা শারীরিক, আর্থিক, আর্থিক ও শারীরিক পর্যায়ের ইবাদত।

জনাব ফরিদ সাহেবের কর্মকাণ্ডে হাক্কুল্লাহ তথা আল্লাহর হক সম্পর্কিত ইবাদত আদায় হয়েছে।

মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল্লাহ বলে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য অনেক ধরনের ইবাদত (কাজ) করি। সেগুলোর মধ্যে কিছু ইবাদত শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট, এগুলো হলো হাক্কুল্লাহ। যেমন– সালাত (নামায) কায়েম করা, সাওম (রোযা) পালন ও হজ করা ইত্যাদি, যা ফরিদ সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, জনাব ফরিদ সাহেব একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি সালাত, সাওম পালনে কোনোরূপ অনীহা প্রকাশ করেন না। এছাড়া গত বছর তিনি হজও পালন করেছেন। ফরিদ সাহেবের আদায়কৃত ইবাদাতগুলো যথা– সালাত, সাওম ও হজ মূলত হাক্কুল্লাহ এর অন্তর্গত। এসব কাজ করার পূর্বে প্রত্যেক মানুষকে অন্তর থেকে যা বিশ্বাস করতে হবে তা হলো– আল্লাহ আছেন, তিনি এক ও অদ্বিতীয় , তাঁর কোনো শরিক (অংশীদার) নেই, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। তাঁর আদেশেই পৃথিবীর সবকিছু আবার ধ্বংস হবে। আমাদের জীবন-মৃত্যু সবই তাঁর হাতে। পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। তাঁর হাতেই সকল সৃষ্টির রিজিক। আমরা তাঁরই ইবাদতকারী। তিনি ব্যতীত উপাসনার উপযুক্ত আর কেউ নেই। এ সবকিছু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা ও স্বীকার করাই হলো বান্দার উপর আল্লাহর হক। তাই বলা যায়, ফরিদ সাহেবের কার্যক্রমে ইবাদতের প্রথম প্রকার তথা হাক্কুল্লাহ আদায় হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নাফিসা কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ফিকাহ ও তাফসির শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেছেন।

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব এত বেশি যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাজিলের সূচনা করেছেন اِقْرَأْ (পড়ুন) শব্দ দ্বারা। ইলম অর্জনের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ অর্থাৎ, 'পড়ুন, আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন' (সূরা আলাক : আয়াত-১)। সুতরাং পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন হয় বিধায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে এবং পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে জ্ঞান চর্চা অপরিহার্য। জ্ঞানবান ব্যক্তি ও জ্ঞানহীন ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না। জ্ঞান জ্ঞানীর মর্যাদা সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করে। যেমন : মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা সমুন্নত করবেন'। (সূরা আল-মুজাদালা : আয়াত-১১)

উদ্দীপকে নাফিসা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার পাশাপাশি ফিকাহ ও তাফসির শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেছে। যা পুরোপুরি দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের সাদৃশ্যপূর্ণ। ইসলাম জ্ঞানার্জনকে সকল মুসলিমের উপর ফরজ (আবশ্যক) করেছে। মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন– طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ অর্থাৎ, 'ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।' (ইবনে মাজাহ)। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায় বা দেশ থেকে একদলকে অবশ্যই ইসলাম ধর্মের জ্ঞানে পন্ডিত হতে হবে, অন্যথায় সকলকেই আল্লাহর নিকট পরকালে কৈফিয়ত দিতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন– 'তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে' (সূরা আত-তাওবা : আয়াত-১২২)।

সুতরাং বলা যায়, দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব অত্যধিক।

প্রশ্ন ▶ ০৭ জনাব জাকির সাহেব একজন ধনী ব্যবসায়ী। তার সম্পদে যে গরিবের হক আছে তা তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন না। এ ব্যাপারে তার বন্ধু শাকিল সাহেব তাকে বললেন শারীরিক ইবাদতের মতো আর্থিকও একটি ইবাদত রয়েছে। যা তোমার উপর ফরজ। জনাব মহিদুল নিয়মিত নামায রোযা করেন। শরিয়তের আহ্কাম পালন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সমাজের অসহায় মানুষের কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। তাদের কোনো খোঁজ-খবর নেন না। একদিন তার প্রতিবেশী বজলুর রহমান বেহুঁশ হয়ে পড়লে ডাক্তার ডাকার জন্য তার কাছে গেলে তিনি ভ্রুক্ষেপ করলেন না।

ক. সাওম কাকে বলে? ১

খ. হজের একটি শিক্ষা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জাকির সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন ফরজ ইবাদতটি লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব মহিদুল এর শেষোক্ত কর্মকাণ্ডে যে ইবাদত লঙ্ঘিত হয়েছে ইসলামের আলোকে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে।

খ ধন-সম্পদ, বর্ণ-গোত্র ও জাতীয়তার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও হজ এসব ভেদাভেদ ভুলিয়ে মুসলমানদের ঐক্যবন্ধ হতে শেখায়। হজ মুসলমানদের আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবন্ধ করে। রাজা-প্রজা, মালিক, ভৃত্য সকলকে সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করায়। একই উদ্দেশ্যে মহান প্রভুর দরবারে উপস্থিত করে সাম্যের প্রশিক্ষণ দেয়। হজ মানুষকে পারস্পরিক সম্প্রীতি শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দিয়ে সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলে। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ শেখায়। পারস্পরিক ভাব ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে মানুষের মাঝে সৌহার্দবোধ জাগ্রত করে।

গ জাকির সাহেবের কর্মকাণ্ডে ইসলামের অন্যতম ইবাদত যাকাত ইবাদতটি লঙ্ঘিত হয়েছে।

ইসলামের চতুর্থ মৌলিক ইবাদত হলো যাকাত। শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। যাকাত শুধু ধনী মুসলমানের উপর আদায় করা ফরজ।

উদ্দীপকে জাকির সাহেব একজন ধনী ব্যবসায়ী। তার সম্পদে যে গরিবের হক আছে তা তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন না। এ ব্যাপারে তার বন্ধু শাকিল সাহেব তাকে বললেন শারীরিক ইবাদতের মতো আর্থিকও একটি ইবাদত আছে। এতে যাকাতের তাৎপর্য প্রকাশ পেয়েছে। যাকাতের শিক্ষা ও তাৎপর্য হলো, যাকাত সামাজিক নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি সমাজের মানুষের মধ্যকার সম্পদের বৈষম্য দূর করে। সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। যাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি। যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ফলে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়। সম্পদের ভারসাম্য বজায় থাকে। ধনী-গরিব বৈষম্য দূর হয়। যাকাতব্যবস্থার ফলে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয়ে দরিদ্র লোকদের হাতে যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ, যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশীলদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। (সূরা আল-হাশর : আয়াত-৭)

সুতরাং বলা যায়, যাকাত প্রদান করা দরিদ্রের প্রতি ধনী লোকের কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়; বরং যাকাত হলো দরিদ্র লোকের প্রাপ্য অধিকার। অতএব প্রত্যেক সম্পদশালী মুসলিম ব্যক্তির উচিত স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করা এবং অসহায় লোকদের অভাব মোচনে ভূমিকা রাখা।

ঘ জনাব মহিদুলের শেষোক্ত কর্মকাণ্ডে হাক্কুল ইবাদ লঙ্ঘিত হয়েছে। মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হক বা অধিকার রক্ষা বা আদায় করাই হলো হাক্কুল ইবাদ। যেমন– অন্যের ক্ষতি না করা, প্রতারণা না করা, অন্যের অর্থ ভোগ না করা, গিবত না করা, অসহায়কে সাহায্য করা ইত্যাদি, যা মহিদুলের শেষোক্ত কর্মকাণ্ডে দেখা যায় না।

উদ্দীপকে জনাব মহিদুল নিয়মিত নামায, রোযা করেন। কিন্তু সমাজের অসহায় মানুষদের সাহায্য সহযোগিতা করে না। এরূপ কর্মকাণ্ডে হাক্কুল ইবাদ লঙ্ঘিত হয়। বান্দার হক পালন বা মানবসেবা মানুষের উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি মানুষের সেবা করেন তিনি মহৎপ্রাণ। মানুষের অধিকার রক্ষা ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (তিরমিযী) অন্য হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, "কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে সেই সবচেয়ে বেশি অভাবী হবে, যে দুনিয়াতে সালাত, সিয়াম, যাকাত ও আদায় করে আসবে এবং সঙ্গে সেই লোকেরাও আসবে যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারও সাথে অপরাধ করেছে, কারো মাল-সম্পদ মেরেছে। সুতরাং এই হকদারকে তার নেকি দেওয়া হবে। আবার ঐ হকদারকেও (পূর্বোক্ত হকদার যার ওপর জুলুম করেছিল) তার নেকি নেওয়া হবে। এভাবে পরিশোধ করতে গিয়ে যদি তার (প্রথম ব্যক্তির) নেকি শেস হয়ে যায়, তবে তাদের পরের হকদারের গুনাহসমূহ ঐ ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতৎপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (সহীহ মুসলিম)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর হক সম্পূর্ণরূপে আদায় করার পরও শুধু বান্দার হক নষ্ট করার কারণে চিরস্থায়ী শান্তির মুখোমুখি হতে পারে। এ কারণে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক রক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৮ দশম শ্রেণির ছাত্র মিশকাত বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে, শিক্ষকদের সম্মান করে এবং সুন্দরভাবে পড়াশুনা করে। জনাব আসিফ সাহেব একজন সৎ ব্যবসায়ী। তার সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। তাঁর স্ত্রী মাঝে-মধ্যে বিরক্ত হয়ে অতিরিক্ত মুনাফার জন্য পণ্যে ভেজাল ও ওজনে কম দেওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু আসিফ সাহেব এ ব্যাপারে রাজী হন না।

ক. "আখলাকে হামিদাহ্" কী? ১
খ. "লজ্জাশীলতা ইমানের একটি শাখা"– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মিশকাতের কাজকর্মে আখলাকে হামিদার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে জনাব আসিফ সাহেবের স্ত্রীর পরামর্শে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা বর্জনের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব চরিত্রের সুন্দর, নির্মল ও মার্জিত গুণাবলিকে আখলাকে হামিদাহ বলে।

খ 'লজ্জাশীলতা ইমানের একটি শাখা'– কেননা পূত-পবিত্রতা ও শালীনতার অন্যতম বিষয় হলো লজ্জাশীলতা। লজ্জাশীলতা মানুষকে শালীন হতে সাহায্য করে। চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, আচার-আচরণে লজ্জাশীল হওয়ার মাধ্যমে মানুষের মান-সম্মান সুরক্ষিত থাকে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরকালে মুক্তি পাওয়া যায়।

গ মিশকাতের কাজকর্মে আখলাকে হামিদার 'কর্তব্যপরায়ণতা' গুণটি ফুটে উঠেছে।

কর্তব্যপরায়ণতা মানুষের একটি অপরিহার্য গুণ। মানুষের সার্বিক উন্নতি ও সফলতার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। এ গুণটি মিশকাতের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে মিশকাতের কাজকর্মে দেখা যায়, সে বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে, শিক্ষকদের সম্মান করে এবং সুন্দরভাবে পড়াশুনা করে। এভাবে সে তার দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকা, সময়মতো সুন্দর ও সুচারুভাবে এগুলো পালন করা এবং এক্ষেত্রে কোনোরূপ অবহেলা বা উদাসীনতা প্রদর্শন না করাকেই কর্তব্যপরায়ণতা বলে। আর এটি আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ। এ গুণের কারণেই মিশকাত যথাযথভাবে তার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে পেরেছে।

সুতরাং বলা যায়, মিশকাত এর মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতা গুণটি বিদ্যমান।

ঘ জনাব আসিফ সাহেবের স্ত্রীর পরামর্শে 'প্রতারণা' বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

ইসলামি পরিভাষায় প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার উপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলে। প্রতারণা নানাভাবে হয়। যেমন : ওজনে কম দেওয়া; পণ্যদ্রেব্যের দোষ গোপন করা; ভালো জিনিস দেখিয়ে বিক্রির সময় খারাপ জিনিস দিয়ে দেওয়া; পরীক্ষায় নকল করা ইত্যাদি। প্রতারণা করার দ্বারা দুটো পাপ হয়। একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। তাই সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা আবশ্যক। প্রকৃত মুমিন কখনো প্রতারণা করতে পারে না। কেননা রাসুল (সা.) বলেন– مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا অর্থাৎ, 'যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়' (তিরমিযি)। তাই আমাদের প্রতারণা থেকে দূরে থাকা দরকার। এছাড়াও প্রতারণা একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ, যা দ্বারা সমাজের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়। সমাজে শত্রুতা জন্ম নেয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতারণাকারী দুনিয়াতেও ঘৃণিত, লজ্জিত ও অপদস্থ হয়। আর আখিরাতেও তার জন্য রয়েছে দুর্ভোগ ও ধ্বংস।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আসিফ সাহেবের স্ত্রীর আচরণ প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত, যা তার বর্জন করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ মাসুদ সাহেব সবার সাথে কথাবার্তায়, কাজকর্ম ও আচার-আচরণে সততার নীতি অবলম্বন করেন। বর্তমানে তিনি মানুষের কাছে বিশ্বস্ত এক ব্যক্তি। মামুন সাহেব কোনো একটি কাজের জন্য অফিসে গেলে অফিসের কর্মকর্তা তাকে জানান, কেবল আসিফ ফি দিয়ে কোনো কাজ হবে না। কাজ সম্পাদন করতে গেলে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হবে।

ক. "আখলাকে যামিমাহ" কী? ১
খ. "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মাসুদ সাহেবের আচরণে আখলাকের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অফিসের কর্মকর্তার বক্তব্য চিহ্নিতপূর্বক উহার কুফল ও পরিণতি বর্ণনা কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব চরিত্রের মন্দ ও নিন্দনীয় স্বভাবগুলোই হলো আখলাকে যামিমাহ।

খ ফিতনা-ফাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি বোঝায়।
যে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ প্রসার লাভ করে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। সমাজের ঐক্য সংহতি বিনষ্ট হয়। এরূপ সমাজে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান পালন ও উদ্‌যাপন করতে পারে না। এককথায় ফিতনা ফাসাদের ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে আসে চরম অমানিশা। এজন্যই আল্লাহ বলেন, 'ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।'

গ মাসুদ সাহেবের আচরণে 'সত্যবাদিতা' বা সততার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। তার এ কাজটি আখলাকে হামিদার অন্তর্ভুক্ত।
সাধারণভাবে সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদিতা বলা হয়। সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ আস-সিদক। এটি মানবজীবনের একটি মহৎ বৈশিষ্ট্য। প্রকৃত মুমিনের অন্যতম গুণ হলো সত্যবাদিতা। জনাব মাসুদের মধ্যে এ মহৎ গণটির প্রতিফলন ঘটেছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, মাসুদ সাহেব সবার সাথে কথাবার্তায়, কাজকর্ম ও আচার-আচরণে সততার নীতি অবলম্বন করেন এবং মানুষের নিকট তিনি একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি। মূলত এগুলো সত্যবাদিতার বহিঃপ্রকাশ। মানবজীবনে সততার প্রভাব ও সুফল সীমাহীন। এটি মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে, পাপাচার ও অশালীন কাজ হতে বিরত রাখে। সততার কারণে ব্যক্তি কোনো প্রকার অন্যায়-অত্যাচার করতে পারে না। মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না, অন্যায়কে মুখবুজে সহ্য করতে পারে না। এজন্যই বলা হয়– Honesty is the best policy. অর্থাৎ, 'সততাই সর্বোত্তম পন্থা।' সততা মানবজীবনে সাফল্য ও মুক্তি এনে দেয়। রাসুল (সা.) এ সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন, 'সত্যবাদিতা মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে।' সততার কারণে মানুষ দুনিয়াতে সম্মানিত হয় এবং মর্যাদা লাভ করে এবং আখিরাতে জান্নাত প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেন, 'এই তো সেই দিন যেদিন সত্যবাদীদের তাদের সততা বিশেষ উপকারে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।' (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-১১৯)
মহানবি (সা.) সততার পথ অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা সত্যবাদী হও। কেননা সত্য পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের পথে পরিচালিত করে' (বুখারী ও মুসলিম)। অন্য একটি হাদিসে আছে, একবার মহানবি (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো কী আমল করলে জান্নাতবাসী হওয়া যায়? জবাবে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'সত্য কথা বলা।' (মুসনাদে আহমাদ)
পরিশেষে বলা যায়, মাসুদ সাহেবের সততা অবলম্বন দুনিয়া ও আখিরাতে তার কল্যাণ বয়ে আনবে। তাই আমাদের সবার সৎ হওয়া উচিত।

ঘ অফিসের কর্মকর্তার বক্তব্যে ঘুষ আদান-প্রদানের বিষয়টি চিহ্নিত হয়েছে। এর কুফল ও পরিণতি ভয়াবহ।
ঘুষ অত্যন্ত জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধ। এর কুফল ও অপকারিতা অত্যন্ত ভয়াবহ। সুদ মানবসমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। ধনী আরও ধনী হয়। গরিব আরও গরিব হয়। ফলে সমাজের মধ্যে শ্রেণিভেদ গড়ে উঠে। পারস্পরিক মায়া-মমতা, ভালোবাসা ও সহযোগিতার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুদের কারণে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। লোকেরা বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না; বরং সম্পদ অনুৎপাদনশীলভাবে সুদি কারবারে লাগায়। ফলে দেশের বিনিয়োগ কমে যায়, জাতীয় উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়।
উদ্দীপকের বর্ণনানুযায়ী মামুন সাহেব কোনা একটি কাজের জন্য অফিসে গেলে অফিসের কর্মকর্তা তাকে জানান, কেবল অফিস ফি দিয়ে কোনো কাজ হবে না। কাজ সম্পাদন করতে গেলে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হবে। কর্মকর্তার এ জাতীয় বক্তব্যে ঘুষ গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। কেননা অফিসে কারও কোনো কাজ আটকে রেখে তার কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সুদ ও ঘুষের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। ধর্মীয় দিক থেকেও এর কুফল অত্যন্ত ব্যাপক। সুদ-ঘুষের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম বা অবৈধ। আর হারাম কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। যার শরীর হারাম খাদ্যে গঠিত, যার পোশাক পরিচ্ছদ হারাম টাকায় অর্জিত এরূপ ব্যক্তির কোনো ইবাদত কবুল হয় না, এমনকি তার কোনো দোয়াও আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারী যেমন মানুষের নিকট ঘৃণিত তেমনি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর নিকটও ঘৃণিত। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীকে অভিসম্পাত করেন, লানত দেন।
সুতরাং বলা যায়, সুদ ও ঘুষ উভয়ই জঘন্যতম সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধ এবং এটি আল্লাহর কাছে অমার্জনীয়। তাই সকলের এগুলো থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ১০ "কোভিড-১৯ বাংলাদেশ" শীর্ষক আলোচনায় প্রধান অতিথি চিকিৎসায় মুসলমানদের অবদান প্রসঙ্গে একজন মনীষীর জীবনী তুলে ধরেন, যাকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিশারি মনে করা হয়। অপরদিকে মেডিকেল ছাত্র অনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি গ্রন্থে হাম, শিশু-চিকিৎসা, নিউরোসাইকিয়াট্রিক ইত্যাদি চিকিৎসা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লাভ করেন। যা শুনে সবাই অভিভূত হন।

ক. "আইয়্যামে জাহিলিয়্যা" কী? ১
খ. 'আল বিরুনি'-কে মহামান্য শিক্ষক বলা হয় কেন? ২
গ. প্রধান অতিথি যে মনীষীর কথা উল্লেখ করেছেন তা চিহ্নিত করে পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অনিকের উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর লেখক কে? শল্যচিকিৎসায় তার অবদান নিরূপণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের লোকেরা নবি ও রাসুলদের শিক্ষা ভুলে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। তাই সে যুগকে আইয়্যামে জাহিলিয়্যা বলে।

খ আল বিরুনি অত্যন্ত মৌলিক ও গভীর চিন্তাধারার অধিকারী বড় দার্শনিক ছিলেন। গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, পদার্থ, রসায়ন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তিনি পারদর্শী ছিলেন। এছাড়া তিনি প্রসিদ্ধ ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক পঞ্জিকাবিদ, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ ও ধর্মতত্ত্বের নিরপেক্ষ বিশ্লেষক ছিলেন। স্বাধীন চিন্তা, মুক্ত বুদ্ধি, সাহসিকতা, নির্ভীক সমালোচনা ও সঠিক মতামতের জন্য তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি আল উসতাদ (মহামান্য শিক্ষক) নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

গ প্রধান অতিথি মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনে সিনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিশারি হিসেবে খ্যাত।
চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি অনন্য নাম হলো ইবনে সিনা। তিনি দশ বছর বয়সে কুরআন হিফজ করেন। তিনি মুসলিম জগতের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মহান মনীষীরই ইঙ্গিত রয়েছে।

উদ্দীপকে প্রধান অতিথি মধ্যযুগের এমন একজন কুরআনে হাফিজের কথা বলেন যিনি চিকিৎসাক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রাখেন। আর এ অবদানের জন্য তাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশেষ করে শল্যচিকিৎসার দিশারি মনে করা হয়। ইবনে সিনার ক্ষেত্রেই এ তথ্যগুলো প্রযোজ্য। কারণ তার রচিত 'আল-কানুন ফিত-তিবব' চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি অমর গ্রন্থ। চিকিৎসাশাস্ত্রে এর সমপর্যায়ের কোনো গ্রন্থ আজও দেখা যায় না। এতে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের আশ্চর্য রকম সমাবেশ রয়েছে। চিকিৎসায় তার অসাধারণ অবদানের জন্য তাকে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসাপ্রণালি এবং শল্যচিকিৎসার দিশারি মনে করা হয়। সুতরাং বলা যায় যে, প্রধান অতিথির বক্তব্য ইবনে সিনার প্রতিই ইঙ্গিত করে।

ঘ অনিকের উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর লেখক হলেন আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আল রাযি। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসাবিদ ছিলেন।
শল্যচিকিৎসায় আল রাযি ছিলেন তৎকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর অস্ত্রোপচার পদ্ধতি ছিল গ্রিকদের থেকেও উন্নত। তিনি মোট দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে শতাধিক হলো চিকিৎসা বিষয়ক।

উদ্দীপকে মেডিকেল ছাত্র অনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি গ্রন্থে হাম, শিশু চিকিৎসা, নিউরোসাইকিয়াট্রিক ইত্যাদি সম্পর্কে বলছিল। এ থেকে বোঝা যায়, এটি আল রাযির গ্রন্থ। তিনি বসন্ত ও হাম রোগের উপর 'আল্ জুদাইরি ওয়াল হাসবাহ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মৌলিকত্ব দেখে চিকিৎসা বিজ্ঞানের লোকেরা খুব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তাঁর আরেকটি গ্রন্থের নাম হলো আর মানসুরি। এটি ১০ খন্ডে রচিত। এ গ্রন্থ দুটি আল রাযিকে চিকিৎসাশাস্ত্রে অমর করে রেখেছে। তিনি হাম, শিশু চিকিৎসা, নিউরোসাইকিয়াট্রিক ইত্যাদি চিকিৎসা সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। আল মানসুরি গ্রন্থে তিনি এনাটমি, ফিজিওলজি, ঔষধ, স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি, চর্মরোগ ও প্রসাধন দ্রব্য, শল্যচিকিৎসা, বিষ, জ্বর ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করেন। তিনি ৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, চিকিৎসাবিজ্ঞানে আল রাযির অবদান অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১১ **প্রেক্ষাপট-১ :** জনাব কবিরের বাসায় একটি ইয়াতিম মেয়ে কাজ করে। নিজেরা খাওয়ার সময় তাকে ছেলে-মেয়েদের সাথে একসঙ্গে বসে খাওয়ায়। পরিবারের পোশাক ক্রয়ের সময় তার জন্য একই মানের পোশাক ক্রয় করেন।

প্রেক্ষাপট-২ : জনাব সগির সাহেব নিজ এলাকার চেয়ারম্যান। তাঁর এলাকার লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে কিছু স্থানীয় আইন প্রণয়ন করেন। যেমন– কেউ চুরি, সন্ত্রাসী ও মাদক চোরাচালানী কাজে জড়িত হলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ বলে গণ্য হবে। তার অপরাধের জন্য গোটা সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। এছাড়াও এলাকায় মাদক, হত্যা ও রক্তপাত ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ক. গিবত কী? ১
খ. হযরত উমর (রা.)-কে 'ফারুক' বলা হয় কেন? ২
গ. প্রেক্ষাপট-১ এর সাথে মহানবি (স.)-এর জীবনের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রেক্ষাপট-২, এ উল্লিখিত ঘটনাটি মহানবি (স.)-এর জীবনের কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তা চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক গিবত হলো পরনিন্দা করা। অর্থাৎ অন্যের দোষত্রুটি জনসম্মুখে প্রকাশ করা।

খ হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পর মহানবি (সা.)-কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ইসলাম যদি সত্য হয় তাহলে আর গোপন নয়, এখন থেকে আমরা প্রকাশ্যে কাবার সামনে সালাত আদায় করব। মহানবি (সা.) তাতে খুশি হয়ে তাঁকে 'ফারুক' (সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী) উপাধি দেন। তাই তাঁকে ফারুক বলা হয়।

গ প্রেক্ষাপট-১ এর সাথে মহানবি (সা.)-এর জীবনের বিদায় হজের ভাষণের উপদেশাবলির অংশবিশেষের মিল পাওয়া যায়।
মহানবি (সা.) ৬৩২ খ্রি. (দশম হিজরিতে) তাঁর শেষ হজের নবম তারিখে আরাফাতের ময়দানে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তা আমাদের নিকট বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত। 'জাবালে রহমত' নামক পাহাড়ে লক্ষ স্রোতার সামনে সেদিনকার ভাষণ আজও মানবতা ও নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ আইনি ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা রাখছে। সেই নির্দেশনারই একটি দিক কবির সাহেব অনুসরণ করেছেন।
বিদায় হজের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দুটি নির্দেশ ছিল। যথা : ১. হে বিশ্বাসিগণ! স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তেমনই তোমাদের উপর তাদের অধিকার রয়েছে এবং ২. দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তোমরা যা আহার করবে ও পরিধান করবে তাদেরকেও তা আহার করাবে ও পরিধান করাবে। তারা যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে। তবুও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতো মানুষ।
উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব কবিরের বাসায় একটি ইয়াতিম মেয়ে কাজ করে। নিজেরা খাওয়ার সময় তাকে ছেলে-মেয়েদের সাথে একসঙ্গে বসে খাওয়ায়। পরিবারের পোশাক ক্রয়ের সময় তার জন্য একই মানের পোশাক ক্রয় করেন। যা রাসুল (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

ঘ প্রেক্ষাপট-২, এ উল্লিখিত ঘটনাটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে মহানবি (সা.)-এর জীবনের অন্যতম একটি পরিকল্পনা 'মদিনার সনদ' বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।
রাসুল (সা.) প্রণীত মদিনা সনদ মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। এ সনদে মোট ৪৭টি ধারা ছিল। এসব ধারার সবগুলো ছিল মদিনাবাসীর অনুকূলে। এ সনদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাসুল (সা.) বিশৃঙ্খল মদিনাবাসীকে ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করেছিলেন। এ সনদেরই কিছু ধারা প্রেক্ষাপট-২ এ বর্ণিত হয়েছে।
মদিনা ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের আবাস। মহানবি (সা.) সব গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে 'মদিনা সনদ' প্রণয়ন করেন। এই সনদের মোট ৪৭টি ধারার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো– সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলমান, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিক সম্প্রদায়সমূহ সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। মহানবি (সা.) হবেন প্রজাতন্ত্রের প্রধান এবং প্রধান বিচারপতি। সবাই নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে এবং বহিঃশত্রু দ্বারা মদিনা আক্রান্ত হলে সবাই সম্মিলিতভাবে শত্রুর মোকাবিলা করবে এবং প্রত্যেকে স্ব-স্ব গোত্রের যুদ্ধভার গ্রহণ করবে। ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এই মদিনা সনদে ইসলাম ও মহানবি (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে। মদিনা সনদের ফলে মুসলমানরা একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিজ ধর্ম পালন ও প্রচারের সুযোগ লাভ করে। এছাড়া মদিনা সনদের কারণে ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের সমীহ করতে বাধ্য হয়। সর্বোপরি মদিনা সনদের প্রভাবে মদিনার গোত্রীয় যুদ্ধভাব প্রশমিত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এ সনদের প্রভাব অপরিসীম।

বরিশাল বোর্ড–২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. ইমান শব্দের অর্থ কী?
ⓚ বিশ্বাস করা ⓚ আত্মসমর্পণ করা
ⓖ একত্ববাদ ⓖ বিশ্বাসমালা

২. 'সিলমুন' অর্থ কী?
ⓚ নির্ভর করা ⓚ সুপারিশ করা ⓖ শান্তি ⓖ বিধান

৩. চরম জুলুম কোনটি?
ⓚ শিরক ⓚ কুফর ⓖ নিফাক ⓖ ফিতনা

৪. কোন ইবাদত মানুষকে বিশেষভাবে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে?
ⓚ সালাত ⓚ হজ ⓖ সাওম ⓖ যাকাত

৫. মদিনা সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়গুলো হলো–
i. ইহুদি ও খ্রিস্টান ii. কুরাইশ ও কাফের
iii. মুসলিম ও পৌত্তলিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

৬. মি. 'ক' মনে করে বৃষ্টিবর্ষণের জন্য আল্লাহ তায়ালার ইসরাফিল (আ.)-এর সাহায্য প্রয়োজন হয়।
ⓚ তাওহিদে বিশ্বাস ⓚ রিসালাতে বিশ্বাস
ⓖ তকদিরে বিশ্বাস ⓖ আখিরাতে বিশ্বাস

৭. ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় কোনটি?
ⓚ তকদির ⓚ তাওহিদ ⓖ রিসালাত ⓖ আখিরাত

৮. মুহাম্মদ (স.) এর কোন বিষয়টি হযরত খাদিজা (রা.)-কে মুগ্ধ করেছিল?
ⓚ শিক্ষা ⓚ অভিজ্ঞতা ⓖ সৌন্দর্য ⓖ উত্তম চরিত্র

☐ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৯ ও ১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মি. 'ক' প্রায়ই সূর্যাস্তের পর তিন রাকাতবিশিষ্ট বাধ্যতামূলক সালাত ছেড়ে দেয়। অপরদিকে তার বন্ধু মি. 'খ' একদিন সালাত আদায়কালে রুকু থেকে সরাসরি সিজদায় চলে যায়।

৯. মি. 'ক' শরিয়তের কোন বিধান লঙ্ঘন করেন?
ⓚ ফরজে আইন ⓚ ফরজে কেফায়া
ⓖ ওয়াজিব ⓖ সুন্নাত

১০. মি. 'খ' এর করণীয় হলো–
i. সাহু সেজদা দেওয়া ii. পুনরায় সালাত আদায় করা
iii. বাকী সালাত শেষ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১১. সুন্নাত অর্থ কী?
ⓚ নিয়ম ⓚ বাণী ⓖ কর্তব্য ⓖ পছন্দনীয়

১২. পরকালের প্রবেশদ্বার কোনটি?
ⓚ কিয়ামত ⓚ হাশর ⓖ কবর ⓖ মৃত্যু

১৩. কোন ইবাদতের হিসাব সর্বপ্রথম দিতে হবে?
ⓚ সালাত ⓚ সাওম ⓖ যাকাত ⓖ হজ

১৪. আমানতের বিপরীত কী?
ⓚ ফাসাদ ⓚ খিয়ানত ⓖ হাসাদ ⓖ ফিতনা

১৫. ওজনে কম দেওয়া এক ধরনের–
ⓚ সুদ ⓚ ফাসাদ ⓖ ঘুষ ⓖ প্রতারণা

১৬. অন্যের উন্নতি ও সুখ ধ্বংস কামনা করাকে কী বলে?
ⓚ গিবত ⓚ হিংসা ⓖ সুদ ⓖ ঘুষ

১৭. হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় কীসের দ্বারা?
ⓚ তাওয়াফ ⓚ সাঈ ⓖ ইহরাম ⓖ দম

১৮. জনাব 'ক' একটি অফিসের কর্মকর্তা। তিনি সেবা প্রার্থীদের নিকট থেকে বাড়তি অর্থ আদায় করেন। জনাব 'ক' এর কাজটি কী হিসেবে গণ্য হবে?
ⓚ সুদ ⓚ ঘুষ ⓖ ফিতনা ⓖ ফাসাদ

☐ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জাহিদ ও তার বন্ধুরা মিলে শুক্রবার মুসুল্লীদের নিকট থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ করে। সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত এলাকার মানুষের মাঝে তা বিতরণ করে। জাহিদের সহপাঠী শফিক। শফিকের নিকট তার এক বন্ধু একটি ল্যাপটপ জমা রেখে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যায়। বন্ধু বাড়ি থেকে ফিরে এসে ল্যাপটপটি ফেরত চায়। কিন্তু শফিক ল্যাপটপ ফেরত দিতে অস্বীকার করে।

১৯. জাহিদ ও তার বন্ধুদের ভূমিকাটি কীসের শামিল?
ⓚ তাকওয়া ⓚ ওয়াদা পালন
ⓖ মানবসেবা ⓖ সত্যবাদিতা

২০. শফিকের কর্মকাণ্ডের ফলে সে–
i. মানুষের আস্থা হারাবে ii. ইমান হারা হবে
iii. দুনিয়ার জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২১. যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন, তাকে কী বলে?
ⓚ মুমিন ⓚ মুসলিম
ⓖ মুত্তাকি ⓖ সাদিক

২২. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মায়ের নাম কী?
ⓚ আমিনা ⓚ মাইসারা
ⓖ হানতামা ⓖ হালিমা

২৩. যে ঋণ কোনো লাভ নিয়ে আসে তাকে কী বলে?
ⓚ ঘুষ ⓚ রিবা
ⓖ ফিতনা ⓖ ফাসাদ

২৪. হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়–
ⓚ কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার জন্য
ⓚ সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করার জন্য
ⓖ মিরাজের ঘটনা বিশ্বাসের কারণে
ⓖ রাসূল (স.)-এর শ্বশুর হওয়ার জন্য

২৫. কোথায় আঙ্গুর ও যায়তুন বেশি উৎপাদিত হয়?
ⓚ সিরিয়া ও ফিলিস্তিন ⓚ তায়েফ ও মক্কা
ⓖ খায়বার ⓖ হুনাইন

২৬. মক্কা বিজয়ের দিন মহানবি (স.)-এর প্রতিশোধ না নেওয়ার দ্বারা কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়?
ⓚ সন্ধি ⓚ ক্ষমা
ⓖ বন্ধন ⓖ ভালোবাসা

২৭. মহানবি (স.) বলেন "আমি শেষ নবি, আমার পরে কোনো নবি আসবে না।"– এটি কোন প্রকারের হাদিস?
ⓚ কুদসি ⓚ মারফু ⓖ কাওলি ⓖ ফি'লি

২৮. জনাব 'গ' একটি শিল্পকারখানার মালিক। শ্রমিকরা প্রতিবছর তার নিকট ঈদ বোনাস দাবি করলে প্রতি বছরই তিনি আগামী ঈদে বোনাস দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ঈদ আসলে তিনি তা বেমালুম ভুলে যান। জনাব 'গ' এর কর্মকাণ্ড কীসের লঙ্ঘন?
ⓚ আমানত রক্ষা ⓚ ওয়াদা পালন ⓖ তাকওয়া অর্জন ⓖ সত্যবাদিতা

২৯. "শল্য চিকিৎসার দিশারী খ্যাত" কোন বিজ্ঞানী মাত্র দশবছর বয়সেই কুরআন হিফজ করেছিলেন?
ⓚ আল-রাজি ⓚ আল-বিরুনি ⓖ ইবনে সিনা ⓖ ইবনে রুশদ

৩০. হযরত উমর (রা.) দক্ষ শাসক ছিলেন। কারণ তিনি–
i. গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন
ii. কৃষি উন্নয়নের জন্য খাল খননের ব্যবস্থা করেন
iii. শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের সুযোগ দেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড–২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল) বিষয় কোড : 1 1 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। শিক্ষক শ্রেণিতে পাঠদানকালে এমন সত্তার পরিচয় নিয়ে আলোচনা করেন, যার সাথে কারো সাদৃশ্য নেই। তিনিই প্রথম, তিনি শেষ। ইমাম সাহেব জুমার আলোচনায় বলেন যারা জান্নাতে যাবে তারা সবাই একটি সেতু অতিক্রম করে জান্নাতে যাবে। সেতু পারাপারের বিষয়টি আমলের উপর নির্ভর করবে।
ক. শাফায়াত কী? ১
খ. দুনিয়াকে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শিক্ষক শ্রেণিতে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইমাম সাহেব পরকালের কোন স্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন তা চিহ্নিত করে ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২। জনাব আশরাফ সাহেবের একমাত্র সন্তান লাবিদ। সে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পর তার পিতা স্থানীয় একটি মাজারে গরু মানত করে ছেলের সুস্থতার জন্য বাবার কাছে প্রার্থনা করলেন। অপরপক্ষে তার বড় ভাই বারাকাত সাহেব কঠোর পরিশ্রম করে ব্যবসা পরিচালনা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন জীবনের উন্নতি ও অবনতি শুধুমাত্র কর্মের উপর নির্ভরশীল।
ক. আকাইদ কী? ১
খ. তাওহীদে বিশ্বাস জরুরি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আশরাফ সাহেবের কর্মকাণ্ডে কী ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব বারাকাত সাহেবের বিশ্বাসে ঈমানের কোন মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করা হয়েছে? এরূপ বিশ্বাসের পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। জনাব ইমন সাহেব একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি তার কর্মস্থলে জনসাধারণের কাজ করে তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেন। অপরদিকে ইমনের স্ত্রী ফারিহা বেগম তার বান্ধবীকে দশ হাজার টাকা দিয়ে মাস শেষে দুই হাজার টাকা অতিরিক্ত গ্রহণ করেন।
ক. আখলাকে হামিদা বলতে কী বুঝ? ১
খ. মানব সেবাকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত বলার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব ইমন সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমার কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ফারিহার কার্যক্রম পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট? তা চিহ্নিত করে এর পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। মাহজাবিন অত্যন্ত সুন্দরী একজন মহিলা। তার সৌন্দর্য দেখে তার ননদ তাবাসসুম বলল, মানুষকে আল্লাহ পাক সবচেয়ে বেশি সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের উচিত তার হুকুম মেনে চলা। অপরপক্ষে সুলতানা সংসারের সকল কাজ সুন্দর করে সম্পাদন করে। কিন্তু অভাবগ্রস্ত লোকেরা কিছু চাইলে তিনি তাদেরকে দেন না। প্রতিবেশী লোকেরা তার কাছে গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় কিছু চাইলে তিনি তাদেরকে সহযোগিতা করেন না।
ক. শানে নুযূল কী? ১
খ. হযরত উসমান (রাঃ) কে জামিউল কুরআন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তাবাসুম এর কথা পাঠ্যবইয়ের কোন সূরার সাথে সম্পৃক্ত? সূরাটির শিক্ষা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুলতানার কর্মকাণ্ড কোন সূরার বিষয়বস্তুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তা চিহ্নিত করে এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। আরিফ সাহেব তার বাড়ির চারপাশে প্রতি বছর ফলের গাছ রোপণ করেন। মানুষ গাছের ছায়ায় বসে আরাম করে, পাখিরা ফল খায়, এতে তিনি আনন্দ অনুভব করেন। জাবির সাহেব তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বিদ্যালয় থেকে বাড়িতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ছেলেটি দেখতে পেল একটি বিড়াল ছানা ড্রেনের ভিতর থেকে বের হতে পারছে না। তাই মিউ মিউ করে ডাকছে। ছেলেটি তার বাবাকে অনুরোধ করল বিড়াল ছানাটিকে উদ্ধার করার জন্য। জাবির সাহেব ছেলের অনুরোধে বিড়াল ছানাটিকে উদ্ধার করেন।
ক. ফরজে আইন কাকে বলে? ১
খ. হারাম বর্জনীয় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. আরিফ সাহেবের কাজটি কী হিসেবে গণ্য হবে? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জাবির সাহেব ও তার ছেলের কাজটি পাঠ্যবইয়ের হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। জনাব আদিল সাহেব আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দৈনিক পাঁচবার একটি ইবাদত পালন করেন। এতে তার শরীর ও মন ভালো থাকে। পক্ষান্তরে মিসেস আদিল বছরের একটি নির্দিষ্ট মাসে পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে রাতের খাবার খেয়ে দিনে সকল প্রকার খানাপিনা থেকে বিরত থাকেন। এর দ্বারা তিনি খোদাভীতি অর্জন করতে চান।
ক. ইবাদত কী? ১
খ. ইলম অর্জন করা ফরজ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আদিল সাহেব কোন ইবাদত পালন করেন? সে ইবাদতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মিসেস আদিলের ইবাদত চিহ্নিত করে এর সামাজিক শিক্ষা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব আকিজ সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি প্রতি বছরে নিজের অর্থ হিসেব করে এর একটি অংশ পৃথক করেন। এ অর্থ দিয়ে অসহায় ও হত দরিদ্র লোকদের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করে দেন।
দৃশ্যকল্প-২ : জনাব ইকবাল সাহেব বছরের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট একটি ইবাদত পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমন করেন। তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি দেখে বলেন এই ইবাদত বিশ্ব মুসলমানদের মহাসম্মেলন।
ক. সত্যবাদিতা কী? ১
খ. হাক্কুল্লাহ বলতে কী বুঝ? ২
গ. জনাব আকিজ সাহেবের কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে দারিদ্র্য বিমোচনে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব ইকবাল সাহেব এর ইবাদত চিহ্নিত করে মুসলমানদের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। ইমাম সাহেব জুমার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আমাদের নবির এমন একজন সাথী ছিলেন যিনি ইসলামের জন্য অকাতরে সবকিছু বিলিয়ে দিতেন। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে সাহায্যের প্রয়োজন হলে তিনি তার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর নবির হাতে তুলে দেন। ইমাম সাহেবের ভাই রফিক সাহেব একজন উপজেলা চেয়ারম্যান। তিনি তার উপজেলায় একজন ন্যায়পরায়ণ সৎ ও জনদরদী চেয়ারম্যান হিসেবে পরিচিত। তার ছেলে নেশাগ্রস্ত হয়ে অনেক প্রহার করায় তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেন। বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় জেলা প্রশাসক বলেন, রফিক সাহেবের মতো ন্যায়পরায়ণ জনপ্রতিনিধি আজ বড়ই প্রয়োজন।
ক. মদিনার সনদ কী? ১
খ. খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনাদর্শ আমাদের জন্য অনুকরণীয়– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ইমাম সাহেব কোন সাহাবির জীবনী আলোচনা করেন তা চিহ্নিত করে ইসলামের খেদমতে তার অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব রফিক সাহেবের ঘটনার সাথে কোন খলিফার জীবনের মিল পাওয়া যায় তা চিহ্নিত করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ঐ খলিফার অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। জাহাঙ্গীর ও ইমরান দুই ভাই। জাহাঙ্গীর সাহেবের জন্মের পূর্বে পিতা মারা যান। তিনি তার চাচার অধীনে লালিত পালিত হন। চাচার সংসারে অভাব থাকায় তিনি চাচার কাজে সাহায্য করতেন। জনাব ইমরান সাহেবকে তার প্রতিবেশী সালমান সাহেব মারাত্মকভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। কিছুদিন পর ইমরান সাহেব প্রতিশোধ নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও তিনি সালমান সাহেবকে ক্ষমা করে দেন।
ক. আইয়ামে জাহিলিয়া কী? '১
খ. হিলফুল ফুযুল গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জাহাঙ্গীর সাহেবের জন্ম ও শৈশবের সাথে যে মহামানবের জীবনের মিল পরিলক্ষিত হয়, সেই মহামানবের শৈশবকাল ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইমরান সাহেবের আচরণে মহানবি (সঃ) এর জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ ফুটে উঠেছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। **প্রেক্ষাপট-১ :** আজহার সাহেব হজে যাওয়ার পূর্বে ইমাম সাহেবের কাছে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ জমা রাখেন। হজ থেকে ফিরে এসে আজহার সাহেব সম্পদ ফিরত চাইলে ইমাম সাহেব যেভাবে পেয়েছিলেন সেভাবে ফেরত দেন।
প্রেক্ষাপট-২ : একজন ফল বিক্রেতা উপরের ভালো-সুন্দর ফল ক্রেতাদেরকে দেখান, কিন্তু বিক্রি করার সময় ভালো ফলের সাথে কয়েকটি ত্রুটিযুক্ত ফল দিয়ে দেন।
ক. গিবত কী? ১
খ. হিংসা সকল নেক আমল নষ্ট করে দেয়– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ইমাম সাহেবের মধ্যে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ফল বিক্রেতার মধ্যে আখলাকে যামিমার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? এর পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। একজন দুধ বিক্রেতা মহিলা তার মেয়েকে দুধের সাথে কিছু পানি মিশানোর কথা বলেন। মেয়ে পানি মিশানো থেকে বিরত থাকলো। মেয়ে তার মায়ের উদ্দেশ্যে বলল, কাজটি সঠিক নয়। কেহ না দেখলেও এমন এক সত্তা রয়েছেন যিনি সবকিছু দেখেন। দুধ বিক্রেতা মহিলার বড় বোন অনিকা একজনের দোষ অন্যজনের নিকট বলে বেড়ায়। অনিকার স্বামী এ ধরনের গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দিয়ে বলেন, "এ ধরনের কাজ মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার মতো জঘন্য অপরাধ"।
ক. হাদিস কী? ১
খ. "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য"– সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দুধ বিক্রেতার মেয়ের আচরণে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অনিকার আচরণটি চিহ্নিত করে তার স্বামীর বক্তব্যটি পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	1	K	2	M	3	K	4	K	5	M	6	K	7	L	8	N	9	N	10	L	11	K	12	N	13	K	14	L	15	N
	16	L	17	M	18	L	19	M	20	L	21	M	22	K	23	L	24	K	25	K	26	L	27	M	28	L	29	M	30	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ শিক্ষক শ্রেণিতে পাঠদানকালে এমন সত্তার পরিচয় নিয়ে আলোচনা করেন, যার সাথে কারো সাদৃশ্য নেই। তিনিই প্রথম, তিনি শেষ। ইমাম সাহেব জুমার আলোচনায় বলেন যারা জান্নাতে যাবে তারা সবাই একটি সেতু অতিক্রম করে জান্নাতে যাবে। সেতু পারাপারের বিষয়টি আমলের উপর নির্ভর করবে।

ক. শাফায়াত কী? ১

খ. দুনিয়াকে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শিক্ষক শ্রেণিতে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইমাম সাহেব পরকালের কোন স্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন তা চিহ্নিত করে ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৩]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে।

খ দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্র।

মানুষ শস্যক্ষেত্রে যেরূপ চাষাবাদ ও পরিচর্যা করে ঠিক সেরূপই ফল লাভ করে। যদি কোনো ব্যক্তি তার শস্যক্ষেত্রের পরিচর্যা না করে তবে সে ভালো ফল লাভ করে না। তদ্রূপ দুনিয়ার কাজকর্মের প্রতিদান আখিরাতে দেওয়া হবে। দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে আখিরাতে মানুষ পুরস্কৃত হবে। আর মন্দ কাজ করলে শাস্তি ভোগ করবে। তাই আখিরাত তথা পরকালীন জীবনে সফলতা লাভের জন্যই বলা হয়েছে, 'দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।'

গ শিক্ষক শ্রেণিতে মহান আল্লাহর পরিচয় তথা তাওহিদ নিয়ে আলোচনা করেন।

ইমানের সাতটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা বিষয় হলো আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রদেয় নিয়ামতের উপর গভীর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা। মুসলিম হতে হলে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং বিশ্বজগতের সবকিছু তাঁরই সৃষ্টি। এগুলোকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষকের বক্তব্যও এই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে।

উদ্দীপকের শিক্ষক পাঠদানকালে মহান সত্তার পরিচয় নিয়ে আলোচনা করেন, যার সাথে কারো সাদৃশ্য নেই। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। বিশ্বজগৎ ও তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই তার সৃষ্টি। আল্লাহ তায়ালা বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ উপকৃত হয় এবং পৃথিবীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। তিনি নদী ও সাগর সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ মাছ ও পানি পেতে পারে। তিনি পাহাড় সৃষ্টি করেছেন যাতে পৃথিবী ভেঙে না পড়ে। তিনি আকাশকে সৃষ্টি করেছেন যাতে ছাদরূপে মানুষ বিচরণ করতে পারে। এসব সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার কুদরত আর অসীম ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে।

পরিশেষে বলা যায়, তার এই বক্তব্যে মহান আল্লাহর পরিচয় তথা তাওহিদ ফুটে উঠেছে।

ঘ ইমাম সাহেব পরকালের পুলসিরাত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। যা নিঃসন্দেহে সত্য।

সিরাত এর শাব্দিক অর্থ পথ, রাস্তা, পুল, সেতু ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের ভাষায় সিরাত হলো হাশরের ময়দান হতে জান্নাত পর্যন্ত জাহান্নামের উপর দিয়ে চলমান একটি উড়াল সেতু। (তিরমিযি)। এ সেতু পার হয়ে নেক আমলকারী বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আখিরাতে সকল মানুষকেই এ সেতুতে আরোহণ করে তা অতিক্রম করতে হবে। সিরাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" (সূরা মার্ইয়াম, আয়াত : ৭১)

এ সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেন –

يُوْضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ

অর্থ : "জাহান্নামের উপর সিরাত স্থাপিত হবে।" (মুসনাদে আহমাদ) ইমাম সাহেবের আলোচনায় এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে ইমাম সাহেব বলেন– যারা জান্নাতে যাবেন তারা সবাই একটি সেতু অতিক্রম করে জান্নাতে যাবে। সেতু পারাপারের বিষয়টি আমলের উপর নির্ভর করবে। বক্তব্যটি যথার্থ কেননা নেক আমলকারী বান্দাগণকে মহান আল্লাহ জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। জান্নাতিগণ সিরাতের উপর দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। নেককারদের জন্য তাঁদের আমল অনুসারে সিরাত প্রশস্ত হবে। ইমানদারগণ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী সিরাত অতিক্রম করবেন। অতএব, ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি নিঃসন্দেহে যথাযথ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০২ জনাব আশরাফ সাহেবের একমাত্র সন্তান লাবিদ। সে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পর তার পিতা স্থানীয় একটি মাজারে গরু মান্নত করে ছেলের সুস্থতার জন্য বাবার কাছে প্রার্থনা করলেন। অপরপক্ষে তার বড় ভাই বারাকাত সাহেব কঠোর পরিশ্রম করে ব্যবসা পরিচালনা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন জীবনের উন্নতি ও অবনতি শুধুমাত্র কর্মের উপর নির্ভরশীল।

ক. আকাইদ কী? ১

খ. তাওহিদে বিশ্বাস জরুরি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব আশরাফ সাহেবের কর্মকাণ্ডে কী ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব বারাকাত সাহেবের বিশ্বাসে ইমানের কোন মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করা হয়েছে? এরূপ বিশ্বাসের পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই হলো আকাইদ।

খ তাওহিদ ইমানের মূল বিষয় হওয়ায় এতে বিশ্বাস করা অপরিহার্য।

মুমিন বা মুসলিম হতে হলে একজন মানুষকে সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস করতে হবে। ইসলামের সকল শিক্ষা ও আদর্শ তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। মানুষ আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার অনুশীলন করে। ফলে মানুষ সব অন্যায় ত্যাগ করে সুন্দর জীবনের পথে অগ্রসর হতে পারে। এ কারণেই তাওহিদে বিশ্বাস অতি জরুরি।

গ জনাব আশরাফ সাহেবের কর্মকাণ্ডে শিরক ফুটে উঠেছে।

শিরক শব্দের অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায় মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। জনাব, আশরাফের কাজে এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে জনাব আশরাফ সাহেবের একমাত্র সন্তান লাবিদ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলে তিনি তার পীরের নামে একটি ছাগল জবাই করেন এবং সন্তানের সুস্থতার জন্য ঐ পীরের নিকট প্রার্থনা করেন। এ ধরনের কাজ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। শিরকের অপরাধ যে কত জঘন্য সে সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না। তাছাড়া অন্য যেকোনো গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৪৮)

শিরক যে অমার্জনীয় অপরাধ শুধু তাই নয়; বরং এতে আল্লাহ তায়ালার সেরা সৃষ্টি মানুষের অমর্যাদাও করা হয়। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। মানুষকে এমন সব গুণ দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা সে অন্য সকল সৃষ্টিকে বশে এনে নিজের কাজে ব্যবহার করতে সক্ষম। অথচ মুশরিকরা ঐসবের সামনে মাথা নত করে। এভাবে নিজের মর্যাদাহানির জন্য সে নিজেই দায়ী। শিরকের মাধ্যমে মানবসমাজে বিবাদ ও বিভেদ সৃষ্টি হয়। বড় ছোটর পার্থক্য সৃষ্টি হয়। মুশরিকরা নানারকম জড় পদার্থ, দেবদেবী, প্রতিমা, প্রাকৃতিক শক্তির সামনেও মাথা নত করে। এ হচ্ছে মানবতার চরম অবমাননা। শিরকের চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি।

ঘ জনাব বারাকাত সাহেবের বিশ্বাসে ইমানের মৌলিক বিষয় তাকদিরকে অস্বীকার করা হয়েছে, যা কুফরের অন্তর্ভুক্ত। এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

তকদির শব্দের অর্থ নির্ধারিত পরিমাণ, ভাগ্য বা নিয়তি। আল্লাহ তায়ালা মানুষের তকদিরের নিয়ন্ত্রক। তিনিই মানুষের জীবনের ভালোমন্দের নির্ধারণকারী। সবক্ষেত্রে এমন বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো তকদিরে বিশ্বাস। বারাকাত সাহেবের বিশ্বাসে এ বিষয়টিকেই অস্বীকার করা হয়েছে। ইমানের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটি অস্বীকার করা হলেও তা কুফর হিসেবে গণ্য হবে। আর জনাব বারাকাতের আচরণে এরূপ অস্বীকৃতিই প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকের জনাব বারাকাত সাহেব ব্যবসায়ের সফলতাকে শুধু কর্মের উপর নির্ভরশীল মনে করেন। তার এ ধারণায় তকদিরে অবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। বারাকাত সাহেব তার কর্মকাণ্ডের কারণে দুনিয়াতে কাফির হিসেবে গণ্য হবে এবং পরকালে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তার এ কর্মকাণ্ডের জন্য আরও যেসব কুফল দেখা দিবে তা হলো–

বারাকাত সাহেব আল্লাহ তায়ালাকে অবিশ্বাস করবে, তার নিয়ামত অস্বীকার করবে। সে আল্লাহ তায়ালার প্রতি অকৃতজ্ঞ হবে। সে আল্লাহ তায়ালার বিধিনিষেধ অমান্য করার কারণে সমাজে অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হিসেবে পরিচিত হবে। বারাকাত সাহেবের নিকট দুনিয়ার জীবনই প্রধান। সুতরাং দুনিয়ায় ধনসম্পদের ও আরাম আয়েশের লোভে সে নানারকম অসৎ ও অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সন্ত্রাস, সুদ-ঘুষ, জুয়া ইত্যাদিতে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। বারাকাত সাহেব আল্লাহ তায়ালা ও তকদিরে অবিশ্বাস করে। ফলে সে যেকোনো বিপদে-আপদে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, তকদিরে বিশ্বাস না থাকায় যেকোনো ব্যর্থতায় সে চরম হতাশ হয়ে পড়ে। ফলে তার জীবন চরম হতাশার মধ্যে অতিবাহিত হয়। বারাকাত সাহেবের আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস না থাকায় দুনিয়ার স্বার্থে মিথ্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি যেকোনো পাপ ও অনৈতিক কাজ সে বিনা দ্বিধায় করতে পারে। এভাবে তার মাধ্যমে সমাজে অনৈতিকতার প্রসার ঘটে। বারাকাত সাহেব আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধের কোনো পরোয়া করে না; বরং আল্লাহ তায়ালা, ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে বিদ্রোহ ও বিরোধিতা করে। ফলে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের বারাকাত সাহেবের কর্মকাণ্ডের পরিণাম ও কুফল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

প্রশ্ন ▸ ০৩ জনাব ইমন সাহেব একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি তার কর্মস্থলে জনসাধারণের কাজ করে তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেন। অপরদিকে ইমনের স্ত্রী ফারিহা বেগম তার বান্ধবীকে দশ হাজার টাকা দিয়ে মাস শেষে দুই হাজার টাকা অতিরিক্ত গ্রহণ করেন।

ক. আখলাকে হামিদাহ বলতে কী বুঝ? ১

খ. মানব সেবাকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত বলার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব ইমন সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমার কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফারিহার কার্যক্রম পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট? তা চিহ্নিত করে এর পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব চরিত্রের সুন্দর, নির্মল ও মার্জিত গুণাবলিকে আখলাকে হামিদাহ বলে।

খ মানবসেবা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম বিষয়। মানবসেবা মানুষের উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি মানুষের সেবা করেন তিনি মহৎপ্রাণ। সমাজে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালাও এরূপ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। যিনি মানুষের সেবা, সাহায্য-সহযোগিতা করেন আল্লাহ তায়ালাও তাঁকে সাহায্য ও দয়া করেন। মহানবি (সা.) বলেন – لَايَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ

অর্থ : "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।" (বুখারি)

অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যরত থাকে ততক্ষণ আল্লাহ তাকে সাহায্য করতে থাকেন।" (মুসলিম)

বস্তুত, সকল মানুষ ভাই ভাই। সকলেই আদম (আ.)-এর সন্তান। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্য ভাইয়ের সাহায্য করে আল্লাহ তায়ালাও সে ব্যক্তির সাহায্য করেন, তার বিপদাপদ দূর করেন। এসব কারণেই মানবসেবাকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত বলা হয়।

গ জনাব ইমন সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমার ঘুষের লেনদেন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

স্বাভাবিক প্রাপ্যের পরও অসদুপায়ে অতিরিক্ত সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। যা উদ্দীপকের জনাব ইমন সাহেবের কাজে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে ইমন সাহেব সরকারি চাকরিজীবী হয়েও কর্মস্থলে জনসাধারণের থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেন। ইমন সাহেবের এ কাজটিই মূলত ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণ। সমাজের নানাভাবে ঘুষের প্রচলন দেখা যায়। সাধারণত ঘুষ মানবসমাজে অশান্তি ডেকে আনে। ঘুষখোর নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করে এবং আমানতের খেয়ানত করে। নিজ ক্ষমতা ও দায়িত্বের অপব্যবহার করে। ঘুষদাতা ও ঘুষখোর অন্যের অধিকার হরণ করে। ফলে অধিকার বঞ্চিতদের সাথে তাদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়। সমাজে মারামারি-হানাহানির সূত্রপাত

হয়। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীকে অভিসম্পাত করেছেন। নবি করিম (সা.) বলেছেন, 'ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ের উপরই আল্লাহর অভিসম্পাত' (বুখারি ও মুসলিম)। ঘুষখোরদের পরিণতি প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেন, 'ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়ই জাহান্নামি।' (তাবারানি)

পরিশেষে বলা যায়, ঘুষ লেনদেন অত্যন্ত গর্হিত কাজ। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এরূপ কাজ কখনই করতে পারে না। তাই আমাদের সকলের সুদ ও ঘুষের লেনদেন থেকে বিরত থাকা উচিত।

ঘ ফারিহার কার্যক্রম পাঠ্যবইয়ের 'সুদ' বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

ঋণের মূল পরিমাণের ওপর অতিরিক্ত আদায় করাকে রিবা বা সুদ বলে। এ সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেন, 'যে ঋণ কোনো লাভ নিয়ে আসে তাই রিবা (সুদ)।' (জামি সগির) উদ্দীপকে ফারিহার কার্যক্রমে এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের ফরিহা বেগম তার বান্ধবীকে দশ হাজার টাকা দিয়ে মাস শেষে দুই হাজার টাকা অতিরিক্ত গ্রহণ করেন। যা সুদ হিসেবে বিবেচিত। সুদ অত্যন্ত জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধ। এর কুফল ও অপকারিতা অত্যন্ত ভয়াবহ। সুদ মানবসমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। ধনী আরও ধনী হয়। গরিব আরও গরিব হয়। ফলে সমাজের মধ্যে শ্রেণিভেদ গড়ে উঠে। পারস্পরিক মায়া-মমতা, ভালোবাসা ও সহযোগিতার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুদের কারণে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। লোকেরা বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না; বরং সম্পদ অনুৎপাদনশীলভাবে সুদি কারবারে লাগায়। ফলে দেশের বিনিয়োগ কমে যায়, জাতীয় উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়।

আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সুদ ও ঘুষের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। ধর্মীয় দিক থেকেও এর কুফল অত্যন্ত ব্যাপক। সুদ-ঘুষের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম বা অবৈধ। আর হারাম কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। যার শরীর হারাম খাদ্যে গঠিত, যার পোশাক পরিচ্ছদ হারাম টাকায় অর্জিত এরূপ ব্যক্তির কোনো ইবাদত কবুল হয় না, এমনকি তার কোনো দোয়াও আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারী যেমন মানুষের নিকট ঘৃণিত তেমনি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর নিকটও ঘৃণিত। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীকে অভিসম্পাত করেন, লানত দেন।

সুতরাং বলা যায়, সুদ ও ঘুষ উভয়ই জঘন্যতম সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধ এবং এটি আল্লাহর কাছে অমার্জনীয়। তাই সকলের এগুলো থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

প্রশ্ন ▸ ০৪ মাহজাবিন অত্যন্ত সুন্দরী একজন মহিলা। তার সৌন্দর্য দেখে তার ননদ তাবাসসুম বলল, মানুষকে আল্লাহ পাক সবচেয়ে বেশি সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের উচিত তার হুকুম মেনে চলা। অপরপক্ষে সুলতানা সংসারের সকল কাজ সুন্দর করে সম্পাদন করে। কিন্তু অভাবগ্রস্ত লোকেরা কিছু চাইলে তিনি তাদেরকে দেন না। প্রতিবেশী লোকেরা তার কাছে গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় কিছু চাইলে তিনি তাদেরকে সহযোগিতা করেন না।

ক. শানে নুযূল কী? ১

খ. হযরত উসমান (রাঃ) কে জামিউল কুরআন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তাবাসসুম এর কথা পাঠ্যবইয়ের কোন সূরার সাথে সম্পৃক্ত? সূরাটির শিক্ষা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুলতানার কর্মকাণ্ড কোন সূরার বিষয়বস্তুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তা চিহ্নিত করে এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-কুরআনের সূরা বা আয়াত নাজিলের কারণ বা পটভূমিকে 'শানে নুযুল' বলা হয়।

খ আল কুরআন যথাযথভাবে সংরক্ষণ করায় হযরত উসমান (রা)-কে জামিউল কুরআন বা কুরআন সংকলনকারী বলা হয়।

তৎকালীন আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপভাষায় কুরআন তিলাওয়াত করা হতো। পরবর্তীকালে এটি মুসলিম উম্মাহর জন্য জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। হযরত উসমান (রা) অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এ ব্যাপারে ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং হাফসা (রা)-এর কাছে রক্ষিত কুরআনের মূল কপি এনে তার অনেকগুলো কপি করিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। ফলে একই রীতিতে কুরআন পাঠের রেওয়াজ শুরু হয়। এজন্য তাকে 'জামিউল কুরআন' বলা হয়।

গ তাবাসসুম এর কথা পাঠ্যবইয়ের 'সূরা আত-তীন' এর সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা ও পরকালের জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এ সূরা নাজিল করেন। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শপথ করে মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। উদ্দীপকের তাবাসসুমের কথায় এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের আলোচনায় দেখা যায়, মাহজাবিনের সৌন্দর্য দেখে তার ননদ বাতাসসুম বলে, আল্লাহ পাক সবচেয়ে সুন্দর করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত আল্লাহর হুকুম মেনে চলা। তাবাসসুমের এ উপলব্ধি সূরা আত-তীনের শিক্ষারই প্রতিফলন। এ সূরা আমাদের সৎকর্মশীল হতে শিক্ষা দেয়। অথচ সূরা আত-তীনে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরা থেকে আমরা জানতে পারি, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর সৃষ্টি হিসেবে ঘোষণা করেন। সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষের আকৃতিই সবচেয়ে সুন্দর। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি।' তবে মানুষ যদি ভালো কাজ না করে অসৎকাজে লিপ্ত হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেন। তাকে শাস্তি প্রদান করেন। তখন সেই সৃষ্টির নিম্নতম স্তরে নেমে যায়। আল্লাহ তায়ালা তাই পঞ্চম আয়াতে বলেন, 'এরপর আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি সর্বনিম্ন স্তরে।'

উদ্দীপকে মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বলা হয়েছে। পাশাপাশি তার সুন্দর গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যা পুরোপুরি অত্র সূরার শিক্ষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে তাবাসসুম এর কথায় আল কুরআনের ৯৫তম সুরা আত-তীনের শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ সুলতানার কর্মকাণ্ড 'সুরা আল-মাউন' এর বিষয়বস্তুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা আল-মাউনে আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো– বিচার দিবসকে অস্বীকার করা খুবই জঘন্য কাজ; ইয়াতীম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। ইয়াতীম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে; কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার

সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে। সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস; উদ্দীপকে দেখা যায়, সুলতানা অভাবগ্রস্ত লোকেরা কিছু চাইলে তিনি তাদেরকে তা দেন না। প্রতিবেশী লোকেরা তার কাছে গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় কিছু চাইলে তিনি তাদেরকে সহযোগিতা করেন না। যে আচরণ থেকে বিরত থাকতে সূরা আল-মাউন শিক্ষা দিয়েছে। অতএব সূরা আল-মাউন এর তাৎপর্য অত্যধিক।

প্রশ্ন ▸ ০৫ আরিফ সাহেব তার বাড়ির চারপাশে প্রতি বছর ফলের গাছ রোপণ করেন। মানুষ গাছের ছায়ায় বসে আরাম করে, পাখিরা ফল খায়, এতে তিনি আনন্দ অনুভব করেন। জাবির সাহেব তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বিদ্যালয় থেকে বাড়িতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ছেলেটি দেখতে পেল একটি বিড়াল ছানা ড্রেনের ভিতর থেকে বের হতে পারছে না। তাই মিউ মিউ করে ডাকছে। ছেলেটি তার বাবাকে অনুরোধ করল বিড়াল ছানাটিকে উদ্ধার করার জন্য। জাবির সাহেব ছেলের অনুরোধে বিড়াল ছানাটিকে উদ্ধার করেন।

ক. ফরজে আইন কাকে বলে? ১
খ. হারাম বর্জনীয় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. আরিফ সাহেবের কাজটি কী হিসেবে গণ্য হবে? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জাবির সাহেব ও তার ছেলের কাজটি পাঠ্যবইয়ের হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল ফরজ বিধান সবার উপর পালন করা অত্যাবশ্যক তাকে ফরজে আইন বলে।

খ হারাম অর্থ নিষিদ্ধ, মন্দ, অসংগত, অপবিত্র ইত্যাদি। মানব জীবনে হারাম বস্তু, কথা ও কাজের পরিণাম ও কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। কোনো কোনো হারাম দ্রব্যের মধ্যে এমন উপাদান বিদ্যমান থাকে যা মানুষের মন, মস্তিষ্ক ও শরীরের জন্য চরম ক্ষতিকর। হারাম কাজ মানবসমাজেও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। সর্বোপরি, হারাম মানুষকে অকল্যাণ ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, তাই হারাম বর্জনীয়।

গ আরিফ সাহেবের কাজটি রাসুল (সা.)-এর হাদিস অনুযায়ী সদকা (দান) হিসেবে গণ্য হবে।

মানুষ বৃক্ষের মাধ্যমে নানাভাবে উপকৃত হয়। এর মাধ্যমে মানুষ পার্থিব কল্যাণ লাভের পাশাপাশি পরকালীন সাফল্যও লাভ করতে পারে। আরিফ সাহেবও তার কাজটির দ্বারা অনুরূপ কল্যাণ লাভ করবেন।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, আরিফ সাহেব তার বাড়ির চারপাশে অনেক ফলের গাছ লাগিয়েছেন। মানুষ এসব গাছের ছায়ায় বসে আরাম করে এবং পাখিরা ফল খায়, এতে তিনি আনন্দ অনুভব করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তার এ কাজটি সদকা হিসেবে গণ্য। কারণ হাদিসে বলা হয়েছে– 'কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে' (বুখারি ও মুসলিম)। পশু-পাখি, জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ বৃক্ষের ফল, খেতের ফসল খেয়ে জীবনধারণ করে। এতে বৃক্ষরোপণকারী ও ফসল আবাদকারী সাওয়াব (পুণ্য) লাভ করবেন। ঐ ফল-ফসল দান করে দিলে যে সাওয়াব হতো, পশুপাখি বা মানুষের খাওয়ার ফলে আল্লাহ তায়ালা তার আমলনামায় সে পরিমাণ সাওয়াব দিয়ে দেন। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আরিফ সাহেবের কাজটি সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ উদ্দীপকে জাবির সাহেব ও তাঁর ছেলের কাজটি পাঠ্যবইয়ের রাসূল (সা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস-৬ অর্থাৎ মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মহান আল্লাহ হলেন খালিক। তিনি ব্যতীত যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি বা মাখলুক। মানুষ যেমন তাঁর সৃষ্টি, তেমনি কীটপতঙ্গও তাঁর মাখলুক। আর আল্লাহর সৃষ্টি কোনো প্রাণীর সেবা করাই হলো সৃষ্টির সেবা। জাবির সাহেব ও তার ছেলের কাজে এ বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে দেখতে পাই, একটি বিড়ালছানা ড্রেনের ভেতর থেকে বের হতে না পারলে ছেলের অনুরোধে জাবির সাহেব সেটিকে উদ্ধার করেন। তাদের এ কাজটি হাদিসে বর্ণিত সৃষ্টির সেবাকেই নির্দেশ করে। সৃষ্টির সেবা সম্পর্কিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন–

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلَى عِيَالِهِ-

অর্থাৎ, 'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। সুতরাং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে।' (বায়হাকি)

এই হাদিসের শিক্ষা হলো সকল সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার পরিজনস্বরূপ। সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও সদাচরণ করা ইসলামের আদর্শ। জীবজন্তু, পশুপাখির প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করার দ্বারা মানুষ মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হতে পারে। যা হাদিস অনুযায়ী যথার্থ হয়েছে। সুতরাং সৃষ্টির সেবা করার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▸ ০৬ জনাব আদিল সাহেব আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দৈনিক পাঁচবার একটি ইবাদত পালন করেন। এতে তার শরীর ও মন ভালো থাকে। পক্ষান্তরে মিসেস আদিল বছরের একটি নির্দিষ্ট মাসে পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে রাতের খাবার খেয়ে দিনে সকল প্রকার খানাপিনা থেকে বিরত থাকেন। এর দ্বারা তিনি খোদাভীতি অর্জন করতে চান।

ক. ইবাদত কী? ১
খ. ইলম অর্জন করা ফরজ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আদিল সাহেব কোন ইবাদত পালন করেন? সে ইবাদতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মিসেস আদিলের ইবাদত চিহ্নিত করে এর সামাজিক শিক্ষা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধান মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয়।

খ ইসলাম শব্দের অর্থ হলো আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। তাই প্রতিটি মুসলিমকে জানতে হবে– সে কার আনুগত্য করবে, কী আনুগত্য করবে, কার কাছে কীভাবে আত্মসমর্পণ করবে। আর এ জানার জন্য জ্ঞানার্জন আবশ্যক। তাছাড়া ইসলামের মূল দুটি উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। এ দুটো লিখিত আকারে রয়েছে। এ দুটোকে বুঝতে হলেও জ্ঞানের দরকার। এ কারণেই ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করা হয়েছে।

গ আদিল সাহেব সালাত ইবাদতটি পালন করেন। যার গুরুত্ব অপরিসীম।

সালাত শব্দটি আরবি, যার অর্থ দোয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা ও রহমত কামনা করা। যেহেতু সালাতের মাধ্যমে বান্দা প্রভুর নিকট দোয়া করে, দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে তাই এটাকে সালাত বলা হয়। মহান আল্লাহ মুমিনের ওপর দৈনিক পাঁচবার মূলত সালাতই আদায় করে থাকেন।

উদ্দীপকের আদিল সাহেব আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দৈনিক পাঁচবার একটি ইবাদত পালন করেন। তার এ কাজটি সালাতকে নির্দেশ করে। একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের মূলভিত্তি ৫টি। সালাত তন্মধ্যে দ্বিতীয়। মহানবি (সা.) বলেন, সালাত দ্বীনের ভিত্তি। অন্যত্র তিনি বলেন, সালাত জান্নাতের চাবি। সালাত আদায় করতে গিয়ে বান্দা দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা হাসিল করে আল্লাহর সান্নিধ্যে যায়। এতে তার ইমান বৃদ্ধি পায়। কুফর ও ইমানের মাঝে সালাত পার্থক্য সৃষ্টি করে। কারণ যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে সে ইমানদার। আর যে নামাজ পরিত্যাগ করে তার ইমান নেই। ইমানহীন ব্যক্তি কাফির। মহানবি (সা.) বলেন, 'সলাত হলো ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী' (তিরমিযি)। সালাত মানুষকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে' (সূরা আল-আনকাবূত : আয়াত-৪৫)। সালাতের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন পাঁচবার একত্রে সালাত আদায় করার ফলে মুসলমানদের মধ্যে হৃদ্যতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মুসলমানদের জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক।

ঘ মিসেস আদিলের ইবাদত সাওমের অন্তর্ভুক্ত। যার শিক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা হলো সাওম। এটি ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত। মিসেস আদিলের কাজে এ ইবাদতটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

মিসেস আদিল খোদাভীতি অর্জনের উদ্দেশ্যে বছরের একটি নির্দিষ্ট মাসে পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে রাতের বেলা খাবার খান এবং দিনে সকল প্রকার খানা-পিনা থেকে বিরত থাকেন। এ কাজের মাধ্যমে তার সাওম পালন করা হয়েছে। সাওমের সামাজিক গুরুত্ব অত্যধিক। সাওম পালনের মাধ্যমে একজন লোক ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারে। সমাজের নিরন্ন ও অভাবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারে। সাওম (রোযা) পালনকারী ব্যক্তি অন্যায়-অশ্লীল কথাবার্তা পরিহার করে চলে। হানাহানি থেকে দূরে থাকে। ফলে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। অধিক সওয়াব পাওয়ার আশায় একে অপরকে সেহরি ও ইফতার করায় এবং অভাবীকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে। এতে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক বন্ধন আরও মজবুত ও শক্তিশালী হয়। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় এবং সাওমের সামাজিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে আমাদের সাওম পালন করা উচিত। অতএব আমরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সাওম পালন করব।

প্রশ্ন ▸ ০৭ **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব আকিজ সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি প্রতি বছরে নিজের অর্থ হিসেব করে এর একটি অংশ পৃথক করেন। এ অর্থ দিয়ে অসহায় ও হত দরিদ্র লোকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেন।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব ইকবাল সাহেব বছরের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট একটি ইবাদত পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমন করেন। তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি দেখে বলেন এই ইবাদত বিশ্ব মুসলমানদের মহাসম্মেলন।

ক. সত্যবাদিতা কী? ১

খ. হাক্কুল্লাহ বলতে কী বুঝ? ২

গ. জনাব আকিজ সাহেবের কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে দারিদ্র্য বিমোচনে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব ইকবাল সাহেব এর ইবাদত চিহ্নিত করে মুসলমানদের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা বা বিষয় প্রকাশ করাকে সত্যবাদিতা বলে।

খ আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল্লাহ (حق الله) বলে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য অনেক ধরনের ইবাদত (কাজ) করি। সেগুলোর মধ্যে কিছু ইবাদত শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট, এগুলো হলো হাক্কুল্লাহ, যেমন– সালাত (নামায) কায়েম করা, সাওম (রোযা) পালন ও হজ করা ইত্যাদি।

গ জনাব আকিজ সাহেবের কর্মকান্ড যাকাতের অন্তর্ভুক্ত। দারিদ্র্য বিমোচনে যার ভূমিকা অপরিসীম।

অর্থনৈতিকভাবে ধনী ও গরিব উভয় শ্রেণির মানুষ সমাজে রয়েছে। ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয় সাধন করতেই আল্লাহ তায়ালা যাকাতের বিধান দিয়েছেন। যাকাত আদায় করলে সমাজের দুর্বল লোকেরাও আর্থিকভাবে সবল হয়ে উঠবে। ফলে ধনী ও গরিবের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি হবে। তাইতো প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন– اَلزَّكٰوةُ قَنْطَرَةُ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ, 'যাকাত হলো ইসলামের সেতুবন্ধ।' (বায়হাকি) জনাব আকিজ সাহেবের কর্মকাণ্ডে এ ইবাদত পালনেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে জনাব আকিজ সাহেব প্রতি বছর নিজের অর্থ হিসেব করে এর একটি অংশ পৃথক করেন। এ অর্থ দিয়ে অসহায় ও হত দরিদ্র লোকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেন। ঠিক এমনিভাবে ধনীরা বছরান্তে তাদের যাকাতযোগ্য সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে দারিদ্র্য দূরীকরণে পরিকল্পিতভাবে খরচ করলে ধনী-গরিবের পার্থক্য দূর করা সম্ভব। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ, 'যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।' (সূরা আল-হাশর : আয়াত-৭)

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, যাকাতের পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ থেকে ধনী-গরিবের মধ্যকার পার্থক্য দূর করা সম্ভব।

ঘ জনাব ইকবাল সাহেবের ইবাদতটি হজের অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানদের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যার ভূমিকা অপরিসীম। এটি ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে। হজ শুধু ঐ সমস্ত ধনী-মুসলমানের উপর ফরজ, যাদের পবিত্র মক্কায় যাতায়াত ও হজের কাজ সম্পাদনের আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য রয়েছে। জনাব ইকবাল সাহেবের কাজে এ ইবাদতেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব ইকবাল সাহেব বছরের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট একটি ইবাদত পালন করতে সৌদি আরব গমন করেন। এখানে উল্লিখিত ইবাদতটি মূলত হজ। কেননা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতগুলোর মধ্যে শুধু হজ পালনের উদ্দেশ্যেই সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরিতে যেতে হয়। বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এ ইবাদতটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ধনসম্পদ, বর্ণ-গোত্র ও জাতীয়তার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও হজ এসব ভেদাভেদ ভুলিয়ে মুসলমানদের ঐক্যবন্ধ হতে

শেখায়। হজ মুসলমানদের আদর্শিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব তৈরি করে। রাজা-প্রজা, মালিক-ভৃত্য সকলকে সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করায়। একই উদ্দেশ্যে মহান প্রভুর দরবারে উপস্থিত করে সাম্যের প্রশিক্ষণ দেয়। হজ মানুষকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দিয়ে সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলে। তাই আমাদের হজ সম্পন্ন করা উচিত। কেননা রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ করে সে যেন নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।' (ইবনে মাজাহ) সুতরাং বলা যায়, মুসলমানদের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▸ ০৮ ইমাম সাহেব জুমার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আমাদের নবির এমন একজন সাথী ছিলেন যিনি ইসলামের জন্য অকাতরে সবকিছু বিলিয়ে দিতেন। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে সাহায্যের প্রয়োজন হলে তিনি তার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর নবির হাতে তুলে দেন। ইমাম সাহেবের ভাই রফিক সাহেব একজন উপজেলা চেয়ারম্যান। তিনি তার উপজেলায় একজন ন্যায়পরায়ণ সৎ ও জনদরদী চেয়ারম্যান হিসেবে পরিচিত। তার ছেলে নেশাগ্রস্ত হয়ে অনেক প্রহার করায় তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেন। বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় জেলা প্রশাসক বলেন, রফিক সাহেবের মতো ন্যায়পরায়ণ জনপ্রতিনিধি আজ বড়ই প্রয়োজন।

ক. মদিনার সনদ কী? ১

খ. খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনাদর্শ আমাদের জন্য অনুকরণীয়— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ইমাম সাহেব কোন সাহাবির জীবনী আলোচনা করেন তা চিহ্নিত করে ইসলামের খেদমতে তার অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব রফিক সাহেবের ঘটনার সাথে কোন খলিফার জীবনের মিল পাওয়া যায় তা চিহ্নিত করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ঐ খলিফার অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.) একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিলেন এবং মদিনার সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত।

খ খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে ইসলামের প্রথম চারজন খলিফাকে বোঝায়। তাঁরা হলেন, হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলি (রা)। তাঁরা সকলেই মহানবি (সা.) থেকে সরাসরি ইসলামের শিক্ষা লাভ করেছেন। বাস্তবজীবনে তা যথাযথভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন। তাই তাঁদের জীবনকর্ম আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ।

গ ইমাম সাহেব হযরত আবু বকর (রা) এর জীবনী আলোচনা করেন। ইসলামের খেদমতে যার অবদান অপরিসীম।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) ছোটবেলা থেকেই রাসুল (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে রাসুল (সা.)-এর ওফাতের পর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। এ সম্পর্কেই ইমাম সাহেবের বক্তব্য অনুরণিত হয়েছে।

উদ্দীপকে ইমাম সাহেব আলোচনায় বলেন, আমাদের নবি (সা.)-এর এমন একজন সাথি ছিলেন যিনি ইসলামের জন্য অকাতরে সবকিছু বিলিয়ে দিতেন। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে সাহায্যের প্রয়োজন হলে তিনি তার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর নবির হাতে তুলে দেন। যা হযরত আবু বকর (রা)-কে নির্দেশ করে। হযরত আবু বকর (রা) ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের তায়িম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম ছিলো আব্দুল্লাহ। তিনি রাসুল (সা.)-এর মিরাজের ঘটনা শোনামাত্র নিঃসংকোচে বিশ্বাস করায় রাসুল (সা.) তাকে সিদ্দিক বা (মহাসত্যবাদী) উপাধি দেন। এছাড়া তাবুক যুদ্ধের সময় তার সমুদয় সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় ইসলামের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য রাসুল (সা.) তাকে আতিক বা (অধিক দানশীল) উপাধি দেন। বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা) প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রাসুল (সা.)-এর হিজরতের একমাত্র সঙ্গী। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি জনকল্যাণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে ভাষণ প্রদান করেন তা অবিস্মরণীয়। তিনি যাকাত অস্বীকারকারী এবং ভন্ড নবিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম সমুন্নত করেন। ইয়ামামার যুদ্ধে বহু কুরআনের হাফেজ শহিদ হলে তিনি উমর (রা)-এর পরামর্শে কুরআন শরিফ সংকলন করেন। এসব কারণে আবু বকর (রা)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়। সুতরাং ইসলামের খেদমতে হযরত আবু বকর (রা)-এর অবদান অপরিসীম।

ঘ জনাব রফিক সাহেবের ঘটনার সাথে খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর জীবনের মিল পাওয়া যায়। যিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) ছিলেন ন্যায় এবং ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি আপন-পর কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তার চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সত্য ও ন্যায়ের জন্য তিনি যেমন কঠোরতা অবলম্বন করতেন, তেমনি মানবতার জন্য তিনি কষ্ট অনুভব করতেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাকে পীড়া দিত। তাই তাদের দুঃখ মোচনে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। উদ্দীপকে রফিক সাহেব তাঁর এ মহান আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন।

উদ্দীপকে রফিক সাহেব একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করেন। তাই নিজ ছেলের অপরাধে তিনি তাকে শাস্তি প্রদান করেন। যা হযরত ওমর (রা)-এর ন্যায়বিচারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। হযরত ওমর ন্যায়বিচারক এবং নিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। তাই নিজ পুত্র আবু শাহমাকে মদপানের অপরাধে কঠোর শাস্তি দেন। এছাড়াও একজন প্রজাবৎসল শাসক হিসেবে তিনি গভীর রাতে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে প্রজাদের সার্বিক অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করেন। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা তাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। তিনি নিজ স্ত্রীকে নিয়ে যান প্রসব বেদনায় কাতর বেদুইন নারীকে সাহায্য করার জন্য।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত উমর (রা) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। ন্যায় ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রজাকল্যাণ সাধন করে তিনি আদর্শ শাসক হিসেবে ইতিহাসে অনুকরণীয় হয়ে আছেন। অতএব ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় হযরত ওমর (রা) এর অবদান চিরস্মরণীয়।

প্রশ্ন ▸ ০৯ জাহাঙ্গীর ও ইমরান দুই ভাই। জাহাঙ্গীর সাহেবের জন্মের পূর্বে পিতা মারা যান। তিনি তার চাচার অধীনে লালিত পালিত হন। চাচার সংসারে অভাব থাকায় তিনি চাচার কাজে সাহায্য করতেন। জনাব ইমরান সাহেবকে তার প্রতিবেশী সালমান সাহেব মারাত্মকভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। কিছুদিন পর ইমরান সাহেব প্রতিশোধ নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও তিনি সালমান সাহেবকে ক্ষমা করে দেন।

ক. আইয়ামে জাহিলিয়া কী? ১

খ. হিলফুল ফুযুল গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জাহাঙ্গীর সাহেবের জন্ম ও শৈশবের সাথে যে মহামানবের জীবনের মিল পরিলক্ষিত হয়, সেই মহামানবের শৈশবকাল ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইমরান সাহেবের আচরণে মহানবি (সঃ) এর জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ ফুটে উঠেছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের লোকেরা নবি ও রাসুলদের শিক্ষা ভুলে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। তাই সে যুগকে আইয়্যামে জাহিলিয়্যা বলে।

খ হিলফুল ফুযুল গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো তৎকালীন অশান্ত আরব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। মহানবি (সা.) হারবুল ফিজারের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে ভীষণ ব্যথিত হন। তাই যুদ্ধমুক্ত শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে হিলফুল ফুযুল গঠন করেন। এ সংঘের উদ্দেশ্য ছিল– ১. আর্তের সেবা করা, ২. অত্যাচারীদের প্রতিরোধ করা ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা ৩. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিরক্ষা করা এবং ৪. গোত্রে গোত্রে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখা।

গ জাহাঙ্গীর সাহেবের জন্ম ও শৈশবের সাথে মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের মিল পরিলক্ষিত হয়।

জন্মের পর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) ধাত্রী মা হালিমার ঘরে লালিত-পালিত হন। হালিমা বনু সাদ গোত্রের লোক ছিলেন। আর বনু সাদ গোত্র বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বলত। ফলে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলতেন। শৈশবকাল থেকে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের নজির দেখা যায়। তিনি ধাত্রী হালিমার একটি স্তন পান করতেন অন্যটি তাঁর দুধভাই আব্দুল্লাহর জন্য রেখে দিতেন।

হালিমা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পাঁচ বছর লালন-পালন করে তাঁর মা আমিনার নিকট রেখে যান। তাঁর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মাতা ইন্তিকাল করেন। প্রিয়নবি (সা.) অসহায় হয়ে পড়লে তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব। আর আট বছর বয়সে তাঁর দাদাও মারা যান। এরপর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন চাচা আবু তালিব। যা জাহাঙ্গীর সাহেবের জীবনের সাথে মিল পাওয়া যায়। উদ্দীপকে জাহাঙ্গীর সাহেবের জন্মের পূর্বে পিতা মারা যান। তিনি তার চাচার অধীনে লালিত পালিত হন। চাচার সংসারে অভাব থাকায় তিনি চাচার কাজে সাহায্য করেন। যা মহানবি (সা.)-এর জীবনীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ ইমরান সাহেবের আচরণে মহানবি (সা.)-এর জীবনের 'ক্ষমা' করার গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ ফুটে উঠেছে।

মদিনায় অনুকূল পরিবেশ পাওয়ায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার খুব দ্রুত ঘটতে লাগল। ষষ্ঠ হিজরিতে মক্কার কুরাইশরা মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও মুসলমানদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করে। কুরাইশরা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করলে রাসুল (সা.) ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে ১০০০০ (দশ হাজার) মুসলিম নিয়ে মক্কা অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। মক্কার অদূরে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁবু স্থাপন করেন। কুরাইশরা মুসলিমদের এ বাহিনী দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হলো। তারা কোনো প্রকার বাধা দেওয়ার সাহস করল না। বিনা রক্তপাতে ও বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনী মক্কা বিজয় করল। মক্কা বিজয়ের পর মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বললেন, 'আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।'

সে সময়ে তিনি ইসলামের চরম শত্রু আবু সুফিয়ানসহ সকলকে হাতের নাগালে পেয়েও যেভাবে ক্ষমা করে দিয়েছেন মানবতার ইতিহাসে তা বিরল। ভুল বুঝতে পারার পর আমাদের শত্রুরা অনুতপ্ত হলে আমরাও তাদের বিনা শর্তে ক্ষমা করে দেব। ক্ষমা একটি মহৎ গুণ।

উদ্দীপকে ইমরান সাহেবকে তার প্রতিবেশী সালমান সাহেব মারাত্মকভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। কিছুদিন পর ইমরান সাহেব প্রতিশোধ নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও তিনি সালমান সাহেবকে ক্ষমা করে দেন। যা মহানবি (সা.)-এর আদর্শের সাথে পুরোপুরি মিল পরিলক্ষিত হয়।

সুতরাং মহানবি (সা.)-এর আদর্শ সত্যিই বিরল।

প্রশ্ন ▸ ১০ **প্রেক্ষাপট-১ :** আজহার সাহেব হজে যাওয়ার পূর্বে ইমাম সাহেবের কাছে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ জমা রাখেন। হজ থেকে ফিরে এসে আজহার সাহেব সম্পদ ফিরত চাইলে ইমাম সাহেব যেভাবে পেয়েছিলেন সেভাবে ফেরত দেন।

প্রেক্ষাপট-২ : একজন ফল বিক্রেতা উপরের ভালো-সুন্দর ফল ক্রেতাদেরকে দেখান, কিন্তু বিক্রি করার সময় ভালো ফলের সাথে কয়েকটি ত্রুটিযুক্ত ফল দিয়ে দেন।

ক. গিবত কী? ১

খ. হিংসা সকল নেক আমল নষ্ট করে দেয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ইমাম সাহেবের মধ্যে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফল বিক্রেতার মধ্যে আখলাকে যামিমার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? এর পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক গিবত হলো পরনিন্দা করা। অর্থাৎ অন্যের দোষত্রুটি জনসম্মুখে প্রকাশ করা।

খ হিংসা-বিদ্বেষ জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও উন্নতির পথে অন্তরায়। এর ফলে জাতির মধ্যে বিভেদ বৈষম্য দেখা দেয়, শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। এতে মুসলিম জাতির ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়।

হিংসা বিদ্বেষ পরকালীন জীবনেও মানুষের ক্ষতির কারণ। হিংসা মানুষের সকল নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। মহানবি (সা.) বলেছেন–

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ-

অর্থ : "তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে (পুড়িয়ে দেয়), হিংসাও তেমনি মানুষের সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে (নষ্ট করে দেয়)।" (আবু দাউদ)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তিন ব্যক্তির গুনাহ মাফ হয় না। তন্মধ্যে একজন হচ্ছে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী।" (আদাবুল মুফরাদ)

গ ইমাম সাহেবের মধ্যে আখলাকে হামিদার 'আমানত' গুণটি বিদ্যমান। যা একজন মুমিনের জন্য অতি আবশ্যক।

সাধারণত কারও নিকট কোনো অর্থ-সম্পদ, কথা গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। তবে ব্যাপকার্থে শুধু ধন-সম্পদ নয়; বরং যেকোনো জিনিস গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। যা ইমাম সাহেবের কাজে ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে হজ থেকে ফিরে এসে আজহার সাহেব সম্পদ ফেরত চাইলে ইমাম সাহেব যেভাবে পেয়েছিলেন সেভাবে ফেরত দেন। যা আমানতদারিতার শামিল। আমানত রক্ষা করা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। সচ্চরিত্র ব্যক্তির মধ্যে আমানতদারি বিদ্যমান

থাকা জরুরি। আমানত রক্ষা করা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করতে।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৫৮) আর আমানত রক্ষা করা একজন মুমিনের আবশ্যক গুণ। মহানবি (সা.) বলেন– لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ অর্থাৎ, 'যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই' (মুসনাদে আহমাদ)। আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকের আলামত। খিয়ানতকারী মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস ভঙ্গ করে। লোকেরা তাকে ঘৃণা করে। ব্যবসায় বাণিজ্যে, লেনদেনের ক্ষেত্রে কেউ আগ্রহী হয় না। আমানতদারিতার অভাব অর্থাৎ খিয়ানত পার্থিব জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। রাসুল (সা.) বলেছেন, আমানতদারি সচ্ছলতা ও খিয়ানত দারিদ্র্য ডেকে আনে।
সুতরাং ইমাম সাহেবের মধ্যে আমানত গুণটি বিদ্যমান।

ঘ ফল বিক্রেতার মধ্যে আখলাকে যামিমার প্রতারণার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।
ইসলামি পরিভাষায় প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার উপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলে। প্রতারণা নানাভাবে হয়। যেমন : ওজনে কম দেওয়া; পণ্যদ্রেব্যের দোষ গোপন করা; ভালো জিনিস দেখিয়ে বিক্রির সময় খারাপ জিনিস দিয়ে দেওয়া; পরীক্ষায় নকল করা ইত্যাদি। যা ফল বিক্রেতার মধ্যে লক্ষণীয়।
প্রতারণা করার দ্বারা দুটো পাপ হয়। একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। তাই সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা আবশ্যক। প্রকৃত মুমিন কখনো প্রতারণা করতে পারে না। কেননা রাসুল (সা.) বলেন– مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا অর্থাৎ, 'যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়' (তিরমিযি)। তাই আমাদের প্রতারণা থেকে দূরে থাকা দরকার। এছাড়াও প্রতারণা একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ, যা দ্বারা সমাজের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়। সমাজে শত্রুতা জন্ম নেয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতারণাকারী দুনিয়াতেও ঘৃণিত, লজ্জিত ও অপদস্থ হয়। আর আখিরাতেও তার জন্য রয়েছে দুর্ভোগ ও ধ্বংস।
সুতরাং বলা যায়, প্রতারণার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। যা থেকে আমাদের বেঁচে থাকা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ১১ একজন দুধ বিক্রেতা মহিলা তার মেয়েকে দুধের সাথে কিছু পানি মিশানোর কথা বলেন। মেয়ে পানি মিশানো থেকে বিরত থাকলো। মেয়ে তার মায়ের উদ্দেশ্যে বলল, কাজটি সঠিক নয়। কেহ না দেখলেও এমন এক সত্তা রয়েছেন যিনি সবকিছু দেখেন। দুধ বিক্রেতা মহিলার বড় বোন অনিকা একজনের দোষ অন্যজনের নিকট বলে বেড়ায়। অনিকার স্বামী এ ধরনের গর্হীত কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দিয়ে বলেন, "এ ধরনের কাজ মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার মতো জঘন্য অপরাধ"।

ক. হাদিস কী? ১
খ. "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য"– সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দুধ বিক্রেতার মেয়ের আচরণে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অনিকার আচরণটি চিহ্নিত করে তার স্বামীর বক্তব্যটি পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাদিস হলো মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতি।

খ ফিতনা-ফাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি বোঝায়।
যে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ প্রসার লাভ করে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। সমাজের ঐক্য সংহতি বিনষ্ট হয়। এরূপ সমাজে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান পালন ও উদ্‌যাপন করতে পারে না। এককথায় ফিতনা ফাসাদের ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে আসে চরম অমানিশা। এজন্যই আল্লাহ বলেন, 'ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।'

গ দুধ বিক্রেতার মেয়ের আচরণে আখলাকে হামিদার 'তাকওয়া' গুণটি ফুটে উঠেছে।
তাকওয়া অর্থ খোদাভীতি। শরিয়তের পরিভাষায় একমাত্র আল্লাহর ভয়ে সব ধরনের অন্যায়-অনাচার ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়। উদ্দীপকে দুধ বিক্রেতার মেয়ের মধ্যেও এ গুণটি পরিলক্ষিত হয়।
তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর কারণেই ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, শোনেন ও দেখেন। তিনি মানুষের অন্তরের গোপন খবরও জানেন, তাঁর কাছে মন্দকাজের জবাবদিহি করতে হবে। তাই সে ব্যক্তি কোনোরকম পাপ চিন্তা করতে বা পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। কারণ সে জানে, অন্য সবাইকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহ তায়ালাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যে মুমিনের অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান, সে কোনো অবস্থাতেই প্রলোভনে পড়বে না এবং নির্জন স্থানেও পাপকর্ম করবে না।
আর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেন উদ্দীপকের দুধ বিক্রেতার মেয়ে। কেননা তাকে তার মা দুধের সাথে কিছু পানি মিশানোর কথা বলেন। কিন্তু সে পানি মিশানো থেকে বিরত থাকে এবং বলে কেহ না দেখলেও এমন এক সত্তা রয়েছেন যিনি সবকিছু দেখেন। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দুধ বিক্রেতার মেয়ে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত।

ঘ অনিকার আচরণটি গিবতের অন্তর্ভুক্ত। যা জঘন্য অপরাধ। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। এর পরিণাম খুবই ভয়াবহ।
গিবত শব্দটি আরবি, যার অর্থ পরনিন্দা, পরচর্চা, কুৎসা রটনা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কোনো কথা বলা যায় শুনলে সে মনে কষ্ট পায় তাকে গিবত বলে। প্রচলিত অর্থে অসাক্ষাতে কারও দোষ বলাকে গিবত বলা হয়। উদ্দীপকের অনিকার আচরণে এ বিষয়টি লক্ষণীয়।
মহানবি (সা.) বলেছেন, 'গিবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক।' আল্লাহ গিবত করা সম্পর্কে কঠোর বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'তোমরা একে অন্যের গিবত কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে ভালোবাস? না, তোমরা তা অপছন্দ কর।' অর্থাৎ মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার ন্যায় জঘন্য অপরাধ হচ্ছে গিবত করা। গিবতের কারণে সমাজের মানুষের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়। সামাজিকভাবে ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী ইত্যাদি সকলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং সম্পর্কের অবনিত ঘটে। বান্দা যখন গিবত করে তখন তার অনেক নেক আমল ধ্বংস হতে থাকে। ফলে তার পরকালীন জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী গিবতকারীর ইবাদত কবুল হয় না। এটি কবীরা গুনাহ। তাওবা ব্যতীত গিবতের গুনাহ মাফ হয় না। গিবতের অনিবার্য পরিণতি হলো জাহান্নাম।
উদ্দীপকে অনিকার স্বামী গিবতের মতো গর্হিত কাজ তেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেন– "এ ধরনের কাজ মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার মতো জঘন্য অপরাধ"। এ উক্তিটি যথার্থ।
অতএব গিবত একটি জঘন্য অপরাধ। আমাদের ইহকাল ও পরকালের স্বার্থে গিবত পরিহার করা উচিত।

সিলেট বোর্ড–২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এমন ইবাদত কোনটি?
ⓚ সাওম ⓚ যাকাত ⓖ হজ ⓖ সালাত

২. ধর্মীয় শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বলেন, "সর্বদা অন্যের আমানত রক্ষা করবে।" শিক্ষকের এ বক্তব্য মহানবি (সঃ)-এর কোন্ ভাষণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক মদিনা সনদ খ মক্কা বিজয়ের ভাষণ
গ বিদায় হজের ভাষণ ঘ হুদায়বিয়ার সন্ধির ভাষণ

৩. তোহফা হজের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলেন। তিনি হজের কোন্ আহকামটি পালন করলেন?
ক সুন্নত খ নফল গ ওয়াজিব ঘ ফরজ

৪. 'আল জুদারি ওয়াল হাসবাহ' গ্রন্থটি কার লেখা?
ক ইবনে সিনা খ ইবনে রুশদ গ আল-রাযি ঘ আল বিরুনি

৫. সাওমকে ঢাল বলা হয়েছে কেন?
ক মন্দ কাজে বাধা দেয় বলে খ পানাহার থেকে বিরত রাখে বলে
গ আত্মিক প্রশান্তি অর্জিত হয় বলে ঘ ক্ষুধার্তের কষ্ট বুঝা যায় বলে

৬. যাকাতকে সেতু বন্ধ বলা হয়, কারণ এটি–
i. ধনী গরিবের মাঝে সুসম্পর্ক তৈরি করে
ii. ধনী গরিবের মাঝে আর্থিক সমতা বিধান করে
iii. যাকাত দাতার সম্পদকে পবিত্র করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. সিলমুন শব্দের অর্থ কী?
ক শান্তি খ বিশ্বাস স্থাপন গ আনুগত্য ঘ স্বীকৃতি দেওয়া

৮. শরিয়তের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ রূপ কোনটি?
ক ইমান খ ইসলাম গ তাওহিদ ঘ রিসালাত

৯. ইসলাম হলো–
i. অঞ্চল বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ ধর্ম
ii. শান্তির ধর্ম iii. সার্বজনীন ধর্ম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়"– উক্তিটি দ্বারা কীসের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে?
ক ইমানের খ ইসলামের গ রিসালাতের ঘ তাওহিদের

১১. মুসলিম মনীষীগণ শরিয়তের বিষয়বস্তুকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?
ক ৩টি খ ৪টি গ ৫টি ঘ ৭টি

১২. "আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে– সুস্পষ্টভাবে"– আয়াতটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?
ক সুন্দরভাবে তিলাওয়াত খ সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত
গ তাজবিদ সহকারে তিলাওয়াত ঘ থেমে থেমে তিলাওয়াত

১৩. 'শানে নুযুল' অর্থ কী?
ক অবতরণ পদ্ধতি খ অবতরণের মর্মার্থ
গ অবতরণের তাৎপর্য ঘ অবতরণের কারণ

১৪. আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে কী বলে?
ক শিরক খ তাওহিদ গ নিফাক ঘ কুফর

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫ ও ১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রহিমদের বাড়িতে তাদের প্রতিবেশী মা-বাবা হারানো একজন শিশু একটু খাবার চাইলে তার মা কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়।

১৫. রহিমের মায়ের কাজটি কোন সূরার শিক্ষার পরিপন্থি?
ক সূরা ইখলাস খ সূরা মাউন গ সূরা ইনশিরাহ ঘ সূরা তীন

১৬. তার এই কাজটি–
i. দীনকে অস্বীকারের শামিল ii. কাফির মুনাফিকদের কাজ
iii. ইয়াতিমদের প্রতি অবহেলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
ক ৩টি খ ৪টি গ ৭টি ঘ ৮টি

১৮. সালাত এর ফারসি প্রতিশব্দ হলো–
ক দুআ খ নামাজ গ রোযা ঘ সিয়াম

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শফিকের দাদা এই বছর এমন একটি ইবাদত সম্পন্ন করার নিয়ত করেছেন যে ইবাদতটি সম্পন্ন করতে অর্থ ও শারীরিক সামর্থ্য দু'টিই প্রয়োজন হয়।

১৯. শফিকের দাদা কোন্ ইবাদতটি পালন করার নিয়ত করেছেন?
ক সালাত খ সাওম গ যাকাত ঘ হজ

২০. উক্ত ইবাদতের ফলে তিনি–
i. সম্প্রীতি ও সৌহার্দবোধে উদ্বুদ্ধ হতে পারবেন
ii. ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য রোধে ভূমিকা রাখতে পারবে
iii. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. তাকওয়া শব্দের অর্থ কী?
ক চুক্তি খ অঙ্গীকার গ বেঁচে থাকা ঘ প্রতিশ্রুতি

২২. আমানতের বিপরীত দিক কোনটি?
ক খিয়ানত খ কাযিব গ কাযযাব ঘ সিদক

২৩. ফিতনা দ্বারা বুঝায়–
i. সুশৃঙ্খল অবস্থা ii. বিশৃঙ্খল অবস্থা
iii. অরাজক পরিস্থিতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. ফিজার যুদ্ধ কত বছর স্থায়ী ছিল?
ক ৩ খ ৪ গ ৫ ঘ ৬

২৫. আদর্শকে আরবিতে কী বলে?
ক তাকওয়া খ উছওয়া গ হাসানাহ ঘ আহাদু

২৬. "তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর" দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?
ক রুকু করতে বলা হয়েছে খ নামাজ কায়েম করতে বলা হয়েছে
গ একসাথে চলতে বলা হয়েছে ঘ মসজিদে আসতে বলা হয়েছে

২৭. জ্ঞান চর্চা অপরিহার্য কেন?
ক হালাল উপার্জনের জন্য খ চাকুরী পাওয়ার জন্য
গ মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য ঘ সামাজিক সম্মানের জন্য

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আজিম সাহেব একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। তিনি কারো থেকে কোনো অতিরিক্ত উৎকোচ নেন না। তিনি বলেন, সবকিছু আল্লাহ তায়ালা দেখতে পান। সব বিষয়ে তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

২৮. আজিম সাহেব ইসলামের কোন্ বিষয়টি অনুসরণ করেছেন?
ক সত্যবাদিতা খ তাকওয়া গ শালীনতা ঘ আমানত

২৯. আজিম সাহেব এ কাজের ফলে–
i. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবেন ii. পদোন্নতি পাবেন
iii. জান্নাত লাভ করবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. মিসেস 'ক' তার সহকর্মীদের অনুপস্থিতিতে তাদের ত্রুটির কথা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে। 'ক' এর কাজটি কীরূপ?
ক মিথ্যা বলা খ ফিতনা-ফ্যাসাদ
গ হিংসা ঘ গিবত

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর																														
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড-২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি এক ভীষণ আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। অধিকাংশ কুরাইশ রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সতর্ক বাণী অমান্য করে পূর্বের ন্যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাবাঘর তাওয়াফ করতে থাকে। আবার লাত ও মানাতকে উপাস্য বানিয়ে তাদের সিজদাহ করাও অব্যাহত রাখে। তারা মনে করে, এগুলো তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করবে।

ক. ইমান কী? ১

খ. "ইসলামই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কুরাইশদের নিকট কী পৌঁছে দিয়েছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কুরাইশদের ইবাদত কতোটা সঠিক ছিল? তাদের কর্মকাণ্ড আকাইদের আলোকে চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

২। **তথ্য-১ :** জনাব 'ক' বিশ্বাস করে, মৃত্যুই জীবনের পরিসমাপ্তি। পরকাল বলতে কিছু নেই।

তথ্য-২ : তানিয়া নবম শ্রেণির ছাত্রী। তার শিক্ষাক্রমে অন্যান্য বিষয়ের সাথে একটি বিশেষ বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। এটি অধ্যয়ন করে সে আল্লাহ ও রাসুলের পরিচয় এবং পৃথিবীতে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারছে। অবশেষে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, "যদি এটি পড়ালেখার সুযোগ না পেত তাহলে সে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে যেত।"

ক. ইমানের মূলকথা কী? ১

খ. "ইসলাম হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ক' এর বিশ্বাস কীসের শামিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তানিয়ার পঠিত বিশেষ বিষয়টি চিহ্নিত করে তার সিদ্ধান্তের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৩। জনাব জামাল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভোররাতে আহার গ্রহণ করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকেন। তার মহল্লায় কিছুসংখ্যক ধনীলোক বাস করেন। আবার বেশকিছু গরিবও আছেন। ধনীরা বছর শেষে তাদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে শাড়ি, লুঙ্গি কিনে গরিবদের মাঝে বিতরণ করেন। মহল্লার মসজিদের ইমাম মসজিদ কমিটির সহায়তায় এলাকার ধনী ও গরিবদের তালিকা প্রস্তুত করেন। ধনীরা তাদের বাৎসরিক বাধ্যতামূলক আর্থিক দানের অর্থ ইমাম সাহেবের নিকট জমা করেন। ইমাম সাহেব তালিকাভুক্ত গরিবদের মধ্য থেকে প্রতি বছর ২০ জন পুরুষকে ২০টি রিকসা ভ্যান ও ও ২০ জন মহিলাকে ২০টি সেলাই মেশিন প্রদান করেন। কিছু টাকা তিনি দুস্থদের চিকিৎসাবাবদ খরচের জন্য প্রদান করেন। পাঁচ বছর পর দেখা যায় মহল্লায় গরিব লোকগুলো স্বাবলম্বি হয়ে গেছেন।

ক. ইবাদত কাকে বলে? ১

খ. সাওম কীভাবে মানুষকে পাপ থেকে সুরক্ষা দেয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জামাল সাহেব কোন ইবাদতটি পালন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মহল্লার ধনী লোকদের ইবাদতটি চিহ্নিতপূর্বক এর আর্থিক সুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। **দৃশ্যকল্প-১ :** রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) খেজুর জাতীয় শুকনো খাবার বেজোড় সংখ্যায় খেতেন। (হাদিস)

দৃশ্যকল্প-২ : জাকির সাহেব একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি নিয়মিত দৈনিক পাঁচবার আল্লাহর প্রতি বাধ্যতামূলক শারীরিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পৃথিবীর প্রথম ঘরটিও যিয়ারত করেছেন। তবে বছর শেষে গরিব-দুঃখী মানুষের প্রতি বাধ্যতামূলক আর্থিক দায়িত্বটি এড়িয়ে যান।

ক. কাওলি হাদিস কাকে বলে? ১

খ. "সুন্নাহ হলো কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ।"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর বর্ণিত হাদিসটি কোন প্রকারের হাদিস? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জাকির সাহেব কি ইসলামের ভিত্তিগুলো সঠিকভাবে পালন করেন? সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে ভিত্তিগুলো চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। **তথ্য-১ :** ইয়েমেনের শাসক আবরাহা পবিত্র কাবা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে এক বিশাল হস্তি বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিযানে বের হয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঘর রক্ষা করার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান। পাখিরা মক্কা থেকে কিছু দূরে 'ওয়াদিয়ে মুহাসসার' নামক স্থানে আবরাহার বাহিনীর উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করে। এতে আবরাহা ও তার বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়।

তথ্য-২ : নাফিস একটি মুদি দোকানের মালিক। মাসের শুরুতে প্রায় দশদিন তার দোকানে প্রচুর বেচাকেনা হয়। এ দিনগুলোতে তিনি ইশা ও ফজরের নামায যথাসময়ে আদায় করেন। ক্রেতাদের ভীড়ের কারণে যোহর, আসর ও মাগরিবের নামায আদায় করেন না। রাতের বেলা বাসায় গিয়ে এ ওয়াক্তগুলোর নামায কাযা আদায় করেন।

ক. মাদানি সূরার পরিচয় দাও। ১

খ. শরিয়তের পরিধি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আবরাহার পরিণতিতে সূরা আত্-তীনের কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর নাফিসের সালাত আদায়ে কোন একটি সূরার শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়? সংশ্লিষ্ট সূরার আলোকে চিহ্নিত করে তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬। জনাব হাবিব আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একটি দেশে গমন করে পৃথিবীর প্রথম ঘর প্রদক্ষিণ করেন। দুইটি বিশেষ প্রান্তরে অবস্থানসহ আরো কিছু কাজ সম্পাদন করে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর বন্ধু আবির একটি গার্মেন্টস কারখানার মালিক। কিন্তু সময়মতো তিনি শ্রমিকদের বেতনাদি পরিশোধ করেন না। বরং অনেক সময় তাদের অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দেন। মাঝেমধ্যেই কারখানার শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয়। একপর্যায়ে কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়।

ক. হাদিস অনুসারে একজন অধীনস্ত কর্মচারীকে কতবার ক্ষমা করা যেতে পারে? ১

খ. "সব জ্ঞানই গ্রহণীয় নয়।"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হাবিব সাহেব ইসলামের কোন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত পালন করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর আবির সাহেবের কর্মকাণ্ডের ফলে কারখানাটি বন্ধ হয়েছে? তার কর্মকাণ্ড চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। সালেহা বেগমের একটি গাভীর খামার আছে। খামারে দৈনিক প্রায় ৫০ লিটার দুধ উৎপন্ন হয়। একদিন ২টি বাছুর দুধ খেয়ে ফেলায় ৫ লিটার দুধ কম হয়। খামারের কর্মচারী ৫ লিটার পানি মিশানোর প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সালেহা বেগম জাহান্নামের আযাবের কথা স্মরণ করে কর্মচারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সালেহা বেগমের পুত্র আমিন একজন অফিসার। একটি মিটিং উপলক্ষে তাঁর অফিসের সকলের আপ্যায়নের জন্য ২০ প্যাকেট নাস্তা আনা হয়। নাস্তা পরিবেশনের পূর্বে গুণে দেখা যায়, একটি প্যাকেট নেই। আমিন সাহেবের কর্মচারী শফিক তাঁকে জানায়, একটি প্যাকেটের নাস্তা সে খেয়েছে। আমিন সাহেব শফিকের ওপর রাগ না করে তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমার স্বীকারোক্তি পরকালে তোমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করবে।

ক. ওয়াদা পালন বলতে কী বুঝ? ১

খ. "সচ্চরিত্র মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ"– কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সালেহা বেগমের মানসিকতায় আখলাকে হামিদাহর কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শফিকের স্বীকারোক্তিতে আখলাকে হামিদাহর যে গুণটি প্রকাশ পায়, সেটি চিহ্নিত করে তার উদ্দেশ্যে আমিন সাহেবের উক্তির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৮। 'ক' নামক একটি প্রসাধনী কারখানায় ম্যাজিস্ট্রেট অভিযান পরিচালনা করে দেখলেন সাভারে উৎপাদিত দেশি দ্রব্যের গায়ে লেবেল লাগানো হয়েছে Made in America. এভাবে এগুলো উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। অপরদিকে 'খ' পত্রিকার একজন সাংবাদিক অভিযানের বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করলো। সে রিপোর্ট যাতে প্রকাশ করা না হয়, সেজন্য কারখানার ম্যানেজার জহির তাকে মোটা অংকের টাকা দেয়ার প্রস্তাব করে কিন্তু সাংবাদিক তা গ্রহণ করেননি। স্থানীয় মসজিদের ইমাম বিষয়টি জানতে পেরে জহিরকে বলেন, আপনার ভূমিকা জাহান্নামের পথকে প্রশস্ত করবে।

ক. গিবত কী? ১

খ. "ফিতনা কেন হত্যার চেয়েও জঘন্য?" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কারখানার উৎপাদন ও বিক্রয়ের পদ্ধতি আখলাকে যামিমাহ্র কোন বিষয়ের শামিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জহিরের ভূমিকায় আখলাকে যামিমাহ্র যে বিষয়টি ফুটে ওঠে তা চিহ্নিতপূর্বক ইমাম সাহেবের উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৯। রসুলপুর ইউনিয়নে একটি বড় খেলার মাঠ আছে। রমজান মাস শেষে শাওয়াল মাসের প্রথম দিন দ্বি-প্রহরের পূর্বে মুসলমানগণ খেলার মাঠে জামাআতের সাথে দুরাকাত সালাত আদায় করেন। হানিফ সাহেব ইউনিয়নের একজন ওয়ার্ড মেম্বার। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন। গতরাতে তাঁর একজন প্রতিবেশী মারা যান। উপজেলা পরিষদের পূর্বনির্ধারিত একটি মিটিং এ অংশগ্রহণের কারণে তিনি প্রতিবেশীর জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

ক. সুন্নাত কাকে বলে? ১

খ. "হালালের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত"– কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রসুলপুরের মুসলমানগণ শরিয়তের কোন বিধান পালন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রতিবেশীর জানাযার নামাজে অনুপস্থিত থাকার কারণে হানিফ সাহেব গুনাহগার হবেন কি? আহকামের আলোকে তাঁর নামাজগুলোর হুকুম চিহ্নিত করে তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। আলিফ সাহেব কুরআনের হাফেজ এবং নামকরা সার্জারী ডাক্তার। তিনি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জন্মগত জোড়াশিশু অপারেশনের মাধ্যমে আলাদা করেন। এ সাফল্যের কারণে তাঁকে এ বিষয়ের পথিকৃত বলা হয়। তার ভাই কুরবান সাহেব একজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে গরিব মানুষদের খোঁজ-খবর নেন। দরিদ্র প্রসূতি মায়েদের পরিচর্যা ও সেবা প্রদানের জন্য স্ত্রী হালিমাকে বাড়ি বাড়ি পাঠান। অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য পরিষদের টাকায় কয়েকটি ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়। প্রত্যেক মেম্বারকে একটি করে ল্যাপটপ প্রদান করা হয় কিন্তু তিনি নিজে নেন তিনটি ল্যাপটপ।

ক. আইয়ামে জাহেলিয়া কাকে বলে? ১

খ. আবু বকর (রাঃ)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ২

গ. আলিফ সাহেবের কর্মকাণ্ড চিকিৎসাবিজ্ঞানে কোন মনীষীর অবদানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, কুরবান সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোনো একজন খলিফার আদর্শ সম্পূর্ণরূপে ফুটে উঠেছে? উক্ত খলিফাকে চিহ্নিতপূর্বক তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১। মিসেস নাজিয়ার একটি ফলের বাগান আছে। তিনি তার এ বাগানটি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। পাখি ও পথিক লোকজন ইচ্ছেমতো ফল খায়। এতে তিনি আনন্দবোধ করেন। তাঁর স্বামী মোসলেম সাহেব একজন কর্মজীবী মানুষ। প্রতিদিন ঘুমানোর আগে তিনি ওযু করেন এবং ভোররাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের সংকল্প করেন। অধিকাংশ ভোররাতে সজাগ হয়ে নামাজ আদায় করেন। মাঝে-মধ্যে তিনি ঘুম থেকে জাগতে পারেন না ফলে তাহাজ্জুদ নামাজও আদায় করতে পারেন না।

ক. হাদিসের সনদ কাকে বলে? ১

খ. "রাসুল তোমাদের যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. মিসেস নাজিয়ার মনোভাবে কোন হাদিসের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মোসলেম সাহেব ছুটে যাওয়া তাহাজ্জুদ নামাজে সওয়াব পাবেন কি? হাদিসের আলোকে চিহ্নিতপূর্বক তোমার মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	1	N	2	M	3	N	4	M	5	K	6	N	7	K	8	L	9	M	10	N	11	K	12	M	13	N	14	K	15	L
	16	M	17	N	18	L	19	N	20	L	21	M	22	K	23	M	24	M	25	L	26	L	27	M	28	L	29	L	30	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি এক ভীষণ আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। অধিকাংশ কুরাইশ রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সতর্ক বাণী অমান্য করে পূর্বের ন্যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাবাঘর তাওয়াফ করতে থাকে। আবার লাত ও মানাতকে উপাস্য বানিয়ে তাদের সিজদাহ করাও অব্যাহত রাখে। তারা মনে করে, এগুলো তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করবে।

ক. ইমান কী? ১

খ. "ইসলামই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কুরাইশদের নিকট কী পৌঁছে দিয়েছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কুরাইশদের ইবাদত কতোটা সঠিক ছিল? তাদের কর্মকাণ্ড আকাইদের আলোকে চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে।

খ ইসলাম হলো আল্লাহ তায়ালার প্রবর্তিত ধর্ম বা জীবনবিধান। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজকর্মের যথাযথ দিকনির্দেশনা ইসলামে বিদ্যমান। এমনকি মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বা পরকালের অবস্থার বর্ণনাও ইসলামে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, আর তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম' (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-৩)। অতএব ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

গ রাসুল (সা.) কুরাইশদের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন।

নবুয়ত প্রাপ্তির পর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিপথগামী মক্কাবাসীর নিকট ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল। তিনি আরও ঘোষণা করেন, ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম, আল-কুরআন এ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ। আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, নিয়ামক এবং সবকিছুর মালিক। তিনি সকল সৃষ্টির জীবন ও মৃত্যুদানকারী।

উদ্দীপকে মহানবি (সা.)-এর কুরাইশদের ইসলামের দাওয়াত দানের একটি প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে কুরাইশদের ঔদ্ধত্য প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটেই মহান আল্লাহ সূরা আল-লাহাব নাজিল করেছিলেন। প্রথম তিন বছর তিনি গোপনে তাঁর আত্মীয়স্বজনকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। পরে আল্লাহর নির্দেশে প্রকাশ্যে ইসলামের পথে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন।

উদ্দীপকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলেন– আমি এক ভীষণ আযাব সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছি। যা রাসুল (সা.)-এর দীনের দাওয়াতের শামিল।

ঘ কুরাইশদের ইবাদত মোটেই সঠিক ছিল না। আকাইদের আলোকে তাদের কর্মকাণ্ড ছিল শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে আকাইদ বলা হয়। ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত একমাত্র দীন বা জীবনব্যবস্থা। এর বিশ্বাসগত দিকের নাম হলো আকাইদ। আকাইদের বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হয়। এরপর থেকে ইবাদতের যোগ্য মালিক হিসেবে একমাত্র আল্লাহর সামনেই মাথা নত করা বাঞ্ছনীয়। অথচ কুরাইশগণ সত্য দীনের দাওয়াত পাওয়ার পরও যে পথে হাঁটছিল তা নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক, ভ্রান্ত এবং ঘৃণ্য।

আকাইদের বিষয়গুলো হলো আল্লাহ তায়ালা, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস ও তাঁর সামনে নির্দ্বিধায় মাথা নত করা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ কুরাইশরা আল্লাহর পরিবর্তে অসংখ্য মূর্তি তৈরি করে সেগুলোর পূজা করত। পবিত্র কাবাঘরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করার সাহস তারা দেখিয়েছিল। এসব মূর্তিগুলোর ছিল না কোনো ক্ষমতা, ছিল না কোনো বুদ্ধি। এরা কারও জন্য কিছুই করতে পারত না। অথচ তারা এগুলোকেই উপাস্য বানিয়েছিল। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।" (সূরা আশ-শুরা, আয়াত-১১) আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে অদ্বিতীয়। তিনিই প্রশংসা ও ইবাদতের একমাত্র মালিক। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকে ও জন্ম দেওয়া হয় নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।' (সূরা ইখলাস)

তাওহিদের এ বিষয়গুলো অস্বীকার করে কুরাইশগণ যে পূজায় লিপ্ত হয়েছে তা হলো শিরক। আর এটি হলো সবচেয়ে বড় জুলুম ও পাপ। আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদেরকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। তাই বলা যায়, কুরাইমদের ইবাদত সঠিক ও গ্রহণযোগ্য ছিল না।

প্রশ্ন ▸ ০২ **তথ্য-১ :** জনাব 'ক' বিশ্বাস করে, মৃত্যুই জীবনের পরিসমাপ্তি। পরকাল বলতে কিছু নেই।

তথ্য-২ : তানিয়া নবম শ্রেণির ছাত্রী। তার শিক্ষাক্রমে অন্যান্য বিষয়ের সাথে একটি বিশেষ বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। এটি অধ্যয়ন করে সে আল্লাহ ও রাসুলের পরিচয় এবং পৃথিবীতে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারছে। অবশেষে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, "যদি এটি পড়ালেখার সুযোগ না পেত তাহলে সে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে যেত।"

ক. ইমানের মূলকথা কী? ১

খ. "ইসলাম হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ক' এর বিশ্বাস কীসের শামিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তানিয়ার পঠিত বিশেষ বিষয়টি চিহ্নিত করে তার সিদ্ধান্তের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ)। অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসুল।

খ ইমান ও ইসলাম গাছের মূল ও শাখা-প্রশাখার মতো। ইমান হলো গাছের শিকড় বা মূল আর ইসলাম তার শাখা-প্রশাখা। মূল না থাকলে শাখা-প্রশাখা হয় না। আর শাখা-প্রশাখা ছাড়া মূল বা শিকড় মূল্যহীন। ইসলাম হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ। ইমান হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। আর ইসলাম বাহ্যিক আচার-আচরণ ও কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত। তাই ইমান ও ইসলাম একে অন্যের পরিপূরক।

গ জনাব 'ক'-এর বিশ্বাস কুফুরির শামিল।
কুফর শব্দের অর্থ– অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকেই কুফর বলা হয়। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে– আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও গুণাবলিকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা, ইমানের সাতটি বিষয়কে অস্বীকার করা, ইসলামের মৌলিক ইবাদতকে অস্বীকার করা, হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা, ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের অনুকরণ করা, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা প্রভৃতি। জনাব 'ক'-এর মনোভাবে ইসলামের মৌলিক বিষয়ের প্রতি অবিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়।
জনাব 'ক' বিশ্বাস করে– 'মৃত্যুই জীবনের পরিসমাপ্তি।' পরকাল বলতে কিছু নেই। জনাব 'ক'-এর এ কথায় ইমান ও ইসলামের মৌলিক বিষয়ের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। এ ধরনের মনোভাব নিঃসন্দেহে কুফুরির শামিল।

ঘ তানিয়ার পঠিত বিশেষ বিষয়টি হচ্ছে ইসলামি শিক্ষা। আর এ বিষয় সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত যথার্থ।
কোনো কিছু বাস্তবায়ন করতে হলে প্রথমে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হয়। ইসলাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম সম্পর্কে প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। আর এর প্রধান মাধ্যম হলো ইসলাম শিক্ষা। তানিয়ার পঠিত বিষয়টি এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করে।
তানিয়া তার শিক্ষাক্রমে সংযুক্ত আলোচ্য বিষয়টি পড়ে, আল্লাহ ও রাসুলের পরিচয় এবং পৃথিবীতে মানুষের করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারছে। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি পাঠ করেই এসব জ্ঞান অর্জন করা যায়। কীভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও আনুগত্য করতে হয়, দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা ও উঠাবসা কীভাবে করতে হবে, যাবতীয় উত্তম গুণাবলি কীভাবে অনুশীলন করতে হবে, যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে কীভাবে বেঁচে থাকতে হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো ইসলামি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় বিষয়, পরকালীন জীবনে জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় জানতে ইসলাম বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করা অপরিহার্য।
সুতরাং উদ্দীপকে তানিয়ার বক্তব্যে ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। এ কারণে তানিয়ার সিদ্ধান্তকে সঠিক হিসেবে নিরূপণ করা যায়।

প্রশ্ন ▸ ০৩ জনাব জামাল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভোররাতে আহার গ্রহণ করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকেন। তার মহল্লায় কিছুসংখ্যক ধনীলোক বাস করেন। আবার বেশকিছু গরিবও আছেন। ধনীরা বছর শেষে তাদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে শাড়ি, লুঙ্গি কিনে গরিবদের মাঝে বিতরণ করেন। মহল্লার মসজিদের ইমাম মসজিদ কমিটির সহায়তায় এলাকার ধনী ও গরিবদের তালিকা প্রস্তুত করেন। ধনীরা তাদের বাৎসরিক বাধ্যতামূলক আর্থিক দানের অর্থ ইমাম সাহেবের নিকট জমা করেন। ইমাম সাহেব তালিকাভুক্ত গরিবদের মধ্য থেকে প্রতি বছর ২০ জন পুরুষকে ২০টি রিকসা ভ্যান ও ও ২০ জন মহিলাকে ২০টি সেলাই মেশিন প্রদান করেন। কিছু টাকা তিনি দুস্থদের চিকিৎসাবাবদ খরচের জন্য প্রদান করেন। পাঁচ বছর পর দেখা যায় মহল্লায় গরিব লোকগুলো স্বাবলম্বি হয়ে গেছেন।

ক. ইবাদত কাকে বলে? ১
খ. সাওম কীভাবে মানুষকে পাপ থেকে সুরক্ষা দেয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জামাল সাহেব কোন ইবাদতটি পালন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মহল্লার ধনী লোকদের ইবাদতটি চিহ্নিতপূর্বক এর আর্থিক সুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক দৈনন্দিন জীবনে সকল কাজকর্মে আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধান মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয়।

খ মানুষ লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ-ক্ষোভ ও কামভাবের বশবর্তী হয়ে অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়। সাওম মানুষকে এসব কাজ থকে মুক্ত থাকতে শেখায়। সাওম হলো কোনো ব্যক্তি ও তার মন্দ কাজের মাঝে ঢাল স্বরূপ। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন–

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ

অর্থ : "সাওম (রোযা) ঢালস্বরূপ।" (বুখারি ও মুসলিম)
সর্বোপরি সাওম পালনের মাধ্যমে দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি অর্জিত হয়।

গ জামাল সাহেব 'সাওম' ইবাদতটি পালন করেন।
ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সাওম হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা। জামাল সাহেবের কাজে এ ফরজ ইবাদতটি পালনের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকে জামাল সাহেব আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভোর রাতে আহার গ্রহণ করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকেন। এ বিরত থাকাই হলো সাওম। প্রাপ্তবয়স্ক সকল নর ও নারীর উপর রমযান মাসের এক মাস রোযা রাখা ফরজ। সকল সৎকাজের প্রতিদান আল্লাহ দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিবেন। কিন্তু সাওম-এর প্রতিদান সম্পর্কে হাদিসে কুদসিতে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন– اَلصَّوْمُ لِىْ وَأَنَا أَجْزِىْ بِهٖ অর্থাৎ, 'সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।' (বুখারি)
রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, আল্লাহ তায়ালা তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন' (বুখারি)। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, জামাল সাহেবের পালনকৃত ইবাদতটি হচ্ছে সাওম। যার ফযিলত অপরিসীম।

ঘ মহল্লার ধনী লোকদের ইবাদতটি যাকাতের অন্তর্ভুক্ত।
ইসলামের চতুর্থ মৌলিক ইবাদত হলো যাকাত। শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। যাকাত শুধু ধনী মুসলমানের উপর আদায় করা ফরজ। উদ্দীপকে যাকাতের আর্থিক গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিতসহ এর সুফলের দিক তুলে ধরা হয়েছে। যাকাত সামাজিক নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি সমাজের মানুষের মধ্যকার সম্পদের বৈষম্য দূর করে। সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। যাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি। যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ফলে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়। সম্পদের ভারসাম্য বজায় থাকে। ধনী-গরিব বৈষম্য দূর হয়।

যাকাতব্যবস্থার ফলে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয়ে দরিদ্র লোকদের হাতে যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ, যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশীলদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। (সূরা আল-হাশর : আয়াত-৭)

সুতরাং বলা যায়, যাকাত প্রদান করা দরিদ্রের প্রতি ধনী লোকের কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়; বরং যাকাত হলো দরিদ্র লোকের প্রাপ্য অধিকার। অতএব প্রত্যেক সম্পদশালী মুসলিম ব্যক্তির উচিত স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করা এবং অসহায় লোকদের অভাব মোচনে ভূমিকা রাখা।

প্রশ্ন ▶ ০৪ **দৃশ্যকল্প-১ :** রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) খেজুর জাতীয় শুকনো খাবার বেজোড় সংখ্যায় খেতেন। (হাদিস)

দৃশ্যকল্প-২ : জাকির সাহেব একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি নিয়মিত দৈনিক পাঁচবার আল্লাহর প্রতি বাধ্যতামূলক শারীরিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পৃথিবীর প্রথম ঘরটিও যিয়ারত করেছেন। তবে বছর শেষে গরিব-দুঃখী মানুষের প্রতি বাধ্যতামূলক আর্থিক দায়িত্বটি এড়িয়ে যান।

ক. কাওলি হাদিস কাকে বলে? ১

খ. "সুন্নাহ হলো কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ।"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর বর্ণিত হাদিসটি কোন প্রকারের হাদিস? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জাকির সাহেব কি ইসলামের ভিত্তিগুলো সঠিকভাবে পালন করেন? সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে ভিত্তিগুলো চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীকে কাওলি বা বাণীসূচক হাদিস বলে।

খ ইসলামি পরিভাষায় হাদিস বলতে মহানবি (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে বোঝানো হয়। হাদিস হচ্ছে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে শরিয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান ও মূলনীতি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং ইসলামি শরিয়তের উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআনের পরেই হাদিসের স্থান।

গ দৃশ্যকল্প-১-এ বর্ণিত হাদিসটি হলো ফি'লি হাদিস।

মহানবি (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে হাদিস বলা হয়। ইসলামি শরিয়তে আল-কুরআনের পরই হাদিসের স্থান। এটি আল-কুরআনের পরিপূরক। হাদিসের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। তার মধ্যে ফি'লি একটি। দৃশ্যকল্প-১-এর হাদিসটিতে ফি'লি হাদিসের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

দৃশ্যকল্প-১-এর হাদিসটি হলো– রাসুলুল্লাহ (সা.) খেজুর জাতীয় শুকনো খাবার বেজোড় সংখ্যায় খেতেন। এ হাদিসটিতে মহানবি (সা.)-এর একটি কাজের কথা বলা হয়েছে। আর ফি'লি শব্দের অর্থ কাজ সম্বন্ধীয়। যে হাদিসে মহানবি (সা.)-এর কোনো কাজের বিবরণ স্থান পেয়েছে তাকে ফি'লি বা কর্মসূচক হাদিস বলে। অর্থাৎ মহানবি (সা.) তার জীবনে যেসব কাজ যেভাবে করেছেন তার বর্ণনা এ হাদিসে পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১-এর হাদিসটি ফি'লি হাদিস।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি হাদিস-২ (ইসলামের ভিত্তি সম্পর্কিত হাদিস) এর অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে উল্লিখিত তিনটি ইবাদতের মধ্যে জাকির সাহেব সালাত সঠিকভাবে আদায় করেন। হজ সঠিকভাবে আদায় করেছেন কিন্তু যাকাত ইবাদতটি সঠিকভাবে আদায় করেন নি। ফলে তিনি ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করেননি। কেননা মহানবি (সা.) ইসলামে পাঁচটি মূলভিত্তি একসাথে বর্ণনা করেছেন। এগুলো হলো ইমান, সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম। এ পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। এর কোনো একটিকে বাদ দিলে ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না।

উদ্দীপকে জাকির সাহেব একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন। হজ করেছেন। তবে তিনি যাকাত আদায়ের বিষয়টি এড়িয়ে যান। অথচ রাসুল (সা.) বলেছেন, 'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল এবং সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ করা এবং রমযানের রোযা রাখ।' (বুখারি ও মুসলিম) এই হাদিসে মহানবি (সা.) উপমার মাধ্যমে বিষয়টি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে, ইসলাম হলো একটা তাঁবু সদৃশ ঘর। ইমান হলো তাঁবুর মধ্যস্থিত মূল খুঁটি। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ মধ্যস্থিত খুঁটি ছাড়া তাঁবু দাঁড় করানো অসম্ভব। তাঁবুর বাকি চারটি খুঁটিও গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম। সবগুলো খুঁটি ঠিক থাকলে তাঁবু ঠিকভাবে দণ্ডায়মান থাকে। এর কোনো একটি খুঁটি না থাকলে তাঁবু ভূলণ্ঠিত হয়। সুতরাং ইসলামের পূর্ণতার জন্য এ পাঁচটি ভিত্তির সবকটিই গুরুত্বপূর্ণ। একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলিম ব্যক্তি এ পাঁচটি বিষয়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করে থাকেন।

অতএব বলা যায়, জাকির সাহেব ইসলামের ভিত্তিগুলো সঠিকভাবে পালন করেননি।

প্রশ্ন ▶ ০৫ **তথ্য-১ :** ইয়েমেনের শাসক আবরাহা পবিত্র কাবা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে এক বিশাল হস্তি বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিযানে বের হয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঘর রক্ষা করার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান। পাখিরা মক্কা থেকে কিছু দূরে 'ওয়াদিয়ে মুহাসসার' নামক স্থানে আবরাহার বাহিনীর উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করে। এতে আবরাহা ও তার বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়।

তথ্য-২ : নাফিস একটি মুদি দোকানের মালিক। মাসের শুরুতে প্রায় দশদিন তার দোকানে প্রচুর বেচাকেনা হয়। এ দিনগুলোতে তিনি ইশা ও ফজরের নামায যথাসময়ে আদায় করেন। ক্রেতাদের ভীড়ের কারণে যোহর, আসর ও মাগরিবের নামায আদায় করেন না। রাতের বেলা বাসায় গিয়ে এ ওয়াক্তগুলোর নামায কাযা আদায় করেন।

ক. মাদানি সূরার পরিচয় দাও। ১

খ. শরিয়তের পরিধি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আবরাহার পরিণতিতে সূরা আত্-তীনের কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর নাফিসের সালাত আদায়ে কোন একটি সূরার শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়? সংশ্লিষ্ট সূরার আলোকে চিহ্নিত করে তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণ ভাষায় বলা যায়, মদিনাতে নাজিল হওয়া সূরাগুলো মাদানি সূরা। তবে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, মহানবি (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের পর নাজিল হওয়া সকল সূরাকে মাদানি সূরা নামে আখ্যায়িত করা হয়।

খ শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এটি হলো– মানবজাতির জন্য সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মুসলিম মনীষীগণ শরিয়তের বিষয়বস্তুকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা : ১. আকিদা বা বিশ্বাসগত বিধি-বিধান। ২. নৈতিকতা ও চরিত্র সংক্রান্ত রীতিনীতি। ৩. বাস্তব কাজকর্ম সংক্রান্ত নিয়মকানুন।

গ আবরাহার পরিণতিতে সূরা আত-তীনে বর্ণিত মানুষের পরিণতির বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

সূরা আত-তীনে মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এতে মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের উৎপত্তি ও পরিণতির প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবরাহার পরিণতি এ পরিণতিরই আওতাভুক্ত।

এ সূরায় প্রথম তিনটি আয়াতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শপথ করে আল্লাহ তায়ালা মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর সৃষ্টি হিসেবে ঘোষণা করেন। সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষের আকৃতিই সবচেয়ে সুন্দর। তবে মানুষ যদি ভালো কাজ না করে অসৎ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেন। তাকে শাস্তি প্রদান করেন।

উদ্দীপকে ইয়েমেন শাসক আবরাহা হস্তি বাহিনী নিয়ে কাবাঘর ধ্বংস করতে গেলে মহান আল্লাহ আবাবিল পাখি দ্বারা কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাকে ধ্বংস করে দেন। এভাবে মহা প্রতাবশালীকেও মহান আল্লাহ নিচুস্তরে নামিয়ে দিতে পারেন। যার ইঙ্গিত পাওয়া যায় সূরা আত-তীনে।

ঘ নাফিসের সালাত আদায়ে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়ায় তা সূরা আল-মাউনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে তার আচরণে এ সূরার সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রতিফলিত হয়নি।

আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা আল-মাউনে আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো– বিচার দিবসকে অস্বীকার করা খুবই জঘন্য কাজ; ইয়াতীম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। ইয়াতীম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে; কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে। সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস; কিন্তু উদ্দীপকে দেখা যায়, মাসের শুরুতে প্রায় দশদিন নাফিসের দোকানে প্রচুর বেচাকেনা হয়। এ দিনগুলোতে তিনি ইশা ও ফজরের নামাজ যথাসময়ে আদায় করেন। ক্রেতাদের ভিড়ের কারণে যোহর, আসর ও মাগরিবের নামাজ আদায় করেন না। রাতের বেলা বাসায় গিয়ে এ ওয়াক্তগুলোর নামাজ কাযা আদায় করেন। অর্থাৎ সে সালাত সম্পর্কে উদাসীন। আর এ কারণে সে সূরা আল মাউনে বর্ণিত মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে এবং তার আচরণটি সূরা আল-মাউন এর শিক্ষার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

অতএব বলা যায়, এ ধরনের নামাজ আদায় থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন ▸ ০৬ জনাব হাবিব আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একটি দেশে গমন করে পৃথিবীর প্রথম ঘর প্রদক্ষিণ করেন। দুইটি বিশেষ প্রান্তরে অবস্থানসহ আরো কিছু কাজ সম্পাদন করে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর বন্ধু আবির একটি গার্মেন্টস কারখানার মালিক। কিন্তু সময়মতো তিনি শ্রমিকদের বেতনাদি পরিশোধ করেন না। বরং অনেক সময় তাদের অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দেন। মাঝেমধ্যেই কারখানার শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয়। একপর্যায়ে কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়।

ক. হাদিস অনুসারে একজন অধীনস্ত কর্মচারীকে কতবার ক্ষমা করা যেতে পারে? ১

খ. "সব জ্ঞানই গ্রহণীয় নয়।"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হাবিব সাহেব ইসলামের কোন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত পালন করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর আবির সাহেবের কর্মকাণ্ডের ফলে কারখানাটি বন্ধ হয়েছে? তার কর্মকাণ্ড চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাদিস অনুসারে একজন অধীনস্ত কর্মচারীকে দৈনিক সত্তরবার ক্ষমা করা যেতে পারে।

খ "সব জ্ঞানই গ্রহণীয় নয়"– কথাটি যথার্থ।

গ্রহণীয় জ্ঞান হলো– যে জ্ঞান ইহকাল ও পরকালে মানুষের কল্যাণে আসে। যেমন : নৈতিক জ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পদার্থ, রসায়নসহ সকল কল্যাণকর জ্ঞান। আর বর্জনীয় জ্ঞান হলো– যে জ্ঞান মানুষের কোনো কল্যাণে আসে না; বরং যার দ্বারা ইহকাল ও পরকালে অকল্যাণ সাধিত হয়। যেমন : অনৈতিক জ্ঞান, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান।

গ হাবিব সাহেব ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হজ পালন করেছেন। যা ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ।

হজ এর আভিধানিক অর্থ হলো– সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। ইসলামের পরিভাষায়– আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে। হাবিব সাহেবের পালন করা ইবাদতটি এ গুরুত্বহ ইবাদতটির প্রতি ইঙ্গিত করে।

উদ্দীপকে জনাব হাবিব আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একটি দেশে গমন করে পৃথিবীর প্রথম ঘর প্রদক্ষিণ করেন। দুইটি বিশেষ প্রান্তরে অবস্থানসহ আরও কিছু কাজ সম্পাদন করে দেশে ফিরে আসেন। এ কাজগুলো হজের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, 'মানুষের মধ্যে যার আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে, তার উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওই ঘরের হজ করা অবশ্য কর্তব্য' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৯৭)। অন্যত্র তিনি এরশাদ করেন, 'একমাত্র আল্লাহর জন্য হজ ও উমরাহ পরিপূর্ণভাবে আঞ্জাম দাও' (সূরা আল বাকারা : আয়াত-১৯৬)। রাসুল (সা.) বলেন, 'যার উপর হজ ফরজ হয়েছে অথচ সে যদি হজ না করে, তবে আমি বলতে পারি না সে ইসলামের আদর্শের উপর মৃত্যুবরণ করল কি না' (বুখারি)। মহানবি (সা.) আরও বলেন, 'আল্লাহ যাকে হজ পালনের সামর্থ্য দিয়েছেন, যদি সে হজ না করে ওই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক আগুনে পতিত হবে।'

সুতরাং বলা যায়, হজ একটি ফরজ ইবাদত। হজ অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যাবে। তাই সামর্থ্যবান সকল মুসলিমের উপর জনাব হাবিব সাহেবের ন্যায় যথাযথভাবে হজ পালন করা আবশ্যক।

ঘ হ্যাঁ; আমি মনে করি আবির সাহেবের কর্মকাণ্ডের ফলে কারখানাটি বন্ধ হয়েছে। তার কর্মকাণ্ডে শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।

জীবনধারণের তাগিদে প্রত্যেক মানুষই কাজ করে। আর এ কর্মক্ষেত্রে অবস্থানগত কারণে কেউবা মালিক আবার কেউবা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। এক্ষেত্রে শ্রমিক মালিক পরস্পরের মুখাপেক্ষী। তাই ইসলামে মালিকদের আদেশ করা হয়েছে শ্রমিকদের সাথে ন্যায়সংগত আচরণ করার। তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করার; কিন্তু উদ্দীপকের আবির সাহেব এ নির্দেশ অমান্য করে শ্রমিকদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন।

উদ্দীপকের আবির সাহেব একটি গার্মেন্টস কারখানার মালিক। কিন্তু সময়মতো তিনি শ্রমিকদের বেতনাদি পরিশোধ করেন না। বরং অনেক সময় তাদের অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দেন। মাঝেমধ্যেই কারখানার শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি শ্রমিকদের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করেছেন। ইসলাম অধীনস্তদের সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকিনদের সাথে ভালো আচরণ কর এবং নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধীনস্ত যেসব দাস-দাসী (শ্রমিক) রয়েছে তাদের প্রতি সদয় হও' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৬)। রাসুল (সা.) বলেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও' (ইবনে মাজাহ)। কিন্তু উদ্দীপকের আবির সাহেব ইসলামের এসব নির্দেশ অমান্য করে শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘন করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ০৭ সালেহা বেগমের একটি গাভীর খামার আছে। খামারে দৈনিক প্রায় ৫০ লিটার দুধ উৎপন্ন হয়। একদিন ২টি বাছুর দুধ খেয়ে ফেলায় ৫ লিটার দুধ কম হয়। খামারের কর্মচারী ৫ লিটার পানি মিশানোর প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সালেহা বেগম জাহান্নামের আযাবের কথা স্মরণ করে কর্মচারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সালেহা বেগমের পুত্র আমিন একজন অফিসার। একটি মিটিং উপলক্ষে তাঁর অফিসের সকলের আপ্যায়নের জন্য ২০ প্যাকেট নাস্তা আনা হয়। নাস্তা পরিবেশনের পূর্বে গুণে দেখা যায়, একটি প্যাকেট নেই। আমিন সাহেবের কর্মচারী শফিক তাঁকে জানায়, একটি প্যাকেটের নাস্তা সে খেয়েছে। আমিন সাহেব শফিকের ওপর রাগ না করে তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমার স্বীকারোক্তি পরকালে তোমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করবে।

ক. ওয়াদা পালন বলতে কী বুঝ? ১
খ. "সৎচরিত্র মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ"– কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সালেহা বেগমের মানসিকতায় আখলাকে হামিদাহ্র কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শফিকের স্বীকারোক্তিতে আখলাকে হামিদাহ্র যে গুণটি প্রকাশ পায়, সেটি চিহ্নিত করে তার উদ্দেশ্যে আমিন সাহেবের উক্তির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়াদাকে আরবি ভাষায় বলা হয় আল-আহ্দু (العهد)। আল-আহ্দু এর শাব্দিক অর্থ- ওয়াদা, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, চুক্তি, কাউকে কোনো কথা দেওয়া বা কোনো কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলে।

খ সৎচরিত্র তথা আখলাকে হামিদাহর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান লাভ করা যায়। এ কারণে এটিকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়।

আখলাকে হামিদাহ মানবীয় মৌলিক গুণ ও জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সুখ, শান্তি উত্তম আখলাকের ওপরেই নির্ভরশীল। প্রশংসনীয় আচরণ ও স্বভাব কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লাভারী করবে। একটি হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই (কিয়ামতের দিন) মিজানে সুন্দর চরিত্র অপেক্ষা ভারী বস্তু আর কিছুই থাকবে না।' (তিরমিযি) দুনিয়ার জীবনেও সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে সমাজের সবাই ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। এসব গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই আখলাকে হামিদাহকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়।

গ সালেহা বেগমের মানসিকতায় আখলাকে হামিদার 'তাকওয়া' গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।

তাকওয়া অর্থ খোদাভীতি। শরিয়তের পরিভাষায় একমাত্র আল্লাহর ভয়ে সব ধরনের অন্যায়-অনাচার ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়। যা সালেহা বেগমের মানসিকতায় প্রকাশ পেয়েছে।

তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর কারণেই ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, শোনেন ও দেখেন। তিনি মানুষের অন্তরের গোপন খবরও জানেন, তাঁর কাছে মন্দকাজের জবাবদিহি করতে হবে। তাই সে ব্যক্তি কোনোরকম পাপ চিন্তা করতে বা পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। কারণ সে জানে, অন্য সবাইকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহ তায়ালাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যে মুমিনের অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান, সে কোনো অবস্থাতেই প্রলোভনে পড়বে না এবং নির্জন স্থানেও পাপকর্ম করবে না।

আর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেন উদ্দীপকের সালেহা বেগম। কেননা ৫ লিটার দুধ কম হয়ে যাওয়ায় খামারের কর্মচারী পানি মিশানোর প্রস্তাব দিলে সালেহা বেগম জাহান্নামের আযাবের কথা স্মরণ করে কর্মচারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এ থেকে এটাই স্পষ্ট হয়, সালেহা বেগম তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত।

ঘ শফিকের স্বীকারোক্তিতে আখলাকে হামিদার 'সত্যবাদিতা' গুণটি প্রকাশ পায়। আর এক্ষেত্রে আমিন সাহেবের বক্তব্য অত্যন্ত যথার্থ।

সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ আস-সিদক। সাধারণভাবে সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদিতা বলা হয়। কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি ব্যতিরেকে হুবহু বা অবিকল বর্ণনা করাই হলো সিদক তথা সত্যবাদিতা। শফিকের মধ্যেও এর বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে অফিসের নাস্তা আনার পর দেখা যায় একটি প্যাকেট কম। তখন আমিন সাহেবের কর্মচারী শফিক তাকে জানায়– একটি প্যাকেটের নাস্তা সে খেয়েছে। যা সত্যবাদিতার বহিঃপ্রকাশ।

সত্যবাদিতা মানুষকে নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। পাপ ও অশালীন কাজ থেকে রক্ষা করে। সত্যবাদী ব্যক্তি কোনোরূপ অন্যায় ও অত্যাচার করতে পারে না। সত্যবাদিতার পরিণতি হলো সফলতা ও মুক্তি। যেমন বলা হয়– اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ

অর্থাৎ, 'সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে।' সত্যবাদিতার ফলে মানুষ দুনিয়াতে সম্মানিত হয়, মর্যাদা লাভ করে। আর আখিরাতে সত্যবাদিতার প্রতিদান হলো জান্নাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ - لَهُمْ جَنّٰتٌ -

অর্থাৎ, 'এ তো সেই দিন, যে দিন, সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা বিশেষ উপকার দান করবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত' (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-১১৯)। মহানবি (সা.) বলেন, 'তোমরা সত্যবাদী হও। কেননা সত্য পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের পথে পরিচালিত করে।' (বুখারি ও মুসলিম)

অন্য একটি হাদিসে আছে, 'একবার মহানবি (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কী আমল করলে জান্নাতবাসী হওয়া যায়? তিনি উত্তরে বললেন, 'সত্য কথা বলা।' (মুসনাদে আহমাদ)

সত্যবাদিতা হলো নৈতিক গুণাবলির অন্যতম প্রধান গুণ। এটি মানুষকে প্রভূত কল্যাণ ও সফলতা দান করে। সুতরাং আমাদের সকলেরই সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী হওয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶ ০৮ 'ক' নামক একটি প্রসাধনী কারখানায় ম্যাজিস্ট্রেট অভিযান পরিচালনা করে দেখলেন সাভারে উৎপাদিত দেশি দ্রব্যের গায়ে লেবেল লাগানো হয়েছে Made in America. এভাবে এগুলো উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। অপরদিকে 'খ' পত্রিকার একজন সাংবাদিক অভিযানের বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করলো। সে রিপোর্ট যাতে প্রকাশ করা না হয়, সেজন্য কারখানার ম্যানেজার জহির তাকে মোটা অংকের টাকা দেয়ার প্রস্তাব করে কিন্তু সাংবাদিক তা গ্রহণ করেননি। স্থানীয় মসজিদের ইমাম বিষয়টি জানতে পেরে জহিরকে বলেন, আপনার ভূমিকা জাহান্নামের পথকে প্রশস্ত করবে।

ক. গিবত কী? ১

খ. "ফিতনা কেন হত্যার চেয়েও জঘন্য?" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কারখানার উৎপাদন ও বিক্রয়ের পদ্ধতি আখলাকে যামিমাহ্‌র কোন বিষয়ের শামিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জহিরের ভূমিকায় আখলাকে যামিমাহ্‌র যে বিষয়টি ফুটে ওঠে তা চিহ্নিতপূর্বক ইমাম সাহেবের উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক গিবত হলো পরনিন্দা করা। অর্থাৎ অন্যের দোষত্রুটি জনসম্মুখে প্রকাশ করা।

খ ফিতনা-ফাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টিকে বোঝায়।

যে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ প্রসার লাভ করে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। সমাজের ঐক্য সংহতি বিনষ্ট হয়। এরূপ সমাজে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান পালন ও উদ্‌যাপন করতে পারে না। এককথায় ফিতনা ফাসাদের ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে আসে চরম অমানিশা। এজন্যই আল্লাহ বলেন, 'ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।'

গ কারখানার উৎপাদন ও বিক্রয়ের পদ্ধতি আখলাকে যামিমার 'প্রতারণার' শামিল।

'ক' নামক একটি প্রসাধনী কারখানায় ম্যাজিস্ট্রেট অভিযান পরিচালনা করে দেখলেন সাভারে একটি কারখানায় উৎপাদিত দেশি দ্রব্যের গায়ে লেবেল লাগানো হয়েছে Made in America. এভাবে এগুলো উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এসবই প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত।
ইসলামি শরিয়তে প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-ব্যবহার ও আর্থ-সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে কোনো অবস্থাতেই প্রতারণা বৈধ নয়। কোনো কাজেই প্রতারণা করা যাবে না, সত্য মিথ্যার মিশ্রণ করা যাবে না এবং সত্য ও প্রকৃত অবস্থা গোপন করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, 'তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ কর না এবং জেনে, শুনে সত্য গোপন কর না।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৪২)
প্রতারণা একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ। এজন্য প্রতারণাকারীকে কেউ পছন্দ করে না। সে মানবসমাজে যেমন ঘৃণিত তেমনি আল্লাহ তায়ালার নিকটও ঘৃণিত। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দোষযুক্ত পণ্য বিক্রি করে এবং ক্রেতাকে দোষের কথা জানায় না, এমন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট ঘৃণিত। ফেরেশতাগণ সর্বদা তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।' (ইবনে মাজাহ)
পরিশেষে বলা যায়, প্রতারণা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এটি মিথ্যাচারের শামিল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা মিথ্যা অপেক্ষাও জঘন্য। কেননা প্রতারণা করার দ্বারা দুটো পাপ হয়। একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। সুতরাং সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা উচিত।

ঘ জহিরের ভূমিকায় আখলাকে যামিমার 'ঘুষ' বিষয়টি ফুটে উঠে। আর এ কাজের পরিণতি সম্পর্কে ইমাম সাহেবের বক্তব্য যথার্থ।
উদ্দীপকে 'খ' পত্রিকার একজন সাংবাদিক 'ক' কারখানার প্রতারণার বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করলো। সে রিপোর্ট যাতে প্রকাশ করা না হয়, সেজন্য কারখানার ম্যানেজার জহির তাকে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করে। তার এ কাজে ঘুষের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। জহিরের এ কাজের কথা জেনে ইমাম সাহেব বললেন, এটি জাহান্নামের পথ প্রশস্ত করবে। কারণ ঘুষ অত্যন্ত জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধ। এর কুফল ও অপকারিতা অত্যন্ত ভয়াবহ। সুদ মানবসমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। ধনী আরও ধনী হয়। গরিব আরও গরিব হয়। ফলে সমাজের মধ্যে শ্রেণিভেদ গড়ে উঠে। পারস্পরিক মায়া-মমতা, ভালোবাসা ও সহযোগিতার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুদের কারণে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। লোকেরা বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না; বরং সম্পদ অনুৎপাদনশীলভাবে সুদি কারবারে লাগায়। ফলে দেশের বিনিয়োগ কমে যায়, জাতীয় উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়।
আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সুদ ও ঘুষের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। ধর্মীয় দিক থেকেও এর কুফল অত্যন্ত ব্যাপক। সুদ-ঘুষের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম বা অবৈধ। আর হারাম কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। যার শরীর হারাম খাদ্যে গঠিত, যার পোশাক পরিচ্ছদ হারাম টাকায় অর্জিত এরূপ ব্যক্তির কোনো ইবাদত কবুল হয় না, এমনকি তার কোনো দোয়াও আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারী যেমন মানুষের নিকট ঘৃণিত তেমনি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর নিকটও ঘৃণিত। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীকে অভিসম্পাত করেন, লানত দেন।
সুতরাং বলা যায়, সুদ ও ঘুষ উভয়ই জঘন্যতম সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধ এবং এটি আল্লাহর কাছে অমার্জনীয়। তাই সকলের এগুলো থেকে বেঁচে থাকা উচিত। অতএব ইমাম সাহেবের উক্তি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৯ রসুলপুর ইউনিয়নে একটি বড় খেলার মাঠ আছে। রমজান মাস শেষে শাওয়াল মাসের প্রথম দিন দ্বি-প্রহরের পূর্বে মুসলমানগণ খেলার মাঠে জামাআতের সাথে দুরাকাত সালাত আদায় করেন। হানিফ সাহেব ইউনিয়নের একজন ওয়ার্ড মেম্বার। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন। গতরাতে তাঁর একজন প্রতিবেশী মারা যান। উপজেলা পরিষদের পূর্বনির্ধারিত একটি মিটিং এ অংশগ্রহণের কারণে তিনি প্রতিবেশীর জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

ক. সুন্নাত কাকে বলে? ১

খ. "হালালের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত"– কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রসুলপুরের মুসলমানগণ শরিয়তের কোন বিধান পালন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রতিবেশীর জানাযার নামাজে অনুপস্থিত থাকার কারণে হানিফ সাহেব গুনাহগার হবেন কি? আহকামের আলোকে তাঁর নামাজগুলোর হুকুম চিহ্নিত করে তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও তাঁর সমর্থিত রীতিনীতিকে সুন্নাহ বলে।

খ আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কোনটা উপকারী ও কোনটা অপকারী। যেসব দ্রব্য ও বিষয় মানুষের জন্য কল্যাণকর আল্লাহ তায়ালা তা হালাল করে দিয়েছেন। তিনি বলেন –

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا ـ

অর্থ : "হে মানবজাতি। তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৬৮) হালাল বস্তু গ্রহণ করার

মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত গ্রহণ করে এবং সর্বোচ্চ কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। হালাল দ্রব্য মানুষকে ইবাদতে উৎসাহিত করে। মানুষ অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে পারে। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন−

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا -

অর্থ : "হে রাসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর এবং সৎকাজ কর।" (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত ৫১)

গ রসুলপুরের মুসলমানগণ শরিয়তের ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের বিধান পালন করেন।

রমজান মাস শেষে আরবি শাওয়াল মাসের ০১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় মুসলমানদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর। এই ঈদুল ফিতরের ছয় তাকবিরের সাথে দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ অবশ্য পালনীয়। অন্যথায় গুনাহগার হবে। এ নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকে রসুলপুর ইউনিয়নের একটি বড় খেলার মাঠে রমজান মাস শেষে শাওয়াল মাসের প্রথম দিন দ্বি-প্রহরের পূর্বে মুসলমানগণ খেলার মাঠে জামায়াতের সাথে দু'রাকাত সালাত আদায় করেন। যা ঈদুল ফিতরের সালাত হিসেবে গণ্য। আর এটি আদায় করা শরিয়তের ওয়াজিব বিধান। কারণ দুই ইদের সালাত আদায় করা ওয়াজিব। ওয়াজিব বিধান পালন করা ফরজ না হলেও অপরিহার্য কর্তব্য। তাই বলা যায়, রসুলপুর ইউনিয়নের মুসলমানগণ শরিয়তের ওয়াজিব বিধানটি একনিষ্ঠভাবে পালন করেছে।

ঘ যেহেতু জানাযার নামাজ ফরজে কিফায়া, সেহেতু হানিফ সাহেবের পাড়া বা মহল্লার যদি কেহই জানাজায় উপস্থিত না হয়, তাহলে হানিফ সাহেব গুনাহগার হবেন। যদি একজনও উপস্থিত হয়, তবে গুনাহগার হবেন না। সকলেই সওয়াবের অংশীদার হবেন।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ। এই নামাজ বাদে আরও বিভিন্ন প্রকার নামাজ ইসলামি শরিয়ত নির্ধারণ করেছে, যা নফল, সুন্নত, মুস্তাহাব ও ওয়াজিব। প্রতিটি নামাজ আদায়ে অনেক সওয়াব রয়েছে। শুধু তাই নয়; এতে অনেক ফজিলত নিহীত। জনাব হানিফ সাহেব যে পাঁচওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন তা ফরজ। ফরজ দুই প্রকার; (১) ফরজে আইন ও (২) ফরজে কিফায়া। জনাজার সালাত হলো ফরজে কিফায়া।

উদ্দীপকে ইউনিয়ন ওয়ার্ড মেম্বার জনাব হানিফ সাহেব পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন। গতরাতে তার একজন প্রতিবেশী মারা যান। উপজেলা পরিষদের একটি মিটিং-এ অংশগ্রহণের কারণে তিনি জানাজায় উপস্থিত হতে পারেননি। যা শরিয়তের হুকুম ফরজে কিফায়া এর উপর নির্ধারিত। অতএব আহকামের আলোকে তার আদায় করা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ এবং জানাজার সালাত ফরজে কিফায়া। শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত এ বিধানের উপর আমল করা জরুরি।

পরিশেষে বলা যায়, কেউ শরিয়তের ফরজ কোনো বিধান অস্বীকার করলে ইমান থাকে না; বরং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই এলাকার পক্ষ থেকে কোনো না কোনো মুসলমানের ফরজে কিফায়া আদায় করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রশ্ন ▶ ১০ আলিফ সাহেব কুরআনের হাফেজ এবং নামকরা সার্জারী ডাক্তার। তিনি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জন্মগত জোড়াশিশু অপারেশনের মাধ্যমে আলাদা করেন। এ সাফল্যের কারণে তাঁকে এ বিষয়ের পথিকৃত বলা হয়। তার ভাই কুরবান সাহেব একজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে গরিব মানুষদের খোঁজ-খবর নেন। দরিদ্র প্রসূতি মায়েদের পরিচর্যা ও সেবা প্রদানের জন্য স্ত্রী হালিমাকে বাড়ি বাড়ি পাঠান। অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য পরিষদের টাকায় কয়েকটি ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়। প্রত্যেক মেম্বারকে একটি করে ল্যাপটপ প্রদান করা হয় কিন্তু তিনি নিজে নেন তিনটি ল্যাপটপ।

ক. আইয়ামে জাহেলিয়া কাকে বলে? ১

খ. আবু বকর (রাঃ)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ২

গ. আলিফ সাহেবের কর্মকাণ্ড চিকিৎসাবিজ্ঞানে কোন মনীষীর অবদানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, কুরবান সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোনো একজন খলিফার আদর্শ সম্পূর্ণরূপে ফুটে উঠেছে? উক্ত খলিফাকে চিহ্নিতপূর্বক তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের লোকেরা নবি ও রাসুলদের শিক্ষা ভুলে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। তাই সে যুগকে আইয়্যামে জাহিলিয়্যা বলে।

খ মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম রাষ্ট্রে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। হযরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব মোকাবেলা করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেন। এছাড়াও ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিয শাহাদাতবরণ করেন। এতে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিলে হযরত আবু বকর (রা) পবিত্র কুরআনকে একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করায় তাঁকে ইসলামের 'ত্রাণকর্তা' বলা হয়।

গ আলিফ সাহেবের কর্মকাণ্ড চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইবনে সিনার অবদানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মুসলিম মনীষীদের মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্রে ইবনে সিনার অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি একাধারে দার্শনিক, চিকিৎসক, গণিতজ্ঞ সর্বোপরি মুসলিম জগতের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। চিকিৎসায় অসাধারণ অবদানের জন্য তাকে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র, চিকিৎসাপ্রণালি এবং শল্যচিকিৎসার দিশারি মনে করা হয়, যা আলিফ সাহেবের বক্তব্যতেও উঠে এসেছে।

উদ্দীপকে আলিফ সাহেব কুরআনের হাফেজ এবং নামকরা সার্জারী ডাক্তার। তিনি সর্বপ্রথম বাংলাদেশের জন্মগত জোড়া শিশু অপারেশনের মাধ্যমে আলাদা করেন। এ সাফল্যের কারণে তাকে এ বিষয়ের পথিকৃত বলা হয়। মূলত এ বক্তব্যের পিছনে ইবনে সিনার জীবনী বা অবদান ফুটে উঠেছে। ইবনে সিনা ছিলেন শল্যচিকিৎসার দিশারি। চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর রচিত 'আল-কানুন ফিত-তিবব' তার অমর গ্রন্থ। যেটিকে ড. ওসলার চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলে উল্লেখ করেন। এখন পর্যন্ত চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ।

পরিশেষে বলা যায় যে, চিকিৎসাশাস্ত্রে ইবনে সিনার অবদান অপরিসীম।

ঘ কুরবান সাহেবের কর্মকাণ্ডে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর প্রজাবৎসল্য গুণের প্রতিফলন ঘটলেও জবাবদিহিতা ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ লঙ্ঘিত হয়েছে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) ছিলেন ন্যায় এবং ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি আপন-পর কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তার চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সত্য ও ন্যায়ের জন্য তিনি যেমন কঠোরতা অবলম্বন করতেন, তেমনি মানবতার জন্য তিনি কষ্ট অনুভব করতেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাকে পীড়া দিত। তাই তাদের দুঃখ মোচনে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। উদ্দীপকে কুরবান সাহেব তাঁর এ মহান আদর্শকে অনুসরণ করলেও সাম্যের আদর্শকে ধারণ করেননি।

উদ্দীপকে কুরবান সাহেব একজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে গরিব মানুষদের খোঁজ-খবর নেন। দরিদ্র-

প্রসূতি মায়েদের পরিচর্যা ও সেবা প্রদানের জন্য স্ত্রী হালিমা-কে বাড়ি বাড়ি পাঠান। একই বৈশিষ্ট্য হযরত ওমর (রা)-এর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। তিনি ন্যায়বিচারক এবং নিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। তাই নিজ পুত্র আবু শাহমাকে মদপানের অপরাধে কঠোর শাস্তি দেন। এছাড়াও একজন প্রজাবৎসল শাসক হিসেবে তিনি গভীর রাতে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে প্রজাদের সার্বিক অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করেন। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা তাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। তিনি নিজ স্ত্রীকে নিয়ে যান প্রসব বেদনায় কাতর বেদুইন নারীকে সাহায্য করার জন্য। অন্যদিকে বায়তুল মাল থেকে প্রাপ্ত কাপড় তিনি সবাইকে সমান করে ভাগ করে দেন। প্রাপ্ত কাপড় দিয়ে একটি জামা পুরোপুরি হবে না জেনেও তিনি খলিফা হিসেবে নিজের জন্য একটুও বেশি কাপড় নেননি। কিন্তু কুরবান সাহেব খলিফার এ আদর্শকে পুরোপুরি লঙ্ঘন করেছেন। কারণ অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য পরিষদের টাকায় কয়েকটি ল্যাপটপ ক্রয় করে তিনি প্রত্যেক মেম্বারকে একটি করে ল্যাপটপ প্রদান করেন, কিন্তু নিজে তিনটি ল্যাপটপ নেন।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত উমর (রা) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। ন্যায় ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রজাকল্যাণ সাধন করে তিনি আদর্শ শাসক হিসেবে ইতিহাসে অনুকরণীয় হয়ে আছেন।

অতএব, উদ্দীপকে কুরবান সাহেব তাঁর এসব আদর্শের আংশিক ধারণ করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ১১ মিসেস নাজিয়ার একটি ফলের বাগান আছে। তিনি তার এ বাগানটি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। পাখি ও পথিক লোকজন ইচ্ছেমতো ফল খায়। এতে তিনি আনন্দবোধ করেন। তাঁর স্বামী মোসলেম সাহেব একজন কর্মজীবী মানুষ। প্রতিদিন ঘুমানোর আগে তিনি ওযু করেন এবং ভোররাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের সংকল্প করেন। অধিকাংশ ভোররাতে সজাগ হয়ে নামাজ আদায় করেন। মাঝে-মধ্যে তিনি ঘুম থেকে জাগতে পারেন না ফলে তাহাজ্জুদ নামাজও আদায় করতে পারেন না।

ক. হাদিসের সনদ কাকে বলে? ১

খ. "রাসুল তোমাদের যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. মিসেস নাজিয়ার মনোভাবে কোন হাদিসের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মোসলেম সাহেব ছুটে যাওয়া তাহাজ্জুদ নামাজে সওয়াব পাবেন কি? হাদিসের আলোকে চিহ্নিতপূর্বক তোমার মতামত দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাদিস বর্ণনার সূত্রকে হাদিসের সনদ বলা হয়। অথবা হাদিসের রাবি পরম্পরাকে সনদ বলা হয়।

খ কোথায়, কীভাবে, কোন সময়ে সালাত আদায় করতে হবে এর কোনো পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আল-কুরআনে পাওয়া যায় না। বরং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সালাতের সমস্ত নিয়মকানুন তাঁর হাদিস বা সুন্নাহ এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। এভাবে আল-কুরআনের নির্দেশ ও সুন্নাহার বর্ণনার মাধ্যমে সালাত প্রতিষ্ঠা হয়।

মূলত, সুন্নাহ বা হাদিস হলো আল-কুরআনের পরিপূরক। আল-কুরআনে একে শরিয়তের দলিল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج

অর্থ : "রাসুল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর তোমাদের যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত : ৭)

সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, সুন্নাহ ও হাদিস শরিয়তের অন্যতম দলিল ও উৎস। আল-কুরআনের পরই এর স্থান।

গ মিসেস নাজিয়ার মনোভাবে হাদিস-৪ (বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিস) এর শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।

বৃক্ষরোপণ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। মানুষ এর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

উদ্দীপকে মিসেস নাজিয়া তার ফলের বাগানটি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। পাখি ও পথিক লোকজন ইচ্ছেমতো ফল খায়। এতে তিনি আনন্দবোধ করেন। তার এ কাজটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। ফলে তিনি নিজের অজান্তেই অনেক সওয়াব লাভ করবেন। কারণ মহানবি (সা.) বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهٗ بِهٖ صَدَقَةٌ-

অর্থাৎ, 'কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং বলা যায়, হাদিসের আলোকে মিসেস নাজিয়ার কাজটি সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ হ্যাঁ; মোসলেম সাহেব ছুটে যাওয়া তাহাজ্জুদ নামাজে সওয়াব পাবেন। কেননা তিনি তাহাজ্জুদের নিয়ত করে রাতে ঘুমিয়েছেন। এটা হাদিস-১ (নিয়ত সম্পর্কিত হাদিস) এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসটি হচ্ছে– 'প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ এর ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল' (বুখারি)। এ হাদিস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, নিয়তের উপরেই কাজের সফলতা নির্ভর করে। মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক আমলের সাথে সাথে অন্তরের অবস্থাও লক্ষ করেন। উদ্দীপকে মোসলেম সাহেব এর উপর আমল করেছেন।

উদ্দীপকে মোসলেম সাহেব প্রতিদিন ঘুমানোর আগে তিনি অযু করেন এবং ভোররাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের সংকল্প করেন। অধিকাংশ ভোররাতে সজাগ হয়ে তিনি নামাজ আদায় করেন। মাঝেমধ্যে তিনি ঘুম থেকে জাগতে পারেন না, ফলে তাহাজ্জুদ নামাজও আদায় করতে পারেন না। হাদিস অনুযায়ী মোসলেম সাহেব তাহাজ্জুদের সওয়াব পাচ্ছেন। কেননা তাহাজ্জুদের ব্যাপারে তার নিয়ত সঠিক ছিল। আল্লাহ তায়ালা পরকালে মানুষের সব কাজের নিয়তের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন। মানুষ যদি সৎ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে তার পুরস্কার লাভ করবে। নেক নিয়তে কাজ করে ব্যর্থ হলেও সে তার জন্য পুরস্কার পাবে। আর মানুষ যদি মন্দ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে শাস্তি ভোগ করবে। এমনকি খারাপ উদ্দেশ্যে ইবাদত করলেও কিংবা ভালো কাজ করলেও তাতে কোনো সাওয়াব হয় না। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, মোসলেম সাহেব ছুটে যাওয়া তাহাজ্জুদ নামাজের সওয়াব পাবেন।

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) সেট : ঘ

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] বিষয় কোড : 1 1 1

সময়- ৩০ মিনিট পূর্ণমান- ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. জামিউল কুরআন বা কুরআন একত্রকারী (সংকলক) কাকে বলা হয়?
ক) হযরত আবু বকর (রাঃ) খ) হযরত উমর (রাঃ)
গ) হযরত উসমান (রাঃ) ঘ) হযরত আলী (রাঃ)

২. সুন্নাহ শরিয়তের কততম উৎস?
ক) প্রথম খ) দ্বিতীয় গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব আনিছ একজন সমাজকর্মী। অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি তাঁর ইচ্ছা মানুষ ও পশুপাখির সেবা করা এবং বিভিন্ন প্রকার দূষণ থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা।

৩. জনাব আনিছ নিজ অভিপ্রায় পূর্ণ করতে পারলে অর্জন করবেন–
i. আত্মশুদ্ধি ii. সাওয়াব iii. পুরস্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. জনাব আনিসের ইচ্ছা পূর্ণ করতে হলে তাকে কী করতে হবে?
ক) বৃক্ষরোপণ খ) গবেষণা
গ) কারখানা স্থাপন ঘ) সচেতনতা তৈরি

৫. হাদিসের আলোকে আল্লাহ তায়ালা কাকে সাহায্য করে থাকেন?
ক) সাহায্যকারী মুসলিম খ) সৎ ব্যবসায়ী
গ) বৃক্ষরোপণকারী ঘ) আমানত রক্ষাকারী

৬. ঈদের সালাতের বিধান কী?
ক) ফরজ খ) ওয়াজিব গ) সুন্নত ঘ) মুস্তাহাব

৭. 'ইলম' শব্দের অর্থ কী?
ক) জ্ঞান খ) দক্ষতা গ) নৈতিকতা ঘ) পরিশুদ্ধতা

৮. হজের ওয়াজিব কয়টি?
ক) ৩ খ) ৫ গ) ৭ ঘ) ৯

৯. অধীনস্ত কর্মচারীকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) দৈনিক কতবার ক্ষমা করতে বলেছেন?
ক) পঞ্চাশ খ) ষাট গ) সত্তর ঘ) আশি

□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব তাওসীফের কাছে সংসারের যাবতীয় খরচ বাদে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা পূর্ণ এক বছর জমা ছিল। তিনি এর নির্দিষ্ট অংশ অসহায়, গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন?

১০. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কাজটি নিশ্চিত করবে তাওসীফের–
i. নৈতিক উন্নতি ii. সম্পদের বৃদ্ধি iii. সম্পদের পবিত্রতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১. তাওসীফের কাজের ফলে কী হয়?
ক) ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় খ) রাষ্ট্রের উন্নতি ব্যাহত হয়
গ) ধনী লোকের সংখ্যা কমে যায় ঘ) সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়

১২. জনাব রফিক কিয়ামতের দিন কীসের হিসাব সর্বপ্রথম দিবেন?
ক) যাকাত খ) সালাত গ) হজ ঘ) সাওম

১৩. "যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না তার দ্বীন নেই" কে বলেছেন?
ক) আল্লাহ তায়ালা খ) হযরত জিব্রাইল (আঃ)
গ) হযরত মুহাম্মদ (রাঃ) ঘ) হযরত আবু বকর (রাঃ)

১৪. 'সিদ্দিক' কার উপাধি?
ক) হযরত মুহাম্মদ (সঃ) খ) হযরত আবু বকর (রাঃ)
গ) হযরত ওমর (রাঃ) ঘ) হযরত আলী (রাঃ)

□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫ ও ১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব তারিক তার গ্রামে একটি ইয়াতিমখানা নির্মাণ করে ইয়াতিম ও অসহায়দের লালন-পালন করেন।

১৫. উদ্দীপকে জনাব তারিকের কর্মকাণ্ডে কী ফুটে উঠেছে?
ক) ইসলামের সেবা খ) সামাজিকতা
গ) ছোটদের হক আদায় ঘ) মানব সেবা

১৬. উদ্দীপকে বর্ণিত তারিক সাহেবের কাজের ফলে–
i. তিনি আল্লাহর সাহায্য পাবেন ii. আল্লাহ তার বিপদ দূর করবেন
iii. তিনি ঋণমুক্ত হবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৭. তাসকিয়া আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত হতে চায়। এই জন্য তার মধ্যে কোন গুণটি থাকা জরুরি?
ক) তাকওয়া খ) আমানত গ) সত্যবাদিতা ঘ) পরিচ্ছন্নতা

১৮. নাবিল কথায় কথায় অন্যকে গালাগালি করে। তার মধ্যে কীসের অভাব রয়েছে?
ক) সত্যবাদিতা খ) পরিচ্ছন্নতা গ) শালীনতা ঘ) আমানত

১৯. কত খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মক্কা বিজয় করে?
ক) ৬১০ খ) ৬২২ গ) ৬৩০ ঘ) ৬৩২

২০. "আল-কানুন ফিত-তিব্ব" গ্রন্থটি কার লেখা?
ক) আল-বিরুনী খ) ইবনে সিনা গ) ইবনে রুশদ ঘ) আল রাজি

২১. আরবের লোকেরা কেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে আল-আমিন উপাধি দিয়েছিল?
ক) তিনি আল্লাহর রাসুল ছিলেন খ) তিনি সুন্দর ছিলেন
গ) আমানতদার ছিলেন ঘ) তিনি গরিব-দুঃখীদের ভালোবাসতেন

২২. "আজ তোমাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই, তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন"। এ বাণী কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে?
ক) হিজরত খ) হুদায়বিয়ার সন্ধি
গ) বিদায় হজ ঘ) মক্কা বিজয়

২৩. জনাব সফিক চেয়ারম্যান রাতের বেলায় ঘুরে ঘুরে এলাকার গরিব-দুঃখী মানুষের খোঁজ-খবর নেন। তাঁর কাজের সাথে কোন মহৎ ব্যক্তির মিল রয়েছে?
ক) হযরত আবু বকর (রাঃ) খ) হযরত ওমর (রাঃ)
গ) হযরত উসমান (রাঃ) ঘ) হযরত আলী (রাঃ)

২৪. হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কত বছর বয়সে কাবাঘর পুনঃনির্মাণ করা হয়?
ক) ৩০ খ) ৩৫ গ) ৪০ ঘ) ৪৫

২৫. ইসলাম (الإسلام) শব্দের অর্থ কী?
ক) বিশ্বাস করা খ) আনুগত্য করা গ) মেনে নেওয়া ঘ) স্বীকার করা

২৬. "আর তারা (মুত্তাকিগণ) আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে" কোন সূরার আয়াত?
ক) সূরা আন-নিসা খ) সূরা আলে-ইমরান
গ) সূরা আল-মু'মিনুন ঘ) সূরা আল-বাকারা

□ নিচের তথ্যচিত্রের আলোকে ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

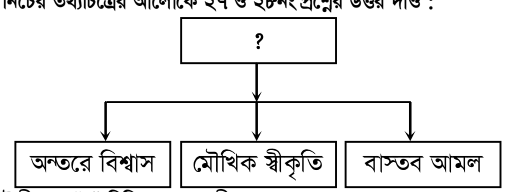

২৭. উদ্দীপকে "?" চিহ্নিত স্থানে কী বসবে?
ক) ইমান খ) যাকাত গ) সাওম ঘ) সালাত

২৮. ছক চিত্রের মূলবিষয়ের সাথে ইসলামের সম্পর্ক হলো–
i. একে অপরের পরিপূরক ii. গাছের মূল ও শাখা-প্রশাখার ন্যায়
iii. দা-কুমড়ার সম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৯. ইসলামের মূল কথা হলো–
i. আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়
ii. আল্লাহ তায়ালা পালনকর্তা iii. আল্লাহর তুল্য কেউ নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩০. শাকের ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ অস্বীকার করে। ইসলামের দৃষ্টিতে তাকে কী বলা যায়?
ক) মুনাফিক খ) মুশরিক গ) ফাসিক ঘ) কাফির

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। আরমান সাহেব মসজিদের ইমাম সাহেবের সংস্পর্শে এসে শরীয়তের বিধানাবলি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন এবং সে অনুযায়ী আমল করারও চেষ্টা করেন। অন্যদিকে আরমান সাহেবের বড় ভাই ইমরান সাহেব ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো বিশ্বাস করেন না। এমনকি এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে তার সন্দেহও রয়েছে। তাই আরমান সাহেব তার ভাইকে বলেন– যারা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।
ক. আখিরাত কী? ১
খ. ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আরমান সাহেবের কর্মকাণ্ডে আকাইদের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইমরান সাহেবের মনোভাব চিহ্নিত করে পাঠ্যবইয়ের আলোকে তার পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

২। ফাতিমা বেগম একজন মহিয়সী নারী। তিনি সবসময় ক্ষুধার্তকে অন্নদান ও রোগীর সেবা করেন। নিঃস্ব-দুস্থদের আর্থিক সহায়তা করেন। তিনি একদিন তার ছেলে আবদুল মজিদকে বাগদাদ শহরে পড়াশুনার জন্য পাঠালেন। খরচবাবদ কিছু টাকা ছেলের জামার আস্তিনে দিয়ে দিলেন। আবদুল মজিদ একটা কাফেলার সাথে বাগদাদ রওয়ানা দিল। পথিমধ্যে ডাকাত দল তাদের আক্রমণ করল। কাফেলার সবাই নিজেদের সম্পদ লুকানোর চেষ্টা করলো। একদল ডাকাত আবদুল মজিদকে জিজ্ঞাসা করল– "হে বালক, তোমার কাছে টাকা-পয়সা কিছু আছে কি?" উত্তরে আবদুল মজিদ বলল– হ্যাঁ, আমার কাছে মায়ের দেওয়া কিছু টাকা আছে। বালকের কথায় ডাকাতেরা কিছুটা বিস্মিত হলো।
ক. কাকে মহান চরিত্রের ধারক বলা হয়েছে? ১
খ. নাজাফাত বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ফাতিমা বেগমের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে? এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বালক আবদুল মজিদের আচরণে যে গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, মানবজীবনে এর প্রভাব মূল্যায়ন কর। ৪

৩। নাজমুল সাহেব একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। তিনি রমজান মাসে তার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর সন্তুষ্টি জন্য আত্মীয়স্বজন ও দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করেন। তার উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রদের মাঝে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনা এবং ধনী-গরিবের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করা। অন্যদিকে হালিম সাহেব সম্পদশালী না হলেও তিনি খুব ধার্মিক ব্যক্তি। তার পরিবারের সকলেই নিয়মিত একটি ইবাদত করেন। তিনি মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট শুনেছিলেন, কিয়ামতে সর্বপ্রথম এ ইবাদতটির হিসাব নেয়া হবে। তাছাড়া এটি মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।
ক. হাক্কুল্লাহ কী? ১
খ. ইলমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নাজমুল সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন ইবাদতটি পালিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি কি সঠিক? হালিম সাহেবের পরিবার কর্তৃক আদায়কৃত ইবাদতটি চিহ্নিতপূর্বক এর ধর্মীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। জাবিদ আল্লাহ তায়ালার ভয়ে প্রকাশ্যে ও গোপনে সকল প্রকার অন্যায় ও পাপকাজ থেকে দূরে থাকে। সে মনে করে আল্লাহ সবকিছু জানেন ও দেখেন। অন্যদিকে জাবিদের বন্ধু আসিফ তাকে কিছু টাকা ধার দেয়ার জন্য বলে। আসিফ কথামতো টাকা ধার নিয়ে যথাসময়ে তা ফেরত দেয়। এমনকি কোনো প্রতিজ্ঞা করলেও তা পূরণ করে। কেননা আসিফ জানে আল্লাহ তা'যালা বলেছেন– তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। কেননা যারা প্রতিশ্রুতি পালন করে না, তাদের দ্বীন নেই।
ক. আখলাকে হামিদা কাকে বলে? ১
খ. হিংসার কুফল ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জাবিদের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আসিফের কর্মকাণ্ড চিহ্নিতপূর্বক কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। আলফাজ সাহেব উদ্দেশ্যমূলকভাবে আজিম সাহেবের অগোচরে তার সম্পর্কে বিভিন্ন মিথ্যা ও খারাপ কথা বানিয়ে জনগণের কাছে উপস্থাপন করে। এ সকল কথা শুনে স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন– এ ধরনের কাজ ইসলামে সম্পূর্ণ নিষেধ। অন্যদিকে রিয়াজ উদ্দিন একজন কৃষক। তিনি তার গাভীটি বেশি দামে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বিক্রির দিন গাভীকে মেডিসিন খাইয়ে বেশি দুধ দেয় বলে বাজারে বিক্রি করেন। গাভীর ক্রেতা বিষয়টি জানার পর বলেন– এরূপ কাজ যারা করেন, তারা সমাজে ঘৃণিত, লজ্জিত ও অপমানিত হয়।
ক. আখলাকে যামিমা কী? ১
খ. "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য"– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. আলফাজ সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রিয়াজ উদ্দিন সাহেবের কাজটি চিহ্নিতপূর্বক গাভীর ক্রেতার বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৬। আমান সাহেব একজন পরিশ্রমী কৃষক। তিনি গ্রামে নতুন বাড়ি নির্মাণ করেছেন। বাড়ির চারপাশে বিভিন্নরকম ফলের গাছ রোপণ করেছেন। গাছে চমৎকার ফল ধরেছে। তিনি তার প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে কিছু ফল উপহার হিসেবে পাঠালেন, কিছু ফল পশুপাখীরা খায়। তার ছেলে ইয়াসির দশম শ্রেণিতে পড়ে। একদিন শিক্ষক ক্লাসে শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। ইয়াসির বলল, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সবকিছু বর্ণনা করেছেন, তাই শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস থাকার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। জবাবে শিক্ষক বললেন, হাদিস যে শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস তা কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত।
ক. মারফু হাদিস কী? ১
খ. শরিয়ত বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আমান সাহেবের কাজে কোন হাদিসের শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস সম্পর্কে শিক্ষকের বক্তব্যের যথার্থতা কুরআনের আলোকে প্রমাণ কর। ৪

৭। আমজাদ সাহেব তার বন্ধু রফিক সাহেবকে নিয়ে জাফলং বেড়াতে যান। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমজাদ সাহেব বলেন, এতো চমৎকার দৃশ্য, মনোরম পরিবেশ সবই এক মহান সত্তার সৃষ্টি। তিনি তার সত্তা ও গুণাবলিতে অদ্বিতীয়। পরবর্তীতে তারা একটি মাজারে গমন করেন। সেখানে তাদের দলের আরিফ সাহেব উক্ত মাজারের পীরের নামে একটি ছাগল জবাই করে। রফিক সাহেব বিষয়টি জানার পর মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। তিনি বলেন, আল্লাহ ব্যতিত কারও নামে পশু জবাই করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।
ক. ইসলাম কাকে বলে? ১
খ. মানবিক মূল্যবোধ কী? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. আমজাদ সাহেবের বক্তব্যে আকাইদের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আরিফ সাহেবের কর্মকাণ্ড চিহ্নিতপূর্বক উদ্দীপকের শেষ অংশে রফিক সাহেবের বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৮। আজিম উদ্দিন সাহেব অনেক সম্পদের মালিক। তিনি কিছুদিন পরপর গ্রামে এসে সকলের সাথে মসজিদে নামাজ আদায়ের পাশাপাশি দান-খয়রাতও করেন। সমাজের সকলের সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করেন। তার এ সকল কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে তিনি মানুষের প্রশংসা পাবেন এবং খ্যাতি লাভ করবেন। অন্যদিকে আজিম উদ্দিন সাহেবের বড় ভাই আফাজ উদ্দিন দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিষ্পেষিত। প্রতিনিয়ত অভাব ও দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করছেন। আফাজ সাহেবের স্ত্রী মাঝে মধ্যে অধৈর্য হলে, তিনি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহর প্রতি ভরসা নিয়ে ধৈর্যসহকারে মোকাবিলা করার কথা বলেন। কেননা অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।
ক. সূরা আত্-তীন কোথায় অবতীর্ণ হয়? ১
খ. মাক্কী ও মাদানি সূরার পার্থক্য লিখ। ২
গ. জনাব আজিম উদ্দিন সাহেবের কাজের মনোভাব তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন হাদিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. স্ত্রীর উদ্দেশ্যে দেয়া আফাজ সাহেবের বক্তব্যটিতে কোন সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। রমজান মাসে আদিব সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার থেকে বিরত থাকে এবং সে আশা করে আল্লাহ তায়ালা তাকে এর পুরস্কার নিজ হাতে দিবেন। অন্যদিকে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক জনাব মঈন উদ্দীন এমন একটি ইবাদতের কথা উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে এবং ইবাদত পালনকারী ব্যক্তি নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।
ক. ইবাদত কী? ১
খ. "সালাত মানুষকে নিয়মানুবর্তী করে"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আদিব কোন ইবাদতটি পালন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব মঈন উদ্দীন যে ইবাদতটির কথা উল্লেখ করেছেন তা চিহ্নিতপূর্বক এর শিক্ষা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে অনেক লোক রক্তাক্ত ও জখম হয়। এভাবে বেশ কিছুদিন মারামারি, অরাজকতা চলতে থাকলে অত্র এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক আবুজার সাহেব বিবদমান পক্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং এলাকার শান্তিকামী যুবকদেরকে নিয়ে একটি সংঘ গঠন করে দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অপরদিকে আজফার সাহেব জনপ্রতিনিধি নিযুক্ত হয়ে তার এলাকায় রক্তপাত মারামারি বিশৃঙ্খলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর প্রধান ব্যক্তিদের সাথে বৈঠক করে এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন।
ক. 'জাবালে রহমত' কী? ১
খ. আবু বকর (রা.)-কে কেন ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়? ২
গ. আবুজার সাহেব কর্তৃক গঠিত সংঘের সাথে মহানবি (স.)-এর প্রতিষ্ঠিত কোন সংঘের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আজফার সাহেবের কার্যাবলি মহানবি (স.)-এর মদিনা সনদের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। উদয়নগর গ্রামের বাসিন্দা আহমাদ আলী এলাকার একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। তিনি এলাকার লোকজনকে অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং তাদের ভালো-মন্দ নিয়ে চিন্তা করেন। একদা এলাকার লোকজন ক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই দলে বিভক্ত হয় এবং তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। আহমাদ আলী সবাইকে একত্র করে তাদের মাঝে মিমাংসা করে দেন এবং সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, আজ তোমাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। যাও তোমরা সবাই এক হয়ে যাও। তারপর সকলের উদ্দেশ্যে এক যুগান্তকারী ভাষণ প্রদান করে বলেন, "আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, নিজের সৎকর্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। সর্বদা অন্যের আমানত রক্ষা করবে এবং পাপকাজ থেকে বিরত থাকবে পূর্বের অনেক লোক এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে।"
ক. আসসাবউল মুয়াল্লাকাত কী? ১
খ. হিলফুল ফুযুল বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আহমাদ আলীর ক্ষমা করার বিষয়টি রাসুল (স.)-এর জীবনের কোন ঘটনাটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষাংশে আহমাদ আলীর ভাষণের সাথে রাসুল (স.)-এর যে ভাষণটি সাদৃশ্যপূর্ণ তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	1	M	2	L	3	M	4	K	5	K	6	L	7	K	8	M	9	M	10	N	11	N	12	L	13	M	14	L	15	N
	16	K	17	K	18	M	19	M	20	L	21	M	22	M	23	L	24	L	25	L	26	N	27	K	28	K	29	L	30	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ আরমান সাহেব মসজিদের ইমাম সাহেবের সংস্পর্শে এসে শরীয়তের বিধানাবলি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন এবং সে অনুযায়ী আমল করারও চেষ্টা করেন। অন্যদিকে আরমান সাহেবের বড় ভাই ইমরান সাহেব ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো বিশ্বাস করেন না। এমনকি এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে তার সন্দেহও রয়েছে। তাই আরমান সাহেব তার ভাইকে বলেন– যারা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

ক. আখিরাত কী? ১

খ. ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আরমান সাহেবের কর্মকাণ্ডে আকাইদের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইমরান সাহেবের মনোভাব চিহ্নিত করে পাঠ্যবইয়ের আলোকে তার পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়।

খ ইসলামে এ বিশ্বজগতের সৃষ্টি, ধ্বংস সম্পর্কিত বর্ণনা এবং মানুষের জীবন পরিচালনার যাবতীয় দিকনির্দেশনা রয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন। মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যা ইসলামে আলোচিত হয়নি। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও সমাধান রয়েছে ইসলামে। তাই এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।

গ আরমান সাহেবের কর্মকাণ্ডে আকাইদের মৌলিক বিষয় ইমান এর গুরুত্ব ফুটে উঠেছে।

'ইমান' শব্দের অর্থ– বিশ্বাস করা, আস্থা স্থাপন করা, স্বীকৃতি দেওয়া, নির্ভর করা, মেনে নেওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়– শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে। যা আরমান সাহেবের কর্মকাণ্ডেও প্রকাশ পায়।

উদ্দীপকের আরমান সাহেব মসজিদের ইমাম সাহেবের সংস্পর্শে এসে শরিয়তের বিধানাবলি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন এবং সে অনুযায়ী আমল করারও চেষ্টা করেন। তার এ আচরণে ইমানের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। ইমানের ৭টি মৌলিক বিষয় রয়েছে। যথা : আল্লাহর একত্ববাদ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাবসমূহ, নবি-রাসুল, আখিরাত, তকদির ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থান। এগুলো আল-কুরআন ও হাদিস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি সুদৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস ব্যতীত ইমানদার হওয়া যায় না। যিনি এগুলোতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাকে বলা হয় মুমিন। এগুলোর প্রতিটির উপরই দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। আকাইদের এ বিষয়গুলোর উপর দৃঢ় আস্থা রেখে মৃত্যুবরণ করলে জান্নাত লাভ করা যাবে। আর এ বিষয়ই আরমানের কর্মকাণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে।

অতএব বলা যায়, আরমানের কর্মকাণ্ডে আকাইদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইমানের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ ইমরান সাহেবের মনোভাব কুফুরির অন্তর্ভুক্ত। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

কুফর হলো ইমানের বিপরীত। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে বিশ্বাসের নাম ইমান। আর এসব বিষয়ে অবিশ্বাস করা হলো কুফর। যা ইমরান সাহেবের মনোভাবেও পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে ইমরান সাহেব ইমান ও ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো বিশ্বাস না করে কুফরি করেছে। আর কুফরির পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কুফর মানুষের মধ্যে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্ম দেয়। কুফরের কারণে মানুষ আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়। ফলে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও আরাম-আয়েশের লোভে সে নানা রকম অসৎ ও অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে। এছাড়া কুফরির কারণে মানুষ চরম হতাশাগ্রস্তভাবে জীবনযাপন করে। কুফরের চূড়ান্ত পরিণতি হলো জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ۔

অর্থাৎ, 'যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।'

(সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৩৯)

অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের ইমারান সাহেব যদি কুফরি পরিত্যাগ না করে তাহলে অচিরেই দুনিয়াতে বিভিন্ন অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়বে এবং চরম হতাশাগ্রস্তভাবে জীবনযাপন করবে। অন্যদিকে আখিরাত তথা পরকালীন জীবনেও জাহান্নামের ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ০২ ফাতিমা বেগম একজন মহিয়সী নারী। তিনি সবসময় ক্ষুধার্তকে অন্নদান ও রোগীর সেবা করেন। নিঃস্ব-দুস্থদের আর্থিক সহায়তা করেন। তিনি একদিন তার ছেলে আবদুল মজিদকে বাগদাদ শহরে পড়াশুনার জন্য পাঠালেন। খরচবাবদ কিছু টাকা ছেলের জামার আস্তিনে দিয়ে দিলেন। আবদুল মজিদ একটা কাফেলার সাথে বাগদাদ রওয়ানা দিল। পথিমধ্যে ডাকাত দল তাদের আক্রমণ করল। কাফেলার সবাই নিজেদের সম্পদ লুকানোর চেষ্টা করলো। একদল ডাকাত আবদুল মজিদকে জিজ্ঞাসা করল– "হে বালক, তোমার কাছে টাকা-পয়সা কিছু আছে কি?" উত্তরে আবদুল মজিদ বলল– হ্যাঁ, আমার কাছে মায়ের দেওয়া কিছু টাকা আছে। বালকের কথায় ডাকাতেরা কিছুটা বিস্মিত হলো।

ক. কাকে মহান চরিত্রের ধারক বলা হয়েছে? ১

খ. নাজাফাত বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ফাতিমা বেগমের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে? এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বালক আবদুল মজিদের আচরণে যে গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, মানবজীবনে এর প্রভাব মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাসূল (সা.)-কে মহান চরিত্রের ধারক বলা হয়েছে।

খ পরিষ্কার, সুন্দর ও পরিপাটি অবস্থাকে পরিচ্ছন্নতা বলে। শরীর, মন ও অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তু সুন্দর ও পবিত্র রাখা, ময়লা-আবর্জনা ও বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্ত রাখাকে পরিচ্ছন্নতা বলা হয়। দুর্নীতিমুক্ত, ভেজালমুক্ত ও ঝামেলামুক্ত অবস্থাও পরিচ্ছন্নতার অন্যতম রূপ। পরিচ্ছন্নতার আরবি প্রতিশব্দ হলো নাজাফাত (النظافة)।

গ ফাতিমা বেগমের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার 'মানবসেবা' গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে।

মানবসেবা বলতে মানুষের সেবা করা, পরিচর্যা করা, যত্ন নেওয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদিকে বোঝায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করা মানবসেবার আওতাভুক্ত। যা ফাতিমা বেগমের কর্মকাণ্ডেও প্রকাশ পায়।

উদ্দীপকের ফাতিমা বেগম ক্ষুধার্তকে অন্নদান, রোগীর সেবা এবং দুস্থদের আর্থিক সহযোগিতা করেন। তার এ কাজটি মানবসেবাকে নির্দেশ করে। মানবসেবা করা মুমিনের অন্যতম গুণ। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই অন্য মানুষের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন–

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ-

অর্থাৎ, 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন' (তিরমিযি)। এছাড়া মানবসেবার প্রতিদান সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, 'কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে কাপড় দান করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের পোশাক দান করবেন। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সুস্বাদু ফল দান করবেন।' রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, 'বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তাকে সাহায্য করতে থাকেন।'

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামে মানবসেবার প্রতিদান বা ফলাফল সীমাহীন। মানবসেবার দ্বারা মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর দয়া ও নিয়ামত লাভ করতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বালক আব্দুল মজিদের আচরণে আখলাকে হামিদার সত্যবাদিতা গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

গিবত আরবি শব্দ, যার অর্থ পরনিন্দা, পরচর্চা, অনুপস্থিতিতে দুর্নাম করা, সমালোচনা করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায় তাকে গিবত বলে। প্রচলিত অর্থে অনুপস্থিতিতে কারও দোষ বলাকে গিবত বলে।

উদ্দীপকে আব্দুল মজিদকে তার মা পড়ালেখা করার জন্য বাগদাদ পাঠান। বাগদাদ যাত্রাপথে ডাকাত আক্রমণ করে। তার নিকট কি আছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কোনোরূপ বিকৃত না করে সব সত্যকথা বলে দেন। যা সত্যবাদিতার বহিঃপ্রকাশ।

সত্যবাদিতা মানুষকে নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। পাপ ও অশালীন কাজ থেকে রক্ষা করে। সত্যবাদী ব্যক্তি কোনোরূপ অন্যায় ও অত্যাচার করতে পারে না। সত্যবাদিতার পরিণতি হলো সফলতা ও মুক্তি। যেমন বলা হয়– اَلصِّدْقُ يُنْجِىْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ

অর্থাৎ, 'সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে।' সত্যবাদিতার ফলে মানুষ দুনিয়াতে সম্মানিত হয়, মর্যাদা লাভ করে। আর আখিরাতে সত্যবাদিতার প্রতিদান হলো জান্নাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ - لَهُمْ جَنّٰتٌ -

অর্থাৎ, 'এ তো সেই দিন, যে দিন, সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা বিশেষ উপকার দান করবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত' (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-১১৯)। মহানবি (সা.) বলেন, 'তোমরা সত্যবাদী হও। কেননা সত্য পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের পথে পরিচালিত করে।' (বুখারি ও মুসলিম)

অন্য একটি হাদিসে আছে, 'একবার মহানবি (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কী আমল করলে জান্নাতবাসী হওয়া যায়? তিনি উত্তরে বললেন, 'সত্য কথা বলা।' (মুসনাদে আহমাদ)

সত্যবাদিতা হলো নৈতিক গুণাবলির অন্যতম প্রধান গুণ। এটি মানুষকে প্রভূত কল্যাণ ও সফলতা দান করে। সুতরাং আমাদের সকলেরই সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী হওয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶ ০৩ নাজমুল সাহেব একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। তিনি রমজান মাসে তার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর সন্তুষ্টি জন্য আত্মীয়স্বজন ও দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করেন। তার উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রদের মাঝে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনা এবং ধনী-গরিবের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করা। অন্যদিকে হালিম সাহেব সম্পদশালী না হলেও তিনি খুব ধার্মিক ব্যক্তি। তার পরিবারের সকলেই নিয়মিত একটি ইবাদত করেন। তিনি মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট শুনেছিলেন, কিয়ামতে সর্বপ্রথম এ ইবাদতটির হিসাব নেয়া হবে। তাছাড়া এটি মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।

ক. হাক্কুল্লাহ কী? ১

খ. ইলমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. নাজমুল সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন ইবাদতটি পালিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি কি সঠিক? হালিম সাহেবের পরিবার কর্তৃক আদায়কৃত ইবাদতটি চিহ্নিতপূর্বক এর ধর্মীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল্লাহ বলে।

খ ইসলামে ইলম শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। পবিত্র কুরআনের প্রথম নাজিলকৃত শব্দই হলো اِقْرَأْ তথা পড়ুন। পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন হয় বিধায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে এবং পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে জ্ঞানচর্চা অপরিহার্য। তাই ইসলাম জ্ঞানার্জনকে সকল মুসলিমের উপর ফরজ (আবশ্যক) করেছে। মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। (ইবনে মাজাহ)

গ নাজমুল সাহেবের কর্মকাণ্ডে 'যাকাত' ইবাদতটি পালিত হয়েছে। যা ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ।

ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলমান নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ ভাগ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। নাজমুল সাহেবের কাজে এ ইবাদতেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের নাজমুল সাহেব রমজান মাসে তার সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করেন। তার এ কাজটি যাকাতকেই নির্দেশ করে। যাকাত ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত। কোনো মুসলমান বছরান্তে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তার ওপর যাকাত ফরজ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা সালাত কায়েম করো ও যাকাত আদায় করো।' (সূরা আন-নূর, আয়াত ৫৬) যাকাত দিলে এতে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না থেকে দরিদ্র লোকদের হাতেও যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বেকারত্ব হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষ ধীরে ধীরে সচ্ছল হতে থাকে। সুতরাং বলতে পারি, নাজমুল সাহেব রমজান মাসে সম্পদের যে নির্দিষ্ট অংশ বিতরণ করেন তা যাকাতের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

ঘ হ্যাঁ, ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি সঠিক। হালিম সাহেবের পরিবার কর্তৃক আদায়কৃত ইবাদতটি সালাত হিসেবে গণ্য। যার ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম। এটি ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ।

যে ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর নিকট দোয়া, দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে তাকে সালাত বলে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সালাতের হিসাব সর্বপ্রথম নেবেন। রাসূল (সা.) বলেন, 'কিয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে।' (মিরমিযি) হালিম সাহেবের পরিবার এ ইবাদতটিই পালন করেছেন।

উদ্দীপকে হালিম সাহেবের সকলেই নিয়মিত একটি ইবাদত পালন করেন। হালিম সাহেবও ইবাদতটি সম্পর্কে ইমাম সাহেবের কাছ থেকে জেনেছেন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এটির হিসাব নেওয়া হবে এবং এটি মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। হালিম সাহেবের পরিবার মূলত সালাত আদায় করেন। আর এ সম্পর্কে ইমাম সাহেবের উক্তিটিও যথার্থ। কারণ মহানবি (সা.) বলেন, সালাত দ্বীনের ভিত্তি। অন্যত্র তিনি বলেন, সালাত জান্নাতের চাবি। সালাত আদায় করতে গিয়ে বান্দা দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা হাসিল করে আল্লাহর সান্নিধ্যে যায়। এতে তার ইমান বৃদ্ধি পায়। কুফর ও ইমানের মাঝে সালাত পার্থক্য সৃষ্টি করে। কারণ যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে সে ইমানদার। আর যে নামাজ পরিত্যাগ করে তার ইমান নেই। ইমানহীন ব্যক্তি কাফির। মহানবি (সা.) বলেন, 'সলাত হলো ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী' (তিরমিযি)। সালাত মানুষকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে' (সূরা আল-আনকাবূত : আয়াত-৪৫)। সালাতের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন পাঁচবার একত্রে সালাত আদায় করার ফলে মুসলমানদের মধ্যে হৃদ্যতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মুসলমানদের জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক।

প্রশ্ন ▸ ০৪ জাবিদ আল্লাহ তায়ালার ভয়ে প্রকাশ্যে ও গোপনে সকল প্রকার অন্যায় ও পাপকাজ থেকে দূরে থাকে। সে মনে করে আল্লাহ সবকিছু জানেন ও দেখেন। অন্যদিকে জাবিদের বন্ধু আসিফ তাকে কিছু টাকা ধার দেয়ার জন্য বলে। আসিফ কথামতো টাকা ধার নিয়ে যথাসময়ে তা ফেরত দেয়। এমনকি কোনো প্রতিজ্ঞা করলেও তা পূরণ করে। কেননা আসিফ জানে আল্লাহ তা'যালা বলেছেন– তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। কেননা যারা প্রতিশ্রুতি পালন করে না, তাদের দ্বীন নেই।

ক. আখলাকে হামিদা কাকে বলে? ১
খ. হিংসার কুফল ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জাবিদের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আসিফের কর্মকাণ্ড চিহ্নিতপূর্বক কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব চরিত্রের সুন্দর, নির্মল ও মার্জিত গুণাবলিকে আখলাকে হামিদাহ বলে।

খ হিংসা-বিদ্বেষ মানবচরিত্রের অত্যন্ত নিন্দনীয় অভ্যাস। এটি মানবচরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়।

হিংসুক ব্যক্তি কখনোই সচ্চরিত্রবান হতে পারে না। কেননা গর্ব, অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, শত্রুতা, অন্যের অনিষ্ট কামনা ইত্যাদি হিংসার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ফলে হিংসুক ব্যক্তির মধ্যে এসব অভ্যাসও গড়ে উঠে। হিংসা-বিদ্বেষ একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ। এটি মানুষের নেক আমল ও সৎচরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। তাই পরিহার করা প্রয়োজন।

গ জাবিদের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার 'তাকওয়া' বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

তাকওয়া অর্থ খোদাভীতি। শরিয়তের পরিভাষায় একমাত্র আল্লাহর ভয়ে সব ধরনের অন্যায়-অনাচার ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়। জাবিদের মধ্যে এ ধরনের বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করা যায়।

তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর কারণেই ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, শোনেন ও দেখেন। তিনি মানুষের অন্তরের গোপন খবরও জানেন, তাঁর কাছে মন্দকাজের জবাবদিহি করতে হবে। তাই সে ব্যক্তি কোনোরকম পাপ চিন্তা করতে বা পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। কারণ সে জানে, অন্য সবাইকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহ তায়ালাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যে মুমিনের অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান, সে কোনো অবস্থাতেই প্রলোভনে পড়বে না এবং নির্জন স্থানেও পাপকর্ম করবে না।

আর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেন উদ্দীপকের জাবিদ। কেননা সে আল্লাহ তায়ালার ভয়ে প্রকাশ্যে ও গোপনে সকল প্রকার অন্যায় ও পাপকাজ থেকে দূরে থাকে। সে মনে করে আল্লাহ সবকিছু জানেন ও দেখেন। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় জাবিদ তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত।

ঘ আসিফের কর্মকাণ্ড আখলাকে হামিদার 'ওয়াদা পালন' এর অন্তর্ভুক্ত। মানবজীবনে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

কাউকে কোনো কথা দিয়ে বা কারও সাথে প্রতিজ্ঞা করে তা রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলা হয়। এটি আখলাকে হামিদাহর (সচ্চরিত্র) একটি অন্যতম গুণ। মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ওয়াদা পালনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ওয়াদা পালনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর' (সূরা মায়িদা : আয়াত-১)। আসিফের মধ্যে এ গুণটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের আসিফ প্রতিজ্ঞা করলে পূরণ করে এবং টাকা ধার নিলে তা যথাসময়ে পরিশোধ করে। তার এ গুণটি ওয়াদা পালনের অন্তর্ভুক্ত। কারণ ওয়াদা পালন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীন (ধর্ম) নেই' (মুসনাদে আহমাদ)। তাছাড়া প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।' (সূরা বনি ইসরাইল : আয়াত-৩৪) প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে কিয়ামতের মাঠে জবাবদিহি করতে হবে। যারা দুনিয়াতে ওয়াদা পালন বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, তারা আখিরাতে শাস্তি পাবে। তাছাড়া ওয়াদা পালন না করা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য, আর মুনাফিকরা পরকালে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে।

পরিশেষে বলা যায়, ওয়াদা পালন করা আল্লাহর নির্দেশ। আর এ নির্দেশ পালন করার মধ্য দিয়ে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভে সক্ষম হবো।

প্রশ্ন ▸ ০৫ আলফাজ সাহেব উদ্দেশ্যমূলকভাবে আজিম সাহেবের অগোচরে তার সম্পর্কে বিভিন্ন মিথ্যা ও খারাপ কথা বানিয়ে জনগণের কাছে উপস্থাপন করে। এ সকল কথা শুনে স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন– এ ধরনের কাজ ইসলামে সম্পূর্ণ নিষেধ। অন্যদিকে রিয়াজ উদ্দিন একজন কৃষক। তিনি তার গাভীটি বেশি দামে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বিক্রির দিন গাভীকে মেডিসিন খাইয়ে বেশি দুধ দেয় বলে বাজারে বিক্রি করেন। গাভীর ক্রেতা বিষয়টি জানার পর বলেন– এরূপ কাজ যারা করেন, তারা সমাজে ঘৃণিত, লজ্জিত ও অপমানিত হয়।

ক. আখলাকে যামিমাহ কী? ১
খ. "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য"– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. আলফাজ সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রিয়াজ উদ্দিন সাহেবের কাজটি চিহ্নিতপূর্বক গাভীর ক্রেতার বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব চরিত্রের মন্দ ও নিন্দনীয় স্বভাবগুলো হলো আখলাকে যামিমাহ।

খ ফিতনা-ফাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টিকে বোঝায়।
যে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ প্রসার লাভ করে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। সমাজের ঐক্য সংহতি বিনষ্ট হয়। এরূপ সমাজে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান পালন ও উদ্‌যাপন করতে পারে না। এককথায় ফিতনা ফাসাদের ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে আসে চরম অমানিশা। এজন্যই আল্লাহ বলেন, 'ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।'
(সূরা আল-বাকারা : আয়াত-১৯১)

গ আলফাজ সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমার 'গিবত' বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। যা একটি জঘন্য অপরাধ।
গিবত শব্দটি আরবি, অর্থ পরনিন্দা, সমালোচনা, কুৎসা রটনা করা ইত্যাদি। সাধারণভাবে অসাক্ষাতে কারও দুর্নাম বা সমালোচনা করাকে গিবত বলা হয়। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে কষ্ট পায় তাকে গিবত বলে। আলফাজ সাহেব এরূপ কাজই করেছে।
উদ্দীপকে আলফাজ সাহেব উদ্দেশ্যমূলকভাবে আজম সাহেবের অগোচরে তার সম্পর্কে মিথ্যা ও খারাপ কথা বানিয়ে লোকজনদের সামনে উপস্থাপন করে। তার এ কাজটি গিবতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা কারো অগোচরে তার কুৎসা রটনা করা গিবতেরই নামান্তর। গিবত ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। নবি (সা.) বলেন, 'তোমরা কি জানো গিবত কী? সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) ভালো জানেন। রাসুল (সা.) বললেন, 'গিবত হলো তুমি তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমনভাবে আলোচনা করবে যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলা হলো– আমি যা বলবো তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও কি তা গিবত হবে? উত্তরে রাসুল (সা.) বললেন– তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তবে তা গিবত হবে। আর যদি তা তার মধ্যে না পাওয়া যায় তবে তা হবে অপবাদ।' সুতরাং আলফাজ সাহেবের কর্মকাণ্ড গিবতের সমতুল্য।

ঘ রিয়াজ উদ্দিন সাহেবের কাজটিকে প্রতারণা বলা হয়, যার সামাজিক কুফল গাভীর ক্রেতার বক্তব্যে ফুটে উঠেছে।

প্রতারণা মানবচরিত্রের একটি নিন্দনীয় স্বভাব। এটি মিথ্যাচারের একটি বিশেষ রূপ। প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার ওপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলা হয়। রিয়াজ উদ্দিন এই ধরনের কাজেই লিপ্ত।

উদ্দীপকের রিয়াজ উদ্দিন সাহেব অধিক লাভের আশায় গাভীকে মেডিসিন খাইয়ে বেশি দুধ দেয় বলে বাজারে বিক্রি করেন। তার এ কাজ দেখে গাভীর ক্রেতা বলেন, এরূপ কাজ যারা করেন, তারা সমাজে ঘৃণিত, লজ্জিত ও অপমানিত হয়। রিয়াজ উদ্দিনের এ কাজটি নিঃসন্দেহে প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। আর গাভীর ক্রেতা প্রতারণারই সামাজিক কুফল বর্ণনা করেছেন। প্রতারণার সামাজিক কুফল অবর্ণনীয়। কারণ প্রতারণার মাধ্যমে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ঠকানো হয়। যা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এটি একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ। এর মাধ্যমে পরস্পরের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়। সমাজে শত্রুতা জন্ম নেয়। প্রতারণাকারীকে কেউ পছন্দ করে না। সে যেমন মানব সমাজে ঘৃণিত তেমনি আল্লাহ তায়ালার নিকটও ঘৃণিত। মহান আল্লাহ প্রতারণাকারীদের জন্য মহাধ্বংসের ঘোষণা দিয়েছেন। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'বস্তুত যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হবে না।' (মুসলিম) এছাড়া প্রতারণাকারীদেরকে ফেরেশতাগণ সবসময় অভিশাপ দিতে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, রিয়াজ উদ্দিন সাহেবের কাজ অর্থাৎ প্রতারণা একটি মারাত্মক অপরাধ এবং এর পরিণাম খুবই ভয়াবহ।

প্রশ্ন ▸ ০৬ আমান সাহেব একজন পরিশ্রমী কৃষক। তিনি গ্রামে নতুন বাড়ি নির্মাণ করেছেন। বাড়ির চারপাশে বিভিন্নরকম ফলের গাছ রোপণ করেছেন। গাছে চমৎকার ফল ধরেছে। তিনি তার প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে কিছু ফল উপহার হিসেবে পাঠালেন, কিছু ফল পশুপাখীরা খায়। তার ছেলে ইয়াসির দশম শ্রেণিতে পড়ে। একদিন শিক্ষক ক্লাসে শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। ইয়াসির বলল, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সবকিছু বর্ণনা করেছেন, তাই শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস থাকার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। জবাবে শিক্ষক বললেন, হাদিস যে শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস তা কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত।
ক. মারফু হাদিস কী? ১
খ. শরিয়ত বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আমান সাহেবের কাজে কোন হাদিসের শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস সম্পর্কে শিক্ষকের বক্তব্যের যথার্থতা কুরআনের আলোকে প্রমাণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হাদিসের সনদ রাসুলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফু হাদিস বলা হয়।

খ শরিয়ত আরবি শব্দ। এর অর্থ পথ, রাস্তা। এটি জীবনপদ্ধতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে শরিয়ত হলো এমন সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট পথ, যা অনুসরণ করলে মানুষ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নিজ গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। ইসলামি পরিভাষায় ইসলামি কার্যনীতি বা জীবনপদ্ধতিকে শরিয়ত বলা হয়। অন্যকথায়, ইসলামি আইন-কানুন বা বিধি-বিধানকে একত্রে শরিয়ত বলা হয়। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) যেসব আদেশ-নিষেধ ও পথনির্দেশনা মানুষকে জীবন পরিচালনার জন্য প্রদান করেছেন তাকে শরিয়ত বলে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আমান সাহেবের কাজে হাদিস নং ৪ (বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিস) এর শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। যা সদকা হিসেবে গণ্য।
বৃক্ষরোপণ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। মানুষ এর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

উদ্দীপকে আমান সাহেব বাড়ির চারপাশে বিভিন্নরকম ফলের গাছ রোপণ করেছেন। গাছের ফল প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদেরকে উপহার হিসেবে পাঠান। আর কিছু ফল পশুপাখিরা খায়। তার এ কাজটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। মহানবি (সা.) বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ـ

অর্থাৎ, 'কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং বলা যায়, আমান সাহেবের কাজে বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের শেষ বক্তব্যে অর্থাৎ শিক্ষকের বক্তব্যে শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হাদিস তথা সুন্নাহ অনুসরণের আবশ্যকতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

হাদিস শব্দের অর্থ কথা বা বাণী। ইসলামি পরিভাষায় হাদিস বলতে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে বোঝানো হয়। হাদিস ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। এটিও এক প্রকার ওহি যা আল-কুরআনের মাধ্যমেই প্রমাণিত। শিক্ষকের বক্তব্যে এ বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে শিক্ষক বলেন, হাদিস শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস তা কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। হাদিসের গুরুত্ব তুলে ধরে শিক্ষক যথার্থই বলেছেন। আল-হাদিস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে শরিয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান ও মূলনীতি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। যা নবি (সা.) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর আমি আপনার প্রতি কুরআন নাজিল করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে।' (সূরা আন-নাহল : আয়াত-৪৪)

তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) কুরআনের বিধি-বিধানসমূহের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতেন। অনেক ক্ষেত্রে নিজে আমল করার দ্বারা এসব বিধান হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। রাসুল (সা.)-এর এসব বাণী ও কর্মই হাদিস। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা সালাত কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন; কিন্তু কীভাবে, কোন সময়ে, কত রাকাত আদায় করতে হবে তা জানতে হলে রাসুল (সা.)-এর বাণী তথা হাদিসের অনুসরণ করতে হবে। তাই কুরআনের বিধি-বিধান সুস্পষ্টরূপে অনুসরণের জন্য হাদিস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। হাদিসের গুরুত্ব বা যথার্থতা তুলে ধরে নবি (সা.) বলেন–

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ ـ

অর্থাৎ, 'আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দুটোকে আঁকড়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং অপরটি তাঁর রাসুলের সুন্নাহ।' (মুয়াত্তা)

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে শিক্ষকের উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৭ আমজাদ সাহেব তার বন্ধু রফিক সাহেবকে নিয়ে জাফলং বেড়াতে যান। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমজাদ সাহেব বলেন, এতো চমৎকার দৃশ্য, মনোরম পরিবেশ সবই এক মহান সত্তার সৃষ্টি। তিনি তার সত্তা ও গুণাবলিতে অদ্বিতীয়। পরবর্তীতে তারা একটি মাজারে গমন করেন। সেখানে তাদের দলের আরিফ সাহেব উক্ত মাজারের পীরের নামে একটি ছাগল জবাই করে। রফিক সাহেব বিষয়টি জানার পর মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। তিনি বলেন, আল্লাহ ব্যতিত কারও নামে পশু জবাই করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

ক. ইসলাম কাকে বলে? ১

খ. মানবিক মূল্যবোধ কী? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. আমজাদ সাহেবের বক্তব্যে আকাইদের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আরিফ সাহেবের কর্মকাণ্ড চিহ্নিতপূর্বক উদ্দীপকের শেষ অংশে রফিক সাহেবের বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (সা.)-এর আনুগত্য করাকে ইসলাম বলে।

খ মানবিক বলতে মানব সম্বন্ধীয় বুঝায়। অর্থাৎ যেসব বিষয় একমাত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি হওয়ার যোগ্য তাই মানবিক মূল্যবোধ। অন্য কথায় যেসব কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা মানুষ ও মানব সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই মানবিক মূল্যবোধ।

গ আমজাদ সাহেবের বক্তব্যে আকাইদের তাওহিদ বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

তাওহিদ শব্দের অর্থ– একত্ববাদ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়– আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলা হয়। তাওহিদের মূল কথা হলো– আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে অদ্বিতীয়। তিনিই প্রশংসা ও ইবাদতের একমাত্র মালিক। তাঁর তুলনীয় কেউ নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ অর্থাৎ, 'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়' (সূরা আশ-শুরা : আয়াত-১১)। আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও ইবাদতের যোগ্য এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাসের নামই তাওহিদ। ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো তাওহিদ।

উদ্দীপকে আমজাদ সাহেব ও রফিক সাহেব জাফলং বেড়াতে যান। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমজাদ সাহেব বলেন– এত চমৎকার দৃশ্য সবই মহান সত্তার সৃষ্টি। তিনি তার সত্তা ও গুণাবলিতে অদ্বিতীয়। এ বিশ্বাস হচ্ছে তাওহিদে বিশ্বাস।

ঘ আরিফ সাহেবের কর্মকাণ্ড শিরকের অন্তর্ভুক্ত। শিরকের কুফল সম্পর্কে রফিক সাহেবের দেওয়া বক্তব্যটি যথার্থ।

শিরক আরবি শব্দ, যার অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা। ইসলামি পরিভাষায়, মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। শিরক তাওহিদের বিপরীত। আল্লাহর সাথে শিরক চার ধরনের হতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা। যেমন– আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদাহ করা, কারো নামে পশু জবাই করা ইত্যাদি। আরিফ সাহেব এরূপ কর্মকাণ্ডই করেছেন।

উদ্দীপকের আরিফ সাহেব মাজারের পিরের নামে একটি ছাগল জবাই করে। তার এ কাজটি আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক করার শামিল। আর এটি জানার পর রফিক সাহেব বলেন, আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে পশু জবাই করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। শিরকের ব্যাপারে রফিক সাহেব যথার্থই বলেছেন। বস্তুত শিরক অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। পৃথিবীর সকল প্রকার জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় জুলুম হলো শিরক। আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম।' (সূরা লুকমান, আয়াত ১৩)। যারা শিরক করে তাদেরকে মুশরিক বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন– لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ অর্থাৎ, 'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়' (সূরা আশ-শুরা : আয়াত-১১)। তিনি অপার ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াময় হওয়া সত্ত্বেও শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। আল্লাহ

তায়ালা বলেন– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এছাড়া যেকোনো পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৪৮) পরকালে মুশরিকদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ তার জন্য অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।' (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৭২) জাহান্নাম হলো ভীষণ শাস্তির স্থান। মুশরিকরা সেই স্থানে চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। শিরককারী জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। শিরককারী হিসেবে আরিফকেও এ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ আজিম উদ্দিন সাহেব অনেক সম্পদের মালিক। তিনি কিছুদিন পরপর গ্রামে এসে সকলের সাথে মসজিদে নামাজ আদায়ের পাশাপাশি দান-খয়রাতও করেন। সমাজের সকলের সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করেন। তার এ সকল কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে তিনি মানুষের প্রশংসা পাবেন এবং খ্যাতি লাভ করবেন। অন্যদিকে আজিম উদ্দিন সাহেবের বড় ভাই আফাজ উদ্দিন দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিষ্পেষিত। প্রতিনিয়ত অভাব ও দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করছেন। আফাজ সাহেবের স্ত্রী মাঝে মধ্যে অধৈর্য হলে, তিনি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহর প্রতি ভরসা নিয়ে ধৈর্যসহকারে মোকাবিলা করার কথা বলেন। কেননা অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

ক. সূরা আত্-তীন কোথায় অবতীর্ণ হয়? ১
খ. মাক্কী ও মাদানি সূরার পার্থক্য লেখ। ২
গ. জনাব আজিম উদ্দিন সাহেবের কাজের মনোভাব তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন হাদিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. স্ত্রীর উদ্দেশ্যে দেয়া আফাজ সাহেবের বক্তব্যটিতে কোন সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূরা আত-তীন মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

খ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পূর্বে নাজিল হওয়া সূরাসমূহকে মক্কি সূরা বলা হয়। অপরদিকে মহানবি (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের পর নাজিল হওয়া সকল সূরা মাদানি সূরা। মক্কি সূরা মোট ৮৬টি এবং মাদানি সূরা মোট ২৮টি।
মক্কি সূরাসমূহে বিশেষভাবে তাওহিদ ও রিসালাতের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আর মাদানি সূরাসমূহে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি ইসলামের আহ্বান জানানো হয়েছে।

গ জনাব আজিম উদ্দিন সাহেবের কাজের মনোভাব পাঠ্যবইয়ের হাদিস-১ (নিয়ত সম্পর্কিত হাদিস) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসটি হচ্ছে– 'প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ এর ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল' (বুখারি)। এ হাদিস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, নিয়তের উপরেই কাজের সফলতা নির্ভর করে। মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক আমলের সাথে সাথে অন্তরের অবস্থাও লক্ষ করেন। উদ্দীপকের জনাব আজিম উদ্দিন সাহেবের উদ্দেশ্য হাদিসটির এ শিক্ষার পরিপন্থি।
উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব আজিম উদ্দিন সাহেবের গ্রামে গিয়ে দান-খয়রাত ও মসজিদে নামাজ আদায় করা সওয়াব উদ্দেশ্য নয়; বরং ভবিষ্যতে মানুষের প্রশংসা পাওয়া ও খ্যাতি লাভ করা হলো মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়টি আলোচ্য হাদিসটি বিবেচনায় কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা পরকালে মানুষের সব কাজের নিয়তের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন। মানুষ যদি সৎ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে তার পুরস্কার লাভ করবে। নেক নিয়তে কাজ করে ব্যর্থ হলেও সে তার জন্য পুরস্কার পাবে। আর মানুষ যদি মন্দ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে শাস্তি ভোগ করবে। এমনকি খারাপ উদ্দেশ্যে ইবাদত করলেও কিংবা ভালো কাজ করলেও তাতে কোনো সাওয়াব হয় না। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, জনাব আজিম উদ্দিন সাহেবের দান-খয়রাত ও মসজিদে নামাজ আদায়ের মূল উদ্দেশ্য নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষার পরিপন্থি।

ঘ স্ত্রীর উদ্দেশ্যে দেয়া আফাজ সাহেবের বক্তব্যটিতে সূরা আল-ইনশিরাহ এর শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।
সূরা আল-ইনশিরাহ রাসুল (সা.)-এর মক্কায় কষ্টময় দিনগুলোতে অবতীর্ণ একটি সূরা। এ সূরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা মহানবি (সা.)-এর প্রতি তাঁর নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করেছেন। যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালাই মানুষের কষ্ট-যাতনা দূর করেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে যে চেষ্টা করে আল্লাহ তার সহায় হন। পরবর্তী আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানবজীবনে সুখ-দুঃখ থাকবেই। সুতরাং দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না। বরং ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে। অবসর সময়ে আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করতে হবে।
উদ্দীপকে আফাজ উদ্দিন প্রতিনিয়ত অভাব ও দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করছেন। এতে আফাজ উদ্দিনের স্ত্রী অধৈর্য হলে তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন– অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। যা সূরা ইনশিরার শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন। সুতরাং বলা যায়, আফাজ সাহেবের বক্তব্যে সূরা আল-ইনশিরার শিক্ষার বাস্তব প্রতফলিন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ রমজান মাসে আদিব সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার থেকে বিরত থাকে এবং সে আশা করে আল্লাহ তায়ালা তাকে এর পুরস্কার নিজ হাতে দিবেন। অন্যদিকে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক জনাব মঈন উদ্দীন এমন একটি ইবাদতের কথা উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে এবং ইবাদত পালনকারী ব্যক্তি নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।

ক. ইবাদত কী? ১
খ. "সালাত মানুষকে নিয়মানুবর্তী করে"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আদিব কোন ইবাদতটি পালন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব মঈন উদ্দীন যে ইবাদতটির কথা উল্লেখ করেছেন তা চিহ্নিতপূর্বক এর শিক্ষা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধান মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয়।

খ পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে সম্মিলিতভাবে সালাত আদায় করার কথা বলা হয়েছে। সালাতের কারণে দৈনিক পাঁচবার মুসলমানগণ একস্থানে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। একে-অপরের খোঁজ-খবর নিতে পারে। সুখে-দুঃখে একে অপরের সহযোগিতা করতে পারে। সালাত আমাদেরকে সময়ের গুরুত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দেয়। নেতার অনুসরণ করতে এবং নিয়মতান্ত্রিক ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ রেখে নিয়মিত সালাত আদায় করব। জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলব।

গ আদিব সাওম ইবাদতটি পালন করেছে।
ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সাওম হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা। প্রাপ্তবয়স্ক সকল নর ও নারীর উপর রমযান মাসের এক মাস রোযা রাখা ফরজ। আদিব এ ইবাদতটিই পালন করেছে।

উদ্দীপকের আদিব রমজান মাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়তের সাথে পানাহার থেকে বিরত থাকে। সে বিশ্বাস করে আল্লাহ তায়ালা তাকে এর পুরস্কার নিজ হাতে দেবেন। তার এ বিশ্বাস সাওমকে নির্দেশ করে। রমজান মাস বরকত, রহমত ও মাগফিরাতের মাস। এ মাসে সকল সৎকাজের প্রতিদান আল্লাহ দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিবেন। কিন্তু সাওম-এর প্রতিদান সম্পর্কে হাদিসে কুদসিতে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন– اَلصَّوْمُ لِىْ وَأَنَا أَجْزِىْ بِهِ অর্থাৎ, 'সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।' (বুখারি) রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, আল্লাহ তায়ালা তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন' (বুখারি)। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় পানাহার থেকে বিরত থাকার উল্লিখিত ইবাদতটি হলো সাওম।

ঘ জনাব মঈন উদ্দিন যে ইবাদতটির কথা উল্লেখ করেছেন তা হজ এর অন্তর্ভুক্ত। যার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ।

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে। হজ শুধু ঐ সমস্ত ধনী-মুসলমানের উপর ফরজ, যাদের পবিত্র মক্কায় যাতায়াত ও হজের কাজ সম্পাদনের আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য রয়েছে।

উদ্দীপকের ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক জনাব মঈন উদ্দীন এমন একটি ইবাদতের কথা বলেন, যার মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং ইবাদত পালনকারী নবজাতক শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়। হজ সম্পর্কে শিক্ষকের এ বক্তব্যটি সঠিক মানবজীবনে হজের শিক্ষা ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। মানুষের মধ্যে ধনসম্পদ, বর্ণ-গোত্র ও জাতীয়তার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও হজ এসব ভেদাভেদ ভুলিয়ে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে শেখায়। হজ মুসলমানদের আদর্শিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব তৈরি করে। রাজা-প্রজা, মালিক-ভৃত্য সকলকে সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করায়। একই উদ্দেশ্যে মহান প্রভুর দরবারে উপস্থিত করে সাম্যের প্রশিক্ষণ দেয়। হজ মানুষকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দিয়ে সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলে। তাই আমাদের হজ সম্পন্ন করা উচিত। কেননা রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ করে সে যেন নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।' (ইবনে মাজাহ)

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে জনাব মাঈন উদ্দিন হজের কথা বলেছেন, যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১০ তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে অনেক লোক রক্তাক্ত ও জখম হয়। এভাবে বেশ কিছুদিন মারামারি, অরাজকতা চলতে থাকলে অত্র এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক আবুজার সাহেব বিবদমান পক্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং এলাকার শান্তিকামী যুবকদেরকে নিয়ে একটি সংঘ গঠন করে দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অপরদিকে আজফার সাহেব জনপ্রতিনিধি নিযুক্ত হয়ে তার এলাকায় রক্তপাত মারামারি বিশৃঙ্খলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর প্রধান ব্যক্তিদের সাথে বৈঠক করে এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন।

ক. 'জাবালে রহমত' কী? ১

খ. আবু বকর (রা.)-কে কেন ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়? ২

গ. আবুজার সাহেব কর্তৃক গঠিত সংঘের সাথে মহানবি (স.)-এর প্রতিষ্ঠিত কোন সংঘের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আজফার সাহেবের কার্যাবলি মহানবি (স.)-এর মদিনা সনদের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক পবিত্র মক্কা নগরিতে আরাফাতের ময়দানের পাশে যে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে রাসূল (সা.) বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছিলেন তাই জাবালে রহমত।

খ মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম রাষ্ট্রে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। হযরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব মোকাবেলা করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেন। এছাড়াও ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিয শাহাদাতবরণ করেন। এতে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিলে হযরত আবু বকর (রা) পবিত্র কুরআনকে একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করায় তাঁকে ইসলামের 'ত্রাণকর্তা' বলা হয়।

গ আবুজার সাহেব কর্তৃক গঠিত সংঘের সাথে মহানবি (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত যে সংঘের সাদৃশ্য রয়েছে তা হিলফুল ফুযুল এর অন্তর্ভুক্ত।

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মহানবি (সা.) আরবের শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে যে সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন তাকে হিলফুল ফুযুল বলে। এ সংঘের উদ্দেশ্য ছিল সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে-গোত্রে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা। এ সংঘের আদর্শের আলোকেই তৎকালীন আরবে গোত্রকলহ বন্ধ হয়ে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আবুজার সাহেবের কর্মকাণ্ডে এ সংঘেরই প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

রাসুল (সা.)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন তিনি 'হিলফুল ফুযুল' গঠন করেন। এটি গঠনের প্রত্যক্ষ কারণ হলো– ফিজার যুদ্ধের বিভীষিকা তাঁর কোমল মনকে আন্দোলিত করে। তাই তিনি শান্তির লক্ষ্যে ৫টি উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে এ শান্তিসংঘ গঠন করেন। ৫টি উদ্দেশ্য হলো– ১. আর্তের সেবা করা, ২. অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা, ৩. অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, ৪. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং ৫. গোত্রে গোত্রে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখা।

উদ্দীপকে তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এভাবে অরাজকতা চলতে থাকলে আবুজার সাহেব এলাকার শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে একটি সংঘ গঠন করেন। যা রাসুল (সা.)-এর হিলফুল ফুযুল এর অনরূপ।

সুতরাং বলা যায়, রাসূল (সা.)-এর হিলফুল ফুযুল এর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আবুজার সাহেব একটি শান্তি সংঘ গঠন করেন।

ঘ আজফার সাহেবের কার্যাবলি মহানবি (সা.)-এর মদিনা সনদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

রাসুল (সা.) প্রণীত মদিনা সনদ মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। এ সনদে মোট ৪৭টি ধারা ছিল। এসব ধারার সবগুলো ছিল মদিনাবাসীর অনুকূলে। এ সনদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাসুল (সা.) বিশৃঙ্খল মদিনাবাসীকে ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করেছিলেন। যা আজফার সাহেবের কর্মকাণ্ডেও প্রকাশ পায়।

উদ্দীপকের আজফার সাহেব জনপ্রতিনিধি নিযুক্ত হয়ে এলাকায় মারামারি ও বিশৃঙ্খলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর প্রধান ব্যক্তিদের সাথে বৈঠক করে এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করেন। তার এ কাজটি মহানবি (সা.)-এর 'মদিনা সনদ' প্রণয়নকে নির্দেশ করে। এই সনদের মোট ৪৭টি ধারার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো– সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান ও পৌত্তলিক সম্প্রদায়সমূহ সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। মহানবি (সা.) হবেন প্রজাতন্ত্রের প্রধান এবং প্রধান বিচারপতি। সবাই নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে এবং

বহিঃশত্রু দ্বারা মদিনা আক্রান্ত হলে সবাই সম্মিলিতভাবে শত্রুর মোকাবিলা করবে এবং প্রত্যেকে স্ব-স্ব গোত্রের যুদ্ধভার গ্রহণ করবে। ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এই মদিনা সনদে ইসলাম ও মহানবি (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে। মদিনা সনদের ফলে মুসলমানরা একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিজ ধর্ম পালন ও প্রচারের সুযোগ লাভ করে। এছাড়া মদিনা সনদের কারণে ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের সমীহ করতে বাধ্য হয়। সর্বোপরি মদিনা সনদের প্রভাবে মদিনার গোত্রীয় যুদ্ধভাব প্রশমিত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এ সনদের প্রভাব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১১ উদয়নগর গ্রামের বাসিন্দা আহমাদ আলী এলাকার একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। তিনি এলাকার লোকজনকে অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং তাদের ভালো-মন্দ নিয়ে চিন্তা করেন। একদা এলাকার লোকজন ক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই দলে বিভক্ত হয় এবং তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। আহমাদ আলী সবাইকে একত্র করে তাদের মাঝে মিমাংসা করে দেন এবং সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, আজ তোমাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। যাও তোমরা সবাই এক হয়ে যাও। তারপর সকলের উদ্দেশ্যে এক যুগান্তকারী ভাষণ প্রদান করে বলেন, "আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, নিজের সৎকর্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। সর্বদা অন্যের আমানত রক্ষা করবে এবং পাপকাজ থেকে বিরত থাকবে পূর্বের অনেক লোক এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে।"

ক. আসসাবউল মুয়াল্লাকাত কী? ১

খ. হিলফুল ফুযুল বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আহমাদ আলীর ক্ষমা করার বিষয়টি রাসুল (স.)-এর জীবনের কোন ঘটনাটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষাংশে আহমাদ আলীর ভাষণের সাথে রাসুল (স.)-এর যে ভাষণটি সাদৃশ্যপূর্ণ তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আস-সাবউল মুআল্লাকাত' হলো জাহিলি যুগের সাতটি গীতি কবিতা, যা সোনার কাপড়ে বাধাই করে কাবা শরীফের দেওয়ালে টাঙানো ছিল।

খ 'হিলফুল ফুযুল' হলো একটি শান্তি সংঘ, যা মহানবি (সা.) কর্তৃক আরবের কতিপয় যুবককে নিয়ে গঠিত। হিলফুল ফুযুল গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো তৎকালীন অশান্ত আরব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। মহানবি (সা.) হারবুল ফিজারের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে ভীষণ ব্যথিত হন। তাই যুদ্ধমুক্ত শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে হিলফুল ফুযুল গঠন করেন। এ সংঘের উদ্দেশ্য ছিল– ১. আর্তের সেবা করা, ২. অত্যাচারীদের প্রতিরোধ করা ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা ৩. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিরক্ষা করা এবং ৪. গোত্রে গোত্রে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখা।

গ আহমদ আলীর ক্ষমা করার বিষয়টি রাসূল (সা.) এর জীবনের মক্কা বিজয় এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৬১০ খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত লাভের পর মহানবি (সা.) মক্কাবাসীর কাছে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। কিন্তু তারা ইসলামের সুমহান আদর্শ গ্রহণ না করে তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য তাঁর উপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। একপর্যায়ে তারা মহানবি (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে তিনি মদিনায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের সময়ে রাসুল (সা.) প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পেয়েও প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকে আহমদ আলীর মধ্যেও এ আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একদা এলাকার লোকজন ক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই দলে বিভক্ত হয় এবং তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। আহমদ আলী সবাইকে একত্র করে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেন এবং সকলের উদ্দেশ্যে বলেন আজ তোমাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। যাও তোমরা সবাই এক হয়ে যাও। যা কুরাইশদের প্রতি মহানবি (সা.)-এর ক্ষমার আদর্শের অনুরূপ। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে হুদাইবিয়া নামক স্থানে কুরাইশদের সাথে মহানবি (সা.)-এর দশ বছরব্যাপী যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কুরাইশরা এ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করায় রাসুল (সা.) ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে দশ হাজার মুসলিম নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেন। কুরাইশরা একসময় তাঁর উপর অত্যাচার করলেও মক্কা বিজয়ের পর তিনি তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। সে সময় তিনি ইসলামের চরম শত্রু আবু সুফিয়ানসহ সকলকে হাতের নাগালে পেয়েও যেভাবে ক্ষমা করে দিয়েছেন মানবতার ইতিহাসে তা বিরল।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আহমদ আলি সাহেবের আচরণে মহানবি (সা.)-এর ক্ষমার আদর্শটিই ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের শেষাংশে আহমদ আলীর ভাষণের সাথে রাসূল (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

দশম হিজরির জিলহজ মাসের নয় তারিখ (৬৩২ খ্রি.) মহানবি (সা.) বিশ্বমানবতার জীবন পরিচালনার সার্বিক নির্দেশনাস্বরূপ মক্কার আরাফাতের ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। মহানবি (সা.)-এর জীবনের শেষ তথা একমাত্র হজ বলে তা 'বিদায় হজের ভাষণ' নামে খ্যাত। এ ভাষণে তিনি মুসলিমদের তথা মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার সার্বিক উপদেশ প্রদান করেন। অধীন বা দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা, স্ত্রীদের প্রতি সদয় আচরণ ছিল এ ভাষণের অন্যতম কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। আহমদ আলীর শেষ বক্তব্য বা শেষ বাক্যগুলো এ উপদেশগুলোরই বাস্তব প্রতিফলন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আহমদ আলী তার শেষ বাক্যগুলোতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, নিজের সৎকর্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে, সর্বদা অন্যের আমানত রক্ষা করবে এবং পাপকাজ থেকে বিরত থাকবে। তার এ ধরনের মনোভাব মহানবি (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণের আদর্শের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মহানবি (সা.) বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন, 'দাস-দাসীদের সাথে সদয় ব্যবহার কর। তাদের উপর কোনোরূপ অত্যাচার করবে না। তোমরা যা খাবে, তাদেরও তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে, তাদেরও তাই পরাবে। তারা যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে, তবুও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। সব মুসলিম একে অন্যের ভাই এবং তোমরা একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।' তিনি আরও বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।' এ ভাষণে তিনি আরও ঘোষণা দেন, 'ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না; আগের অনেক জাতি এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে।'

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা হয় যে, বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (সা.) মানবজাতির জীবন পরিচালনার সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ ভাষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক আহমদ আলীর বক্তব্যে প্রকাশিত হয়েছে। আর এ ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সত্যিই অপরিসীম।

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ৩০ মিনিট

পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. 'মদিনা সনদ' এর মোট ধারা ছিল কয়টি?
ক ৪৬টি খ ৪৭টি
গ ৪৮টি ঘ ৪৯টি

২. জনাব সালেহ একজন অবাধ্য, পাপী ও হতাশগ্রস্ত ব্যক্তি। যেকোনো অনৈতিক কাজ সে বিনা দ্বিধায় করে। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে তিনি–
ক কাফির খ মুশরিক গ মুনাফিক ঘ ফাসিক

৩. আসকান সাহেব সর্বদা এমন তাসবিহ পাঠ করেন যা আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়। উচ্চারণে সহজ, দাঁড়িপাল্লায় খুবই ভারী। তাসবিহটি পাঠ করার ফলে, আসকানের কিয়ামতের দিন ভারী হবে–
ক নেকির ওজন খ আমলের ওজন
গ সম্মানের পাল্লা ঘ সম্পদের পাল্লা

৪. নিরাপদ নগরী বলতে বুঝানো হয়েছে–
ক জেদ্দা খ মদিনা গ মক্কা ঘ তায়েফ

৫. আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করলে–
i. আল্লাহ খুশি হন ii. আল্লাহ সফলতা দান করেন
iii. আল্লাহ অধিক পরিমাণ প্রতিদান দেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. যে হাদিসের সনদ সাহাবি পর্যন্ত পৌছে শেষ হয়ে গেছে, তাকে বলা হয়–
ক কাওলি হাদিস খ মারফু হাদিস
গ মাকতু হাদিস ঘ মাওকুফ হাদিস

৭. মহানবি (স.) অধীনস্ত একজন কর্মচারীকে দৈনিক কতবার ক্ষমা করার কথা বলেছেন?
ক ৭০ খ ৭১ গ ৭২ ঘ ৭৩

৮. কোন গ্রন্থটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলা হয়?
ক আল-জুদাইরি ওয়াল হাসবা খ আল-কানুন ফিত তিব্ব
গ আল জামি ঘ আল-মানসুরি

৯. মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বলা হয়–
ক রিসালাত খ আখিরাত গ কিয়ামত ঘ শাফাআত

১০. কোনটির বিশ্বাস মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়?
ক পরকালে খ রিসালাতে গ তাওহিদে ঘ তকদিরে

১১. কবরে ফেরেশতারা মৃত ব্যক্তিকে কয়টি প্রশ্ন করবেন?
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

১২. কাতিবে ওহি লেখক ছিলেন কতজন?
ক ৪২ খ ৪৩ গ ৪৪ ঘ ৪৫

১৩. সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ কী?
ক আস-সিদ্দিক খ আস-সাদিক গ আল-আমানত ঘ আস-সিদক

১৪. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় জনকল্যাণমুখী প্রকল্পসমূহের সাফল্য নির্ভর করে–
ক সালাতের উপর খ সাওমের উপর
গ যাকাতের উপর ঘ হজের উপর

১৫. "সাওম (রোজা) ঢালস্বরূপ"। কেননা তা–
ক ক্ষুধা বৃদ্ধি করে খ মন্দ কাজকে প্রতিহত করে
গ শত্রুকে ভীত করে ঘ সাহস বৃদ্ধি করে

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৬ ও ১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বিশ্বের সকল ধনী মুসলমান নির্ধারিত সময় কাবা শরিফে একত্রিত হয়ে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে বিশেষ ইবাদত পালন করেন।

১৬. উদ্দীপকে বর্ণিত ইবাদতটি হলো–
ক সালাত খ সাওম গ হজ ঘ যাকাত

১৭. হজের মাধ্যমে মানুষ–
i. বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয় ii. সাম্যের প্রশিক্ষণ পায়
iii. নিষ্পাপ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. ইসলাম কয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

১৯. বর্তমান আধুনিক বিশ্বের জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শান্তিসংঘ হিলফুল ফুযুলের কাছে অনেকাংশে ঋণী কারণ এর মাধ্যমে–
i. গোত্রে গোত্রে শান্তি সম্প্রীতি স্থাপিত হয়
ii. দাস-দাসী প্রথা বিলুপ্ত হয়
iii. অত্যাচারিত ব্যক্তি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২০ ও ২১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব আঃ আজিজ সাহেব কুরআন-হাদিস অনুযায়ী জীবন যাপন করেন। তিনি স্ত্রীর প্রতি সদয় আচরণসহ তার কাজের লোকেরা কোনো অন্যায় করলে তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন।

২০. জনাব আঃ আজিজ সাহেবের আচরণে ইতিহাসের কোনটির শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে?
ক বিদায় হজের ভাষণ খ মক্কা বিজয়
গ মদিনায় হিজরত ঘ শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা

২১. উক্ত ঘটনা অনুসরণ করলে আমাদের দেশ ও জাতী–
i. সমৃদ্ধি অর্জন করবে ii. উন্নত ও সুন্দর হবে
iii. দারিদ্র্য ও অভাবমুক্ত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রিহান সাহেব তার কর্মস্থলে জনসাধারণের কাজ করে দিয়ে বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে বিলাসী জীবনযাপন করেন।

২২. রিহান সাহেবের অর্থ নেওয়ার কাজটি কীসের অন্তর্ভুক্ত?
ক সুদ খ খিয়ানত গ ঘুষ ঘ কাযিব

২৩. রিহান সাহেবের কাজের পরিণতি–
i. আল্লাহর অভিসম্পাত ii. অভিনব শাস্তি প্রদান
iii. নবি করিম (স.)-এর অভিসম্পাত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. "প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোকার উপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করা" কীসের অন্তর্ভুক্ত?
ক প্রতারণা খ গিবত গ হিংসা ঘ ফিতনা

২৫. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য হযরত খাদিজা (রা.) কাকে সিরিয়ায় পাঠান?
ক রোকেয়াকে খ হালিমাকে গ মাইসারাকে ঘ বুহায়রাকে

২৬. ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী আমলের নাম–
ক ইমান খ আকাইদ গ ইসলাম ঘ তাওহিদ

২৭. হাসিব মনে করে মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তিনিই একমাত্র আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। হাদিসের চেতনায় ফুটে উঠেছে–
ক তাওহিদে বিশ্বাস খ আখিরাতে বিশ্বাস
গ নিফাকে বিশ্বাস ঘ রিসালাতে বিশ্বাস

২৮. মুসলিম মনীষীগণ শরিয়তের বিষয়বস্তুকে প্রধানত কয়টি ভাগে ভাগ করেছে?
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শায়লা ব্যাংকে চাকরি করেন। তিনি সুরুচিপূর্ণ পোশাক পরিধান করে অফিসে যান। কথাবার্তা, চালচলনে ভদ্র আচরণ করেন।

২৯. শায়লার মধ্যে নিচের কোনটির পরিচয় পাওয়া যায়?
ক শালীনতা খ আদল গ আহদ ঘ সত্যবাদিতা

৩০. তাঁর এ আচরণের ফলে–
i. মানসম্মান সুরক্ষিত থাকবে ii. সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে
iii. পরকালীন সফলতা লাভ করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৩

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। রাব্বি ও নয়ন দু'বন্ধু। রাব্বি এমন এক জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে, যা সম্পূর্ণরূপেই পরিপূর্ণ ও সর্বযুগেই সার্বজনীন। মানব জীবনের জন্য যা কিছুর প্রয়োজন তার সবকিছুই এর মধ্যে বিদ্যমান। অপরপক্ষে নয়ন মনে করে নিয়তি আল্লাহর হাতে। মানুষ চাইলেই সবকিছু করতে পারে না।
- ক. ইমান কাকে বলে? ১
- খ. "তাওহিদ মানব মনে ঐক্যের চেতনা জাগ্রত করে?" ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. রাব্বির ধারণাটি কীরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. নয়নের বিশ্বাসে ইমানের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২। 'ক' এবং 'খ' দু'জন ব্যবসায়ী। 'ক' মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ এ গুলোকেই মানুষের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ও বৈধ মনে করে এবং এগুলোর ব্যবসা করে। অপরপক্ষে 'খ' তার সন্তানাদির সফলতা ও নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য জনৈক পীরের পায়ে সিজদা করে।
- ক. জান্নাত কী? ১
- খ. শাফাআত বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. 'ক' এর কাজে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'খ' এর কাজটি চিহ্নিত করে এর পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। সাবিহা নিয়মিত সালাত ও সাওম আদায় করেন। কিন্তু ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধানসমূহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করেন না। তার ধারণা ধর্ম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর সাহানা আল-কুরআনের অবিকৃত ও সংরক্ষণ থাকা নিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলে যে, এর নাজিলকালে কোনো ছাপাখানা ছিল না, তারপরও ইহা কীভাবে আজ অবদি অবিকৃত রয়েছে?
- ক. মক্কি সূরা কাকে বলে? ১
- খ. 'সিরাত' কোথায় স্থাপিত হবে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ইসলামি বিধি-বিধান অনুসরণে সাবিহার ধারণাটি কি সঠিক? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. সাহানার আশ্চর্য হওয়া বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। **প্রেক্ষাপট-১ :** জনাব রহমত আলীকে সবাই ভালোবাসে। মানুষের অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন ও অনৈতিকতা দেখে তিনি ব্যথিত হন। এ অবস্থা থেকে মানুষের মুক্তির জন্য তিনি সর্বদা চিন্তা করতেন। যখন তিনি সমাজের মানুষকে পাপাচার ও অনৈতিক আচরণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান করেন, তখন প্রভাবশালী কিছু লোক বিদ্রুপ ও বিরোধিতা করে তার উপর জুলুম নির্যাতন শুরু করে।

প্রেক্ষাপট-২ : জনাব বেলাল সামাজিক বাহবা ও সুখ্যাতি পাওয়ার জন্য বনজ, ফলজ ও ভেষজ গাছগাছালি রোপণ ও তার পরিচর্যা করেন।
- ক. সূরা আত-তীন কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে? ১
- খ. সূরা আল-মাউন-এ আমাদের জন্য কী শিক্ষা রয়েছে? ২
- গ. জনাব রহমত আলীর কর্মকাণ্ড কোন সূরার শানে নুযুলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জনাব বেলালের কাজটি তোমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৫। সালেহার বাবা একজন ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসার পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক ভিত্তিগুলো যথাযথভাবে বিশ্বাস ও সম্পাদন করে থাকেন। আর রাহেলার বাবা গ্রামের বাড়ীতে বিশাল একটি ফলজ বাগান তৈরি করেন। শহরের মেয়ে রাহেলা বাগান দেখে বাবাকে বলেন, গ্রামের বাগানের ফলমূল পশুপাখি খেয়ে নষ্ট করে দেবে। তখন বাবা বললেন, এ কাজও দান হিসেবে গণ্য হবে।
- ক. মতন কাকে বলে? ১
- খ. ফরজ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. সালেহার বাবার আদায়কৃত সকল মৌলিক ভিত্তিগুলো মানব মণ্ডলীকে বিশ্বাস ও পালন করতে হবে কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. রাহেলার বাবা যে হাদিসের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাগান তৈরি করেছেন তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। আলাল ইসলামের দেখানো পথ অনুযায়ী আচার-আচরণ ও কাজকর্মে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে থাকেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন জীবন এবং মানুষকে একটি উদ্দেশ্যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে দুলাল এমন এক ইবাদত পালন করেন, সে ইবাদতে মানুষের মধ্যে শ্রেণি ভেদাভেদ থাকে না, আত্মা পরিশুদ্ধ হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করে।
- ক. হজ কী? ১
- খ. মালিক শ্রমিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. আলালের আচরণ ও বিশ্বাসে ইসলামের কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. দুলালের পালনকৃত ইবাদতটি চিহ্নিতপূর্বক এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। ফারিহা এমন একটি ইবাদত পালন করেন। যার মাধ্যমে তিনি অনাহারীর ক্ষুধার জালা অনুভব করতে পারেন। তাছাড়া উক্ত ইবাদত কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও লড়াই করে। আর সামিয়া তার উপার্জিত সম্পদ হিসেব করে যত্নসহকারে নির্দিষ্ট একটি অংশ গরীব দুঃখিদের অধিকার হিসেবে বিতরণ করেন। তিনি মনে করেন এ নির্দিষ্ট সম্পদের অংশ অনাদায়ে পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে।
- ক. হাক্কুল ইবাদ বলতে কী বুঝায়? ১
- খ. ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ– বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. ফারিহার পালনকৃত ইবাদতটির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. সামিয়ার আদায় করা ইবাদতটি চিহ্নিত করে এর সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। মাইমুনা ও নাজমা দশম শ্রেণির ছাত্রী। মাইমুনা তার শিক্ষককে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষার পর মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবে এবং পরবর্তী নির্বাচনি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের চেষ্টা করবে। কিন্তু সে প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষার পর লেখাপড়ায় আর মন দেয় না। আর নাজমা বিদ্যালয় ছুটির দিনে অমার্জিত পোশাক পরিধান করে শহরে যায়। বাড়ি ফেরার পথে কিছু যুবক তাকে রাস্তায় গতিরোধ করে উত্ত্যক্ত করে।
- ক. তাকওয়া কী? ১
- খ. "সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে"। ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. মাইমুনার আচরণে কোন বিষয়টি লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. নাজমা কী পন্থা অবলম্বন করলে উক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতো না। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। **দৃশ্যকল্প-১ :** দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা যায় যে, পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জাল টাকা তৈরির মেশিন, রং, কালি কাগজসহ চার সদস্যকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে।

দৃশ্যকল্প-২ : অপর এক সংবাদ থেকে জানা যায় গতকাল ১লা নভেম্বর সোনালী ব্যাংক থেকে 'শিল্পালয়' প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন প্রদানের জন্য প্রায় এক কোটি টাকা উত্তোলন করে অফিসের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ টার্নিং পয়েন্টে পৌছামাত্র টেম্পু নামক এক যুবকের নেতৃত্বে ১০/১৫ জনের একটি দল অতর্কিত অস্ত্র-শস্ত্রসহ তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে টাকাগুলো হাতিয়ে নেয়।
- ক. আখলাকে যামিমাহ বলতে কী বুঝায়? ১
- খ. 'গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক'– ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. পুলিশ কর্তৃক ধৃত চার সদস্যদের কার্যক্রমে কী প্রকাশ পেয়েছে? ৩
- ঘ. টেম্পু নামক যুবক ও তার দলবলের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। রফিক একটি বই পড়ে জানতে পারলেন এমন এক সময় ছিল, যখন সমাজে নারীদের কোনো সম্মান ও মূল্য ছিল না। তাদের উপর অত্যাচার করা হতো। সমাজে বিরোধ ও ঝগড়া লেগে থাকতো। আর অন্যায়ভাবে বিবাদ চাপিয়ে দেওয়া হতো। এমন সময় একজন আগন্তুক এলাকায় শান্তি স্থাপনের জন্য 'সবুজ সংঘ' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে সমাজের বিরোধ ও ঝগড়া বন্ধ হয়ে যায়।
- ক. জীবনাদর্শ বলতে কী বুঝ? ১
- খ. হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. রফিক সাহেবের বইয়ের বর্ণনা কোন সমাজের সাথে তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. আগন্তুক ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সবুজ সংঘটি' মহানবি (সঃ)-এর জীবনের কোন কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। সালাম ও কালাম দু'জন প্রতিনিধি। সালাম নির্বাচিত হওয়ার পর জনগণকে ডেকে বলেন ভাইসব যতদিন আমি আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর অনুসরণ করবো ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে। আর আমার ভুলগুলো সংশোধন করে দেবে। অন্যদিকে কালাম সরকার থেকে প্রাপ্ত সাহায্য ধনি-গরিব, আপন-পর সকলের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করেন। জনগণের অবস্থা সচক্ষে দেখার জন্য রাতের আধারে পাড়া মহল্লায় ঘুরে বেড়ান।
- ক. মদিনা সনদ কী? ১
- খ. ইবনে সিনাকে শল্যচিকিৎসার দিশারি মনে করা হয় কেন? ২
- গ. সালামের বক্তব্যে কোন মনীষীর বক্তব্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. কালামের কর্মকাণ্ডে যে মনীষীর কাজের প্রতিফলন ঘটেছে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	1	L	2	K	3	K	4	M	5	N	6	N	7	K	8	L	9	L	10	M	11	L	12	K	13	N	14	M	15	L
	16	M	17	N	18	N	19	L	20	K	21	K	22	K	23	N	24	K	25	M	26	K	27	K	28	L	29	K	30	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ রাব্বি ও নয়ন দু'বন্ধু। রাব্বি এমন এক জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে, যা সম্পূর্ণরূপেই পরিপূর্ণ ও সর্বযুগেই সার্বজনীন। মানব জীবনের জন্য যা কিছুর প্রয়োজন তার সবকিছুই এর মধ্যে বিদ্যমান। অপরপক্ষে নয়ন মনে করে নিয়তি আল্লাহর হাতে। মানুষ চাইলেই সবকিছু করতে পারে না।

ক. ইমান কাকে বলে? ১

খ. "তাওহিদ মানব মনে ঐক্যের চেতনা জাগ্রত করে?" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাব্বির ধারণাটি কীরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নয়নের বিশ্বাসে ইমানের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে।

খ 'তাওহিদ মানবমনে ঐক্যের চেতনা জাগ্রত করে'– উক্তিটি যথার্থ। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবান করে তোলে এবং মানব মনে ঐক্যের চেতনা জাগ্রত করে। তাওহিদ মানে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারও নিকট মাথা নত না করা। তাওহিদে বিশ্বাসী মানুষ সব কাজ ঐক্যবদ্ধভাবে করে থাকে। যেমন জামাতে সালাত আদায় করা। তাই বলা হয় তাওহিদ মানবমনে ঐক্যের চেতনা জাগ্রত করে।

গ রাব্বির ধারণাটি ইসলামি জীবনব্যবস্থা এর অন্তর্ভুক্ত। যা ইসলামি শরিয়তের আলোকে সঠিক।

ইসলাম হলো আল্লাহ তায়ালা প্রবর্তিত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবনবিধান। এটি মানবজাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ নিয়ামত। শরিয়তের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো ইসলাম। মানবজীবনের সব বিষয় ও সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ইসলামে। রাব্বির মনোভাবেও এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে রাব্বির মতে, ইসলামি জীবনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপেই পরিপূর্ণ ও সর্বযুগেই সার্বজনীন। মানবজীবনের জন্য যা কিছুর প্রয়োজন তার সবকিছুই এর মধ্যে বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামের কোনো বিকল্প নেই, কেননা ইসলামই হলো একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এটি আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৯)। এটি মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর নির্দেশিত সর্বশেষ ও সর্বোত্তম জীবনবিধান। এটি কোনো কাল, অঞ্চল বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব কাজের যথাযথ দিকনির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সব বিষয়ই ইসলামে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের অবস্থারও বর্ণনা ইসলামে রয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, রাব্বির ধারণা যথার্থ।

ঘ নয়নের বিশ্বাসে ইমানের মৌলিক বিষয় 'তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস' বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

তকদির অর্থ হলো– নির্ধারিত পরিমাণ, ভাগ্য বা নিয়তি। আল্লাহ তায়ালা মানুষের তকদিরের নিয়ন্ত্রক। তিনিই মানুষের জীবনের ভালোমন্দের নির্ধারণকারী। সবক্ষেত্রে এমন বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো তকদিরে বিশ্বাস। নয়নের বিশ্বাসে এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে নয়নের বিশ্বাস নিয়তি আল্লাহর হাতে। মানুষ চাইলেই সবকিছু করতে পারে না। কারণ তার মতে, তকদিরের লিখন খন্ডন করা যায় না। এ বিষয়টি তকদিরে বিশ্বাসকেই ধারণ করে। কারণ মানুষ যা চায় তা-ই সে করতে পারবে না; বরং মানুষ শুধু তার কাজের জন্য চেষ্টা বা সাধনা করবে। এরপর ফলাফলের জন্য আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করবে। যদি চেষ্টা করার পরও কোনো কিছু না পায় তবে হতাশ হওয়া যাবে না; বরং সবর করবে ও শোকর আদায় করবে। কারণ তকদিরের শুভ-অশুভ নির্ধারণ করেন স্বয়ং আল্লাহ। মনের মধ্যে এমন ধারণা পোষণ করা এবং সবক্ষেত্রে মেনে চলাই হলো তকদিরের বিশ্বাস। অতএব, নয়নের বিশ্বাসটি অত্যন্ত যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০২ 'ক' এবং 'খ' দু'জন ব্যবসায়ী। 'ক' মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ এ গুলোকেই মানুষের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ও বৈধ মনে করে এবং এগুলোর ব্যবসা করে। অপরপক্ষে 'খ' তার সন্তানাদির সফলতা ও নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য জনৈক পীরের পায়ে সিজদা করে।

ক. জান্নাত কী? ১

খ. শাফাআত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' এর কাজে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'খ' এর কাজটি চিহ্নিত করে এর পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরকালীন জীবনে পুণ্যবানদের জন্য পুরস্কারস্বরূপ যে আরামদায়ক স্থান তৈরি করে রাখা হয়েছে তাকে বলা হয় জান্নাত।

খ শাফাআত শব্দের অর্থ হলো– সুপারিশ করা, অনুরোধ করা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়– কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে। কিয়ামতের দিন নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তায়ালা এসব সুপারিশ কবুল করবেন এবং অনেক মানুষকে জান্নাত দিবেন।

গ 'ক'-এর কাজে কুফুরি প্রকাশ পেয়েছে।

কুফর শব্দের অর্থ– অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকেই কুফর বলা হয়। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে– আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও গুণাবলিকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা, ইমানের সাতটি বিষয়কে অস্বীকার করা, ইসলামের মৌলিক ইবাদতকে অস্বীকার করা, হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা, ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের অনুকরণ করা, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা প্রভৃতি। 'ক'-এর মনোভাবে হারাম বিষয়কে হালাল মনে হয়।

উদ্দীপকে 'ক'-মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ এগুলোকে মানুষের জীবনের জন্য বৈধ ও প্রয়োজনীয় মনে করে এবং এগুলোর ব্যবসা করে। এ ধরনের মনোভাব ও কর্মে নিঃসন্দেহে ইসলামের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। যা নিঃসন্দেহে কুফুরির শামিল।

ঘ 'খ'-এর কাজটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যা ক্ষমার অযোগ্য পাপ হিসেবে বিবেচিত। এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্বজগতের একমাত্র অধিপতি ও মালিক। তিনি একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি অনন্য ও অতুলনীয়। আর এ বিশ্বাসটিকে অস্বীকার করে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করলে কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করলে সেটি হয় শিরক। যা 'খ' এর কাজে ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে 'খ' তার সন্তানাদির সফলতা ও নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য জনৈক পীরের পায়ে সিজদা করে। তার এই মনোভাব ও কর্ম নিঃসন্দেহে শিরকের শামিল। কারণ কাউকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। শিরক অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। শিরককারীর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। শিরক আল্লাহর সাথে চরম জুলুম করার নামান্তর। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম।' (সূরা লুকমান : আয়াত-৪) আল্লাহ তায়ালা শিরককারীদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি অপার ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াময় হওয়া সত্ত্বেও শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৪৮)

প্রকৃতপক্ষে শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা নিজেই শিরকের অপরাধ ক্ষমা না করার এবং তাদের জন্য জান্নাত হারাম করার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা শিরককারীর ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করে বলেন– 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।' (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-৭২)

প্রশ্ন ▸ ০৩ সাবিহা নিয়মিত সালাত ও সাওম আদায় করেন। কিন্তু ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধানসমূহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করেন না। তার ধারণা ধর্ম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর সাহানা আল-কুরআনের অবিকৃত ও সংরক্ষণ থাকা নিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলে যে, এর নাজিলকালে কোনো ছাপাখানা ছিল না, তারপরও ইহা কীভাবে আজ অবদি অবিকৃত রয়েছে?

ক. মক্কি সূরা কাকে বলে? ১
খ. 'সিরাত' কোথায় স্থাপিত হবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ইসলামি বিধি-বিধান অনুসরণে সাবিহার ধারণাটি কি সঠিক? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সাহানার আশ্চর্য হওয়া বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণভাবে বলা যায়, পবিত্র মক্কা নগরীতে আল-কুরআনের যেসব সূরা নাজিল হয়েছে সেগুলো মক্কি সূরা। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, মহানবি (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পূর্বে নাজিল হওয়া সূরাসমূহকে মক্কি সূরা বলা হয়।

খ সিরাত এর শাব্দিক অর্থ পথ, রাস্তা, পুল, সেতু ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের ভাষায় সিরাত হলো হাশরের ময়দান হতে জান্নাত পর্যন্ত জাহান্নামের উপর দিয়ে চলমান একটি উড়াল সেতু। (তিরমিযি)। এ সেতু পার হয়ে নেক আমলকারী বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আখিরাতে সকল মানুষকেই এ সেতুতে আরোহণ করে তা অতিক্রম করতে হবে। সিরাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" (সূরা মার্‌ইয়াম, আয়াত : ৭১)

এ সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেন –

يُوْضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ

অর্থ : "জাহান্নামের উপর সিরাত স্থাপিত হবে।" (মুসনাদে আহমাদ)

গ না, ইসলামি বিধি-বিধান বা শরিয়ত অনুসরণে সাবিহার ধারণাটি সঠিক নয়।

শরিয়ত শব্দের অর্থ পথ, রাস্তা; বিধি-বিধান ইত্যাদি। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) যেসব আদেশ-নিষেধ ও পথনির্দেশনা মানুষকে জীবন পরিচালনার জন্য প্রদান করেছেন তাকে শরিয়ত বলে। মানবজীবনে শরিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই শরিয়ত মেনে চললে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) খুশি হন। অন্যদিকে এটি অস্বীকার করা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (সা.)-কে অস্বীকার করার নামান্তর। এমনকি শরিয়তের এক অংশ পালন করা আর অন্য অংশ অস্বীকার করাও মারাত্মক পাপ (কুফর), যা সাবিহার ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের সাবিহা নিয়মিত সালাত ও সাওম আদায় করেন। কিন্তু ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধানসমূহ তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করেন না। তার ধারণা, ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তার এরূপ ধারণা শরিয়তের বিপরীত। মানুষের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সকল কাজই শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত। শরিয়তের নির্দেশনার বাইরে কোনো কাজই নেই। তাই শরিয়তের কিছু অংশ স্বীকার করা আর কিছু অংশ অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। বরং তা কুফরের সমান ও মারাত্মক পাপ। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা। তাই বলা যায়, ইসলামি বিধি-বিধান অনুযায়ী সাবিহার ধারণাটি সঠিক নয়।

ঘ সাহানার আশ্চর্য হওয়া বিষয়টি হলো 'আল'কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলন।'

পবিত্র আল-কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের সার্বিক জীবনবিধান ও দিকনির্দেশনা এতে বিদ্যমান। সুতরাং এর সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ স্বয়ং এর সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।' (সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯) যা সাহানার আশ্চর্য হওয়ায় বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের সাহানা আল-কুরআনের অবিকৃত থাকা ও সংরক্ষণ নিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলে যে, এর নাজিলকালে কোনো ছাপাখানা ছিল না,

তারপরও ইহা কীভাবে আজ অবধি অবিকৃত রয়েছে? মূলত আল-কুরআন অবিকৃত ও সংরক্ষিত থাকার কারণ হলো এর সংরক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ কিতাব সংরক্ষণ করেন। এজন্যই আজ পর্যন্ত এ কিতাবের একটি হরফ, হরকত বা নুকতারও পরিবর্তন হয়নি। এটি যেভাবে নাজিল হয়েছিল আজও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান। আর কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আল-কুরআনের সংরক্ষক হওয়ায় এর পরিবর্তন কখনই সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ০৪ **প্রেক্ষাপট-১ :** জনাব রহমত আলীকে সবাই ভালোবাসে। মানুষের অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন ও অনৈতিকতা দেখে তিনি ব্যথিত হন। এ অবস্থা থেকে মানুষের মুক্তির জন্য তিনি সর্বদা চিন্তা করতেন। যখন তিনি সমাজের মানুষকে পাপাচার ও অনৈতিক আচরণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান করেন, তখন প্রভাবশালী কিছু লোক বিদ্রুপ ও বিরোধিতা করে তার উপর জুলুম নির্যাতন শুরু করে।

প্রেক্ষাপট-২ : জনাব বেলাল সামাজিক বাহবা ও সুখ্যাতি পাওয়ার জন্য বনজ, ফলজ ও ভেষজ গাছগাছালি রোপণ ও তার পরিচর্যা করেন।

ক. সূরা আত-তীন কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে? ১
খ. সূরা আল-মাউন-এ আমাদের জন্য কী শিক্ষা রয়েছে? ২
গ. জনাব রহমত আলীর কর্মকাণ্ড কোন সূরার শানে নুযুলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব বেলালের কাজটি তোমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূরা আত-তীন মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

খ সূরা আল-মাউন থেকে আমরা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য, ইয়াতীমদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সালাত বিষয়ক শিক্ষা পাই।

সূরা আল-মাউনের শিক্ষা হলো– বিচার দিবসকে অস্বীকার করা খুবই জঘন্য কাজ। এটি কাফির-মুনাফিকদের কাজ। ইয়াতিম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়; বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। ইয়াতিম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে। কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না; বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে। সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

গ জনাব রহমত আলীর কর্মকান্ড সূরা আল-ইনশিরাহ এর শানে-নুযুলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবুয়ত লাভের পূর্বেও মক্কা নগরীর অত্যন্ত সম্মানিত মানুষ ছিলেন। সারা আরবের লোক তাঁকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত, সম্মান দেখাত। তাঁকে আল-আমিন বলে ডাকত। নির্দ্বিধায় তাঁর নিকট মূল্যবান ধন-সম্পদ গচ্ছিত রাখত। সর্বোপরি মহানবি (সা.) ছিলেন সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু নবুয়ত লাভের পর রাসুলুল্লাহ (সা.) ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলে মক্কাবাসীরা তার বিরোধিতা শুরু করে। তারা তাঁকে নানাভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করতে থাকে। নানাভাবে কাফিররা মহানবি (সা.)-কে কষ্ট দিচ্ছিল। কাফিরদের এরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অন্যায় অত্যাচারে রাসুলুল্লাহ (সা.) উদ্বিগ্ন ও হতাশ হয়ে পড়েন। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করে মহানবি (সা.)-কে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

উদ্দীপকে রহমত আলীকে সবাই ভালোবাসে। মানুষের অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন ও অনৈতিকতা দেখে তিনি ব্যথিত হন। এ অবস্থা দেখে মানুষের মুক্তির জন্য তিনি সর্বদা চিন্তা করতেন। যখন তিনি মানুষকে পাপাচার ও অনৈতিক আচরণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। তখন প্রভাবশালীরা তার বিরোধিতা করতে শুরু করে। যা সূরা আল ইনশিরার শানে নুযুলের সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ জনাব বেলালের কাজটি পাঠ্যবইয়ের ০১ নং হাদিস অর্থাৎ নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসের পরিপন্থি।

নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসটি হচ্ছে– 'প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ এর ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল' (বুখারি)। এ হাদিস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, নিয়তের উপরেই কাজের সফলতা নির্ভর করে। মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক আমলের সাথে সাথে অন্তরের অবস্থাও লক্ষ করেন। উদ্দীপকে জনাব বেলালের উদ্দেশ্য হাদিসটির এ শিক্ষার পরিপন্থি। উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব বেলাল সামাজিক বাহবা ও সুখ্যাতি পাওয়ার জন্য বনজ, ফলজ ও ভেষজ গাছ-গাছালি রোপণ ও তার পরিচর্যা করেন। এখানে তার উদ্দেশ্য বাহবা ও সুখ্যাতি পাওয়া। বৃক্ষরোপণ করে সদকা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তায়ালা পরকালে মানুষের সব কাজের নিয়তের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন। মানুষ যদি সৎ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে তার পুরস্কার লাভ করবে। নেক নিয়তে কাজ করে ব্যর্থ হলেও সে তার জন্য পুরস্কার পাবে। আর মানুষ যদি মন্দ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে শাস্তি ভোগ করবে। এমনকি খারাপ উদ্দেশ্যে ইবাদত করলেও কিংবা ভালো কাজ করলেও তাতে কোনো সাওয়াব হয় না। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, জনাব বেলালের কাজটিতে নিয়ত ঠিক না থাকায় আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই আমাদের প্রত্যেকটি কাজ সঠিক নিয়তের সাথে করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ০৫ সালেহার বাবা একজন ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসার পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক ভিত্তিগুলো যথাযথভাবে বিশ্বাস ও সম্পাদন করে থাকেন। আর রাহেলার বাবা গ্রামের বাড়ীতে বিশাল একটি ফলজ বাগান তৈরি করেন। শহরের মেয়ে রাহেলা বাগান দেখে বাবাকে বলেন, গ্রামের বাগানের ফলমূল পশুপাখি খেয়ে নষ্ট করে দেবে। তখন বাবা বললেন, এ কাজও দান হিসেবে গণ্য হবে।

ক. মতন কাকে বলে? ১
খ. ফরজ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সালেহার বাবার আদায়কৃত সকল মৌলিক ভিত্তিগুলো মানব মণ্ডলীকে বিশ্বাস ও পালন করতে হবে কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাহেলার বাবা যে হাদিসের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাগান তৈরি করেছেন তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাদিসের মূল বক্তব্যকে মতন বলা হয়।

খ ফরজ (فَرْضٌ) অর্থ– অবশ্য পালনীয়, অত্যাবশ্যক। শরিয়তের যেসব বিধান কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলিল দ্বারা অবশ্য কর্তব্য ও অলঙ্ঘনীয় বলে প্রমাণিত তাকে ফরজ বলা হয়। ফরজ কাজ কোনো অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা যায় না। ফরজ অস্বীকার করলে ইমান থাকে না; বরং এর অস্বীকারকারী কাফির হয়।

গ সালেহার বাবার আদায়কৃত সকল মৌলিক ভিত্তিগুলো অর্থাৎ ইসলামের ভিত্তিগুলো মানব মন্ডলীকে বিশ্বাস ও পালন করতে হবে।

হাদিসে মহানবি (সা.) ইসলামের পাঁচটি মূলভিত্তি একসাথে বর্ণনা করেছেন। এগুলো হলো ইমান, সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম। এ পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। এর কোনো একটিকে বাদ দিলে ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না। যা সালেহার বাবার আদায়কৃত ভিত্তিগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে সালেহার বাবা একজন ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসার পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক ভিত্তিগুলো যথাযথভাবে বিশ্বাস ও সম্পাদন করে থাকেন। তার এ সকল বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড সকল মানুষের জন্য পালন করা অত্যাবশ্যক। এই হাদিসে মহানবি (সা.) উপমার মাধ্যমে বিষয়টি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে, ইসলাম হলো একটা তাঁবু সদৃশ ঘর। ইমান হলো তাঁবুর মধ্যস্থিত মূল খুঁটি। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ মধ্যস্থিত খুঁটি ছাড়া তাঁবু দাঁড় করানো অসম্ভব। তাঁবুর বাকি চারটি খুঁটিও গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম। সবগুলো খুঁটি ঠিক থাকলে তাঁবু ঠিকভাবে দণ্ডায়মান থাকে। এর কোনো একটি খুঁটি না থাকলে তাঁবু ভূলুণ্ঠিত হয়। সুতরাং ইসলামের পূর্ণতার জন্য এ পাঁচটি ভিত্তির সবকটিই গুরুত্বপূর্ণ। একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলিম ব্যক্তি এ পাঁচটি বিষয়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করে থাকেন।

ঘ রাহেলার বাবা হাদিস-৪ (বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিস) এর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাগান তৈরি করেছেন।

বৃক্ষরোপণ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। মানুষ এর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

উদ্দীপকে রাহেলার বাবা গ্রামের বাড়িতে বিশাল একটি ফলজ বাগান তৈরি করে মূলত মহানবি (সা.)-এর হাদিসের ওপর আমল করেছেন। তার এ কাজটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। ফলে তিনি নিজের অজান্তেই অনেক সওয়াব লাভ করবেন। যেমন মহানবি (সা.) বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهٗ بِهٖ صَدَقَةٌ۔

অর্থাৎ, 'কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং বলা যায়, হাদিসের আলোকে রাহেলার বাবার কাজটি সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন ▸ ০৬ আলাল ইসলামের দেখানো পথ অনুযায়ী আচার-আচরণ ও কাজকর্মে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে থাকেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন জীবন এবং মানুষকে একটি উদ্দেশ্যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে দুলাল এমন এক ইবাদত পালন করেন, সে ইবাদতে মানুষের মধ্যে শ্রেণি ভেদাভেদ থাকে না, আত্মা পরিশুদ্ধ হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করে।

ক. হজ কী? ১
খ. মালিক শ্রমিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আলালের আচরণ ও বিশ্বাসে ইসলামের কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দুলালের পালনকৃত ইবাদতটি চিহ্নিতপূর্বক এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে।

খ মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মালিক শ্রেণি যেমন শ্রমিক শ্রেণির সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না তেমনিভাবে শ্রমিক শ্রেণির দৈনন্দিন জীবন মালিক শ্রেণির বেতন-ভাতার উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যের কাজ করে শ্রমের মূল্য গ্রহণ করা ঘৃণার কাজ নয়। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও শ্রমিকের কাজ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো– কোন প্রকারের উপার্জন উত্তম ও পবিত্র? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তির নিজ শ্রমের উপার্জন এবং সৎব্যবসালব্ধ মুনাফা। (বায়হাকি)

ইসলাম অধীনস্ত লোকদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে।

গ আলালের আচরণ ও বিশ্বাসে ইসলামের অন্যতম দিক আল্লাহর ইবাদত বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

ইসলামি পরিভাষায় দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধান মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে সহজভাবে জীবনযাপন করার জন্য অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন।

আমরা আল্লাহর বান্দা। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেছেন –

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ۔

অর্থ : "জিন ও মানবজাতিকে আমি (আল্লাহ) আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয্-যারিয়াত, আয়াত : ৫৬)

আমরা পৃথিবীতে যত ইবাদতই করি না কেন, সকল ইবদাতের মূল উদ্দেশ্যই হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এ ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য না হলে আল্লাহ তা কবুল করবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন– "তারাতো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে।" (সূরা আল-বাইয়্যিনা, আয়াত : ০৫)

উদ্দীপকে আলাল ইসলামের দেখানো পথ অনুযায়ী আচার-আচরণ ও কাজকর্মে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে থাকেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন জীবন এবং মানুষকে একটি উদ্দেশ্যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। যা মহান আল্লাহর ইবাদতের শামিল।

ঘ দুলালের পালনকৃত ইবাদতটি 'সালাত'-এর অন্তর্ভুক্ত।

সালাত আরবি শব্দ। এর অর্থ– দোয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা ও রহমত কামনা করা। যেহেতু সালাতের মাধ্যমে বান্দা প্রভুর নিকট দোয়া করে, দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে তাই একে সালাত বলা হয়। সালাতের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব অনেক। এটি মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য

অর্জন, ইমান মজবুত, আত্মা পরিশুদ্ধ করতে সহায়তা করে। পাশাপাশি এটি সমাজ থেকে উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ দূর করে, যা দুলালের পালনকৃত ইবাদতটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের দুলাল এমন এক ইবাদত পালন করেন, যে ইবাদতে মানুষের মধ্যে শ্রেণি ভেদাভেদ থাকে না; আত্মা পরিশুদ্ধ হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করে। আর তার এরূপ ইবাদত সালাতের গুরুত্বকে নির্দেশ করে। একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের মূলভিত্তি ৫টি। সালাত তন্মধ্যে দ্বিতীয়। মহানবি (সা.) বলেন, সালাত দ্বীনের ভিত্তি। অন্যত্র তিনি বলেন, সালাত জান্নাতের চাবি। সালাত আদায় করতে গিয়ে বান্দা দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা হাসিল করে আল্লাহর সান্নিধ্যে যায়। এতে তার ইমান বৃদ্ধি পায়। কুফর ও ইমানের মাঝে সালাত পার্থক্য সৃষ্টি করে। কারণ যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে সে ইমানদার। আর যে নামাজ পরিত্যাগ করে তার ইমান নেই। ইমানহীন ব্যক্তি কাফির। মহানবি (সা.) বলেন, 'সলাত হলো ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী' (তিরমিযি)। সালাত মানুষকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে' (সূরা আল-আনকাবূত : আয়াত-৪৫)। সালাতের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন পাঁচবার একত্রে সালাত আদায় করার ফলে মুসলমানদের মধ্যে হৃদ্যতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মুসলমানদের জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক।

প্রশ্ন ▸ ০৭ ফারিহা এমন একটি ইবাদত পালন করেন। যার মাধ্যমে তিনি অনাহারীর ক্ষুধার জালা অনুভব করতে পারেন। তাছাড়া উক্ত ইবাদত কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও লড়াই করে। আর সামিয়া তার উপার্জিত সম্পদ হিসেব করে যত্নসহকারে নির্দিষ্ট একটি অংশ গরীব দুঃখিদের অধিকার হিসেবে বিতরণ করেন। তিনি মনে করেন এ নির্দিষ্ট সম্পদের অংশ অনাদায়ে পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ক. হাক্কুল ইবাদ বলতে কী বুঝায়? ১

খ. ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. ফারিহার পালনকৃত ইবাদতটির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সামিয়ার আদায় করা ইবাদতটি চিহ্নিত করে এর সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বান্দার সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল ইবাদ বলে।

খ ইসলাম শব্দের অর্থ হলো আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। তাই প্রতিটি মুসলিমকে জানতে হবে– সে কার আনুগত্য করবে, কী আনুগত্য করবে, কার কাছে কীভাবে আত্মসমর্পণ করবে। আর এ জানার জন্য জ্ঞানার্জন আবশ্যক। তাছাড়া ইসলামের মূল দুটি উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। এ দুটো লিখিত আকারে রয়েছে। এ দুটোকে বুঝতে হলেও জ্ঞানের দরকার। এ কারণেই ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করা হয়েছে।

গ ফারিহার পালনকৃত ইবাদতটি 'সাওমের' অন্তর্ভুক্ত।

সাওম শব্দের অর্থ হলো বিরত থাকা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সাওম হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা। মানুষ লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ-ক্ষোভ ও কামভাবের বশবর্তী হয়ে অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়। সাওম মানুষকে এসব কাজ থেকে মুক্ত থাকতে শেখায়, যা ফারিহার পালনকৃত ইবাদতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের ফারিহা এমন একটি ইবাদত পালন করেন, যার মাধ্যমে তিনি অনাহারীর ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করতে পারেন। তাছাড়া উক্ত ইবাদত কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও লড়াই করতে সাহায্য করে। তার পালনকৃত এই ইবাদতটি সাওমকে নির্দেশ করে। কেননা সিয়াম সাধনার ফলে সমাজের লোকদের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। সাওম পালন করে এরূপ ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকার ফলে সে অন্য আরেকজন অনাহারীর ক্ষুধার জ্বালা সহজে বুঝতে পারে। ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা যে কীরূপ পীড়াদায়ক হতে পারে তা সে উপলব্ধি করতে পারে। তাছাড়া সাওম সব ধরনের কু-প্রবৃত্তি থেকে মানুষকে মুক্ত করে। আর সাওম হলো কোনো ব্যক্তি ও তার মন্দ কাজের মাঝে ঢালস্বরূপ। রাসুল (সা.) বলেন, 'সাওম (রোযা) ঢালস্বরূপ'। (বুখারী ও মুসলিম) তাই বলা যায়, ফারিহার পালনকৃত ইবাদতটি হলো সাওম।

ঘ সামিয়ার আদায় করা ইবাদতটি 'যাকাত'-এর অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামের চতুর্থ মৌলিক ইবাদত হলো যাকাত। শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। মহান আল্লাহ তায়ালা ধনী ও গরিবের মধ্যে আর্থিক সমন্বয় সাধন করতে যাকাতের বিধান দিয়েছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত গরিবের প্রতি ধনীর দয়া নয়; বরং এটা গরিবের অধিকার, যা উদ্দীপকের সামিয়ার কর্মকাণ্ডেও লক্ষণীয়।

যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব হলো যাকাত সামাজিক নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি সমাজের মানুষের মধ্যকার সম্পদের বৈষম্য দূর করে। সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। যাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি। যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ফলে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়। সম্পদের ভারসাম্য বজায় থাকে। ধনী-গরিব বৈষম্য দূর হয়। যাকাতব্যবস্থার ফলে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয়ে দরিদ্র লোকদের হাতে যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ, যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশীলদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। (সূরা আল-হাশর : আয়াত-৭)

সুতরাং বলা যায়, যাকাত প্রদান করা দরিদ্রের প্রতি ধনী লোকের কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়; বরং যাকাত হলো দরিদ্র লোকের প্রাপ্য অধিকার। অতএব প্রত্যেক সম্পদশালী মুসলিম ব্যক্তির উচিত স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করা এবং অসহায় লোকদের অভাব মোচনে ভূমিকা রাখা।

প্রশ্ন ▶ ০৮ মাইমুনা ও নাজমা দশম শ্রেণির ছাত্রী। মাইমুনা তার শিক্ষককে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষার পর মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবে এবং পরবর্তী নির্বাচনি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের চেষ্টা করবে। কিন্তু সে প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষার পর লেখাপড়ায় আর মন দেয় না। আর নাজমা বিদ্যালয় ছুটির দিনে অমার্জিত পোশাক পরিধান করে শহরে যায়। বাড়ি ফেরার পথে কিছু যুবক তাকে রাস্তায় গতিরোধ করে উত্যক্ত করে।

ক. তাকওয়া কী? ১

খ. "সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে"। ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মাইমুনার আচরণে কোন বিষয়টি লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নাজমা কী পন্থা অবলম্বন করলে উক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতো না। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাকওয়া হলো সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা।

খ 'সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়'– এটি বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ।

সত্যবাদিতা একটি মহৎগুণ। সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ আস-সিদক। বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা বা বিষয় প্রকাশ করাকে সিদক বা সত্যবাদিতা বলা হয়। সত্যবাদিতার ফলে মানুষ দুনিয়াতে সম্মানিত ও মর্যাদাবান হয় এবং আখিরাতে সহজে জান্নাত লাভ করতে পারে। এ কারণেই বলা হয়, সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়।

অপরদিকে, মিথ্যা এমন একটি বিষয় যা মানুষের জীবনের চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। মিথ্যা সকল পাপের মূল। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে সে ভাবে তার কোনো অপকর্ম জনসমাজে প্রকাশ পাবে না। এ জন্য সে সব ধরনের অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ে। আর এরকম পাপীরা আল্লাহ ও মানুষের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। জীবনের সর্বস্তরে বিফল হয়। মোটকথা তার জীবন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। তাই বলা যায়, 'মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে'।

গ মাইমুনার আচরণে 'ওয়াদা পালন' বিষয়টি লঙ্ঘিত হয়েছে।

ওয়াদাকে আরবি ভাষায় বলা হয় আল-আহদু (اَلْعَهْدُ)। আল-আহদু-এর শাব্দিক অর্থ– ওয়াদা, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, চুক্তি, কাউকে কোনো কথা দেওয়া বা কোনো কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাইমুনা তার শিক্ষককে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলে, প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষার পর মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবে। কিন্তু সে প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষার পর পড়ালেখায় আর মন দেয় না, যা মূলত ওয়াদা ভঙ্গের শামিল। কেননা ওয়াদা করে তা পালন না করাই হলো ওয়াদা ভঙ্গ করা। পক্ষান্তরে ওয়াদা পালন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। সৎ ও নৈতিক গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তিগণ সর্বদা ওয়াদা রক্ষা করে থাকেন। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন ও দ্বীনদার হতে পারে না। একটি হাদিসে মহানবি (সা.) বলেছেন– لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীন নেই।' (মুসনাদে আহমাদ) অতএব, মাইমুনার আচরণে ওয়াদা পালনের বিষয়টি লঙ্ঘিত হয়েছে।

ঘ নাজমা শালীনতা পন্থা অবলম্বন করলে উক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতো না।

'শালীনতা' অর্থ মার্জিত, সুন্দর ও শোভন হওয়া। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলে। শালীনতাই হলো মানব চরিত্রের অন্যতম ভূষণ, যা নাজমার মধ্যে অনুপস্থিত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নাজমা বিদ্যালয় ছুটির দিনে অমার্জিত পোশাক পরিধান করে শহরে যায়। আর অশালীন কর্মকাণ্ড আখলাকে হামিদাহর পরিপন্থি। কেননা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চলাফেরায় শালীনতার অভাব অনেক সময় সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটায়, ইভটিজিং, ব্যভিচার ইত্যাদির জন্ম হয়। আর এরূপ পরিস্থিতি ডেইজির ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। অশালীন পোশাকের কারণে একদল যুবক তাকে উত্যক্ত করে। সে শালীন পোশাক পরিধান করলে এ ধরনের উত্যক্তের শিকার হতো না।

সুতরাং বলা যায়, নাজমার পোশাক-পরিচ্ছদ ও চলা-ফেরায় শালীনতার অভাব বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ০৯ **দৃশ্যকল্প-১ :** দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা যায় যে, পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জাল টাকা তৈরির মেশিন, রং, কালি কাগজসহ চার সদস্যকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে।

দৃশ্যকল্প-২ : অপর এক সংবাদ থেকে জানা যায় গতকাল ১লা নভেম্বর সোনালী ব্যাংক থেকে "শিল্পালয়" প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন প্রদানের জন্য প্রায় এক কোটি টাকা উত্তোলন করে অফিসের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ টার্নিং পয়েন্টে পৌঁছামাত্র টেম্পু নামক এক যুবকের নেতৃত্বে ১০/১৫ জনের একটি দল অতর্কিত অস্ত্র-শস্ত্রসহ তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে টাকাগুলো হাতিয়ে নেয়।

ক. আখলাকে যামিমাহ বলতে কী বুঝায়? ১

খ. 'গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. পুলিশ কর্তৃক ধৃত চার সদস্যদের কার্যক্রমে কী প্রকাশ পেয়েছে? ৩

ঘ. টেম্পু নামক যুবক ও তার দলবলের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব চরিত্রের মন্দ ও নিন্দনীয় স্বভাবগুলোকে বলা হয় আখলাকে যামিমাহ।

খ গিবত করাকে আল-কুরআনে নিজ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং গিবত খুবই অপছন্দনীয় কাজ। সুস্থ বিবেকবান কোনো মানুষই এরূপ কাজ পছন্দ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালাও গিবত করা পছন্দ করেন না।

পবিত্র হাদিসে মহানবি (সা.) আমাদের গিবতের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক।

গ পুলিশ কর্তৃক ধৃত চার সদস্যদের কার্যক্রমে 'প্রতারণা' প্রকাশ পেয়েছে।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার ওপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলা হয়। এটি মিথ্যাচারের একটি বিশেষ রূপ। নানাভাবে প্রতারণা হতে পারে। যেমন– ওজনে কম দেওয়া, জাল মুদ্রা চালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি, যা উদ্দীপকের ধৃত চার সদস্যের কার্যক্রমে লক্ষ করা যায়।

প্রতারণা ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতাবিরোধী অতি গর্হিত কাজ। প্রতারণা মিথ্যারই শামিল। মিথ্যা যেমন ঘৃণ্য, প্রতারণাও তেমনি ঘৃণ্য। এটি একটি সমাজদ্রোহী পাপ। ইসলাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে, জীবনে যা কিছু করবে তার মধ্যে ফাঁকি ও প্রতারণার স্থান নেই। ইসলাম সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণকে কোনোমতেই সমর্থন করে না। কুরআন মাজিদে ঘোষণা করা হয়েছে–

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

অর্থাৎ, 'তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ কর না এবং তোমরা জেনেশুনে সত্য গোপন কর না' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৪২)। পণ্যের দোষ গোপন করা সম্বন্ধে রাসুল (সা.)-এর উক্তি হচ্ছে, 'যে ব্যক্তি দোষযুক্ত পণ্য বিক্রি করে এবং ক্রেতাকে দোষের কথা জানায় না, এমন ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর রোষের মধ্যে থাকবে এবং ফেরেশতারা সর্বদা তাকে অভিশাপ দিতে থাকবে।'

উদ্দীপকে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা যায় যে, পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জাল টাকা তৈরির মেশিং, রং, কালি কাগজসহ চার সদস্যকে গ্রেফতার করে। যা প্রতারণার শামিল।

প্রকৃতপক্ষে, প্রতারণা দ্বারা অর্জিত জীবিকা হারাম। আর যে দেহ হারাম রুজি দ্বারা পরিপুষ্ট তার স্থান হবে জাহান্নাম।

ঘ টেম্পু নামক যুবক ও তার দলবলের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে ফিতনা-ফাসাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ফিতনা ও ফাসাদ উভয়ই আরবি শব্দ। ফিতনা অর্থ অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা। ইসলামি পরিভাষায় ফিতনা-ফাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টি বোঝায়। অর্থাৎ সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার বিপরীত অরাজক পরিস্থিতিই ফিতনা-ফাসাদ। মানবসমাজে ভয়-ভীতি, অত্যাচার-অনাচার ইত্যাদির মাধ্যমে নানা বিপর্যয় সৃষ্টি করা যায়। এরূপ অস্থিতিশীল পরিস্থিতিই ফিতনা-ফাসাদ। সন্ত্রাস, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি ফিতনা-ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত, যা টেম্পু নামক যুবক ও তার দল-বলের কাজে লক্ষ করা যায়।

দৃশ্যকল্প-২ এর একটি সংবাদ থেকে দেখা যায়, ১লা নভেম্বর সোনালী ব্যাংক থেকে 'শিল্পালয়' প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন প্রদানের জন্য প্রায় এক কোটি টাকা উত্তোলন করে অফিসের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ টার্নিং পয়েন্টে পৌঁছা মাত্র টেম্পু নামক এক যুবকের নেতৃত্বে ১০/১৫ জনের একটি দল অস্ত্র-শস্ত্রসহ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টাকাগুলো হাতিয়ে নেয়। তাদের এরূপ কাজটি ফিতনা-ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত ফিতনা-ফাসাদ অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। এর দ্বারা সমাজে সকল অন্যায়-অত্যাচারের দরজা খুলে যায়। অরাজক পরিস্থিতিতে অসৎ মানুষেরা সব ধরনের পাপ কাজের সুযোগ পায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৯১)

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, টেম্পু ও তার দলবলের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে ফিতনা-ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সবসময় ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি।

প্রশ্ন ▶ ১০ রফিক একটি বই পড়ে জানতে পারলেন এমন এক সময় ছিল, যখন সমাজে নারীদের কোনো সম্মান ও মূল্য ছিল না। তাদের উপর অত্যাচার করা হতো। সমাজে বিরোধ ও ঝগড়া লেগে থাকতো। আর অন্যায়ভাবে বিবাদ চাপিয়ে দেওয়া হতো। এমন সময় একজন আগুন্তুক এলাকায় শান্তি স্থাপনের জন্য 'সবুজ সংঘ' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে সমাজের বিরোধ ও ঝগড়া বন্ধ হয়ে যায়।

ক. জীবনাদর্শ বলতে কী বুঝ? ১

খ. হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রফিক সাহেবের বইয়ের বর্ণনা কোন সমাজের সাথে তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আগন্তুক ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সবুজ সংঘটি' মহানবি (সঃ)-এর জীবনের কোন কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের সামগ্রিক জীবন সুন্দর ও সফল করতে যেসব মনীষীর জীবনকর্ম অনুসরণ করা হয় তা-ই হলো জীবনাদর্শ।

খ মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম রাষ্ট্রে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। হযরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব মোকাবেলা করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেন। এছাড়াও ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিয শাহাদাতবরণ করেন। এতে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিলে হযরত আবু বকর (রা) পবিত্র কুরআনকে একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করায় তাঁকে ইসলামের 'ত্রাণকর্তা' বলা হয়।

গ রফিক সাহেবের বইয়ের বর্ণনাকে জাহেলিয়া সমাজের সাথে তুলনা করা যায়।

রাসূল (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের লোকেরা নবি ও রাসুল (সা.)-এর শিক্ষা ভুলে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের আচার-ব্যবহার ও চালচলন ছিল বর্বর ও মানবতাবিরোধী। তাই সে যুগকে আইয়ামে জাহিলিয়া বা অজ্ঞতার যুগ বলা হয়। তৎকালীন সময়ে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। তাদের ভোগ-বিলাসের বস্তু মনে করা হতো, যা রফিক সাহেবের পঠিত বইয়ে লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে রফিক একটি বই পড়ে জানতে পারলেন যে, এমন এক সময় ছিল যখন সমাজে নারীদের কোনো সম্মান ও মূল্য ছিল না। তাদের উপর অত্যাচার করা হতো। সমাজে বিরোধ ও ঝগড়া লেগে থাকতো। অন্যায়ভাবে বিবাদ চাপিয়ে দেয়া হতো। আর এ সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল জাহেলি সমাজ ব্যবস্থায়। তখন আরবের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ছিল। তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে সভ্য সমাজের কোনো মিল ছিল না। বলা যায়, সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। মানুষের জানমাল, ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। নরহত্যা, রাহাজানি, খুন-খারাবি, ডাকাতি, মারামারি, কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া, জুয়াখেলা, মদপান, সুদ, ব্যভিচার ছিল তখনকার প্রচলিত ব্যাপার। তৎকালীন সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। তাদেরকে সামাজিক জীব মনে করা হতো না; বরং দাসী হিসেবে বিক্রি করা হতো, ভোগবিলাসের বস্তু মনে করা হতো। তারা গোত্রে গোত্রে বিভক্ত ছিল এবং যাযাবর জীবনযাপন করত। এক কথায়, তাদের সামাজিক অবস্থা ছিল বর্বরতায় পরিপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রটি প্রাক-ইসলামি যুগের আরবের সমাজব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ আগন্তুক ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সবুজ সংঘটি' মহানবি (সা.)-এর জীবনের 'হিলফুল ফুযুল' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মানবতার মুক্তির দূত রাসুল (সা.) ফিজার যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। তাই তিনি আরবের শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল' সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এর আদর্শে তৎকালীন আরবের গোত্রকলহ বন্ধ হয়ে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্দীপকেও এ ধরনের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

রাসুল (সা.)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন তিনি 'হিলফুল ফুযুল' গঠন করেন। এটি গঠনের প্রত্যক্ষ কারণ হলো– ফিজার যুদ্ধের বিভীষিকা তাঁর কোমল মনকে আন্দোলিত করে। তাই তিনি শান্তির লক্ষ্যে ৫টি উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে এ শান্তিসংঘ গঠন করেন। ৫টি উদ্দেশ্য হলো– ১. আর্তের সেবা করা, ২. অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা, ৩. অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, ৪. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং ৫. গোত্রে গোত্রে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখা।

উদ্দীপকে একজন আগুন্তক এলাকায় শান্তি স্থাপনের জন্য 'সবুজ সংঘ' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে সমাজের বিরোধ ও ঝগড়া বন্ধ হয়ে যায়। যা 'হিলফুল ফুযুল' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▸ ১১ সালাম ও কালাম দু'জন প্রতিনিধি। সালাম নির্বাচিত হওয়ার পর জনগণকে ডেকে বলেন ভাইসব যতদিন আমি আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর অনুসরণ করবো ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে। আর আমার ভুলগুলো সংশোধন করে দেবে। অন্যদিকে কালাম সরকার থেকে প্রাপ্ত সাহায্য ধনি-গরিব, আপন-পর সকলের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করেন। জনগণের অবস্থা সচক্ষে দেখার জন্য রাতের আধারে পাড়া মহল্লায় ঘুরে বেড়ান।

ক. মদিনা সনদ কী? ১

খ. ইবনে সিনাকে শল্যচিকিৎসার দিশারি মনে করা হয় কেন? ২

গ. সালামের বক্তব্যে কোন মনীষীর বক্তব্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কালামের কর্মকাণ্ডে যে মনীষীর কাজের প্রতিফলন ঘটেছে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.) একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিলেন এবং মদিনার সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত।

খ চিকিৎসায় ইবনে সিনার অবদানের জন্য তাকে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র, চিকিৎসা প্রণালি এবং শল্যচিকিৎসার দিশারি মনে করা হয়। চিকিৎসা বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কানুন-ফিত-তিব্বকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এ গ্রন্থে তিনি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের আশ্চর্যরকম সমাবেশ ঘটিয়েছেন– যা গ্রন্থটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে।

গ সালামের বক্তব্যে মনীষী হযরত আবু বকর (রা) এর বক্তব্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

হযরত আবু বকর (রা) বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক। রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পূর্বে তিনি সার্বক্ষণিক তাঁর এবং ইসলামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। কুরআন এবং সুন্নাহকে তিনি জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পর (৬৩২ খ্রি.) তিনিই খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ এবং রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ মোতাবেক তিনি খিলাফত পরিচালনা করার শপথ গ্রহণ করেন। সালামের মধ্যে তার এ আদর্শরই প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সালাম নির্বাচিত হয়ে জনগণকে ডেকে বলেন– "ভাইসব যতদিন আমি আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর অনুসরণ করবো, ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে। আর আমার ভুলগুলো সংশোধন করে দিবে। হযরত আবু বকর (রা)-ও মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর অনুসরণ করি, ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে এবং আমাকে সাহায্য করবে। আর ভুল পথে চললে তোমরা আমাকে সাথে সাথে সংশোধন করে দেবে।' তার এ বক্তব্যে আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ, গণতন্ত্র তথা জনগণের মতামতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, জনপ্রতিনিধি সালাম সাহেব সর্বকালের অনুকরণীয় শাসক হযরত আবু বকর (রা)-এর বৈশিষ্ট্যকেই লালন করছেন।

ঘ কালামের কর্মকান্ডে মনীষী হযরত ওমর (রা) এর গুণের প্রতিফলন ঘটেছে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) ছিলেন ন্যায় এবং ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি আপন-পর কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তার চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সত্য ও ন্যায়ের জন্য তিনি যেমন কঠোরতা অবলম্বন করতেন, তেমনি মানবতার জন্য তিনি কষ্ট অনুভব করতেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাকে পীড়া দিত। তাই তাদের দুঃখ মোচনে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। উদ্দীপকে কালাম সাহেব তার এ মহান আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন।

উদ্দীপকে কালাম সাহেব সরকার থেকে প্রাপ্ত সাহায্য ধনি-গরিব, আপন-পর সকলের মধ্যে সমভাবে বন্টন করেন। জনগনের অবস্থা সচক্ষে দেখার জন্য রাতের আধারে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে বেড়ান। একই বৈশিষ্ট্য হযরত উমর (রা)-এর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। তিনি ন্যায়বিচারক এবং নিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। তাই নিজ পুত্র আবু শাহমাকে মদপানের অপরাধে কঠোর শাস্তি দেন। এছাড়াও একজন প্রজাবৎসল শাসক হিসেবে তিনি গভীর রাতে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে প্রজাদের সার্বিক অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করেন। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা তাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। তিনি নিজ স্ত্রীকে নিয়ে যান প্রসব বেদনায় কাতর বেদুইন নারীকে সাহায্য করার জন্য।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত উমর (রা) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। ন্যায় ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রজাকল্যাণ সাধন করে তিনি আদর্শ শাসক হিসেবে ইতিহাসে অনুকরণীয় হয়ে আছেন। উদ্দীপকে জনপ্রতিনিধি কালাম সাহেব তাঁর এসব আদর্শের আংশিক ধারণ করেছেন।